বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি

৸৹

কলিকাতা বাদুড়বাগান চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক, ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধি,
বিশুদ্ধ আহ্নিককৃত্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা
ও
পি, এম্ বাক্‌চির ডাইরেক্টরী পঞ্জিকার
প্রধান ব্যবস্থাপক
পণ্ডিত **শ্রীরামদেব স্মৃতিতীর্থ** সম্পাদিত

পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ
শুভ ১লা বৈশাখ—১৩৪৯

—চৌদ্দ আনা—

প্রকাশক :—
শ্রীনীরদচন্দ্র মজুমদার
দেব লাইব্রেরী
২৩, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রিন্টার :—শ্রীপ্রফুল্লেন্দু দত্ত,
দামোদর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১০৬, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

হিন্দুর নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যে **বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি** বিশেষ প্রয়োজনীয়। যদি নিয়মিতরূপে নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে সর্ব্বকার্য্যেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণগণের সন্ধ্যা অর্থাৎ গায়ত্রীর উপাসনা একান্ত করণীয়। এই পুস্তকখানিতে প্রাতরনুষ্ঠান, স্নানকালীন অনুষ্ঠান, সন্ধ্যা, গায়ত্রী, নানা দেবদেবীর ধ্যান, পূজার মন্ত্র, বীজমন্ত্র, প্রণাম, স্তব, কবচাদি, নানা দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতি এবং যাবতীয় নিত্য করণীয় কার্য্যের অনুষ্ঠানাদি বিশদভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

ভগবৎ কৃপায় অল্পকাল মধ্যেই এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকটি যে বিশুদ্ধ এবং সাধারণের পরমোপযোগী হইয়াছে তাহা গ্রাহকগণের আগ্রহাতিশয্যেই প্রমাণিত হইয়াছে। এই সংস্করণে আরও কতকগুলি অতিরিক্ত বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা যে সকলেরই পরম আদরের সামগ্রী হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণও নিঃশেষ হওয়ায় তৃতীয় সংস্করণে নানা দেব-দেবীর পূজা-পদ্ধতি, সংক্ষেপে প্রতিমা পূজা, হোম, শান্তি প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় বিষয় দিয়া পুস্তকখানি পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল। আশা করি, পুস্তকখানি সাধারণ গৃহস্থ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং পুরোহিতাদির নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যে সহায়স্বরূপ হইবে।

আমার সাধ্যানুসারে পুস্তকখানি নির্ভুল করিতে চেষ্টার ত্রুটী করি নাই। সুধী পাঠকবৃন্দের নিকট নিবেদন এই যে, প্রেসের অসাবধানতায় যদি কোথাও

ত্রুটি কিংবা বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা জানাইলে আমি বিশেষ বাধিত হইব ও পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহা সংশোধিত আকারে প্রকাশ করিব।

পুস্তকখানি সম্পাদন করিতে আমাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। এক্ষণে এই পুস্তকখানি যদি কাহারও উপকারে লাগে, তাহা হইলে আমি ধন্য হইব এবং আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। ইতি—

৩-এ, বাদুড়বাগান লেন,
কলিকাতা
শুভ ১লা বৈশাখ—১৩৪৯

বিনীত—
গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
প্রাতঃকৃত্য	১
প্রভাত-পাঠ্য মন্ত্র	২
তান্ত্রিক প্রাতঃকৃত্য	৩
গুরুর ধ্যান	৩
গুরুপ্রণাম মন্ত্র	৪
স্ত্রীগুরু প্রণাম মন্ত্র	৪
কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান	৪
কুলবৃক্ষ	৫
মলমূত্র ত্যাগ ও শৌচবিধি	৫
দন্তধাবন	৭
তৈলমর্দ্দন	৮
স্নানপ্রকরণ	৯
স্নানকালীন সঙ্কল্প	৯
স্নানবিধি	৯
গাত্রে মৃত্তিকালেপন মন্ত্র	১১
স্নানানন্তর পাঠ্য মন্ত্র	১১
স্নান সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা	১১
গঙ্গাস্নানে বিশেষ মন্ত্র	১২
নিত্য গঙ্গাস্নান	১৩
সৌর বৈশাখে প্রাতঃস্নান	১৩
দশহরা স্নান	১৪
দশহরাস্নানে বিশেষ মন্ত্র	১৪
কার্ত্তিকমাসে প্রাতঃস্নান	১৫
গঙ্গাসাগর স্নান	১৫
মাঘমাসে প্রাতঃস্নান	১৫
রটন্তী-স্নান	১৬
মাকরী সপ্তমী স্নান	১৬
বারুণী স্নান	১৭
মহাবারুণী ও মহামহাবারুণী	১৮
ব্রহ্মপুত্র-স্নান ও অশোক কলিকা পান	১৮
করতোয়া-স্নান	১৯
গ্রহণ স্নান	১৯
চূড়ামণিযোগ	২০
অর্দ্ধোদয়যোগ স্নান	২০
মন্ত্রস্নান	২১
পাদপ্রক্ষালন	২২
বস্ত্রপরিধান	২২
তিলকধারণ	২৪
তিলকধারণ-মন্ত্র	২৪
বৈষ্ণবগণের তিলকধারণ মন্ত্র	২৫
শিখা বন্ধন	২৬
স্ত্রী ও শূদ্রের শিখাবন্ধন	২৬
শিখা-মোচন মন্ত্র	২৬
শিখা-মোচনের আবশ্যকতা	২৬
আচমন	২৬
আচমনের নিয়ম	২৭
সাধারণের বিষ্ণুস্মরণ মন্ত্র	২৮
আচমনের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ	২৮
আচমন সময়ে হস্তে জলধারণাদি প্রমাণ	২৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
তান্ত্রিক আচমন	২৯	সামবেদি-সন্ধ্যা	৪৮
শাক্তাচমন	২৯	মার্জ্জন	৪৮
বৈষ্ণবাচমন	৩০	প্রাণায়াম	৪৯
হস্তনিয়ম	৩২	আচমন	৫০
আসন ও উপবেশন	৩২	প্রাতঃসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র	৫১
দিঙ্নির্ণয়	৩২	মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় আচমন মন্ত্র	৫১
কালনির্ণয়	৩৩	সায়ংসন্ধ্যায় আচমন মন্ত্র	৫১
প্রথম যামার্দ্ধ-কৃত্য	৩৩	পুনর্ম্মার্জ্জন	৫২
দ্বিতীয় যামার্দ্ধ কৃত্য	৩৩	অঘমর্ষণ	৫২
তৃতীয় যামার্দ্ধ-কৃত্য	৩৪	জলাঞ্জলি	৫৩
চতুর্থ যামার্দ্ধ-কৃত্য	৩৪	সূর্য্যোপস্থান	৫৩
পঞ্চম যামার্দ্ধ-কৃত্য	৩৪	অঙ্গন্যাস	৫৩
ষষ্ঠ ও সপ্তম যামার্দ্ধ-কৃত্য	৩৪	গায়ত্রী আবাহন	৫৪
অষ্টম যামার্দ্ধ-কৃত্য	৩৪	গায়ত্রীর ঋষ্যাদি	৫৪
রাত্রি-কৃত্য	৩৪	গায়ত্রীর ধ্যান	৫৪
বৈদিক ও তান্ত্রিক-কৃত্য	৩৫	গায়ত্রী জপ	৫৫
জল, কুশ, তিল, মৃত্তিকা	৩৬	জপের নিয়ম	৫৫
অঙ্গুরীয়	৩৬	গায়ত্রীর বিসর্জ্জন	৫৫
সন্ধ্যাবিধি	৩৭	আত্মরক্ষা	৫৬
ওঁ উচ্চারণ	৩৯	রুদ্রোপস্থান	৫৬
ওঁকার মাহাত্ম্য	৩৯	সূর্য্যার্ঘ্য	৫৬
সন্ধ্যা করার ফল	৪০	সূর্য্যপ্রণাম	৫৬
সন্ধ্যা না করার দোষ	৪১	ঋগ্‌বেদীয় সন্ধ্যা	৫৭
গায়ত্রীর উচ্চারণ	৪৩	মার্জ্জন	৫৭
গায়ত্রী-মাহাত্ম্য	৪৩	প্রাণায়াম	৫৮
গায়ত্রী শব্দার্থ	৪৫	পুনর্ম্মার্জ্জন	৫৯
গায়ত্রীর অর্থ	৪৬	প্রাতঃসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র	৬০
গায়ত্রী-কবচ (১)	৪৬	মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র	৬০
গায়ত্রী-কবচ (২)	৪৭	সায়ংসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র	৬১
গায়ত্রী-শাপোদ্ধার	৪৭	পুনর্ম্মার্জ্জন	৬১

বিষয়	পৃষ্ঠা
অঘমর্ষণ	৬২
সূর্য্যার্ঘ্য—প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যায়	৬৩
সূর্য্যার্ঘ্য—মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায়	৬৩
সূর্য্যোপস্থান—প্রাতঃ ও সায়ং-সন্ধ্যায়	৬৩
সূর্য্যোপস্থান—মধ্যাহ্নসন্ধ্যায়	৬৩
গায়ত্রীর অঙ্গন্যাস	৬৪
আবাহন	৬৪
গায়ত্রীর ধ্যান	৬৪
গায়ত্রীর জপ	৬৫
উপস্থান বা আত্মরক্ষা	৬৫
গায়ত্রী বিসর্জ্জন	৬৬
শান্তি	৬৬
সূর্য্যার্ঘ্য	৬৬
সূর্য্যপ্রণাম	৬৬
যজুর্ব্বেদি-সন্ধ্যা	৬৭
আচমন	৬৭
মার্জ্জন	৬৭
প্রাণায়াম	৬৮
আচমন	৬৯
প্রাতঃসন্ধ্যায় আচমন মন্ত্র	৬৯
মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় আচমন মন্ত্র	৭০
সায়ংসন্ধ্যায় আচমন মন্ত্র	৭০
পুনর্মার্জ্জন	৭০
অঘমর্ষণ	৭০
জলাঞ্জলি দান	৭১
সূর্য্যোপস্থান	৭১
অঙ্গন্যাস	৭২
গায়ত্রীর ধ্যান	৭৩
গায়ত্রীর আবাহন	৭৩
গায়ত্রীর ঋষ্যাদি	৭৩
গায়ত্রীর জপ	৭৩
সূর্য্যোপস্থান	৭৪
গায়ত্রী বিসর্জ্জন	৭৪
সূর্য্যার্ঘ্য	৭৪
সূর্য্যপ্রণাম	৭৪
জ্ঞাতব্য	৭৫
ব্রহ্মযজ্ঞ	৭৫
ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র	৭৬
যজুর্ব্বেদের প্রথম মন্ত্র	৭৬
সামবেদের প্রথম মন্ত্র	৭৬
অথর্ব্ববেদের প্রথম মন্ত্র	৭৬
গায়ত্রী-হৃদয়	৭৭
তান্ত্রিক সন্ধ্যা	৮০
আচমন	৮১
জলশুদ্ধি	৮১
অঙ্গন্যাস	৮২
অঘমর্ষণ	৮২
তর্পণ	৮৩
সূর্য্যার্ঘ্য	৮৩
গায়ত্রী ধ্যান	৮৪
সায়ংসন্ধ্যায় ধ্যান	৮৪
প্রাণায়াম	৮৪
ঋষ্যাদিন্যাস	৮৪
করন্যাস	৮৫
অঙ্গন্যাস	৮৫
ইষ্টমন্ত্র জপ	৮৫
জপসমর্পণ	৮৫
জপের নিয়ম	৮৬
তান্ত্রিক গায়ত্রী	৮৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঋষ্যাদি	৮৮
বীজমন্ত্রের অর্থ	৮৯
বীজমন্ত্রের সংজ্ঞা	৯০
তর্পণ বিধি	৯০
দৈবাদি তীর্থ	৯২
যজ্ঞসূত্র বা উত্তরীয় ধারণ	৯২
ত্রিবেদীয় তর্পণ	৯২
দেবতর্পণ	৯২
মনুষ্যতর্পণ	৯৩
ঋষিতর্পণ	৯৩
দিব্যপিতৃতর্পণ	৯৪
যমতর্পণ	৯৪
ভীষ্মতর্পণ	৯৫
পিতৃলোকের আবাহন	৯৫
পিতৃতর্পণ	৯৬
পিতৃতর্পণ—সামবেদী ব্রাহ্মণের পক্ষে	৯৭
পিতৃতর্পণ—ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণের পক্ষে	৯৭
রামতর্পণ	৯৮
লক্ষ্মণতর্পণ	৯৮
বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক	৯৮
পিতৃস্তুতি	৯৮
পিতৃনমস্কার	৯৯
গঙ্গায় অস্থিপ্রক্ষেপ প্রয়োগ	৯৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
পূজাবিধি	১০০
পূজার সাধারণ পদ্ধতি	১০১
গন্ধাদির অর্চ্চনা	১০২
নারায়ণাদির অর্চ্চনা	১০২
স্বস্তিবাচন	১০৩
সামবেদী স্বস্তিসূক্ত	১০৩
ঋগ্বেদী স্বস্তিসূক্ত	১০৩
যজুর্ব্বেদী স্বস্তিসূক্ত	১০৪
শূদ্রের স্বস্তিবাচন	১০৫
সঙ্কল্পবিধি	১০৫
সামবেদীয় সঙ্কল্পসূক্ত	১০৬
যজুর্ব্বেদীয় সঙ্কল্পসূক্ত	১০৬
ঋগ্বেদীয় সঙ্কল্পসূক্ত	১০৬
সামান্যার্ঘ্য	১০৬
আসনশুদ্ধি	১০৭
করশুদ্ধি	১০৭
পুষ্পশুদ্ধি	১০৭
দ্বারদেবতাদি পূজা	১০৮
ভূতাপসারণ ও দিগ্বন্ধন	১০৮
সংক্ষেপে ভূতাপসারণ ও দিগ্বন্ধন	১০৮
ভূতশুদ্ধি	১০৮
কৃষ্ণবিষয়ক সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি	১০৯
প্রকারান্তরে ভূতশুদ্ধি	১০৯
মাতৃকান্যাস	১০৯
পার্থিব শিবপূজা	১০৯
প্রতিষ্ঠা	১১০
আবাহন	১১০
স্নপন	১১০
পঞ্চদেবতার পূজা	১১১
গৌরীপূজা	১১২
অষ্টমূর্ত্তিপূজা	১১২
প্রণাম মন্ত্র	১১৩
ক্ষমাপ্রার্থনা	১১৩
বিসর্জ্জন	১১৪

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পাষাণাদি নির্ম্মিত প্রতিষ্ঠিত শিবপূজা	১১৪	মহাকালের ধ্যান	১৩৪
বাণলিঙ্গ পূজাবিধি	১১৫	গঙ্গার ধ্যান ও প্রণাম	১৩৫
প্রণাম মন্ত্র	১১৫	তুলসীর ধ্যান	১৩৫
শিবরাত্রিতে শিবপূজা	১১৬	তুলসী-স্নান	১৩৫
বিষ্ণুপূজা	১১৯	,, প্রণাম	১৩৬
ইষ্টদেবতা ও গুরুর পূজা	১২২	রামের ধ্যান ও প্রণাম	১৩৬
ধ্যানমালা		সীতার ধ্যান ও প্রণাম	১৩৬
গণেশের ধ্যান ও প্রণাম	১২৫	গুরুর ধ্যান	১৩৭
সূর্য্যের ধ্যান	১২৫	,, প্রণাম	১৩৭
সূর্য্যের প্রণাম	১২৬	ব্রহ্মার ধ্যান	১৩৭
বিষ্ণুর ধ্যান ও প্রার্থনা	১২৬	,, প্রণাম	১৩৮
,, প্রণাম	১২৬	গন্ধেশ্বরী পূজা	১৩৮
শিবের ধ্যান	১২৭	ইতুপূজা	১৩৮
দুর্গার ধ্যান	১২৭	তারার ধ্যান	১৩৮
,, প্রণাম	১২৮	গোপালের ধ্যান ও প্রণাম	১৩৯
জয়দুর্গার ধ্যান	১২৮	শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান	১৩৯
লক্ষ্মীর ধ্যান	১২৮	রাধিকার ধ্যান ও প্রণাম	১৪০
,, প্রার্থনা ও প্রণাম	১২৯	ষষ্ঠীর ধ্যান	১৪০
সরস্বতীর ধ্যান ও প্রার্থনা	১২৯	,, প্রণাম	১৪১
পুষ্পাঞ্জলি দান মন্ত্র ও ,, প্রণাম	১৩০	বাণলিঙ্গের ধ্যান ও প্রণাম	১৪১
শীতলার ধ্যান ও প্রণাম	১৩০	পঞ্চাননের ধ্যান	১৪১
মনসার ধ্যান ও প্রণাম	১৩১	মার্কণ্ডেয়ের ধ্যান, প্রার্থনা ও প্রণাম	১৪২
মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যান ও প্রণাম	১৩১	সত্যনারায়ণের ধ্যান	১৪২
দক্ষিণাকালীর ধ্যান	১৩১	,, পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র ও প্রণাম	১৪৩
,, প্রকারান্তর	১৩২	শুভসূচনীর ধ্যান ও প্রণাম	১৪৩
,, পুষ্পাঞ্জলি	১৩৩	ঘেঁটুপূজা	১৪৩
অন্নপূর্ণার ধ্যান	১৩৩	নূতন খাতা	১৪৪
জগদ্ধাত্রীর ধ্যান	১৩৪	পুণ্যাহ	১৪৪
		বিশ্বকর্ম্ম-পূজা, ধ্যান ও প্রণাম	১৪৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিবিধ	
তুলসীচয়ন মন্ত্র	১৪৫
অশ্বত্থ বন্দনা ও প্রণাম	১৪৫
বিপ্রপাদোদক পানমন্ত্র	১৪৬
বিষ্ণুচরণামৃত গ্রহণমন্ত্র	১৪৬
বিষ্ণুচরণামৃত পান ও মস্তকে ধারণমন্ত্র	১৪৬
বিল্বপত্র চয়ন	১৪৬
পূজায় নিষিদ্ধ পুষ্পাদি	১৪৬
ভোগ দেওয়া	১৪৭
স্বস্ত্যয়ন—তুলসী দেওয়া	১৪৮
হরির লুট	১৪৯
পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন	১৫০
বিবাদে জয়লাভ করা	১৫১
আপদুদ্ধার	১৫১
অজীর্ণতা নিবারণ	১৫১
বজ্রভয় নিবারণ	১৫২
সর্পভয় নিবারণ	১৫২
নষ্টচন্দ্র দর্শনে	১৫২
একটী নক্ষত্র দর্শনে	১৫২
দুঃস্বপ্ন দর্শনে	১৫৩
সুখপ্রসব	১৫৩
গোগ্রাসদান মন্ত্র ও প্রণাম	১৫৩
দীপান্বিতা অমাবস্যা	১৫৩
দীপদান	১৫৪
উল্কাগ্রহণ	১৫৪
উল্কাদান	১৫৪
পিতৃবিসর্জ্জন	১৫৪
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	১৫৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
যমুনার প্রণাম	১৫৫
ভূতচতুর্দ্দশী	১৫৫
আকাশপ্রদীপ দান	১৫৫
দীপদান মন্ত্র	১৫৬
ঘটোৎসর্গ	১৫৬
দানোৎসর্গ	১৫৮
ষোড়শদানের দ্রব্য	১৫৮
দ্বাদশদানের দ্রব্য	১৫৮
দোষে দান	১৫৯
কুমারী পূজা	১৬০
চাতুর্ম্মাস্যব্রত	১৬০
অঙ্গুরীয় ব্যবস্থা	১৬১
পূজাদির উপচার	১৬২
ষোড়শোপচার	১৬২
দশোপচার	১৬২
পঞ্চোপচার	১৬২
ষড়ঙ্গ ধূপ	১৬৩
পঞ্চগব্য	১৬৩
পঞ্চামৃত	১৬৩
নামোচ্চারণ	১৬৩
নিবেদন	১৬৩
প্রদক্ষিণ	১৬৪
প্রণাম	১৬৫
প্রণামে নিষেধ	১৬৫
আরতি	১৬৬
অচ্ছিদ্রাবধারণ	১৬৬
বৈগুণ্য সমাধান	১৬৭
কর্ম্মাক্ষমে প্রতিনিধি	১৬৭
ক্ষৌরবিধি	১৬৮
নূতন বস্ত্র পরিধান	১৬৮

বিষয়	পৃষ্ঠা

যজ্ঞোপবীত ধারণ ১৬৯
যজ্ঞোপবীত ধারণমন্ত্র ১৬৯
যজ্ঞোপবীত মার্জ্জন ১৬৯
ভোজ্যদান বিধি ১৭০
ভোজনবিধি ১৭০
গণ্ডুষের মন্ত্র ১৭১
তিথিবিশেষে অভক্ষ্য ১৭২
আমিষ দ্রব্য ১৭২
তাম্বুল ১৭২
হবিষ্যান্ন ১৭২
শয়নবিধি ১৭২
স্ত্রী-সংসর্গ ১৭২
প্রায়শ্চিত্তবিধি ১৭৩
পাকা দেখা বা আশীর্ব্বাদ ১৭৩
প্রবর-নির্ণয় ১৭৪

তৃতীয় অধ্যায়

স্তবকবচমালা

শিবাষ্টক ১৭৬
বিশ্বনাথাষ্টক স্তোত্র ১৭৭
শিবষড়ক্ষরস্তোত্র ১৭৮
চন্দ্রশেখরাষ্টক ১৭৯
শিবমহিম্নস্তোত্র ১৮০
বটুকভৈরব স্তোত্র ১৮৬
দুর্গাস্তব ১৯১
ভবান্যষ্টকস্তোত্র ১৯২
অন্নপূর্ণাস্তোত্র ১৯৩
জগদ্ধাত্রীস্তোত্র ১৯৫
সঙ্কটাস্তোত্র ১৯৬
বগলামুখীস্তোত্র ১৯৮
আদ্যাস্তোত্র ২০০
অপরাজিতাস্তোত্র ২০২
শ্রীসূর্য্যস্তবরাজ ২০৪
সূর্য্যদ্বাদশনাম-স্তোত্র ২০৬
নবগ্রহস্তোত্র ২০৬
দশাবতারস্তোত্র ২০৭
গঙ্গাস্তোত্র (শঙ্করাচার্য্যকৃত) ২০৯
বাল্মীকিকৃত গঙ্গাষ্টকস্তোত্র ২১০
শ্রীবিষ্ণুনামাষ্টকস্তোত্র ২১২
শ্রীবিষ্ণুষোড়শনাম স্তোত্র ২১২
শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র ২১৩
শ্রীরামচন্দ্রাষ্টক ২১৪
লক্ষ্মীস্তোত্র ২১৫
সরস্বতীস্তোত্র ২১৫
শীতলাষ্টক ২১৭
পিতৃস্তোত্র ২১৮
মাতৃস্তোত্র ২১৯
শনিস্তোত্র ২২০

কবচমালা

মৃত্যুঞ্জয় কবচম্ ২২১
শ্রীরামকবচম্ ২২২
অক্ষয়কবচম্ ২২৩
নৃসিংহকবচম্ ২২৪
নবগ্রহকবচম্ ২২৬
সূর্য্যকবচম্ ২২৬
লক্ষ্মী-কবচম্ ২২৭
কবচশোধন বিধি ২২৯

নানা দেব-দেবীর পূজা-পদ্ধতি

বরণ ২৩১

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঘটস্থাপন	২৩২
সামবেদি-ঘটস্থাপন	২৩৩
ঋগ্বেদি-ঘটস্থাপন	২৩৪
যজুর্ব্বেদি-ঘটস্থাপন	২৩৪
লক্ষ্মীপূজা	২৩৫
গঙ্গা পূজাপদ্ধতি	২৩৬
মনসাদেবী পূজাপদ্ধতি	২৩৮
সরস্বতী-পূজাপদ্ধতি	২৪০
সূর্য্যপূজা	২৪১
গন্ধেশ্বরী পূজা	২৪২
শীতলাপূজা	২৪৩
প্রতিমাপূজা (সংক্ষেপে)	২৪৪
মাতৃকান্যাস	২৪৪
প্রাণায়াম	২৪৬
পীঠন্যাস	২৪৬
ঋষ্যাদি ন্যাস	২৪৭
করন্যাস, অঙ্গন্যাস, ব্যাপকন্যাস	২৪৮
মানস-পূজা	২৪৯
বিশেষার্ঘ্যস্থাপন	২৪৯
আবাহন, চক্ষুর্দ্দান	২৫০
প্রাণপ্রতিষ্ঠা, অধিবাস	২৫১
আবরণ পূজা	২৫৩
সংক্ষেপ হোম-পদ্ধতি	২৫৩
দক্ষিণা	২৫৮
সায়ং আরতি	২৫৯
বিসর্জ্জন	২৫৯
শান্তি, সূর্য্যার্ঘ্য	২৬০
সূতিকাষষ্ঠী পূজা	২৬১
গ্রহ-বৈগুণ্যে দানদ্রব্য	২৬৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
রবির দান, চন্দ্রের দান	২৬৮
মঙ্গলের দান, বুধের দান	২৬৮
বৃহস্পতির দান, শুক্রের দান	২৬৯
শনির দান, রাহুর দান	২৬৯
কেতুর দান	২৬৯
নবগ্রহের মন্ত্রাদি—রবির	২৭০
চন্দ্রের, মঙ্গলের, বুধের, বৃহস্পতির	২৭০
শুক্রের, শনির, রাহুর, কেতুর	২৭১
গ্রহবৈগুণ্যে ধারণীয় রত্ন	২৭২
গ্রহবৈগুণ্যে ধারণীয় ধাতুদ্রব্য	২৭২
গ্রহবৈগুণ্যে ধারণীয় ওষধি	২৭২
গ্রহবৈগুণ্যে স্নানদ্রব্য	২৭২
পঞ্চগব্য পরিমাণ	২৭২
সামবেদীয় পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র	২৭৩
যজুর্ব্বেদীয় পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র	২৭৩
ঋগ্বেদীয় পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র	২৭৩
ব্রতমালা	
শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত	২৭৪
শিবরাত্রি ব্রতকথা	২৭৭
সত্যনারায়ণ-ব্রত	২৭৯
শঙ্করাচার্য্যের সত্যনারায়ণ ব্রত-কথা	২৮১
সুবচনী ব্রত	২৮৮
ব্রতকথা	২৮৯
বিপত্তারিণীব্রত	২৯৩
ব্রতকথা	২৯৪
ত্রিবেদীয় পঞ্চামৃত শোধনমন্ত্র	২৯৬
গর্ভবতীর পঞ্চগব্য প্রাশনমন্ত্র	২৯৬
গর্ভবতীর পঞ্চামৃত প্রাশন মন্ত্র	২৯৬
মুদ্রাপ্রকরণ	২৯৭

বিশুদ্ধ

নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি

প্রথম অধ্যায়

যে কর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায় জন্মে তাহাকেই নিত্যকর্ম্ম বলে। যথা—প্রাতঃকৃত্য, প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যা, পিতৃতর্পণ প্রভৃতি। কোন মাস তিথি বা নক্ষত্রে বিহিত নহে অথচ পিত্রাদি মরণ নিমিত্তক বা গ্রহাদি-সূচিত দুঃসহ রোগাদি নিমিত্তক যে কার্য্য করা হয় তাহা নৈমিত্তিক কর্ম্ম। নিত্যকর্ম্ম সাধারণতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত—প্রাতঃকৃত্য, পূর্ব্বাহ্নকৃত্য, মধ্যাহ্নকৃত্য, অপরাহ্নকৃত্য, সায়াহ্নকৃত্য ও রাত্রিকৃত্য।

প্রাতঃকৃত্য

দিবা বা রাত্রিমানকে আট ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগকে যামার্দ্ধ কহে। যামার্দ্ধ বা প্রহরার্দ্ধের পরিমাণ প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল। ষোড়শ সংখ্যক যামার্দ্ধে দিবারাত্রি শেষ হয়। এইরূপ দিবা বা রাত্রিমানের পঞ্চদশ ভাগের এক এক ভাগকে মুহূর্ত্ত কহে। ত্রিশটী মুহূর্ত্তে দিবারাত্রি শেষ হয়। মুহূর্ত্তের পরিমাণ প্রায় ৪৮ মিনিট (দুই দণ্ড) কাল।

রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো যস্তৃতীয়কঃ।
স ব্রাহ্ম ইতি বিখ্যাতো বিহিতঃ সম্প্রবোধনে॥

পিতামহঃ।

"উদয়াৎ প্রাক্ চতস্রস্তু নাড়িকা অরুণোদয়ঃ।" অরুণোদয়ঃ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ইতি

স্কন্দপুরাণম্। "নিদ্রাং জহ্যাদ্ গৃহী নাম নিত্যমেবারুণোদয়ে।" ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে। "ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত স্মরেদ্দেববরান্‌ঋষীন্। ইতি বামনপুরাণম্।

এক প্রহরে প্রায় চারিটী মুহূর্ত্ত হয়। রাত্রির শেষ প্রহরের তৃতীয় ও চতুর্থ মুহূর্ত্ত বা রাত্রির শেষ যামার্দ্ধের (প্রহরার্দ্ধের) প্রথম ও দ্বিতীয় মুহূর্ত্ত যথাক্রমে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ও রৌদ্রমুহূর্ত্ত। সাধারণতঃ রাত্রির ন্যূনাধিক ৪॥টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সময়কে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত বলে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী চারিদণ্ড (১ ঘন্টা ৩৬ মিঃ) কাল অরুণোদয়।

ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (রাত্রির ন্যূনাধিক ৪॥ হইতে ৬টার মধ্যে) নিদ্রাত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে বসিয়া দেবতা ও ঋষি প্রভৃতির নাম স্মরণ করিবে। যথা—

প্রভাত-পাঠ্য মন্ত্র

(ওঁ) ব্রহ্মা মুরারি-স্ত্রিপুরান্তকারী, ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহুকেতু কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্ ॥১
লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব, শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং, সংসার-যাত্রা-মনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥২
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥৩
প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥৪
কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনম্ ॥৫
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রভৃৎ।
যেন সাগরপর্য্যন্তা ধনুষা নির্জ্জিতা মহী ॥৬
যোঽস্য সংকীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যান্নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ ॥৭

পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ ॥৮
অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥৯

এই মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া দিবাভাগে কি কি কার্য্য করিতে হইবে, ধর্ম্মের অবিরোধী কি কি অর্থ সাধন করিতে হইবে আর ধর্ম্মার্থের অবিরোধী কি কি কাম্যসাধন করিতে হইবে তাহা চিন্তা করিয়া "(ওঁ) প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ" এই বলিয়া পৃথিবীকে প্রণাম পূর্ব্বক শয্যা হইতে অগ্রে দক্ষিণপদ (স্ত্রীলোক হইলে বামপদ) ভূমিতে প্রদান করিবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, ভাগ্যবতী রমণী, অগ্নি ও গাভী দর্শন করিলে সেদিন কোন অমঙ্গল ঘটে না এবং পাপিষ্ঠ, দুর্ভাগা রমণী, মদ্য, উলঙ্গ ও ছিন্ননাসিক ব্যক্তিকে দর্শন করিলে অমঙ্গল ঘটে। সর্ব্বত্র স্ত্রীজাতি ও শূদ্রেরা 'ওঁ' স্থলে 'নমঃ' উচ্চারণ করিবে। কি দীক্ষিত, কি অদীক্ষিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলেরই প্রাতঃকৃত্য কর্ত্তব্য। দীক্ষিত ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্ত শ্লোক পাঠ সমাপন করিয়া তান্ত্রিক প্রাতঃকৃত্য করিবেন।

তান্ত্রিক প্রাতঃকৃত্য

দীক্ষিত ব্যক্তিরা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে পদ্মাসনে উপবেশনপূর্ব্বক (কোন কোন মতে রাত্রিবাস ত্যাগান্তে) গুরুর ধ্যান করিবে।

গুরুর ধ্যান

শিরসি সহস্রদলকমলকর্ণিকাবস্থিতং শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং বরাভয়করং শ্বেতমাল্যানুলেপনং স্বপ্রকাশস্বরূপং স্ববামস্থিত-স্বরক্তশক্ত্যা স্বপ্রকাশস্বরূপয়া সহিতং গুরুং ধ্যায়েৎ।

দীক্ষাগুরু স্ত্রীলোক হইলে—

"সহস্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জল্কগণসেবিতে।
প্রফুল্লপদ্মপত্রাক্ষীং ঘনপীনপয়োধরাং ॥
প্রসন্নবদনাং ক্ষীণমধ্যাং ধ্যায়েৎ শিবাং গুরুং।
পদ্মরাগসমাভাসাং রক্তবস্ত্রসুশোভনাং ॥

রক্তকঙ্কণপাণিঞ্চ বরনূপুরশোভিতাং।
স্থলপদ্ম-প্রতীকাশ-পাদপল্লবশোভিতাং ॥
শরদিন্দুপ্রতীকাশ-বক্ত্রোদ্ভাসিতকুণ্ডলাং।
স্বনাথবামভাগস্থাং বরাভয়করাম্বুজাং ॥"

এইরূপে গুরুদেবকে চিন্তা করিয়া যথাশক্তি মানসোপচারে পূজা করিবে। পরে গুরুকে প্রণাম করিবে।

গুরুপ্রণাম মন্ত্র

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু-গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

স্ত্রীগুরু প্রণাম মন্ত্র

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বাদি-জীবমুক্তিপ্রদায়িনী।
জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী চ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

সমর্থ হইলে গুরুর স্তব পাঠ করিবে। পরে কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান ও মানস-পূজা করিবে।

কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান

ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মূলাধারনিবাসিনীং।
তামিষ্টদেবতারূপাং সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতাম্।
কোটিসৌদামিনীভাসাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতাম্ ॥

পরে চৌরগণেশ মন্ত্র জপ করিবে; যথা—প্রথমতঃ হৃদয়ে "ক্রোং" এই বীজ দশবার (অসমর্থ পক্ষে একবার) জপ করিবে। এইরূপ দক্ষিণ চক্ষুতে, হ্রীঁ হ্রীঁ। বাম চক্ষুতে, হ্রীঁ হ্রীঁ। দক্ষিণকর্ণে, হুং হুং। বামকর্ণে, হুং হুং। দক্ষিণনাসায়,

ক্রীং ক্রীং। বামনাসায় ক্রীং ক্রীং। মুখে, স্ত্রীং স্ত্রীং। নাভিতে, ক্লীং। লিঙ্গমূলে, হেসৌঃ। গুহ্যে, ব্লুঁ। ভ্রূমধ্যে, হূং এই সকল বীজ ন্যাস করিবে। পরে শ্রীগুরুপাদুকা পূজা ও ইষ্টমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিবে। তৎপরে কৃতাঞ্জলিপুটে—

ওঁ ত্রৈলোক্যচৈতন্যময়ি ত্রিশক্তে, শ্রীবিশ্বমাতর্ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃসমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং, সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশি হৃদিস্থয়া মে, যথানিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥
অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥

এই মন্ত্রগুলি পাঠ করিবে। পরে—কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক "ওঁ প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ" বলিয়া পৃথিবীকে প্রণাম করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রার্থনা জানাইবে।

ওঁ সমুদ্রমেখলে দেবি পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥
ধারণং পোষণং ত্বত্তো ভূতানাং দেবি সর্ব্বদা।
তেন সত্যেন মাং পাহি শাপান্মোচয় ধারিণি॥

পরে ভূমিতে পাদক্ষেপণপূর্ব্বক বহির্দ্দেশে গমন করিয়া—(অভিষিক্তের পক্ষে)

ওঁ নমস্তে কুলবৃক্ষেভ্যঃ সর্ব্বপাপবিমুক্তয়ে।
শুভং বিধেহি মে নিত্যং কুলবৃক্ষায় তে নমঃ॥

এই মন্ত্রে কুলবৃক্ষকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিবে, অথবা কুমারী বা শক্তিদর্শন পূর্ব্বক ইষ্টদেবতা প্রণাম করিয়া মলমূত্র ত্যাগ ও দন্তধাবনাদি করিবে।

কুলবৃক্ষ

হরীতকী, বট, উডুম্বর, নিম্ব, অশ্বত্থ, কদম্ব, বিল্ব, ধাত্রী, তিন্তিড়ী ও করঞ্জ বৃক্ষ কুলবৃক্ষ নামে কথিত।

মলমূত্র ত্যাগ ও শৌচ বিধি

কখনও মলমূত্রের বেগ ধারণ করিতে নাই। দিবসে উত্তরমুখে ও রাত্রিতে

দক্ষিণাভিমুখ হইয়া এবং সন্ধ্যাকালে উত্তরাভিমুখ হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক মল-মূত্র পরিত্যাগ করিতে হয়।

মলমূত্র পরিত্যাগের সময়ে যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ কর্ণে রাখিবে; কারণ মলমূত্র ত্যাগ সময়ে শরীর অপবিত্র হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণে প্রভাসাদি তীর্থ ও গঙ্গা প্রভৃতি সর্ব্বদা অবস্থিত থাকেন, সেই হেতু দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞসূত্র স্থাপন করিলে, উহা অপবিত্র হয় না। দ্বিবাসা হইলে যজ্ঞোপবীত অবগুণ্ঠিত অবস্থায় মূত্র পুরীষ ত্যাগ করাই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। সূর্য্যাভিমুখ হইয়া অথবা জল সমীপে, গরুর সম্মুখে এবং ব্রাহ্মণের সম্মুখে ও পথের নিকট কোন সময়েই মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে না। পথে, গোচারণ মাঠে, ভস্মে, শ্মশানে, হলকৃষ্ট ভূমিতে, পর্ব্বতে, জীর্ণ দেবায়তনে, বল্মীকসঞ্চিত মৃত্তিকোপরি এবং যে সকল গর্ত্তের ভিতরে কোন প্রাণী অবস্থান করে, তাহাতে কখনও মূত্র পুরীষাদি পরিত্যাগ করিবে না; কারণ ঐ সকল স্থানে মলমূত্রাদি ত্যাগ করিলে আয়ুঃক্ষয় হয়। পাদুকা ধারণ করিয়া ও দণ্ডায়মান হইয়া মলমূত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ। অধিকন্তু যে স্থানে পরিত্যক্ত মলমূত্রের দুর্গন্ধ কাহারও বাসস্থান পর্য্যন্ত আসিতে না পারে, এরূপ স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। মূত্রপুরীষাদি পরিত্যাগের পর শৌচ করিবার নিমিত্ত নীত জল বা জলপাত্র পুনরায় স্পর্শ করিবে না; এবং জলপাত্র স্পর্শ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ। কারণ উহা মূত্রের ন্যায় অপবিত্র হইয়া থাকে। জলপাত্র ধাতুনির্ম্মিত হইলে, তাহা উত্তমরূপে মার্জ্জিত ও ধৌত করিয়া লইবে।

মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাগ্রে জলশৌচ করিবে। ঐ শৌচক্রিয়া দ্বারা মল দূরীভূত হইলে মৃত্তিকা দিয়া শৌচ করিতে হয়। লিঙ্গে একবার মলদ্বারে তিনবার, দুই পায়ে তিনবার করিয়া ছয় বার, বাম হাতে দশ বার এবং উভয় হস্তে সাত বার মৃত্তিকা দ্বারা শৌচ করিবে। রাত্রিতে ইহার অর্দ্ধেক করিবে। ইহা দ্বারা মলমূত্রের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় এবং শরীর পবিত্র বোধ হয়। নখের মধ্যে মৃত্তিকা প্রবেশ করিলে তৃণাদি দ্বারা উহা বাহির করিবে। অনন্তর সুপরিষ্কৃত জল দ্বারা পুনরায় হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া, মুখ প্রক্ষালন করিবে। যথানিয়মে

শৌচক্রিয়া না করিয়া কোনরূপ বৈধকর্ম্ম করা উচিত নহে; কারণ যথাবিহিত শৌচক্রিয়া না করিয়া কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে দেহ ও মনের অপবিত্রতা হেতু তাহা কোনরূপেই ফলপ্রসূ হইতে পারে না। মূত্র ত্যাগ করিলে লিঙ্গে একবার, বামহস্তে তিনবার, উভয় হস্তে দুইবার, পদদ্বয়ে এক একবার করিয়া মৃত্তিকা লেপন করিয়া জল দ্বারা ধৌত করিবে। অনুপনীত দ্বিজাতি, স্ত্রী, শূদ্র ও রোগীর পক্ষে এবং পথে গমন সময়ে দুর্গন্ধ নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত যথাশক্তি শৌচক্রিয়া কর্ত্তব্য।

মলত্যাগান্তে শৌচ করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করা উচিত। মলমূত্রত্যাগ সময়ে কাছা খুলিবে। শৌচকার্য্যান্তে শুদ্ধজলে হস্তপদ ধৌত করিবে।

দন্তধাবন

শৌচক্রিয়ার পর বিহিত কাষ্ঠ অর্থাৎ নিম, কদম্ব, করঞ্জ, খদির, বাঁশ, যজ্ঞডুম্বুর, আম্র, অপামার্গ (আপাং), আকন্দ, তেঁতুল এবং সকল প্রকার কণ্টকী বৃক্ষ ও ক্ষীর (আঠা) সংযুক্ত ছালসমেত কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করা উচিত। এতদ্ভিন্ন বিশুদ্ধ মৃত্তিকা দ্বারাও দন্তধাবন করিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণগণ দ্বাদশাঙ্গুল-প্রমাণ, ক্ষত্রিয়গণ নবাঙ্গুল-প্রমাণ, বৈশ্যগণ অষ্টাঙ্গুল-প্রমাণ, শূদ্রগণ ষড়ঙ্গুল-প্রমাণ এবং সকল বর্ণের স্ত্রীলোক চতুরঙ্গুল-প্রমাণ দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিবে। কেবল অঙ্গুলি দ্বারা দন্তধাবন করিবে না। মৃত্তিকা দিয়া দন্তধাবন করিতে হইলে, মধ্যমা, অনামা, ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া দন্তধাবন করিবে। প্রতিপদ, ষষ্ঠী, অষ্টমী, নবমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিতে কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিবে না। উপবাস, জন্ম-দিন ও শ্রাদ্ধদিনে দন্তধাবন নিষিদ্ধ; কারণ দন্তধাবন সময়ে যদি কোন প্রকারে রক্তপাত হয়, তাহা হইলে ক্ষতাশৌচ হইয়া থাকে; সুতরাং কোন প্রকার কাম্য ও নৈমিত্তিক কার্য্যে অধিকার থাকে না। অতএব শ্রাদ্ধদিনে বা কোন নৈমিত্তিক কার্য্যের দিনে অথবা দন্তকাষ্ঠাদির অভাবে দন্তধাবনের পরিবর্ত্তে দ্বাদশ গণ্ডূষ জল দিয়া মুখ প্রক্ষালন করা উচিত।

গুবাক অর্থাৎ সুপারি, তাল, খেজুর, হিন্তাল অর্থাৎ হেতাল ও নারিকেলের ডগা, অশ্বত্থ, কেতকী ও আমলকী বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করা

উচিত নহে। পূর্ব্বাভিমুখ বা উত্তরাভিমুখ হইয়া দন্তধাবন করা বিধেয়। পশ্চিম ও দক্ষিণাভিমুখ হইয়া দন্তধাবন করিবে না। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দন্তধাবন করিবে। সূর্য্যোদয়ের পরে দন্তধাবন করিলে, পূজাদিতে তাহার কোন অধিকার থাকে না। দন্তধাবনের পরে কষায় বল্কল দ্বারা জিহ্বা নির্লেখন (জিভ ছোলা) করা কর্ত্তব্য। স্নানসময়ে বা অপরাহ্নে দন্তধাবন শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। তন্ত্রমতে—"ক্লীং কামদেবায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায় স্বাহা (নমঃ)" মন্ত্রে মুখ প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য।

তৈলমর্দ্দন

প্রাতঃস্নানে, গ্রহণ দিনে, দ্বাদশী তিথিতে, পিতৃশ্রাদ্ধে, তর্পণ করিবার পূর্ব্বে, ব্রতদিবসে, রবিবারে, পর্ব্বদিনে অর্থাৎ অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে এবং সংক্রান্তিতে তৈলমর্দ্দন শাস্ত্রনিষিদ্ধ। কিন্তু এই নিষেধ তিল-তৈল বিষয়ক। অধিকন্তু তিল তৈল হইলেও পক্ক তৈল অর্থাৎ পাক করা তৈল বা পুষ্পবাসিত (সুগন্ধি) তৈল এবং সর্ষপতৈল বা নারিকেল তৈল মর্দ্দন করা নিষিদ্ধ নহে। কুশাসনে বা কম্বলাসনে বসিয়া তৈলমর্দ্দন করা উচিত নহে। তৈল মর্দ্দন করিতে বসিয়া প্রথমেই মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা সামান্য তৈল গ্রহণপূর্ব্বক "ওঁ অশ্বত্থায়ে নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ভূমিতে সেই তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিবে। পরে ব্রাহ্মণ হইলে বাম পদে, ক্ষত্রিয় হইলে দক্ষিণ কর্ণে, বৈশ্য হইলে দক্ষিণ পদে এবং শূদ্র হইলে মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের পক্ষে মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিবার পরে অবশিষ্ট তৈল অন্যান্য অঙ্গে দেওয়া নিষিদ্ধ। মাথায়, কাণে ও পায়ের তলদেশে উত্তমরূপে তৈলমর্দ্দন করা উচিত।

যদিও শাস্ত্রে বারবিশেষে তৈলমর্দ্দন বিশেষরূপে নিষিদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নিষিদ্ধ বারে তৈলমর্দ্দনে যে সকল দোষ জন্মে, তৎক্ষালনার্থ শাস্ত্রে যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ আছে, তৎসংযোগে তৈল ব্যবহার করিলে আর কোনরূপ দোষ থাকে না। যে যে বারে তৈলমর্দ্দনে যে যে দোষ হইতে পারে এবং

সেই সকল দোষের নিরাকরণার্থ যে যে দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

বার	দোষ	দোষশান্তিকর দ্রব্য
রবি	পুত্রনাশ	ফুল
সোম	কীর্ত্তিলাভ	
মঙ্গল	মৃত্যু	মৃত্তিকা
বুধ	রত্নলাভ	
বৃহস্পতি	শোক	দূর্ব্বা
শুক্র	অর্থহানি	গোময়
শনি	দীর্ঘায়ুঃ	

স্নানপ্রকরণ

সকল বর্ণেরই প্রাতঃস্নান (অরুণোদয় কালে স্নান) একান্ত কর্ত্তব্য। প্রাতঃ-স্নানের পর পুনরায় তৈলস্নান ও অন্যান্য যোগবিশেষে স্নান করিবে।

স্নানকালীন সঙ্কল্প

অরুণোদয়-স্নানসঙ্কল্প।—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা দাসো বা পূর্ব্বাহ্নকৃতজ্ঞাতা-জ্ঞাতপাপক্ষয়কামঃ অরুণোদয়স্নানমহং করিষ্যে। (অমুক স্থলে যে মাস ও যে তিথি এবং স্নানকর্ত্তার যে গোত্র ও নাম তাহার উল্লেখ করিতে হয়)।

স্ত্রী ও শূদ্রগণ প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ করিবে না, 'ওঁ' স্থলে 'নমঃ' বলিবে।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া প্রাতঃস্নান প্রকরণের মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক প্রাতঃস্নান করিবে।

স্নানবিধি

প্রাতঃস্নান—সকল বর্ণেরই প্রাতঃস্নান অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তেই স্নান করা উচিত। শরীর অসুস্থ থাকিলে কুশাগ্র দ্বারা মস্তকে জলের অভ্যুক্ষণ দিবে। এক বস্ত্রে কখনও স্নান করা উচিত নহে। পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা গাত্রমার্জ্জন নিষিদ্ধ। স্নানের পর মস্তক কাঁপাইবে না কিংবা স্নানবস্ত্র জলে

নিংড়াইবে না। প্রাতঃস্নান সময়ে তৈলমর্দ্দন করিতে নাই। স্রোতোজলে স্রোতের অভিমুখে, স্রোতোরহিত জলাশয়ে সূর্য্যের অভিমুখে, নাভিমগ্ন জলে দাঁড়াইয়া স্নান করিবে। শরীর অসুস্থ থাকিলে আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিবে। (জলাশয় অপরের হইলে জলাশয় হইতে তিনটী বা পাঁচটী মৃৎপিণ্ড উঠাইয়া তীরে ফেলিয়া "ওঁ উত্তিষ্ঠোতিষ্ঠ পঙ্ক ত্বং ত্যজ পুণ্যং পরস্তু চ। পাপানি বিলয়ং যাস্তু শান্তিং দেহি সদা মম॥" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ডুব দিবে)। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে প্রথমে অবগাহনপূর্ব্বক অর্থাৎ ডুব দিয়া অমন্ত্রক স্নান করিয়া নাভি পর্য্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া যথানিয়মে আচমনপূর্ব্বক মাস তিথির উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। (সঙ্কল্প পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে)। তৎপরে "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র বলিয়া চারিদিকে এক হস্ত পরিমিত স্থান লইয়া চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া জল শুদ্ধ করিবে। নিম্নলিখিত মন্ত্রে জল শুদ্ধ করিতে হয়; যথা:—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাসপুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি (প্রাতঃ) স্নানকালে ভবন্ত্বিহ॥" এই মন্ত্র বলিয়া তীর্থাবাহন করিবে। স্নানকালে চতুষ্কোণ মণ্ডলস্থ জল তীর্থজল মনে করিয়া হাত যোড় করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ বিষ্ণোঃ পাদ-প্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা।
পাহি নস্তেনসস্তস্মাদাজন্ম-মরণান্তিকাৎ॥১
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবী॥২
নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ।
বৃন্দা পৃথ্বী চ সুভগা বিশ্বকায়া শিবা সিতা॥৩
বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা লোকপ্রসাদিনী।
ক্ষেমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী॥৪

এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে প্রকীর্ত্তয়েৎ।
ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥ ৫

অনন্তর জল হইতে অল্প মৃত্তিকা তুলিয়া লইয়া গাত্রে লেপন করিবে।

গাত্রে মৃত্তিকালেপন-মন্ত্র

ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেণ শতবাহুনা।
আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়।
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারিণি সুব্রতে ॥

অতঃপর অঙ্গুলি দ্বারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখ আবৃত করিয়া পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া তিনবার ডুব দিবে। অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে :—

স্নানানন্তর পাঠ্য মন্ত্র

ওঁ গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥
ওঁ সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥
ওঁ পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ ॥
ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥
ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায়।

স্নান সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা

যাহাদের স্নান করিলে স্বাস্থ্যের হানি হইবে, তদ্ভিন্ন প্রত্যেকরই প্রত্যহ স্নান করা উচিত। অসুস্থ ব্যক্তিগণ কুশাগ্র দ্বারা মস্তকে জল দিয়া গাত্র মুছিয়া পরে বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিবে। স্নান বলিলে অবগাহন স্নান বুঝিতে হইবে। প্রাতঃস্নানে পূর্ব্বদিন-কৃত পাপরাশি দূরীভূত হয় এবং পূজাদি পবিত্র কার্য্যে

অধিকার জন্মে। তৈলমর্দ্দন করিয়া মধ্যাহ্ন স্নান স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী। নৈমিত্তিক স্নান অর্থাৎ কোনরূপ বিশেষ যোগ উপলক্ষে স্নান করিতে হইলে, এবং সেই স্নানকাল পর্য্যন্ত সময় উপবাসে অক্ষম হইলে অর্থাৎ স্নানকাল পর্য্যন্ত না খাইয়া থাকিলে যদি মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে দুগ্ধ, জল, ইক্ষু, তাম্বুল অর্থাৎ পান, ফল ও ঔষধ খাইয়া স্নান করা চলিতে পারে, তাহাতে কোন প্রকার পাপ হয় না। অশুচি ব্যক্তি কোন যোগে কামনাপূর্ব্বক স্নান করিলে তাহাকে অগ্রে একবার স্নান করিয়া পরে স্নান প্রকরণে লিখিত নিয়মানুযায়ি স্নান করিতে হয়। যদি স্রোতোজলে স্নান করিতে হয়, তাহা হইলে স্রোতোঽভিমুখ হইয়া স্নান করিতে হইবে এবং অন্যত্র সূর্য্যাভিমুখ হইয়া স্নান করিবে। গ্রন্থিযুক্ত বস্ত্র পরিয়া কিংবা উলঙ্গ অর্থাৎ বিবস্ত্র হইয়া স্নান করিবে না। রাত্রিতে গ্রহণ দিন ব্যতিরেকে ও বিশেষ যোগ ভিন্ন স্নান সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্র বিরুদ্ধ। গঙ্গাস্নান রাত্রিতেও করা চলে।

রজঃস্বলা, শব, চণ্ডাল, মূত্র ও পুরীষাদি স্পর্শ করিবামাত্র স্নান করা আবশ্যক। কোনরূপ নৈমিত্তিক স্নানে তৈলমর্দ্দন করিতে নাই। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের স্নানমন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিতে হইবে; শূদ্র মন্ত্রপাঠ না করিলেও স্নানফল লাভ করিতে পারিবে।

গঙ্গাস্নানে বিশেষ মন্ত্র

ওঁ স্বর্গারোহণসোপানং ত্বদীয়মুদকং শুভে।
অতঃ স্পৃশামি পদাভ্যাং গঙ্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া সামান্য গঙ্গাজল মস্তকে দিবে, তারপর জলে নামিবে।

ওঁ বিষ্ণুপাদার্ঘ্য-সম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি॥
শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাতর্দ্দেবি জাহ্নবি।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাম্॥

হাত যোড় করিয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অঙ্গুলি দিয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং মুখ আচ্ছাদন করিয়া স্রোতোঽভিমুখে তিনবার ডুব দিবে। পরে—

ওঁ গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥
ওঁ পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ ॥

এই মন্ত্রগুলি পাঠ করিবে, তৎপরে গঙ্গাস্তব পাঠ করিবে এবং গঙ্গাকে প্রণাম করিবে।

নিত্য গঙ্গাস্নান

সঙ্কল্প ঃ—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) বিষ্ণুর্নমঃ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে, অমুকতিথৌ, অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা দাসো বা সর্ব্বপাপ-ক্ষয়কামঃ অস্যাং গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে। এইরূপ বলিবে।

সৌরবৈশাখে প্রাতঃস্নান

সঙ্কল্প ঃ—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য বৈশাখে মাসি মেষরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে, অমুকতিথাবারভ্য মেষরাশিস্থ-রবিং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা দাসো বা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রত্যহং প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে। গঙ্গাস্নানসময়ে—"অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ" পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়া "অর্দ্ধপ্রসূতগবী-লক্ষদানজন্যফলসমফলপ্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে" বলিবে।

বিশেষ মন্ত্র :—স্নানপ্রকরণে লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবার পর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে ; যথা—

ওঁ বৈশাখং সকলং মাসং মেষসংক্রমণে রবেঃ।
প্রাতঃ সনিয়মঃ স্নাস্যে প্রীয়তাং মধুসূদনঃ ॥
মধুহন্তঃ প্রসাদেন ব্রাহ্মণানামনুগ্রহাৎ।
নির্ব্বিঘ্নমস্তু মে পুণ্যং বৈশাখস্নানমন্বহম্ ॥
মাধবে মেষগে ভানৌ মুরারে মধুসূদন।
প্রাতঃস্নানেন মে দেব যথোক্তফলদো ভব ॥

যথা তে মাধবো মাসো বল্লভো মধুসূদন।
প্রাতঃস্নানেন মে নিত্যং ফলদো ভব পাপহন্ ॥

দশহরা স্নান

সঙ্কল্প

কেবল দশমীতিথিতেঃ—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য (বিষ্ণুর্নমোঽদ্য) জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্লে পক্ষে দশম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ দশবিধপাপক্ষয়কামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে"।

হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশমী তিথিতে—"বিষ্ণুর্নমোঽদ্য জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্লে পক্ষে হস্তানক্ষত্রযুক্তদশম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ দশজন্মার্জ্জিত-দশবিধপাপ-ক্ষয়কামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।"

হস্তানক্ষত্র ও মঙ্গলবারযুক্ত দশমীতিথিতে—"বিষ্ণুর্নমোঽদ্য জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্লে পক্ষে কুজবারাধিকরণকহস্তানক্ষত্রযুক্তদশম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ দশজন্মার্জ্জিতদশবিধপাপক্ষয়শতগুণবাজিমেধাযুতজন্যপুণ্যসমপুণ্য-প্রাপ্তিকামো গঙ্গা-য়াং স্নানমহং করিষ্যে।"

দশহরাস্নানে বিশেষমন্ত্র

ওঁ অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥
পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধ-প্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্ ॥
পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসম্ ॥
এতানি দশ পাপানি প্রশমং যান্তু জাহ্নবি।
স্নাতস্য মম তে দেবি জলে বিষ্ণুপদোদ্ভবে ॥
শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাতর্দেবি জাহ্নবি।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাম্ ॥

তৎপরে "বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে" প্রভৃতি প্রাতঃস্নান-প্রকরণে লিখিত মন্ত্র সকল পাঠ করিবে।

কার্ত্তিকমাসে প্রাতঃস্নান

সঙ্কল্প:—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য কার্ত্তিকে মাসি তুলারাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্র শ্রীঅমুকঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রত্যহং প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে। গঙ্গাস্নানে "গঙ্গাস্নানমহং" করিষ্যে।

বিশেষ মন্ত্র।—কার্ত্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন।
প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ॥

পরে প্রাতঃস্নান প্রকরণে লিখিত মন্ত্র সকল পাঠ করিবে।

গঙ্গাসাগর স্নান

সঙ্কল্প।—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ সর্ব্বপাপক্ষয়কামঃ অস্মিন্ গঙ্গা-সাগরসঙ্গমে স্নানমহং করিষ্যে।

বিশেষ মন্ত্র।—ওঁ ত্বং দেব সরিতাং নাথ ত্বং দেবি সরিতাং বরে।
উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি দুরিতানি বৈ॥

অনন্তর "বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে" প্রভৃতি প্রাতঃস্নান-প্রকরণের মন্ত্রসকল পাঠ করিবে।

মাঘমাসে প্রাতঃস্নান

সঙ্কল্প :—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য মাঘে মাসি মকররাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথাবারভ্য মকরস্থরবিং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রত্যহং প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে। গঙ্গাস্নানে—শ্রীঅমুকঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রত্যহং গঙ্গায়াং প্রাতঃ-স্নানকর্ম্মাহং করিষ্যে।

বিশেষ মন্ত্র।—ওঁ মাঘমাসমিমং পুণ্যং স্নাম্যহং দেব মাধব।
তীর্থস্যাস্য জলে নিত্যং প্রসীদ ভগবন্ হরে॥
দুঃখদারিদ্র্যনাশায় শ্রীবিষ্ণোস্তোষণায় চ।
প্রাতঃস্নানং করোম্যদ্য মাঘে পাপবিনাশনম্॥

মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব।
স্নানেনানেন মে দেব যথোক্তফলদো ভব ॥

দ্রষ্টব্য—প্রত্যেক স্নানেই প্রাতঃস্নান প্রকরণে লিখিত মন্ত্রাদি পাঠ্য ও ক্রমানুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

রটন্তী স্নান

সঙ্কল্প :—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য মাঘে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে রটন্ত্যাং চতুর্দ্দশ্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ যমাদর্শনকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা গঙ্গায়াং প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে।

দ্রষ্টব্য—স্নানমন্ত্রসকলই পূর্ব্বের ন্যায়; কেবলমাত্র স্নানের শেষে চতুর্দ্দশ যমতর্পণ করিতে হয়।

মাকরী সপ্তমী স্নান

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সাধারণ কূপজলাদিতে স্নান করিতে হইলে সঙ্কল্প :—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য মাঘে মাসি মকররাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অরুণোদয়বেলায়াং সূর্য্যগ্রহণকালীন-গঙ্গা-স্নান-জন্য-ফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ স্নানমহং করিষ্যে।

গঙ্গাস্নান সঙ্কল্প—অরুণোদয়-বেলায়াং বহুশত-সূর্য্যগ্রহণ-কালীন-স্নানজন্য-ফল-সমফল-প্রাপ্তিকামো অস্যাং গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

প্রথমে একবার স্নান করিয়া সাতটী বদরীপত্র (কুলের পাতা), সাতটি অর্কপত্র অর্থাৎ আকন্দের পাতা মস্তকের উপর স্থাপন করিয়া পূর্ব্বমুখে হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া—

ওঁ যদ্‌যজ্জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু।
তন্মে রোকঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিবার পর অবগাহনপূর্ব্বক ডুব দিয়া স্নান করিয়া সূর্য্যোদয়ের পরে সূর্য্যার্ঘ্য দিবে।

সূর্য্যার্ঘ্যের মন্ত্র, যথা—(বিষ্ণুরোম্) তৎসৎ অদ্য মাঘে মাসি মকররাশিস্থে ভাস্করে শুক্লপক্ষে সপ্তম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ আয়ুরা-রোগ্যসম্পৎকামঃ

শ্রীসূর্য্যায় অর্ঘ্যমহং সম্প্রদদে। (অপরের নিমিত্ত হইলে দদানি বলিবে) এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া পূর্ব্বসংগৃহীত অর্কপত্র, কুলপত্র ও কুল, ধান, তিল, দূর্ব্বা এবং আতপ চাউল একসঙ্গে লইয়া উহাতে রক্তচন্দন প্রদান পূর্ব্বক তাম্রপাত্রে (কোশায়) জল ও ঐ অর্ঘ্য লইয়া—

এষোঽর্ঘ্যঃ ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর ॥
ওঁ জননী সর্ব্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে।
সপ্তব্যাহৃতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে ॥

"ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ" বলিয়া সূর্য্যের উদ্দেশ্যে অর্পণ করিবে। পরে—

ওঁ সপ্তসপ্তিবহপ্রীত সর্ব্বলোক-প্রদীপন।
সপ্তম্যাং হি নমস্তভ্যং নমোঽনন্তায় বেধসে ॥
ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥

ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে, জগৎ-প্রসূতি-স্থিতি-নাশ-হেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে, বিরিঞ্চি-নারায়ণ শঙ্করাত্মনে ॥

এই সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিবে।

বারুণীস্নান

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রাতঃস্নান করিয়া সন্ধ্যোপাসনা ইত্যাদি নিত্যকর্ম্ম শেষ করিয়া বারুণীস্নান করিবে।

সঙ্কল্প :—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য চৈত্রে মাসি কৃষ্ণপক্ষে শতভিষানক্ষত্র-যুক্ত-ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ বারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ বহুশতসূর্য্যগ্রহণ-কালীন-গঙ্গাস্নান-জন্য-ফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ স্নানমহং করিষ্যে।

[গঙ্গাস্নানে—গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে]

প্রাতঃস্নানে লিখিত নিয়মানুযায়ী স্নান মন্ত্রাদি পাঠ করিতে হইবে।

মহাবারুণী ও মহামহাবারুণী

মহাবারুণী-স্নান সঙ্কল্প :—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য চৈত্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে শনিবারাধিকরণক-শতভিষানক্ষত্রযুক্ত-ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহাবারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ বহুকোটিসূর্য্যগ্রহণ-কালীন-স্নানজন্যফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ অস্যাং গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

[অন্য জলে স্নানকালে কেবল "কামঃ স্নানমহং করিষ্যে"]

মহামহাবারুণীস্নান সঙ্কল্প :—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য চৈত্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে শনিবারাধিকরণক-শুভযোগ-শতভিষানক্ষত্রযুক্ত-ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহামহা-বারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ ত্রিকোটিকুলোদ্ধরণকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

[কূপাদি জলে স্নানকালে—বিষ্ণুর্নমোঽদ্যেত্যাদি···স্নানমহং করিষ্যে।]

ব্রহ্মপুত্র স্নান ও অশোক কলিকাপান

চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্তাষ্টমীতে (অশোকাষ্টমীতে) ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করিতে হয়। স্নানের সঙ্কল্প—

(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য চৈত্রে মাসি শুক্লে পক্ষে পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্তাষ্টম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ সর্ব্বপাপক্ষয়-পূর্ব্বক-সর্ব্বতীর্থ-স্নান-জন্য-ফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ ব্রহ্মপুত্রে স্নানমহং করিষ্যে। পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযোগ না হইলে—চৈত্রে মাসি শুক্লে পক্ষে অষ্টম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ ব্রহ্মপুত্রনদে স্নানমহং করিষ্যে। স্নানমন্ত্র—

ওঁ ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘা-গর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর॥

চৈত্রশুক্লাষ্টমীতে বুধবার ও পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযোগ হইলে স্রোতোমাত্র জলে স্নান করিবে।

স্রোতোজলে স্নানসঙ্কল্প :—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য চৈত্রে মাসি শুক্লে পক্ষে বুধবারাধিকরণকপুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্তাষ্টম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ বাজপেয়-যজ্ঞজন্যফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ স্রোতোজলে স্নানমহং করিষ্যে।

স্নানান্তে পূর্ব্বলিখিত স্নানমন্ত্র পাঠ করা আবশ্যক।

তৎপরে সন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া মধ্যাহ্নে বিষ্ণুচরণামৃত ও আটটি অশোক-কলিকা অর্থাৎ অশোকের কুঁড়ি পান করিবে। অশোককলিকাগুলিও একটি একটি করিয়া পর পর বিষ্ণুচরণামৃত সহ গিলিয়া ফেলিবে। কখনও চিবাইয়া খাইবে না। পানমন্ত্র—

ওঁ ত্বামশোক হরাভীষ্ট মধুমাস-সমুদ্ভব।
পিবামি শোকসন্তপ্তো মামশোকং সদা কুরু॥

করতোয়াস্নান

সঙ্কল্প—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ সর্ব্বপাপক্ষয়কামঃ অস্যাং করতোয়ায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

যদি সোমবারে অমাবস্যাযোগে স্নান করা যায়, তাহা হইলে এইপ্রকার সঙ্কল্প করিবে।—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে সোমবারাধি-করণকামাবস্যায়াং তিথৌ অরুণোদয়বেলায়াং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শতসূর্য্যগ্রহণ-কালীন-স্নানজন্যফল-সমফলপ্রাপ্তিকামঃ অস্যাং করতোয়ায়াং স্নানমহং করিষ্যে। স্নানমন্ত্র—

ওঁ করতোয়ে সদা নীরে সরিচ্ছ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রান্ প্লাবয় মে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে॥

গ্রহণস্নান

প্রাতঃস্নানে লিখিত নিয়মানুযায়ী প্রাতঃস্নান করিয়া পরে যখন গ্রহণ-স্নান করিবে অর্থাৎ যখন গ্রহণ হইবে, তখন নিম্নলিখিত সঙ্কল্প অনুযায়ী সঙ্কল্প করিবার পর স্নান করিবে।

সূর্য্যগ্রহণ সঙ্কল্প—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ রাহুগ্রস্ত-দিবাকরে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ দশ-কোটিগুণ-গঙ্গাস্নানজন্য-ফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা অস্যাং গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

চন্দ্রগ্রহণ সঙ্কল্প—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ রাহুগ্রস্তে নিশাকরে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ কোটিগুণ-গঙ্গাস্নানজন্য-

ফল-সমফলপ্রাপ্তিকামঃ (ত্রিকোটিকুলোদ্ধরণকামঃ, শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) অস্যাং গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

পুষ্করিণ্যাদিসাধারণজলস্নানে—"গঙ্গাস্নানজন্যফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামো বা" ইতি বিশেষঃ। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত স্নানমন্ত্র পাঠ করিবে।

গ্রহণস্নান করিলেই মুক্তিস্নান করিতে হইবে। অতএব মুক্তিস্নান পূর্ব্বক হাতযোড় করিয়া বলিবে :—

সূর্য্যগ্রহণে মুক্তি-স্নানমন্ত্র—

উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং সূর্য্যসঙ্গমঃ।
কর্ম্মচাণ্ডালযোগোত্থং কুরু পাপক্ষয়ং মম॥

চন্দ্রগ্রহণে মুক্তিস্নান মন্ত্র—

ওঁ উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং চন্দ্রসঙ্গমঃ।
কর্ম্মচাণ্ডালযোগোত্থং কুরু পাপক্ষয়ং মম॥

চূড়ামণিযোগ

সূর্য্যগ্রহণ জন্য চূড়ামণিযোগে স্নানসঙ্কল্প—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ রবিবারাধিকরণক-রাহুগ্রস্ত-দিবাকরে চূড়ামণি-যোগে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অনন্তগঙ্গাস্নানজন্যফল-সমফলপ্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

চন্দ্রগ্রহণজন্য চূড়ামণিযোগে স্নান-সঙ্কল্প—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ সোমবারাধিকরণক-রাহুগ্রস্ত-নিশাকরে অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অনন্তগঙ্গাস্নানজন্যফলসমফলপ্রপ্তিকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

কূপাদি সাধারণজলে চূড়ামণিযোগের স্নান-সঙ্কল্প—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য অমুকে মাসি ইত্যাদি……অনন্তস্নান-জন্যফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে।

তৎপরে প্রাতঃস্নান-প্রকরণ লিখিত মন্ত্রসকল পাঠ করিবে।

অর্দ্ধোদয়যোগস্নান

সঙ্কল্প—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য মাঘে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে রবিবারাধিকরণক-

ব্যতীপাতযোগ-শ্রবণানক্ষত্রযুক্তামাবস্যায়াং তিথৌ অর্দ্ধোদয়যোগে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ কোটিসূর্য্যগ্রহণকালীনগঙ্গাস্নান-জন্যফল-সমফল-প্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

কূপাদিজলে বা স্রোতোজলে স্নানকালে সঙ্কল্প—"…প্রপ্তিকামঃ অস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে"।

অতঃপর প্রাতঃস্নানোল্লিখিত বিধি অনুযায়ী স্নান করিবে ও মন্ত্র পাঠ করিবে।

মন্ত্রস্নান

দীক্ষা দ্বিবিধ—বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। যাহাদের তান্ত্রিকী দীক্ষা হইয়াছে তাহারা নিত্য-স্নান বা কাম্যস্নান করিবার পর মন্ত্র-স্নান করিবে। মন্ত্র-স্নানও নিত্য কর্ত্তব্য ; অতএব প্রত্যহ নদী, পুষ্করিণী, তড়াগ প্রভৃতির জলে নিত্য স্নান করিবার পর গাত্র মুছিয়া বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক শুদ্ধাসনে উপবেশন ও তান্ত্রিক প্রকরণানুসারে আচমন করিয়া তাম্রপাত্রে কিঞ্চিৎ জল, দূর্ব্বা ও তিল লইয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—

(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অমুকদেবতা-(নিজের ইষ্টদেবতা) প্রীতয়ে মন্ত্রস্নানমহং করিষ্যে।

পরে হ্রীঁ এই মন্ত্রে জল আলোড়িত করিয়া জলমধ্যে হস্ত-পরিমিত চতুষ্কোণ-মণ্ডল বা ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া অঙ্কুশমুদ্রায় তীর্থ আবাহান করিবে ; যথা,—ওঁ নমঃ। ক্রোঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ পরে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে ; যথা,—ব্রহ্মাণ্ডে যানি তীর্থানি করৈঃ স্পৃষ্টানি তে রবে। তেন সত্যেন মে দেব তীর্থং দেহি দিবাকর॥ পরে গঙ্গাতেই হউক বা অন্য জলাশয়েই হউক এইরূপে গঙ্গাকে আবাহন করিবে ; যথা,—ওঁ আবাহয়ামি ত্বাং দেবি স্নানার্থমিহ সুন্দরি। ত্রাহি গঙ্গে নমস্তভ্যং সর্ব্বতীর্থসমন্বিতে॥ ইতি। পরে বং এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা, হুং এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক চক্রমুদ্রায় রক্ষা ও ফট্ এই মন্ত্রে ছোটিকাদ্বারা দশদিগ্‌বন্ধন করিয়া মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদনপূর্ব্বক মূলমন্ত্র একাদশবার জপ করিয়া সূর্য্যাভিমুখে দ্বাদশ অঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিবে, এবং সেই মণ্ডল মধ্যগত জলে বহ্নিমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল ও সোমমণ্ডল চিন্তা করিয়া এবং নিজ ইষ্টদেবতার চরণারবিন্দনিঃসৃত

জলে স্নান করিতেছি এইরূপ ভাবনা করিয়া ইষ্টদেবতা ধ্যানপূর্ব্বক ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কর্ণনাসিকাদি সপ্তচ্ছিদ্র রোধপূর্ব্বক তিনবার জলে মস্তক পর্য্যন্ত নিমগ্ন করিবে। আচমন ও ষড়ঙ্গন্যাস পূর্ব্বক জলের উপর তিনবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া 'অমুকীং দেবীং (অমুকং দেবং) অভিষিঞ্চামি স্বাহা' ইষ্টদেবতার নামোল্লেখে এই মন্ত্রে কলসমুদ্রা দ্বারা আপনার মস্তক দশবার, সাতবার বা তিনবার অভিষিক্ত করিবে। পরে ইচ্ছামত পিতা, পিতামহ প্রভৃতির তর্পণ করিয়া জল হইতে উত্থিত হইবার সময়, ওঁ অসুরা ভূতবেতালাঃ কুষ্মাণ্ডা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ! তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু ময়া দত্তেন বারিণা ॥ এই মন্ত্রে তীরে তিন অঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিবে। পরে ভূমিতে উত্থিত হইয়া গাত্রজল মার্জ্জন করিবে। অনন্তর বিশুদ্ধবস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক জলাশয়তীরেই হউক অথবা গৃহে আসিয়াই হউক তিলকধারণ, রুদ্রাক্ষ, তুলসীমালা প্রভৃতি ধারণ করিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিবে।

পাদপ্রক্ষালন

যদি স্বয়ং বা অপর কাহারও দ্বারা পাদপ্রক্ষালন করিতে হয়, তাহা হইলে অগ্রে বাম পদ, তারপর দক্ষিণ পদ প্রক্ষালন করিবে। কিন্তু কোন সময় যদি কোন ব্রাহ্মণ অপর কোন ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দেয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অগ্রে দক্ষিণ পদ ও তার পরে বাম পদ প্রক্ষালন করিয়া দিবে। দৈবকার্য্যে (অর্থাৎ পূজা প্রভৃতিতে) পূর্ব্বাভিমুখ বা উত্তরাভিমুখ হইয়া এবং পিতৃকার্য্যে (শ্রাদ্ধাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান কালে) দক্ষিণাভিমুখ হইয়া এবং অন্যান্য সকল সময়ে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া পাদপ্রক্ষালন করাই শাস্ত্রীয় বিধি। কাংস্যপাত্রে কখনও পাদপ্রক্ষালন করিবে না। জানু হইতে পাদদ্বয়ের তলভাগ পর্য্যন্ত এবং মণিবন্ধ হইতে করতল পর্য্যন্ত প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য, কারণ ইহাতে শরীরের ও মনের অপেক্ষাকৃত পবিত্রতা সাধিত হয়।

বস্ত্রপরিধান

দৈব ও পিতৃকার্য্য অনুষ্ঠান করিবার সময় সকলেরই তসর, গরদ ইত্যাদি বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করা কর্ত্তব্য। তসর বা গরদ সম্ভব না হইলে কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিবে। দৈব ও পিতৃকার্য্য প্রভৃতি সকল প্রকার

কার্য্যে "ত্রিকচ্ছ" করিয়া বস্ত্র পরিধান করিবে, এবং কাপড়ের কসি কখনও বাহিরের দিকে গুঁজিবে না। সেলাই করা, ইঁদুরে কাটা, ছিন্ন, দগ্ধ, পরকীয়, মলিন ও অপবিত্র বস্ত্র কখনও পরিধান করিবে না। রজকালয় হইতে আনীত বস্ত্র পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ জলে না কাচিয়া ব্যবহার করিবে না। জামা কিংবা সেলাই করা পরিধেয় বা উত্তরীয় ব্যবহার করিবে না। পরিহিত ত্যক্ত বস্ত্র অর্থাৎ ছাড়া কাপড়, রাত্রিবাস ও যে বস্ত্র পরিধান করিয়া মৈথুন ও মলমূত্র ত্যাগ করা হয় সেই সকল বস্ত্রই অপবিত্র জানিবে ; অতএব উপরি উক্ত বস্ত্রসকল পরিধান করিয়া কোন দৈবকর্ম্ম বা পিতৃকর্ম্ম করা একেবারে শাস্ত্রনিষিদ্ধ। নাভির নিম্নভাগে বস্ত্র পরিধান করিবে না।

দৈব বা পিতৃকর্ম্মের প্রত্যেক কার্য্যেই উত্তরীয় ব্যবহার করিবে। স্ত্রী ও শূদ্রাদির পক্ষেও সর্ব্ববিধ দেবকার্য্যেই উত্তরীয় ব্যবহার করা একান্ত আবশ্যক। উত্তরীয় ও পরিধেয় বস্ত্র এক জাতীয় অর্থাৎ এক জাতীয় সূত্রে নির্ম্মিত হওয়া উচিত ; কেবল নামাবলী ভিন্ন সূত্রে প্রস্তুত হইলেও চলিতে পারে। উত্তরীয় বস্ত্র যজ্ঞসূত্রের ন্যায় ধারণ করিবে। পিতৃকার্য্য ভিন্ন সকল কার্য্যেই উপবীতী হইয়া (অর্থাৎ উত্তরীয় ও যজ্ঞোপবীত বাম স্কন্ধের উপর রাখিয়া) কার্য্য সম্পাদন করিবে। কেবল পিতৃকার্য্যে প্রাচীনাবীতী হইয়া (অর্থাৎ উত্তরীয় ও যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ স্কন্ধের উপর রাখিয়া) কার্য্য সম্পাদন করিবে। মনুষ্য তর্পণে নিবীতী হইয়া (অর্থাৎ উত্তরীয় ও যজ্ঞোপবীত মালারন্যায় রাখিয়া) কার্য্য সমাপন করিবে। দ্বিজাতি ভিন্ন অন্য জাতি কেবল উত্তরীয় উপরি লিখিত নিয়মানুসারে ব্যবহার করিবে।

জলের উপর দাঁড়াইয়া কার্য্য করিতে হইলে সিক্ত (অর্থাৎ ভিজা) কাপড়ে ও স্থলে বসিয়া কার্য্য করিতে হইলে শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবে। যদি কখনও জলে ও স্থলে কার্য্য করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া এক পা জলে ও এক পা স্থলে রাখিয়া কার্য্য সম্পাদন করিবে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের যদি তিনটী (ত্রিদণ্ডীযুক্ত) যজ্ঞোপবীত

থাকে, তাহা হইলে উত্তরীয়ের দরকার হইবে না। স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে সকল সময় সকল কার্য্যেই উত্তরীয় ব্যবহার করা আবশ্যক।

তিলকধারণ

প্রাতঃস্নানান্তে মৃত্তিকা দ্বারা, মধ্যাহ্ন স্নানের পর চন্দন দ্বারা এবং হোমকর্ম্ম সমাপনান্তে ভস্ম দ্বারা তিলক ধারণ করিতে হয়। বৈষ্ণবগণ মৃত্তিকা অথবা গোপীচন্দনে (গোমতীতীরসম্ভূত তিলকমাটী) তিলক ধারণ করিয়া থাকেন। স্নানের সময় মৃত্তিকার অভাব হইলে কেবল জলদ্বারা তিলক করিলেও চলিবে। যথাক্রমে মস্তকে, কণ্ঠদেশে, ললাটে, বাহুদ্বয়ের মূলে, হৃদয়ে, নাভিদেশে এবং পৃষ্ঠে এক একটি ও উভয় পার্শ্বে দুইটী করিয়া ফোঁটা অর্থাৎ তিলক দিবে। যাঁহার পিতা জীবিত আছেন, তিনি কেবল কপালে একটীমাত্র ফোঁটা বা তিলক দিবেন, দ্বাদশটী তিলক করিবেন না। সধবা স্ত্রীলোকগণ মৃত্তিকাতিলক না দিয়া কেবল কপালে গোলাকৃতি সিন্দূরতিলক ধারণ করিবেন।

ব্রাহ্মণগণ ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র (দীপশিখাকৃতি) তিলক ধারণ করিবেন, ক্ষত্রিয়-গণ ত্রিপুণ্ড্র (৩টি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি), বৈশ্যগণ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এবং স্ত্রী ও শূদ্রগণ গোলা-কৃতি তিলক ধারণ করিবেন। ব্রাহ্মণগণ মৃত্তিকা, ভস্ম ও চন্দনদ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও ত্রিপুণ্ড্র যেরূপ ইচ্ছা তিলক ধারণ করিতে পারেন। বৈষ্ণবগণের পিতা জীবিত থাকিলেও দ্বাদশ তিলক ধারণের ব্যবস্থা আছে। কেবল ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলকের মধ্যে ছিদ্র অর্থাৎ হরির মন্দির করিতে হইবে। তিলক ধারণে অঙ্গুলির কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, তবে অঙ্গুলিসকলের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টিপ্রদ, মধ্যমা আয়ুষ্করী, অনামিকা অর্থপ্রদা ও তর্জ্জনী মুক্তি প্রদায়িনী বলিয়া কথিত আছে।

তিলকধারণমন্ত্র

ওঁ কেশবানন্ত গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম।
পুণ্যং যশস্যমায়ুষ্যং তিলকং মে প্রসীদতু॥

চন্দন দ্বারা—

কান্তিং লক্ষ্মীং ধৃতিং সৌখ্যং সৌভাগ্যমতুলং মম।
দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারয়াম্যহং॥

শূদ্রের পক্ষে বিশেষ—ললাটে কেশবকে ধ্যান করিবে (নমঃ কেশবায় নমঃ), কণ্ঠে শ্রীপুরুষোত্তমকে ধ্যান করিবে (শ্রীপুরুষোত্তমায় নমঃ) নাভিদেশে নারায়ণকে ধ্যান করিবে (নমঃ নারায়ণায় নমঃ), হৃদয়ে মাধবকে ধ্যান করিবে (নমঃ মাধবায় নমঃ), দক্ষিণ পার্শ্বে গোবিন্দ দেবকে ধ্যান করিবে (নমঃ গোবিন্দায় নমঃ), বামপার্শ্বে ত্রিবিক্রমকে ধ্যান করিবে (নমঃ ত্রিবিক্রমায় নমঃ), ঊর্দ্ধদেশে বিষ্ণুকে ধ্যান করিবে (নমঃ বিষ্ণবে নমঃ), কর্ণদ্বয়ের মূলে মধুসূদনকে ধ্যান করিবে (নমঃ মধুসূদনায় নমঃ), ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে হৃষীকেশকে ধ্যান করিবে (নমঃ হৃষীকেশায় নমঃ), পৃষ্ঠদেশে পদ্মনাভকে ধ্যান করিবে (নমঃ পদ্মনাভায় নমঃ), দক্ষিণ বাহুমূলে বাসুদেবকে ধ্যান করিবে (নমঃ বাসুদেবায় নমঃ), বাম বাহুমূলে দামোদরকে ধ্যান করিবে (নমঃ দামোদরায় নমঃ) এইরূপে মন্ত্র পাঠ করিয়া তিলক ধারণ করিবে।

বৈষ্ণবগণের তিলক-ধারণ মন্ত্র

তিলক ধারণ করিবার সময়ে যে স্থানে তিলক ধারণ করা বিধেয়রূপে কথিত হইতেছে, তাহার প্রত্যেক স্থানেই মন্ত্রপাঠ করিয়া ও তত্তদ্দেবতার ধ্যান পূর্ব্বক তিলক ধারণ করিবে। ললাটে কেশবকে ধ্যান করিয়া (নমঃ কেশবায় নমঃ) তিলক ধারণ করিবে। ঐরূপ উদরে তিলক করিবার সময় নারায়ণকে ধ্যান করিবে (নমঃ নারায়ণায় নমঃ), বক্ষঃস্থলে মাধবকে ধ্যান করিবে (নমঃ মাধবায় নমঃ), কণ্ঠে গোবিন্দকে ধ্যান করিবে (নমঃ গোবিন্দায় নমঃ), দক্ষিণ পার্শ্বে বিষ্ণুকে ধ্যান করিবে (নমঃ বিষ্ণবে নমঃ), দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদনকে ধ্যান করিবে (নমঃ মধুসূদনায় নমঃ), দক্ষিণ স্কন্ধে ত্রিবিক্রমকে ধ্যান করিবে (নমঃ ত্রিবিক্রমায় নমঃ), বাম পার্শ্বে বামনকে ধ্যান করিবে (নমঃ বামনায় নমঃ), বাম বাহুতে শ্রীধরকে ধ্যান করিবে (নমঃ শ্রীধরায় নমঃ), বাম স্কন্ধে হৃষীকেশকে ধ্যান করিবে (নমঃ হৃষীকেশায় নমঃ), পৃষ্ঠদেশে পদ্মনাভকে ধ্যান করিবে (নমঃ পদ্মনাভায় নমঃ), কটীদেশে (কোমরে) দামোদরকে (নমঃ দামোদরায় নমঃ) বলিয়া ধ্যান করিবে এবং সেই হস্ত প্রক্ষালিত জল "নমো বাসুদেবায় নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকের উপর ধারণ করিবে।

শিখাবন্ধন

তিলকধারণ করিবার পর দ্বিজাতিগণ গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক শিখাবন্ধন করিবেন।

স্ত্রী ও শূদ্রের শিখাবন্ধন-মন্ত্র

নমঃ, ব্রহ্মবাণী-সহস্রেণ শিববাণী-শতেন চ।
বিষ্ণোর্নামসহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহম্॥

শিখাবন্ধন, আচমন ও বিষ্ণু স্মরণ করিয়া সকল প্রকার দৈব ও পৈত্র কার্য্য করিতে হয়। তৈলমর্দ্দন সময়ে, অশুচি স্পর্শে শিখামোচন করিয়া স্নানাদির পর পুনরায় শিখাবন্ধন করিবে।

শিখামোচন মন্ত্র

ওঁ গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহম্॥

শিখাবন্ধনের আবশ্যকতা

সদোপবীতিনা ভাব্যং সদা বদ্ধশিখেন তু।
বিশিখো ব্যুপবীতশ্চ যৎ করোতি ন তৎকৃতম্॥

(ছন্দোগপরিশিষ্ট)

সর্ব্বদা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া ও শিখাবন্ধন করিয়া সন্ধ্যোপাসনা প্রভৃতি কার্য্য করিবে। শিখাবন্ধন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিয়া যাহা করা যায়, তাহা না করারই সমান অর্থাৎ তাহাতে কোন ফল হয় না।

ব্রহ্মচারীর এবং প্রয়াগে ও প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বাহকৃত্যে শিখাসহ মুণ্ডনের বিধি থাকায় তত্তৎ অবস্থায় দোষ হয় না।

এষ রিক্তো বা অনপিহিতস্তস্যৈব তদেব পিধানং যচ্ছিখা। (শ্রুতি)

পুরুষের শিখাই আবরণ, যাহার শিখা নাই, সে অনাবৃত বা রক্ষক শূন্য। এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, শিখা ধারণ দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, শিখা না থাকিলে মৃত্যুর দূত স্বরূপ বহুবিধ ব্যাধি আক্রমণ করিয়া থাকে।

আচমন

কোন দৈব কর্ম্মে বা পিতৃকর্ম্মে আচমন একান্ত বিধেয়; কারণ আচমন না

করা পর্য্যন্ত কোন কার্য্যেই অধিকার জন্মে না। সকল কার্য্যের প্রথমে আচমন করার বিধি আছে। মোহবশতঃ আচমন না করিয়া যদি কোন কার্য্য করা যায়, তাহা হইলে সেই কার্য্যে কোন ফল হয় না। কর্ম্ম সমাপ্তির পরেও আচমন করার বিধি আছে।

আচমনের নিয়ম

বৈধ কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে তিনবার জলপান করিয়া অষ্টাঙ্গ স্পর্শরূপ কার্য্যের নাম আচমন। আচমন সময়ে হস্তপদাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক বামহস্তে কুশী ধারণ করিয়া তদ্দ্বারা কোশা প্রভৃতি তাম্রপাত্র হইতে দক্ষিণ হস্ত গোকর্ণাকৃতি করিয়া তন্মধ্যে ব্রাহ্মতীর্থে একটী মাষকলাই মাত্র ডুবিতে পারে, এই পরিমাণ জল লইয়া তাহা দেখিতে দেখিতে ও বিষ্ণুস্মরণ করিতে করিতে তিনবার ঐ জল পান করিবে। দ্বিজাতিগণের আচমনমন্ত্র ঃ—

ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।

ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।

অতঃপর হস্ত প্রক্ষালনপূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা ওষ্ঠাধর দুইবার মার্জ্জন করিয়া পুনরায় তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা সংমিলিত করিয়া তাহাদের অগ্রভাগ দ্বারা মুখ স্পর্শ করিবে। পরে হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী সংমিলিত করিয়া তাহাদের অগ্রভাগ দ্বারা নাসিকার বিবরদ্বয় অর্থাৎ অগ্রে দক্ষিণ নাসাপুট, তাহার পর বাম নাসাপুট স্পর্শ করিবে। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ নেত্র ও বাম নেত্র এবং সেই অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও বাম কর্ণ এবং অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠার অগ্রভাগ দ্বারা নাভিদেশ স্পর্শ পূর্ব্বক হস্ত প্রক্ষালন করিয়া করতল দ্বারা হৃদয় ও দক্ষিণ হস্তের সমস্ত অঙ্গুলির দ্বারা মস্তক এবং ঐ সকল অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও বাম স্কন্ধ স্পর্শ করিবে। ইহাতে কেবল একবার মাত্র আচমন করা হয়।

স্ত্রী ও শূদ্রাদির আচমন এবং অনুপবীত বিপ্র-তনয়ের আচমন-প্রণালী একরূপ। ইহারা দক্ষিণ হস্তের সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা জল লইয়া "নমো

বিষ্ণুঃ" মন্ত্রে ওষ্ঠে তিনবার ছিটাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় ওষ্ঠাধর মার্জ্জন প্রভৃতি করিবে।

আচমনান্তে বিষ্ণুস্মরণ করিতে হয়।

সাধারণের বিষ্ণুস্মরণমন্ত্র

(নমঃ) সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥
(নমঃ) শঙ্খচক্রধরং বিষ্ণুং দ্বিভুজং পীতবাসসং।
প্রারম্ভে কর্ম্মণাং বিপ্রঃ পুণ্ডরীকং স্মরেদ্ধরিম্ ॥
(নমঃ) অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥
(নমঃ) মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি।
স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্ ॥

কার্য্য করিতে করিতে অন্য কথা কহিলে "নমো বিষ্ণুঃ" মন্ত্রে বিষ্ণু স্মরণ করিবে।

আচমনের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ

দক্ষ বলিয়াছেন :—

বৈধকর্ম্মণঃ পূর্ব্বং ত্রির্জ্জলপানানন্তরং যথাক্রমাদষ্টাঙ্গশুদ্ধিজনিকা ক্রিয়া।

প্রক্ষাল্য পাণী পাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতম্।
সংবৃত্যাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাৎ ততোমুখম্ ॥
সংহত্য তিসৃভিঃ পূর্ব্বমাস্যমেবমুপস্পৃশেৎ।
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরম্ ॥
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ।
নাভিং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন হৃদয়ন্তু তলেন বৈ ॥
সর্ব্বাভিশ্চ শিরঃ পশ্চাদ্ বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ ॥

আচমন সময়ে হস্তে জলধারণাদি-প্রমাণ

ভরদ্বাজ বলিয়াছেন—

আয়তং পর্ব্বাণাং কৃত্বা গোকর্ণাকৃতিবৎ করম্।
সংহতাঙ্গুলিনা তোয়ং গৃহীত্বা পাণিনা দ্বিজঃ॥
মুক্তাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠাভ্যাং শেষেণাচমনং চরেৎ।
মাষমজ্জনমাত্রাস্তু সংগৃহ্য ত্রিঃ পিবেদপঃ॥

শ্রেণীভেদে আচমন ব্যবস্থা। মনু—

হৃদ্গাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিশ্চ ভূমিপঃ।
বৈশ্যোঽদ্ভিঃ প্রাশিতাভিস্তু শূদ্রঃ পৃষ্টাভিরন্ততঃ॥
স্ত্রিয়াস্ত্রৈদশিকং তীর্থং শূদ্রজাতেস্তথৈব চ।
সকৃদাচমনাচ্ছুদ্ধিরেতয়োরেব চোভয়োঃ॥

তান্ত্রিক আচমন

তান্ত্রিক আচমন দুই প্রকার; যথা,—শাক্ত ও বৈষ্ণব। যাহারা শক্তির অর্থাৎ স্ত্রী দেবতার উপাসক তাহাদিগকে শাক্তাচমন করিতে হয় এবং যাহারা বিষ্ণুর উপাসক তাহাদিগকে বৈষ্ণবাচমন করিতে হয়। শাক্তদিগের মধ্যে দশমহাবিদ্যার প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ আচমন তন্ত্রশাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে; কিন্তু সেই সেই প্রকরণে লিখিত আচমন করিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ শাক্তাচমন করিলেও তাহাদের আচমন করা সিদ্ধ হইবে। বৈষ্ণবগণের বৈষ্ণবাচমনই করা উচিত; অন্য আচমন করা উচিত নহে। তান্ত্রিক আচমন দ্বিজাতি, শূদ্র, স্ত্রী সকলের পক্ষেই এক প্রকার; অঙ্গুলি স্পর্শ পূর্ব্বের নিয়মানুযায়ী করিতে হইবে।

শাক্তাচমন

ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা। এই তিনটী মন্ত্র বলিয়া তিনবার জল পান করিয়া পূর্ব্বলিখিত আচমন নিয়মানুসারে ওষ্ঠাধর মার্জ্জনাদি কার্য্য সমাপন করিবে।

বৈষ্ণবাচমন

ওঁ কেশবায় নমঃ, ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ মাধবায় নমঃ। এই তিনটী মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তিনবার জল পান করিয়া পূর্ব্বলিখিত নিয়মানুযায়ী হস্ত প্রক্ষালন ও অঙ্গুল্যাদি স্পর্শ বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক করিবে। ওঁ গোবিন্দায় নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক হস্ত প্রক্ষালন ; ওঁ মধুসূদনায় নমঃ, ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ওষ্ঠাধর মার্জ্জন ; ওঁ বামনায় নমঃ, ওঁ শ্রীধরায় নমঃ এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মুখ মার্জ্জন ; ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। পরে ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ পাঠ করিয়া পদে জলপ্রোক্ষণ করিবে। অনন্তর ওঁ দামোদরায় নমঃ বলিয়া মস্তকে জল প্রোক্ষণ করিয়া ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ এই মন্ত্রে মুখস্পর্শ, ওঁ বাসুদেবায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণ নাসিকা ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া বাম নাসা স্পর্শ করিবে। ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ, ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ এই মন্ত্রদ্বয় যথাক্রমে পাঠ করিয়া দক্ষিণ নেত্র ও বাম নেত্র স্পর্শ, ওঁ অধোক্ষজায় নমঃ, ওঁ নৃসিংহায় নমঃ এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া যথাক্রমে দক্ষিণ কর্ণ ও বাম কর্ণ স্পর্শ করিয়া ওঁ অচ্যুতায় নমঃ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক নাভি স্পর্শ করিবে। পরে ওঁ জনার্দ্দনায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া হৃদয় স্পর্শ পূর্ব্বক ওঁ উপেন্দ্রায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া মস্তক স্পর্শ করিবে। পরে ওঁ হরয়ে নমঃ মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া বাম বাহুমূল স্পর্শ করিবে।

আচমন সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, একাসনে উপবেশন করিয়া বহুবিধ ধর্ম্মকার্য্য সমাপন করিতে হইলে, কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে ও কার্য্যের পরে আচমন করিলেই হয়। ব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে :—

হোমে ভোজনকালে চ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।
আচান্তঃ পুনরাচামেদ্ অন্যত্রাপি সকৃৎ সকৃৎ।
দ্বিরাচম্য চ ততঃ শুদ্ধঃ স্মৃত্বা বিষ্ণুং সনাতনম্॥

প্রত্যেক কার্য্যে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আচমন করিবার আবশ্যক হয় না। তবে বৈদিক ও তান্ত্রিক কার্য্য যথাক্রমে করিলে প্রত্যেক কার্য্যের পূর্ব্বে ও শেষে

আচমন করা কর্ত্তব্য। আচমনের উদ্দেশ্য কেবল অঙ্গের পবিত্রতা সাধন। জলে বসিয়া আচমন করিলে জলেই শুদ্ধি এবং স্থলে আচমন করিলে স্থলেই শুদ্ধিলাভ হয়।

একই কালে জল ও স্থল উভয় স্থানে বসিয়া কার্য্য করা আবশ্যক হইলে, এক পা জলে ও এক পা স্থলে রাখিয়া আচমন করিবে। হোমারম্ভে, ভোজনারম্ভে এবং বৈদিক সন্ধ্যারম্ভে দুই বার আচমন করা প্রয়োজন; অন্যান্য কর্ম্মে কেবল একবার আচমন করিলেই শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। আচমন জল হৃদ্গত হইলে ব্রাহ্মণ পবিত্র হয় এবং কণ্ঠগত হইলে ক্ষত্রিয়, মুখান্তর্গত হইলে বৈশ্য, ওষ্ঠ পৃষ্ট হইলে শূদ্র ও স্ত্রীলোক পবিত্র হয়। স্ত্রীলোক ও অনুপনীত বিপ্রতনয়ের আচমনাদি সকল কর্ম্মেই শূদ্রের ন্যায়।

পথে চলিতে চলিতে, কথা কহিতে কহিতে অথবা প্রৌঢ়পাদে বসিয়া আচমন করা উচিত নহে। জলে আচমন করা আবশ্যক হইলে জানুর ঊর্দ্ধ ও নাভির নিম্ন জলে দাঁড়াইয়া আচমন করা আবশ্যক। উষ্ণ জলে বা ফেন ও বুদ্বুদ্যুক্ত জল দ্বারা আচমন করা নিষিদ্ধ। কাংস্যপাত্র, লৌহপাত্র ও টিনের পাত্রে জল লইয়া আচমন করিবে না। আচমন সময়ে জলপানের শব্দ করা উচিত নহে। রোগাদির জন্য আচমন করিতে অক্ষম হইলে বা জলের অভাব সংঘটিত হইলে কেবল বিষ্ণু স্মরণপূর্ব্বক আচমনাদি-সংক্রান্ত সকল কার্য্য করিবে। কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার সময় হাঁচি আসিলে নিদ্রাভিভূত হইলে, থুথু ফেলিলে, নাভির নিম্নাঙ্গ স্পর্শ বা অশ্রুমোচন করিলে, কসির কাপড় স্পর্শ করিলে, উদ্গার (ঢেঁকুর) তুলিলে পুনরায় আচমন করিবে ও দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে, এইরূপ করিলে সকল পাপ দূরীভূত হইয়া এবং শরীরের অপবিত্রতা নষ্ট হইয়া পবিত্রতা আবির্ভূত হয়। কারণ প্রভাসাদি তীর্থ, গঙ্গা প্রভৃতি নদী, ধর্ম্মকর্ম্ম-নিরত বিপ্রের দক্ষিণ কর্ণে বাস করে। ইহার প্রমাণ যথা—

প্রভাসাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে বসন্তি মনুরব্রবীৎ॥ (মনুঃ)

এই নিমিত্ত দ্বিজাতিগণ মলমূত্রাদি ত্যাগ সময়ে শরীর কলুষিত হয় বলিয়া দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া থাকেন।

অধিকন্তু কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ দর্শন, মিথ্যাপ্রলাপ, উচ্চহাস্য, অধোবায়ু নিঃসরণ, মার্জ্জার ও মূষিক স্পর্শ এবং অন্যান্য অস্পৃশ্য স্পর্শ হইলে বা তিরস্কার বচন এবং ক্রোধ সম্ভাবিত হইলে পুনরায় আচমন বা জলস্পর্শ করিয়া বিষ্ণু স্মরণ করিবে।

হস্ত-নিয়ম ঃ—আচমন, পূজার দ্রব্যাদি সংগ্রহ, চন্দনঘর্ষণ প্রভৃতি কোন কার্য্য হাঁটুর বাহিরে হাত লইয়া করা উচিত নহে।

আসন ও উপবেশন

কার্পাসবস্ত্র নির্ম্মিত আসন, কুশাসন, উলনির্ম্মিত আসন, চর্ম্মাসন এবং উর্ণানির্ম্মিত আসনই অর্থাৎ কম্বলাসনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া কোনরূপ দৈব বা পিতৃকার্য্য করিবে না। যদিও সকল প্রকার কাষ্ঠাসনই বৈধকার্য্যে অপ্রশস্ত, তথাপি আহারাদি কালে কুশাসনাদির অভাবে কাষ্ঠাসন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরন্তু নিম্ব, আম্র ও কদম্ব কাষ্ঠের আসনে কখনও উপবেশন করা উচিত নহে, উহাতে বংশ নাশ হয়। প্রৌঢ় পাদে, প্রস্তরে ও ইষ্টকে উপবেশন করিয়া কার্য্য করিবে না। জানুর ঊর্দ্ধ ও নাভির নিম্ন জলে দাঁড়াইয়া কর্ম্ম করা যাইতে পারে।

দৈবকার্য্যে দক্ষিণ পদের উপর বাম পদ স্থাপন করিয়া ও পিতৃকার্য্যে বাম পদের উপর দক্ষিণ পদ স্থাপন করিয়া কার্য্য করিবে। কার্য্য বিশেষে আসনাদির ও উপবেশনাদির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে; তাহা আসন প্রকরণে লিখিত হইবে।

দিঙ্‌নির্ণয়

সন্ধ্যা বা দেবদেবীর পূজা পূর্ব্ব বা উত্তরমুখ হইয়া করাই শাস্ত্রসঙ্গত। শিবপূজা উত্তরাভিমুখী হইয়া করিতে হয়। কেবল হোম যে কোন সময়েই করিতে হউক না কেন পূর্ব্বাভিমুখী হইয়াই সম্পন্ন করিবে। তান্ত্রিক বিধি অনুযায়ী যে সকল পূজার অনুষ্ঠান করা হয়, তৎসমুদায় উত্তরাভিমুখী হইয়া করিবে।

সকলপ্রকার পূজার সঙ্কল্প উত্তরাভিমুখ এবং স্নান ও জলাশয়োৎসর্গ করিবার সময়ে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া সঙ্কল্প করিবে। কোন কর্ম্মানুষ্ঠান বা ধর্ম্মচর্চ্চা করিবার কালে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া উপবেশন করা কর্ত্তব্য নহে। দানাদিকালে পূর্ব্বাভিমুখই প্রশস্ত, কন্যাদান উত্তরাভিমুখ হইয়া করিতে হয়। পিতৃশ্রাদ্ধাদি কার্য্য দক্ষিণ মুখে করিতে হয়। সন্ধ্যা পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে করিবে। সায়ং সন্ধ্যা বায়ুকোণাভিমুখে করিবার বিধি আছে।

কালনির্ণয়

দিনমানকে তিন ভাগ করিলে প্রথম ভাগকে পূর্ব্বাহ্ণ, দ্বিতীয় ভাগকে মধ্যাহ্ন ও তৃতীয় ভাগকে অপরাহ্ণ বলে। প্রাতঃকৃত্য, দেবপূজা ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের কাল পূর্ব্বাহ্ণ; মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা, একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ও ভোজনের কাল মধ্যাহ্ন এবং পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণের কাল অপরাহ্ণ।

দিবাভাগ অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যত দণ্ড হইবে, তাহার চারিভাগের এক এক ভাগের নাম 'যাম'। আবার ঐ এক এক ভাগকে দুই ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগের নাম যামার্দ্ধ। দিবাভাগের পঞ্চদশ ভাগের নাম মুহূর্ত্ত। কোন্ কোন্ যামার্দ্ধে কি কি কার্য্য করিতে হয় তাহা বিস্তৃতভাবে লিখিত হইতেছে। রাত্রিমানেরও ঐরূপ ভাগকে যাম, যামার্দ্ধ ও মুহূর্ত্ত কথিত হইয়া থাকে।

প্রথম যামার্দ্ধ কৃত্য

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া স্ব স্ব ইষ্টদেবতা ও ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নবগ্রহ স্মরণ করিয়া গুরুদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক নিজ নিজ নিষ্পাদ্য কার্য্য সকল মনে মনে চিন্তা করিবে। অনন্তর প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাতঃস্নান পর্য্যন্ত কার্য্য-সমূহ সম্পাদন করিয়া সন্ধ্যা, তর্পণাদি কার্য্য করিবে। তদনন্তর দর্পণ ও দধি দূর্ব্বাদি মঙ্গল বিধায়ক দ্রব্যসকল স্পর্শ করিবে।

দ্বিতীয় যামার্দ্ধ কৃত্য

বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ এবং শ্রবণ। পূজোপকরণ সমিধ এবং পুষ্পাদি আহরণ।

তৃতীয় যামার্দ্ধ কৃত্য

স্ব স্ব বৃত্তি অনুযায়ী আত্মীয়দিগের ভরণ-পোষণার্থ চিন্তা প্রভৃতি। বৃদ্ধ পিতা মাতা, সাধ্বী ভার্য্যা ও শিশুসন্তানগণকে শত অকার্য্য করিয়াও ভরণ পোষণ করিবে; অর্থাৎ উহাদের ভরণ পোষণের জন্য সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করা অন্যায়।

চতুর্থ যামার্দ্ধ কৃত্য

মধ্যাহ্ন স্নান, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা, ব্রহ্মযজ্ঞ ও দেবতাসকলের অর্চ্চনা, দেবতার চরণামৃত ও বিপ্রচরণামৃত পান। কি প্রাতঃস্নান, কি মধ্যাহ্নস্নান সকল স্নানই যদি অন্যের জলাশয়ে সম্পাদন করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথমে সেই জলাশয় হইতে ৭টী, ৫টী অথবা ৩টী মৃৎপিণ্ড উপর দিকে নিক্ষেপ করিয়া কুশ হাতে রাখিয়া ডুব দিয়া স্নান করিবে। অনন্তর প্রাতঃস্নান প্রকরণানুসারে সঙ্কল্প করিয়া তিনটী ডুব দিয়া স্নান করিবে। অতঃপর তিলকধারণ, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা এবং তর্পণ করিবে। স্নান করিতে অক্ষম হইলে ভিজা গামছা অর্থাৎ গাত্রমর্দ্দনী দ্বারা গা মুছিয়া ফেলিতে হয়।

পঞ্চম যামার্দ্ধ কৃত্য

বলিবৈশ্বকর্ম্ম, কাম্যবলিকর্ম্ম, বেদগান বা ত্রিবার পাঠ, গোগ্রাসদান, নিত্য শ্রাদ্ধ এবং অতিথি ভোজন এই সমস্ত কার্য্য করিয়া পরে স্বয়ং আহারাদি করিয়া আচমন ও মুখ-শুদ্ধি করিবে। পরে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকের নিমিত্ত একশত পদ বেড়াইয়া তাম্বূলাদি চর্ব্বণ পূর্ব্বক কিছু সময় বিশ্রাম করিবে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম যামার্দ্ধ কৃত্য

ইতিহাস পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিবে, পাঠে অক্ষম হইলে শ্রবণ করিবে।

অষ্টম যামার্দ্ধ কৃত্য

লৌকিক চিন্তা, সায়ং সন্ধ্যার উপাসনা, যথাশক্তি ইষ্টমন্ত্র জপ ও ইষ্টদেবতা স্মরণ করিবে।

রাত্রিকৃত্য

দেবাদির স্তবপাঠ ও ধর্ম্মবিষয়ক চিন্তা করিবে। অতঃপর গৃহে অতিথি

উপস্থিত হইলে তাহাকে ভোজন করাইয়া অন্ততঃ দেড় প্রহর রাত্রির মধ্যেই নিজে আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক মুখশুদ্ধি করিয়া শয়ন করিবে। আর্দ্র বস্ত্রে ও উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিবে না। সূর্য্য অস্তগমন না করিলে শয্যাপাতন করা নিষেধ এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যা তুলিতে হইবে। পরিষ্কৃত শয্যায় শয়নই ব্যবস্থা, নিদ্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইষ্টদেবতার চরণ ধ্যান করিবে। বিবাহিত ব্যক্তি শয়নের কিয়ৎকাল পরে শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে দারোপগমন করিবে। অনন্তর তিনবার আচমন পূর্ব্বক ভিন্ন শয্যায় শয়ন করিবে। স্বগৃহে পূর্ব্ব বা দক্ষিণ দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিতে হয়। প্রবাসে পশ্চিমশিরাঃ হইয়া শয়ন করিবে। উত্তরশিরাঃ হইয়া শয়ন নিষিদ্ধ।

অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি প্রভৃতি পর্ব্বদিনে, প্রভাতে, দিবাভাগে, সায়ংকালে, শ্রাদ্ধদিনে ও ব্রতদিনে, পীড়িতাবস্থায়, রজস্বলা ও গর্ভাবস্থায় স্ত্রী-সংসর্গ করা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। স্ত্রী-সংসর্গকালে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই দেহ পবিত্র ও মন ভগবানের চিন্তায় নিরত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

বৈদিক ও তান্ত্রিক কৃত্য

বেদবিহিত কার্য্যকে বৈদিক কার্য্য এবং তন্ত্রবিহিত কার্য্যকে তান্ত্রিক কার্য্য বলে। যাহাদের বৈদিক কার্য্যে অধিকার আছে, অর্থাৎ উপনীত দ্বিজাতি অগ্রে বৈদিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তান্ত্রিক কার্য্যে অধিকারী হইলে, তত্তৎ প্রকার তান্ত্রিক কার্য্য করিবে অর্থাৎ বৈদিক সন্ধ্যা সমাপন করিয়া তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবে। বৈদিক ও তান্ত্রিক সম্পূর্ণ সন্ধ্যা করিতে অক্ষম হইলে বৈদিক সন্ধ্যার অনুকল্প দশবার গায়ত্রী জপ পূর্ব্বক সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবে, কারণ সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান না করিলে পূজাদি কর্ম্মে অধিকার জন্মে না। ঐরূপ তান্ত্রিক সন্ধ্যার স্থলে দশবার ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া ইষ্ট-দেবতাকে স্মরণ করিবে। সায়ংকালে সায়ংসন্ধ্যা, সায়ং সমিধাধান, দেবতাদিগকে দ্রব্যাদি নিবেদন (শীতল দেওয়া) ভিন্ন অন্য কিছুর অধিকার নাই, কারণ ভোজন করিয়া দৈব ও পৈতৃক কোন কার্য্যই করা

উচিত নহে। রুগ্ণ ব্যক্তিগণ ঔষধ সেবন করিয়া এবং অত্যন্ত অক্ষম অর্থাৎ জীবন সংশয় স্থলে ইক্ষু, জল, দুগ্ধ, তাম্বুল ও ফল প্রভৃতি খাইয়া সন্ধ্যাদি নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে। প্রমাণ।

ইক্ষুমাপঃ পয়শ্চৈব তাম্বূলং ফলমৌষধম্।
ভক্ষয়িত্বা তু কর্ত্তব্যাঃ স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ॥

জল, কুশ, তিল, মৃত্তিকা

গঙ্গাজল ভিন্ন পর্য্যুষিত অর্থাৎ বাসি জল ও নিবেদিত জল দ্বারা কোন সময়েই সন্ধ্যা পূজা ইত্যাদি দৈব ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি পৈতৃক কার্য্য করিবে না; যদি কলসী হইতে জল গড়াইয়া লইতে হয়, তাহা হইলে বাম হস্তে কলসী ও দক্ষিণ হস্তে অন্য জলপাত্র লইবে। হাত উপুড় করিয়া বা নাভির নিম্নদেশে হস্ত রাখিয়া কোন সময়ই দৈবাদি কার্য্যের জন্য জল আনিবে না। বৃষ্টির জল ও নদীর প্রথম বেগের জল কোন কালেই ব্যবহার করিবে না; হরিশয়নে কুশ, কেশে ও মৃত্তিকা বাসি করিয়া ব্যবহার করিবে না। কিন্তু গঙ্গামৃত্তিকা ও শ্রাবণী অমাবস্যায় কুশ তুলিয়া রাখিলে তাহা বাসি হইলেও ব্যবহার করিতে পারা যায়। সধবা স্ত্রীলোক কুশ কেশে, তিল ও কুশাসন ব্যবহার করিবে না, সকল কার্য্যেই কুশ ও কেশের পরিবর্ত্তে দূর্ব্বা, তিলের পরিবর্ত্তে যব এবং কুশাসনের পরিবর্ত্তে কম্বলাসনাদি ব্যবহার করিবে। পুরুষগণ পিতার জীবদ্দশায় মাতৃশ্রাদ্ধের সময়ে কৃষ্ণ তিল ব্যবহার না করিয়া শ্বেত তিল ব্যবহার করিবে। কোন কার্য্যেই পর্য্যুষিত (বাসি) পুষ্প ব্যবহার করা উচিত নহে। প্রমাণ—

বর্জ্জ্যং পর্য্যুষিতং পুষ্পং বর্জ্জ্যং পর্য্যুষিতং জলম্।
ন বর্জ্জ্যং তুলসীপত্রং ন বর্জ্জ্যং জাহ্নবী-জলম্॥ [নারদঃ]

অঙ্গুরীয়

নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ কর্ম্মেই তর্জ্জনীতে রৌপ্যাঙ্গুরীয়, অনামিকার মূলপর্ব্বে স্বর্ণাঙ্গুরীয় ও মধ্যম পর্ব্বে কুশাঙ্গুরীয় ধারণ করিতে হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য অঙ্গুরীয় না থাকিলে কেবল কুশাঙ্গুরীয় ব্যবহার

করিলেও চলিতে পারে, একান্ত অভাবে নিত্যকর্ম্ম স্থলে অঙ্গুরীয় না হইলেও চলিতে পারে। কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মে অঙ্গুরীয় একান্ত প্রয়োজনীয় অন্যথায় কার্য্য সিদ্ধ হয় না। সধবার পক্ষে দূর্ব্বার অঙ্গুরীয় ব্যবহার করাই বিধি।

সান্ধ্যাবিধি

সম্যক্‌রূপে পরব্রহ্মের ধ্যান অর্থাৎ চিন্তা বা উপাসনা করার নাম সন্ধ্যা। দিন ও রাত্রি, দ্বিধা বিভক্ত দিবার পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ এতদুভয়ের সন্ধিস্থলে (মিলন সময়ে) উপাসনা করা হয় বলিয়াই ইহার নাম সন্ধ্যা। সন্ধ্যা ত্রিকাল ব্যাপী। প্রথমতঃ রাত্রির শেষ একদণ্ড ও দিবার প্রথম একদণ্ড এই প্রথম সন্ধি, এই সময়ে প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করা হয় বলিয়া ইহার নাম প্রাতঃসন্ধ্যাকাল। দ্বিধাবিভক্ত দিবার পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণের সংযোগক্ষণের পূর্ব্বাপর দুই দণ্ডকাল মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার সময়—মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার উপাসনা করা হয় বলিয়াই ঐ সময়টীকে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাকাল বলা হয় এবং দিবসের শেষ ভাগে অর্থাৎ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে একদণ্ড ও পরে একদণ্ড এই দুই দণ্ড সায়ংকালীন সন্ধিস্থল, এই সময়ে সায়ং সন্ধ্যা করা হয় বলিয়াই ইহাকে সায়ং সন্ধ্যাকাল বলে। সন্ধ্যাকালে উপাস্য দেবতাকে (সবিতৃরূপ পরব্রহ্মকে) সন্ধ্যা বলা হয়। যদিও ঈশ্বর সর্ব্বদা সকল পদার্থের অন্তরে বিদ্যমান আছেন, যদিও মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি সকল-প্রকার জঙ্গম ও পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সমুদায় স্থাবর সকলই তন্ময়, তথাপি তাঁহার উপাসনা করার প্রয়োজন আছে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণম্।
নিঃসৃতং কর্ম্মসংযুক্তং পুনস্তাসাং তদৌষধম্॥
এবং স হি শরীরস্থঃ সর্পিবৎ পরমেশ্বরঃ।
বিনা চোপাসনাদেব ন করোতি হিতং নৃষু॥

অর্থাৎ দুগ্ধের অন্তর্গত ঘৃত গাভীর শরীরে সকল সময় বর্ত্তমান থাকিয়াও তাহাদের অঙ্গপুষ্টি করে না, কিন্তু ঐ দুগ্ধ তাহার শরীর হইতে কার্য্য-বিশেষ দ্বারা বহির্গত হইয়া ঘৃতরূপে পরিণত হইয়া ক্ষতাদি রোগের শান্তির নিমিত্ত

ঔষধরূপে পরিণত হইলে তাহাদের যেরূপ উপকারক হয়, সেইরূপ জগদীশ্বর সর্ব্বজীবের শরীরে অবস্থিত থাকিলেও উপাসনা ভিন্ন মানব সকলের হিতসাধন করিতে সক্ষম নহেন অর্থাৎ মঙ্গলসাধন করেন না।

অতএব প্রাতঃকালীন, মধ্যাহ্নকালীন এবং সায়ংকালীন সন্ধ্যা, প্রাতর্ম্মধ্যাহ্ন-সায়ং-কালভেদে যথাক্রমে তিনবার উপাসনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। সকলেরই নির্দ্দিষ্টকালে সন্ধ্যা করা উচিত। নিয়মিত সময়ে সন্ধ্যা করিতে না পারিলে প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ দশবার গায়ত্রী জপ করিবার পর সন্ধ্যা করিবে। সংক্রান্তি পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী এবং শ্রাদ্ধবাসরে সায়ংসন্ধ্যা করা উচিত নহে, ব্রাহ্মণ্যশক্তি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এইজন্য সাধ্যানুসারে তদনুকল্প অন্ততঃ দশবার গায়ত্রী জপ করা কর্ত্তব্য। জননাশৌচ ও মরণাশৌচ হইলে সন্ধ্যা করিবে না, ঐরূপ সাধ্যানুসারে মনে মনে গায়ত্রী জপ করা কর্ত্তব্য। তান্ত্রিক সন্ধ্যা কোনদিনই নিষিদ্ধ নহে। দ্বিজাতিগণ সন্ধ্যার সময় অতিবাহিত হইলে বৈদিক সন্ধ্যায় (দশবার গায়ত্রী জপরূপ) প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। যাঁহারা কেবল তান্ত্রিক সন্ধ্যায় অধিকারী তাঁহারা সন্ধ্যার সময় উত্তীর্ণ হইলে ইষ্টদেবতার গায়ত্রী দশবার জপ করিবার পরে সন্ধ্যা করিবেন। বেদব্যাস সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে,—

সন্ধ্যাকালে ব্যতীতে তু ন চ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ।
গায়ত্র্যাং দশধা জপ্ত্বা পুনঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ॥

অর্থাৎ সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হইলে সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করা উচিত নহে, দশবার গায়ত্রী জপ করিবার পর সন্ধ্যা করিবে।

যখন সন্ধ্যা করিবে তখন কাহারও সহিত কথা কহিবে না, কথা বলিলে বা হাই তুলিলে, হাঁচি বা থুথু ফেলিলে, অধোবায়ু পরিত্যাগ করিলে, নিদ্রাকর্ষণ হইলে, বিষ্ণুনাম স্মরণ করিয়া দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে। ভ্রমবশতঃ পূর্ব্ব সন্ধ্যার বিঘ্ন হইলে পরে সেই সন্ধ্যা সম্পন্ন করিবার পর তৎকালীন অন্য সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবে। যদি কোন ক্রমে একদিন সন্ধ্যা করা না হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ উপবাস করিবে ও যথাশক্তি

গায়ত্রী জপ করিবে এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। অথবা ভোজন দ্রব্যের উচিত মূল্য প্রদান করিবে।

পূর্ব্বমুখ হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা, পূর্ব্ব বা উত্তর মুখ হইয়া মধ্যাহ্নসন্ধ্যা করিবে এবং বায়ুকোণাভিমুখ হইয়া সায়ংসন্ধ্যা করিবে।

ওঁ উচ্চারণ

সর্ব্বমন্ত্রপ্রয়োগেষু ওমিত্যাদৌ প্রযুজ্যতে।
তেন সম্পরিপূর্ণানি যথোক্তানি ভবন্তি হি॥
যন্ন্যূনঞ্চাতিরিক্তঞ্চ যচ্ছিদ্রং যদযজ্ঞিয়ম্।
যদমেধ্যমশুদ্ধঞ্চ যাতযামঞ্চ যদ্ভবেৎ।
তদোঙ্কারপ্রযুক্তেন সর্ব্বঞ্চাবিকলং ভবেৎ॥ (যোগী যাঃ)

মন্ত্রোচ্চারণের পূর্ব্বে ওঁকার প্রথমে উচ্চারণ করিতে হয়, কারণ মন্ত্রের আদিতে ওঁকার উচ্চারণ করিলে মন্ত্রগত সকল দোষ বিনষ্ট হয়।

ওঁকার মাহাত্ম্য

ওঁকারের উচ্চারণই ব্রহ্মের চিন্তা বা ধ্যান বলিয়া পরিগণিত। ওঁ এই একাক্ষর মন্ত্রই পরব্রহ্ম। যথা—

ওঁ তৎসদিতিনির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ গীতা।

ওঁ তৎ সৎ এই তিনটী শব্দ পরব্রহ্মের নাম। ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ ঐ তিনটীর দ্বারা পূর্ব্বেই সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মবাদীরা ওঁকার এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া যথাবিধি তপস্যা, যজ্ঞ, দানাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

অ, উ, ম্ এই তিন বর্ণের সংযোগে ওঁ শব্দের উৎপত্তি। শ্রুতিতে বর্ণিত আছে—'অ'=ব্রহ্মা, 'উ'=বিষ্ণু এবং 'ম'=মহেশ্বর। অতএব ওঁ শব্দের অর্থ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপ পরব্রহ্মকে বুঝা যায়। মনু বলিয়াছেন—

অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ ;
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ ॥

ব্রহ্মা ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদের শ্রেষ্ঠাংশে যথাক্রমে অ, উ, ম্ এই তিনটি ও ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিনটী অক্ষর দোহন দ্বারা বাহির করিয়াছেন।

একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামঃ পরং তপঃ।
সাবিত্র্যাস্ত পরং নাস্তি মৌনাৎ সত্যং বিশিষ্যতে ॥

ওঁ এই একাক্ষরই পরব্রহ্ম, প্রাণায়ামই শ্রেষ্ঠ তপস্যা, সাবিত্রীই উৎকৃষ্ট মন্ত্র এবং মৌনাবলম্বন হইতে সত্যবাক্য কথনই উত্তম, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কিছুই নাই।

সন্ধ্যা করার ফল

যম বলিয়াছেন—

সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং সংশিতব্রতাঃ।
বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ॥

যাঁহারা নিয়মাবলম্বী হইয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

মনু বলিয়াছেন—

ন তিষ্ঠতে তু যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাং।
স শূদ্রবদ্ বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বথা দ্বিজকর্ম্মণঃ ॥

যে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সন্ধ্যার উপাসনা না করে, সে ব্রাহ্মণ হইয়াও শূদ্রের ন্যায়। সেই ব্রাহ্মণকে দ্বিজাতির সকল কার্য্য হইতে বাহিরে রাখিবে।

ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যত্বাদ্ দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ।
প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চ্চসমেব চ ॥

ঋষিগণ অধিকক্ষণ সন্ধ্যার উপাসনা করেন বলিয়াই তাঁহারা দীর্ঘায়ুঃ, বুদ্ধি, ইহলোকে যশ, কীর্ত্তি ও ব্রহ্মতেজ প্রভৃতি পাইয়া থাকেন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

নিশায়াং বা দিবা বাপি যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।
ত্রিকালসন্ধ্যাকরণাৎ তৎসর্ব্বং বিপ্রনশ্যতি ॥

রাত্রিকালে কিংবা দিনমানে অজ্ঞানকৃত যত কিছু পাপই হউক না কেন. ত্রিকাল সন্ধ্যাদ্বারা অর্থাৎ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা দ্বারা সে সকল পাপই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সন্ধ্যা তুপাসিতা যেন তেন বিষ্ণুরুপাসিতঃ।
দীর্ঘমায়ুঃ স বিন্দেত সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ (যোঃ যাঃ)

যে সন্ধ্যা উপাসনা করে, সে ভুবনব্যাপী পরমেশ্বরেরই উপাসনা করিয়া থাকে। সে সন্ধ্যা দ্বারা দীর্ঘ জীবন লাভ করে এবং সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।

সন্ধ্যা না করার দোষ

শ্রুতিতে বর্ণিত আছে—'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত, অর্থাৎ প্রত্যহই সন্ধ্যার উপাসনা করিবে। দ্বিজাতিগণ শ্রুতির অনুশাসন মানিয়া না চলিলে, তাঁহাদের ঘোরতর পাপ হয়। অতএব সন্ধ্যা উপাসনা না করিলে পাপ হইবে এবং পাপী ব্যক্তির অমঙ্গল সুনিশ্চিত; পাপীর কোনরূপ উন্নতিই হয় না, বরং তাহার অবনতি হইয়া থাকে।

অতঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি সান্ধ্যোপাসনিকং বিধিম্।
অনর্হঃ কর্ম্মণাং বিপ্রঃ সন্ধ্যাহীনো যতঃ স্মৃতঃ॥ (ছান্দোগ্যপরিশিষ্ট)

যিনি সন্ধ্যা উপাসনা না করেন, তিনি কোনও ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকারী হন না।

দক্ষ বলিয়াছেন—

সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তস্য ফলভাগ্ ভবেৎ॥

যিনি সন্ধ্যা না করেন তিনি নিয়ত অশুচি; তাঁহার কোন ধর্ম্মকর্ম্মেই অধিকার থাকে না। তিনি কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিলেও তাঁহার কোন ফল হয় না।

অগ্নিপুরাণে আছে—

সন্ধ্যা যেন ন বিজ্ঞাতা সন্ধ্যা নৈবাপ্যপাসিতা।
জীবন্নেব ভবেচ্ছূদ্রো মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে

যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যার অর্থ জানেন না বা সন্ধ্যা করেন না, তিনি জীবদ্দশাতেই শূদ্রতুল্য থাকিয়া দেহান্তে কুক্কুররূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

অব্রাহ্মণাস্তু ষট্ প্রোক্তা ঋষিণা তত্ত্ববেদিনা।
আদ্যো রাজভৃতস্তেষাং দ্বিতীয়ঃ ক্রয়বিক্রয়ী॥
তৃতীয়ো বহুযাজ্যঃ স্যাচ্চতুর্থো গ্রামযাজকঃ।
পঞ্চমস্তু ভৃতস্তেষাং গ্রামস্য নগরস্য চ॥
অনাদিত্যাঞ্চ যঃ পূর্ব্বাং সাদিত্যাঞ্চৈব পশ্চিমাম্।
নোপাসীত দ্বিজঃ সন্ধ্যাং স ষষ্ঠোঽব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ॥ (শাতাতপ)

শাতাতপ ছয় প্রকার অব্রাহ্মণের কথা বলিয়াছেন। যথা—(১) রাজানুচর, (২) ক্রয়বিক্রয়কারী, (৩) বহুযাজ্য অর্থাৎ যাহার অনেক যজমান আছে, (৪) গ্রামযাজী অর্থাৎ যে বারোয়ারির পূজা করিয়া থাকে, (৫) নগরবাসী ও গ্রামবাসীর ভরণীয় অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ সকল জাতির নিকট বৃত্তি গ্রহণ করে, (৬) যে ব্যক্তি সন্ধ্যা উপাসনা না করে।

উপরি কথিত বচনানুসারে অনেকেই প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যাকে নিত্য কর্ত্তব্যরূপে মনে করিয়া থাকেন এবং মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাকে কাম্য বলিয়া থাকেন অর্থাৎ ইহা না করিলেও চলিতে পারে, কারণ কাম্য কর্ম্ম না করিলে কোন দোষ নাই—অধিকন্তু করিলে পুণ্য লাভ হয়। কিন্তু এইরূপ ধারণা করা উচিত নহে, কারণ স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দন আহ্নিকতত্ত্বে তিন প্রকার সন্ধ্যাই যে এক এবং ইহা নিত্যকর্ত্তব্য এ বিষয়ে সবিশেষ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। যথা—

তিষ্ঠেদোদয়নাৎ পূর্ব্বাং মধ্যমামপি শক্তিতঃ।
আসীতোড়ুদ্গমাচ্চান্ত্যাং সন্ধ্যাং পূর্ব্বং ত্রিকং জপন্।
এতৎ সন্ধ্যাত্রয়ং প্রোক্তং ব্রাহ্মণ্যং যদধিষ্ঠিতম্।
যস্য নাস্ত্যাদরস্তত্র ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

অত্র সন্ধ্যাত্রয়স্য নিত্যত্বাভিধানাৎ—

সর্ব্বকালমুপস্থানং সন্ধ্যায়াঃ পার্থিবেষ্যতে।
অন্যত্র সূতিকাশৌচবিভ্রমাতুরভীতিতঃ॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণীয়ে সন্ধ্যায়াইত্যেকবচনান্তপাঠো যুক্তঃ।

সর্ব্বকালং প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নসায়ংরূপকালত্রয়ে, অন্যথা তদুপাদানং ব্যর্থং স্যাৎ। তেন কৃতাদাবপি সন্ধ্যামাচরন্তি। অতএব যাজ্ঞবল্ক্য :—

সর্ব্বাবস্থোঽপি যো বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসনতৎপরঃ।
ব্রাহ্মণ্যাৎ স ন হীয়েত অন্ত্যজন্মগতোঽপি সন্॥

সর্ব্বাবস্থো নিত্যং সেবাদিকর্ম্মরতোঽপি যথোচিত-শৌচেঽপ্যশক্তোঽপীতি রত্নাকরঃ।

উপাস্তে সন্ধিবেলায়াং নিশায়া দিবসস্য চ।
তামেব সন্ধ্যাং তস্মাত্তু প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

দিন ও রাত্রির সন্ধিসময়ে যে উপাসনা করা হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই সন্ধ্যা বলিয়া থাকেন। সম্যক্ ধ্যান (চিন্তা) অর্থাৎ যথাবিধি পরমেশ্বরের উপাসনা ইহাই সন্ধ্যা শব্দের অর্থ।

গায়ত্রীর উচ্চারণ

ওঁ ভূ র্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। এই ঋক্ গায়ত্রীছন্দোবদ্ধ সবিতৃদেবের উপাসনা-মন্ত্র। ইহাকে সাবিত্রী গায়ত্রী কহে। অষ্টাক্ষরী ত্রিপাদেই গায়ত্রীর ছন্দ; কিন্তু এই সাবিত্রী গায়ত্রী ত্রিপাদ বিশিষ্টা অথচ ইহার প্রথম পাদ সাতটী অক্ষরে নিবদ্ধ আছে। এই জন্য ঐ মন্ত্রস্থিত প্রথম পাদের "বরেণ্যং" স্থলে "বরেণিয়ং" উচ্চারণ করিবার বিধি আছে। কারণ বৈদিক ছন্দোগ্রন্থে মাত্র এইরূপ মন্ত্রের নিমিত্ত স্বতন্ত্র একটী সূত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে "ইযাদিপূরণঃ" অর্থাৎ পাদ পূরণের জন্য "য" ফলা স্থলে "ইয়" উচ্চারণ করিতে হইবে এবং "ব" ফলা স্থানে "উব" উচ্চারণ করিতে হইবে। গায়ত্রী কবচেও এইরূপ অক্ষর রহিয়াছে।

গায়ত্রী মাহাত্ম্য

মনু বলিয়াছেন—

ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখম্॥

এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্ ।
সন্ধ্যয়োর্ব্বেদবিদ্ বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে ॥
সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতৎ ত্রিকং দ্বিজঃ ।
মহতোঽপ্যেনসো মাসাৎ ত্বচাহিরিব মুচ্যতে ॥
যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ ।
স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ স মূর্ত্তিমান্ ॥
জপেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥

ওঁকার ও মহাব্যাহৃতি সহ গায়ত্রী ব্রহ্মার মুখ স্বরূপ অর্থাৎ গায়ত্রী জপই ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ ।

যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যার সময় প্রণব ও ব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রীর জপ করেন তিনিই বেদপাঠ জনিত ফললাভ করেন। সন্ধ্যার সময়ে বা অন্য সময়ে গ্রামের বহির্ভাগে, নদীতীরে অথবা অরণ্যাদি স্থানে প্রত্যহ এক সহস্র গায়ত্রী জপ করিলে এক মাসের ভিতরেই সর্প যেরূপ খোলসমুক্ত হয়, সেইরূপ মহাপাপ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়। যে ব্যক্তি তিন বৎসর কাল আলস্য পরিত্যাগ করিয়া গায়ত্রী জপ করেন, তিনি বায়ুতুল্য যথেচ্ছ বিচরণ করিতে সক্ষম হন এবং পরে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া পরব্রহ্মকে লাভ করেন। ব্রাহ্মণ যজ্ঞাদি ক্রিয়া করুন আর নাই করুন, কেবলমাত্র গায়ত্রী জপ করিয়াই পরব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হন। যে ব্রাহ্মণ এইরূপে পরব্রহ্ম লাভ করেন, তিনি মৈত্র ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন।

কূর্ম্মপুরাণে আছে—

গায়ত্রীঞ্চৈব বেদাংশ্চ তুলয়া সমতোলয়ন্ ।
দেবা একত্র সাঙ্গাংস্তু গায়ত্রী চৈকতঃ স্থিতা ॥

দেবতাগণ গায়ত্রী এবং চারিবেদকে সমতুল্য জ্ঞান করেন। কারণ যখন গায়ত্রী এক পাল্লায় এবং ষড়ঙ্গসহ চারিবেদ অন্য পাল্লায় তৌল হয়, তখন উভয় পাল্লাই সমান হইয়াছিল।

ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

দশভির্জ্জন্মজনিতং শতেন তু পুরাকৃতম্।
ত্রিজন্মজং সহস্রেণ গায়ত্রী হন্তি কিল্বিষম্॥

গায়ত্রী দশবার জপ করিলে ইহজন্মকৃত, শতবার জপ করিলে পূর্ব্বজন্মকৃত এবং সহস্রবার জপ করিলে তিন জন্মের যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হয়।

তৈত্তিরীয় সংহিতা :—

ঔন্নন্তমন্তং যান্তমাদিত্যমভিধ্যায়ন্ কুর্ব্বন্ ব্রহ্মণো বিদ্বান্ সকলং ভদ্রমশ্নুতে। অসাবাদিত্যো ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি য এবং বেদ।

প্রাণায়ামাদিকং কুর্ব্বন্ যথোক্তনামরূপোপেতং সন্ধ্যাশব্দস্য বাচ্যং আদিত্যং ব্রহ্মেতি ধ্যায়ন্ ব্রাহ্মণঃ ঐহিকমামুত্রিকঞ্চ সকলং ভদ্রম্ অশ্নুতে।

যঃ এবমুক্ত-ধ্যানেন শুদ্ধান্তঃকরণো ব্রহ্মসাক্ষাৎ কুরুতে স পূর্ব্বমপি ব্রহ্মৈব সন্ প্রজ্ঞাবান্ চিরজীবিত্বং প্রাপ্তো যথোক্তজ্ঞানেন অজ্ঞানোপশমে ব্রহ্মৈব প্রাপ্নোতি॥ (ভাষ্য)।

যে ব্রাহ্মণ প্রাণায়াম পূর্ব্বক যথোক্ত নামরূপ সন্ধ্যা শব্দ বাচ্য আদিত্যকেই ব্রহ্মরূপে ধ্যান বা চিন্তা করেন, তাঁহার ঐহিক এবং পারত্রিক সকল প্রকার মঙ্গল হইয়া থাকে এবং উক্ত প্রকার ধ্যান দ্বারা যিনি ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করেন তিনি স্বয়ং পূর্ব্বেই ব্রহ্ম হন, অনন্তর মহাজ্ঞানবান্ ও চিরজীবী হইয়া ঐ প্রকার জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানতা বিদূরিত হইলে তিনি সেই ব্রহ্মকেই পাইয়া থাকেন।

গায়ত্রী শব্দার্থ

প্রতিগ্রহান্নদোষাচ্চ পাতকাদুপপাতকাৎ।
গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাৎ গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ॥

যে ব্যক্তি গান অর্থাৎ জপ করে তাহাকে যিনি প্রতিগ্রহ দোষ (দান গ্রহণ), অন্নদোষ ও উপপাতকাদি পাতক হইতে ত্রাণ করেন, তিনিই গায়ত্রী নামে বিখ্যাতা।

গায়ত্রীর অর্থ

যিনি ওঁ (অ, উ, ম্) অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপ ধারণ করেন, যিনি ভূ ভুর্বঃ স্বঃ অর্থাৎ ত্রিভুবনের যাবতীয় পদার্থই যাঁহার মূর্ত্তি, যিনি বরেণ্য অর্থাৎ তাপত্রয় শান্তির জন্য ও সংসার হইতে নিস্তার লাভের জন্য প্রার্থনীয় এবং যিনি আমাদের বুদ্ধিকে পুরুষার্থবিষয়ে পরিচালনা করিতেছেন, সেই দেব সবিতার অর্থাৎ জগন্নির্ম্মাণাদিরূপ ক্রীড়াশীল পরমেশ্বরের ভর্গঃ অর্থাৎ তেজ আমি চিন্তা করি।

গায়ত্রী কবচ (১)

(গায়ত্রী জপের পর পাঠ করিতে হইবে)

অস্য শ্রীগায়ত্রীকবচস্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা ঋষয়ঃ, ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাণি ছন্দাংসি, পরব্রহ্মরূপিণী শ্রীগায়ত্রীদেবতা, প্রণবো বীজং, ভর্গঃ শক্তিঃ, ধিয়ঃ কীলকং, মম নিত্যানন্দৈশ্বর্য্যসৌখ্যদ্বারা ব্রহ্মৈক্যভাবনাসিদ্ধ্যর্থে পাঠে বিনিয়োগঃ।

ওঁ তৎকারঃ পাতু মূর্দ্ধানং সকারঃ পাতু ভালকম্।
চক্ষুষী মে বিকারস্তু শ্রোত্রে রক্ষেত্তু কারকঃ ॥১
নাসাপুটে বর্কারস্তু রেকারশ্চ কপোলকৌ।
ণিকার ওষ্ঠদেশে তু অধরে য়ং প্রকল্পয়েৎ ॥২
আস্যমধ্যে ভকরস্তু র্গোকারশ্চিবুকং তথা।
দেকারঃ কণ্ঠদেশে তু বকারঃ স্কন্ধদেশতঃ ॥৩
স্যকারো দক্ষিণং হস্তং ধীকারো বামহস্তকম্।
মকারো হৃদয়ং রক্ষেদ্ হিকারো জঠরং তথা ॥৪
ধিকারো নাভিদেশে তু য়োকারস্তু কটিং মম।
গুহ্যং রক্ষতু য়ো-কার উরূ রক্ষেন্নকারকঃ ॥৫
প্রকারো জানুনী রক্ষেজ্ জঙ্ঘে চোকারক স্তথা।
গুল্‌ফৌ রক্ষেদ্দকারস্তু য়াৎকারঃ পাতু পাদকৌ ॥৬
ইত্যেতৎ কথিতং গুহ্যং বাধাশত নিবারণম্।
জপারম্ভে চ হৃদয়ং জপান্তে কবচং পঠেৎ ॥৭

স্ত্রী-গোব্রহ্মবধো যস্ত পঠিত্বা ক্ষীণপাতকঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৮
ইতি গায়ত্রীকবচং সমাপ্তম্। ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

গায়ত্রী কবচ (২)

ওঁ গায়ত্রী পূর্ব্বতঃ পাতু সাবিত্রী পাতু দক্ষিণে।
ব্রহ্মসন্ধ্যা তু মে পশ্চাদুত্তরে তু সরস্বতী॥
পাবকী মে দিশং পাতু পাবকী জলশায়িনী।
যাতুধানী দিশং রক্ষেৎ যাতুধানী ভয়ঙ্করী।
পাবমানী দিশং রক্ষেৎ পাপানাঞ্চ বিনাশিনী।
দিশং রৌদ্রী সদা পাতু রুদ্রাণী রুদ্ররূপিণী।
ঊর্দ্ধং ব্রহ্মাণী মে রক্ষেদধস্তাদ্ বৈষ্ণবী তথা।
এবং দশ দিশোরক্ষেৎ সর্ব্বাঙ্গে ভুবনেশ্বরী॥
তৎপদং পাতু মে পাদং জঙ্ঘে মে সবিতুঃ পদম্।
বরেণ্যং কটিদেশন্তু নাভিং ভর্গস্তথৈব চ॥
দেবস্য হৃদয়ং পাতু ধীমহীতি গলং তথা।
ধিয়ো য়ো ইতি মে নেত্রং নঃ পদন্তু ললাটকম্।
এবং পাদাদিমূর্দ্ধান্তং মূর্দ্ধানং মে প্রচোদয়াৎ॥
ইদন্তু কবচং পুণ্যং হত্যাকোটিবিনাশনম্।
চতুঃষষ্টিকলা বিদ্যা পূর্ব্বপাপপ্রণাশিনী॥
জপারম্ভে চ গায়ত্রা জপান্তে কবচং পঠেৎ।
গোস্ত্রীব্রহ্মবধাদীনি মিত্রদ্রোহাদিপাতকৈঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥
ইতি শ্রীনারদ-ব্রহ্ম-সংবাদে গায়ত্রীকবচং সমাপ্তম্।

গায়ত্রী শাপোদ্ধার

(গায়ত্রী জপের পূর্ব্বে পাঠ্য)

গায়ত্র্যা ব্রহ্মশাপবিমোচনমন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্ম-দেবতা ব্রহ্মশাপ-বিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ গায়ত্রি ত্বং যদ্‌ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবিদো বিদুস্ত্বাম্। পশ্যন্তি ধীরাঃ সুমনসো বা। গায়ত্রি! ত্বং ব্রহ্মশাপাদ্ বিমুক্তা ভব ॥১

গায়ত্র্যা বশিষ্ঠশাপবিমোচনমন্ত্রস্য বশিষ্ঠঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রা দেবতা বশিষ্ঠশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অর্কজ্যোতিরহং ব্রহ্মা ব্রহ্মজ্যোতিরহং শিবঃ।
শিবজ্যোতিরহং বিষ্ণু বিষ্ণুজ্যোতিরহং শিবঃ।
গায়ত্রি ত্বং বশিষ্ঠশাপাদ্ বিমুক্তা ভব ॥২

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনমন্ত্রস্য বিশ্বামিত্র-ঋষি-রনুষ্টুপ্‌ছন্দো গায়ত্রী দেবতা বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অহো দেবি! মহো দেবি! বিন্ধ্যে সন্ধ্যে সরস্বতি।
অজরে অমরে চৈব ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে।
গায়ত্রি ত্বং বিশ্বামিত্রশাপাদ্ বিমুক্তা ভব ॥৩

শিখাবন্ধন, তিলকধারণ আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি কার্য্য করিতে হয়।

সামবেদি-সন্ধ্যা

(উপনীত সামবেদী ব্রাহ্মণগণ এই সন্ধ্যা করিবেন)।

শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্ব্বক দুইবার আচমন ও বিষ্ণু স্মরণ এবং জলশুদ্ধি ও আসনশুদ্ধি করিয়া নিম্নলিখিত ছয়টী মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে এক একবার জলের ছিটা দিবে। এই প্রক্রিয়াকেই মার্জ্জন বলে।

মার্জ্জন

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ, শমু নঃ সন্ত্বনূপ্যাঃ।
শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমু নঃ সন্তু কূপ্যাঃ ॥১
ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্য-মাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ ॥২
ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব-স্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে ॥৩

ওঁ যো বঃ শিবতমো রস-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ ।
উশতীরিব মাতরঃ ।।৪
ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ ।
আপো জনয়থা চ নঃ ।। ৫
ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধা-ত্তপসোঽধ্যজায়ত ।
ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ।।
ওঁ সমুদ্রার্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত ।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী ।।
ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ ।
দিবঞ্চ পৃথিবী-ঞ্চান্তরিক্ষ-মথো স্বঃ (সুবঃ) ।।৬

প্রাণায়াম *

পূরক, কুম্ভক, রেচক এই তিন প্রক্রিয়া করার নামই প্রাণায়াম। দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা টিপিয়া ধরিয়া পরে বাম নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ করার নাম পূরক। দক্ষিণ নাসিকা টিপিয়া রাখিয়াই অনামা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বামনাসা টিপিয়া ধরার নাম কুম্ভক। দক্ষিণ নাসা হইতে অঙ্গুষ্ঠ ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়িয়া দেওয়ার নাম রেচক।

আপনার চতুর্দ্দিকে জল দ্বারা বেষ্টন করিয়া—

ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতির্ঋষি র্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্‌বৃহতী-পঙ্‌ক্তিত্রিষ্টুব্‌জগত্য-শ্ছন্দাংসি, অগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-বরুণ বৃহস্পতীন্দ্র-বিশ্বদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ

* পূরক, কুম্ভক ও রেচক এই তিনপ্রকার প্রাণায়াম। নাসিকা দ্বারা আকৃষ্ট নিশ্বাসকে পূরক, শ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চালন না হওয়াকে (নিশ্চল নিশ্বাসকে) কুম্ভক ও আকৃষ্ট শ্বাসত্যাগ করাকে রেচক বলে। এরূপভাবে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবে যে যদি হাতে ছাতু থাকে, তাহাও যেন উড়িয়া না যায় অর্থাৎ খুব আস্তে আস্তে শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিবে, বেগে নিশ্বাস ত্যাগ করিবে না।

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতির্ঋষির্ব্রহ্ম-বায়্বগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥৭

অনন্তর চক্ষু বুজিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠে পৈতা জড়াইয়া সেই অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা টিপিয়া বাম নাসিকা দ্বারা বায়ুর আকর্ষণপূর্ব্বক পূরক করিতে করিতে মনে মনে এই মন্ত্রপাঠ করিবে ; যথা—

(নাভৌ) রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংসাসনসমারূঢ়ং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন্ ॥৮

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুব ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্ ॥ ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।

ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্ ॥৯

অতঃপর দক্ষিণ নাসা টিপিয়া রাখিয়াই অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বামনাসিকা টিপিয়া শ্বাসবন্ধ করিয়া কুম্ভক করিতে করিতে মনে মনে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিবে।

(হৃদি) নীলোৎপল-দলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং গরুড়ারূঢং কেশবং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্ ॥ ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি ॥ ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ ॥১০

অনন্তর দক্ষিণ নাসিকা হইতে অঙ্গুষ্ঠ ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে বায়ু নিঃসরণ পূর্ব্বক রেচক করিতে করিতে মনে মনে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিবে। যথা—

(ললাটে) শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভারূঢ়ং শম্ভুং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্ ॥ ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ ॥১১

আচমন

গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ হস্তে অল্পপরিমাণ জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক

আচমন করিবে। একবার মন্ত্রপাঠ করিয়া তিনবার জলপান করিবে। আচমনের শেষে ওষ্ঠমার্জ্জনাদিও আচমন প্রকরণানুসারে অনুষ্ঠান করিবে।

প্রাতঃসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র

সূর্য্যশ্চ মেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ :আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মনুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ। মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদ্রাত্রিয়া (যদ্রাত্র্যা) পাপ-মকারিষং (মকার্ষং) মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যা-মুদরেণ শিশ্না। রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মামমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ॥১২

মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় আচমন মন্ত্র

মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আচমন করিবে এবং আচমন-প্রকরণে লিখিত প্রণালীতে ওষ্ঠমার্জ্জনাদি কার্য্য করিবে। মন্ত্র, যথা :—

আপঃ পুনন্ত্বিতি মন্ত্রস্য বিষ্ণুর্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং, পৃথিবী (পৃথ্বী) পূতা পুনাতু মাং। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতি-র্ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাং। যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ, যদ্ বা দুশ্চারতং মম। সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা ॥১৩

সায়ংসন্ধ্যায় আচমন মন্ত্র

সায়ং সন্ধ্যার সময়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পূর্ব্বলিখিত প্রণালীতে আচমন করিবে। মন্ত্র মথা :—

অগ্নিশ্চ মেতি মন্ত্রস্য রুদ্রঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নিশ্চ মা মনুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ। মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদহ্না পাপমকারিষং (মকার্ষং) মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যা-মুদরেণ শিশ্না। অহস্ত-দবলুম্পতু, যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মামমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ॥১৪

পুনর্ম্মার্জ্জন

ওঁ (বলিয়া মস্তকে জলের ছিটা দিবে), ভূর্ভুবঃ স্বঃ (বলিয়া মস্তকে জলের ছিটা দিবে), তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ (বলিয়া মস্তকে জলের ছিটা দিবে)।

আপো হি ষ্ঠেতি ঋক্‌ত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুব, স্তা ন উর্জ্জে দধাতন, মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমোরস-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ॥ (এই মন্ত্রে মস্তকে জলের ছিটা দিবে)। ১৫

অঘমর্ষণ

অনন্তর দক্ষিণ হস্ত গোকর্ণাকৃতি করিয়া তাহাতে জলগণ্ডূষ গ্রহণ করতঃ নাসিকাগ্রে ধরিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র তিনটি পাঠ করিবে। এই সময় মনে মনে ভাবিতে হইবে যে নিশ্বাসের সহিত শরীরাভ্যন্তরস্থ পাপরাশি নির্গত হইয়া ঐ জলে মিশিয়াছে, তারপর ঐ জল সজোরে বামপার্শ্বস্থ ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। এই প্রক্রিয়াকেই অঘমর্ষণ বলে। সক্ষম হইলে এইরূপ তিনবার করিবে, কিন্তু তিনবার করিলে প্রত্যেক বারে মন্ত্রও পড়িতে হইবে। পরে হাত ধুইয়া আচমন করিবে। অঘমর্ষণ মন্ত্র, যথা—

ঋতমিত্যস্য ঋক্‌ত্রয়স্য অঘমর্ষণ ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো ভাববৃত্তি দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধা-ত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥
ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী॥
ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥ * ১৬

---

* "স্বঃ" স্থানে "সুবঃ" পাঠ করিবে।

জলাঞ্জলি

অনন্তর হস্তপ্রক্ষালনপূর্ব্বক আচমন করিয়া, সূর্য্যাভিমুখে দাঁড়াইয়া নিম্ন-লিখিত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া সূর্য্যের দিকে তিন অঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিবে। মধ্যাহ্নে একবার গায়ত্রী পাঠ করিয়া এক অঞ্জলিমাত্র জল নিক্ষেপ করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১৭

সূর্য্যোপস্থান

অনন্তর সূর্য্যাভিমুখে দাঁড়াইয়া (উভয় পদাগ্রের উপর অঙ্গভার রাখিয়া দাঁড়াইয়া) নিম্নলিখিত মন্ত্র তিনটী উচ্চারণ করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যায় ও সায়ংসন্ধ্যায় কৃতাঞ্জলি ও মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় ঊর্দ্ধবাহু হইয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়।

উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কণ্ব ঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ উদুত্যং জাত-বেদসং, দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং ॥১৮

চিত্রমিত্যস্য কুৎসঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ চিত্রং দেবানা-মুদগা-দনীকং, চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং, সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥১৯

ওঁ নমো ব্রহ্মণে, নমো ব্রাহ্মণেভ্যো, নম আচার্য্যেভ্যো, নমঃ ঋষিভ্যো, নমো দেবেভ্যো, নমো বেদেভ্যো, নমো বায়বে চ, মৃত্যবে চ, বিষ্ণবে চ, নমো বৈশ্রবণায় চোপজায়ত ॥২০

অঙ্গন্যাস

"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে। "ভূ শিরসে স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মধ্যমা ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে। "ভুর্ শিখায়ৈ বষট্" এই মন্ত্র বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে। "বঃ কবচায় হুং" এই মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণ ও বাম হস্তের পঞ্চাঙ্গুলির অগ্রভাগ

দিয়া দক্ষিণ ও বাম বাহু স্পর্শ করিবে। "স্বঃ অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগ করিয়া বাম করতলে আঘাত করিয়া তালি দিবে। এইরূপ তিনবার করিবে।২১

গায়ত্রী আবাহন

কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গায়ত্রী দেবীর আবাহন করিবে।

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি চ্ছন্দসাং মাত র্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে ॥২২

[গায়ত্রী জপের পূর্ব্বে ও পরে গায়ত্রী কবচ পাঠ করিবে এবং গায়ত্রীর শাপোদ্ধার পাঠ করিবার পর গায়ত্রী জপ করিবে]।

গায়ত্রীর ঋষ্যাদি

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষি র্গায়ত্রী ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ ॥২৩

গায়ত্রীর ধ্যান

প্রাতঃসন্ধ্যায়—

ওঁ কুমারী মৃগ্‌বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডল-সংস্থিতাম্ ॥২৪

মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায়—

ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ, তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসম্।
যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডল-সংস্থিতাম্ ॥২৫

সায়ংসন্ধ্যায়—

ওঁ সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ, বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীম্।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং, সামবেদ-সমাযুতাম্ ॥২৬

গায়ত্রী জপ

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং,

ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥২৭*

এই গায়ত্র্যা মন্ত্র অন্ততঃ দশবার জপ করিবে।

জপের নিয়ম

প্রাতঃসন্ধ্যায় বুকের কাছে বাঁ হাত চিৎ করিয়া তাহার উপর ডান হাত চিৎ করিয়া রাখিয়া, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় বুকের কাছে ডান হাত কাইৎ করিয়া তাহার উপর বাঁ হাত কাইৎ করিয়া রাখিয়া, এবং সায়ংসন্ধ্যায় বুকের কাছে ডান হাত উপুড় করিয়া তাহার উপর বাঁ হাত উপুড় করিয়া রাখিয়া ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠে পৈতা জড়াইয়া, উত্তরীয় থাকিলে উত্তরীয়ের ভিতর ঐরূপে দুই হাত রাখিয়া, ডান হাতেই জপ করিবে। গায়ত্রী জপকালে অঙ্গুষ্ঠের অগ্র পর্ব্ব দ্বারা যথাক্রমে অনামিকার মধ্য ও মূল পর্ব্ব, কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র পর্ব্ব, অনামিকার অগ্র পর্ব্ব, মধ্যমার অগ্র পর্ব্ব ও তর্জ্জনীর অগ্র, মধ্য ও মূল পর্ব্ব ধরিয়া জপ করিলে ১০বার জপ হইবে। প্রত্যেক অঙ্গুলির পর্ব্ব অর্থাৎ পাব ধরিবে; গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট ও অগ্রভাগ ধরিবে না এবং অঙ্গুষ্ঠেরও অগ্রপর্ব্ব দিয়া ধরিবে, অগ্রভাগ দিয়া ধরিবে না।

গায়ত্রীর বিসর্জ্জন

জপ করা হইয়া গেলে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া এক অঞ্জলি জল দিয়া গায়ত্রী দেবীর বিসর্জ্জন করিবে।

ওঁ মহেশবদনোৎপন্না, বিষ্ণোর্হৃদয়সম্ভবা।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা, গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া ॥২৮

উপর্য্যুক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এক অঞ্জলি কিংবা এক কুশী জল ফেলিতে হইবে।

---

* যোগিযাজ্ঞবল্ক্য :—

ওঁকারং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য ভূর্ভুবঃ স্বস্ততঃ পরম্।
গায়ত্রী প্রণবশ্চান্তে জপ এবমুদাহৃতঃ ॥

ওঁ অনেন জপেন ভগবন্তা- বাদিত্যশুক্রৌ প্রীয়েতাম্। ওঁ আদিত্যশুক্রাভ্যাং নমঃ ।।২৯

এই মন্ত্র বলিয়া এক অঞ্জলি বা এক কুশী জল ফেলিতে হইবে।

আত্মরক্ষা

জাতবেদস ইত্যস্য কশ্যপ ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতাত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোম-মরাতীয়তো নি দহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গানি বিশ্বা, নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ।। ৩০

এই মন্ত্র বলিয়া আপনার চারিদিকে দক্ষিণাবর্ত্তে জলবেষ্টন করিবে।

রুদ্রোপস্থান

অতঃপর কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ঋতমিত্যস্য কালাগ্নিরুদ্র ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো রুদ্রোদেবতা রুদ্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্।
ঊর্দ্ধলিঙ্গং (রেতং) বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায় বৈ নমঃ ।।৩১

পরে নিম্নলিখিত প্রত্যেক মন্ত্র বলিয়া এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ রুদ্রায় নমঃ। ওঁ বরুণায় নমঃ ।।৩২

সূর্য্যার্ঘ্য

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্যদ্রব্য বা কেবল মাত্র জলদ্বারা সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া নমস্কার করিবে। সূর্য্যার্ঘ্যদান মন্ত্র ; যথা—

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্, ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে, সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ।।
ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শ্রীসূর্য্যায় ।।৩৩

সূর্য্য প্রণাম

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ।।৩৪

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে জগৎ-প্রসূতি-স্থিতি-নাশ-হেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে বিরিঞ্চি-নারায়ণ শঙ্করাত্মনে ॥৩৫

পরে সন্ধ্যাদি কার্য্যের ন্যূনতা পরিহারকল্পে হাতে এক গণ্ডূষ জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া গায়ত্রীদেবীকে দিবে।

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্‌ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি ॥৩৬

অতঃপর আচমন করিয়া ব্রহ্মযজ্ঞানুকল্প বেদচতুষ্টয়ের আদি মন্ত্র চতুষ্টয় (যজুর্ব্বেদিসন্ধ্যার পরে দ্রষ্টব্য) উচ্চারণ করিবে। এই মন্ত্র চতুষ্টয় প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ং সন্ধ্যায় পাঠ করিবে না। কেবল মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় পাঠ করিবে।

ইতি সামবেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগ সমাপ্ত।

ঋগ্‌বেদীয় সন্ধ্যা

(এই সন্ধ্যা উপনীত ঋগ্‌বেদি-ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্য)।

ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ। ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্‌।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন প্রকরণে লিখিত নিয়মানুসারে দুইবার আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া নিম্নলিখিত ছয়টি মন্ত্র পাঠ করিবে এবং প্রত্যেকবার নিজের মস্তকে জলের ছিটা দিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ার নাম আপোমার্জ্জন বা মন্ত্রস্নান।

মার্জ্জন

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ, শমু নঃ সন্ত্বনূপ্যাঃ।
শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ, শমু নঃ সন্তু কূপ্যাঃ ॥১
ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ, স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্য-মাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ ॥২
ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব-স্তা ন উর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে ॥৩
ওঁ যো বঃ শিবতমো রস-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ ॥৪

ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ ॥৫
ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধা-ত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥
ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥
ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবী-ঞ্চান্তরিক্ষ-মথো স্বঃ * ॥৬

প্রাণায়াম

প্রথমে আপনার চতুর্দ্দিকে দক্ষিণাবর্ত্তে জলদ্বারা বেষ্টন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রসকল পাঠ করিবে।

ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষির্গ্নির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সন্ধ্যাকর্ম্মণি সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ ॥

সপ্তব্যাহৃতীনাং বিশ্বামিত্র-জমদগ্নি-ভরদ্বাজ-গৌতমাত্রি-বশিষ্ঠ-কশ্যপা ঋষয়ঃ, অগ্নিবায়্বাদিত্যবৃহস্পতিবরুণেন্দ্রবিশ্বদেবা দেবতাঃ, গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্‌ বৃহতীপঙ্‌ক্তি-ত্রিষ্টুব্‌ জগত্যশ্ছন্দাংসি প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥

সাবিত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষিঃ, সবিতা দেবতা, গায়ত্রীছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥

গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতি ঋষির্ব্রহ্মবায়্বগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ গায়ত্রীছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥৭

অনন্তর দক্ষিণ হস্তের পৈতা সহ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা টিপিয়া বাম নাসা দ্বারা শ্বাস গ্রহণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মার ধ্যান করিতে করিতে পূরক করিবে।

ওঁ হংসস্থং দ্বিভুজং রক্তং সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুম্।
চতুর্ম্মুখমহং বন্দে ব্রহ্মাণং নাভিমণ্ডলে ॥৮

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

* "স্বঃ" স্থানে "সুবঃ" পাঠ কর্ত্তব্য।

ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুর্বঃ স্বরোঁ ॥৯

তৎপরে অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসা টিপিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে বিষ্ণুর ধ্যান করতঃ বায়ু নিরোধ রূপ কুম্ভক করিবে।

ওঁ শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধরং গরুড়-বাহনম্।

হৃদি নীলোৎপলশ্যামং বিষ্ণুং বন্দে চতুর্ভুজম্ ॥১০

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুর্বঃ স্বরোঁ ॥১১

অনন্তর দক্ষিণ নাসা হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সরাইয়া লইয়া ঐ নাসা দ্বারা পূর্ব্বগৃহীত শ্বাস ত্যাগ করিবে; শ্বাস এরূপভাবে ধীরে ত্যাগ করিবে যে সম্মুখে শক্তু অর্থাৎ ছাতু থাকিলেও তাহা যেন উড়িতে না পারে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে শিবকে মনে মনে ধ্যান করিতে করিতে রেচক করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ শ্বেতং ত্রিশূল-ডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্র-বিভূষিতম্।

ত্রিলোচনং ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানং বৃষবাহনম্।

ললাটে চিন্তয়েৎ শম্ভুং দেবং ভুজগভূষণম্ ॥১২

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুর্বঃ স্বরোঁ ॥১৩

পুনর্ম্মার্জ্জন

ডান হাত উপুড় করিয়া তর্জ্জনী মুড়িয়া মধ্যমার অগ্রভাগ জলে ধরিয়া। (নখ না ঠেকে) নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।

নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥১৪

পরে এই জল নিম্নলিখিত মন্ত্রে নয় বার মস্তকে ছিটাইবে। মন্ত্র যথা—

আপোহিষ্ঠেতি ঋক্ত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপঋষিরাপো দেবতা, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুবঃ (১ বার)।
ওঁ তা ন উর্জ্জে দধাতন (১ বার)
ওঁ মহে রণায় চক্ষসে (১ বার)।
ওঁ যো বঃ শিবতমো রসঃ (১ বার)।
ওঁ তস্য ভাজয়তেহ নঃ (১ বার)।
ওঁ উশতীরিব মাতরঃ (১ বার)।
ওঁ তস্মা অরং গমাম বঃ (১ বার)।
ওঁ যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ (১ বার)।
ওঁ আপো জনয়থা চ নঃ (১ বার) ॥১৫

প্রাতঃসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র

গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণহস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া একবার মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তিন বার জল পান করিয়া যথানিয়মে আচমন করিবে।

সূর্য্যশ্চেত্যস্য ব্রহ্মঋষিঃ সূর্য্য-মন্যু-মন্যুপতয়ো দেবতাঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ, আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ, মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্। যদ্রাত্রিয়া পাপমকারিষং মনসা বাচা, হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না। রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মা-মমৃত-যোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ॥১৬

মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র

আপঃ পুনন্ত্বিত্যস্য বিষ্ণুঋর্ষি-রাপো দেবতা, অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং, পৃথিবী (পৃথ্বী) পূতা পুনাতু মাম্।
পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতি, র্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাম্ ॥
যদুচ্ছিষ্ট-মভোজ্যঞ্চ, যদ্ বা দুশ্চরিতং মম।
সর্ব্বং পুনন্তু মামাপো, হসতাঞ্চ প্রতিগ্রহ-ওঁ স্বাহা ॥১৭

সায়ংসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র

অগ্নিশ্চেত্যস্য রুদ্রঋষি, রগ্নি-মন্যু-মন্যুপতয়ো দেবতাঃ প্রকৃতিশ্ছন্দঃ আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নিশ্চ মা-মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ, মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্। যদহ্না পাপমকারিষং, মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না। অহস্তদ-বলুম্পতু যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মা-মমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ॥১৮

পুনর্ম্মার্জ্জন

পুনর্ব্বার অমন্ত্রক আচমন করিয়া নিম্নলিখিত ১৩টি মন্ত্রের এক একটি পাঠ করিয়া নিজের মস্তকে এক একবার জলের ছিটা দিবে।

ওঁ (১ বার), ভূর্ভুবঃ স্বঃ (১ বার), তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ (১ বার) ॥১৯

আপো হি-ষ্ঠেতি নবর্চ্চস্য সূক্তস্য সিন্ধুদ্বীপ ঋষি-রাপো দেবতা; অন্ত্যয়োরনুষ্টুপ্, শিষ্টানাং গায়ত্রী চ্ছন্দঃ, মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব-স্তান উর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে (১ বার) ॥২০
ওঁ যো বঃ শিবতমো রস-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ (১ বার) ॥২১
ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ (১ বার) ॥২২
ওঁ শন্নো দেবী রভীষ্টয়-আপো ভবন্তু পীতয়ে।
শং যো রভি স্রবন্তু নঃ (১ বার) ॥২৩
ওঁ ঈশানা বার্য্যাণাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাম্।
অপো যাচামি ভেষজম্ (১ বার) ॥২৪
ওঁ অপ্সু মে সোমো অব্রবী, দন্তর্বিশ্বানি ভেষজা।
অগ্নিঞ্চ বিশ্বশম্ভুবং (১ বার) ॥২৫

ওঁ আপঃ পৃণীত ভেষজং, বরূথং তন্বে মম।
জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে (১ বার) ।।২৬
ওঁ ইদ-মাপঃ প্রবহত, যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি।
যদ্ বাহমভিদুদ্রোহ, যদ্ বা শেপ উতানৃতম্ (১ বার) ।।২৭
ওঁ আপো অদ্যান্বচারিষং, রসেন সমগস্মহি।
পয়স্বানগ্ন আ গহি, তং মা সংসৃজ বর্চ্চসা (১ বার) ।।২৮
ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতম্।
ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ (১ বার) ।।২৯

অঘমর্ষণ

গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণহস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া নাসাগ্রে ধরিয়া এরূপ চিন্তা করিবে যে, দেহের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ যে পাপ পুরুষ ব্যাপিয়া আছে, তাহা এই মন্ত্রের প্রভাবে দেহ হইতে দূরীভূত হইয়া হস্তস্থিত জলের মধ্যে পড়িল। তারপর নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই হস্তস্থিত জল বামভাগে শিলা আছে মনে করিয়া তাহার উপর সজোরে নিক্ষেপ করিবে। প্রত্যেক সন্ধ্যার সময়েই এইরূপ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তিনবার অঘমর্ষণ করিতে হয়। মন্ত্র যথা।—

ঋতঞ্চেতি ঋক্‌ত্রয়স্যাঘমর্ষণ ঋষির্ভাববৃত্তং দেবতা, অনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽশ্বমেধাবভৃথে বিনয়োগঃ।

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ, তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ।।৩০
ওঁ সমুদ্রা-দর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত।
অহো রাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী ।।৩১
ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথা পূর্ব্ব-মকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ।।৩২

দ্রুপদেত্যস্য প্রজাপতির্ঋষি-রাপো দেবতা, অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সৌত্রামণ্য-বভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ, স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্যং, মাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ ।।৩৩

পরে হাত ধুইয়া আচমন করিবে।

সূর্য্যার্ঘ্য—প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যায়

ওঁ কারস্য ব্রহ্মঋষিরগ্নি র্দেবতা গায়ত্রী ছন্দো, মহাব্যাহৃতীনাং প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা বৃহতী ছন্দো. গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, সূর্য্যার্ঘ্যদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥৩৪

উক্ত মন্ত্র (অর্থাৎ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ···প্রচোদয়াৎ) তিনবার পাঠ করিয়া সূর্য্যাভিমুখে তিনবার জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে।

সূর্য্যার্ঘ্য—মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায়

আ কৃষ্ণেনেত্যস্য হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যার্ঘ্যদানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ।৩৫

এই মন্ত্র তিনবার বা একবার পাঠ করিয়া সূর্য্যাভিমুখে ৩ বার বা ১ বার জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে।

সূর্য্যোপস্থান—প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যায়।

ওঁ অসা-বাদিত্যো ব্রহ্ম ॥৩৬

এই মন্ত্র বলিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া এক অঞ্জলি বা এক কুশী জল দিবে।

সূর্য্যোপস্থান—মধ্যাহ্নসন্ধ্যায়।

মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় উর্দ্ধবাহু ও উর্দ্ধমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া বা বসিয়াই নিম্নলিখিত দুইটী মন্ত্র পাঠ করিবে।

উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কণ্ব ঋষিঃ, সূর্য্যোদেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ, সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং, দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্ ॥৩৭

চিত্রমিত্যস্য কুৎস ঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ চিত্রং দেবানা-মুদগা-দনীকং, চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং, সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥৩৮

গায়ত্রীর অঙ্গন্যাস

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রী ছন্দো জপে বিনিয়োগঃ। বলিয়া প্রথমে জলস্পর্শ করিয়া, তারপর আসনে জলের ছিটা দিয়া, "ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং" বলিয়া আসনে উপবেশন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় তিনবার প্রাণায়াম করিবে। অনন্তর "ওঁ ভূঃ ও ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং" বলিয়া মস্তকে জলের ছিটা দিয়া—তৎসবিতু র্হৃদয়ায় নমঃ বলিয়া (তর্জ্জনী, মধ্যমা এবং অনামিকা দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে)। বরেণ্যিং শিরসে স্বাহা বলিয়া (তর্জ্জনী এবং মধ্যমা দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে)। ভর্গোদেব শিখায়ৈ বষট্ (অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে)। স্যধীমহি কববায় হুং (দুই হাতে হৃদয় স্পর্শ করিবে)। ধিয়ো য়ো নো নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ (বাম করতলের উপর দক্ষিণ করতল চিৎ করিয়া রাখিয়া দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী দ্বারা দক্ষিণ চক্ষুঃ, মধ্যমা দ্বারা ললাট এবং অনামিকা দ্বারা বাম চক্ষুঃ স্পর্শ করিবে)। প্রচোদয়াদস্ত্রায় ফট্ (দক্ষিণ হস্ত মস্তকের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া দক্ষিণ তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম করতলে আঘাত করিবে)।৩৯

আবাহন

কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে গায়ত্রীর আবাহন করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ আগচ্ছ বরদে দেবি জপ্যে মে সন্নিধা ভব।
গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাদ্ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা ॥৪০

ওঁ ওজোঽসি সহোঽসি, বলমসি, ভ্রাজোঽসি দেবানাং ধামনামাসি, বিশ্বমসি, বিশ্বায়ুঃ, সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুরভিভূরোম্ গায়ত্রীমাবাহয়ামি ॥৪১

ওঁ আয়াতু বরদে দেবি অক্ষরং ব্রহ্ম-সম্মিতম্।
গায়ত্রীছন্দসাং মাতঃ, ইদং ব্রহ্ম জুষস্ব নঃ ॥৪২

গায়ত্রীর ধ্যান

ওঁ ঋগ্ যজুঃসাম-ত্রিপদাং তির্য্যগূর্দ্ধাধরদিক্ষু ষট্কুক্ষিং পঞ্চশিরসমগ্নিমুখীং

ব্রহ্মশিরস্কাং রুদ্রশিখাং সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং কৌষেয়বসনাং পদ্মাসনস্থাং দণ্ডকমণ্ডলক্ষ-সূত্রাভয়াঙ্ক-চতুর্ভুজাং শুভ্রবর্ণাং শুভ্রাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাং শরচ্চন্দ্রসহস্র-প্রভাং সর্ব্বদেবময়ীং ধ্যায়েৎ ॥৪২

এই মন্ত্রে গায়ত্রীর ধ্যান করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে।

গায়ত্রীর জপ

জপ প্রণালীতে (পূর্ব্বে পৃঃ ৫৫ দ্রষ্টব্য) গায়ত্রী জপ করিবে।

ওঁ ভূ ভুর্বঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥৪৩

এই গায়ত্রী সাধ্যমত (অন্ততঃ দশবার) জপ করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যায় বুকের কাছে হাত চিৎ করিয়া, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় হাত কাইৎ করিয়া এবং সায়ং সন্ধ্যায় হাত উপুড় করিয়া জপ করিতে হয়।

উপস্থান বা আত্মরক্ষা

কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

জাতবেদসে ইত্যস্য কশ্যপ ঋষিরগ্নির্দেবতা, ত্রিষ্টপ্ ছন্দঃ সাবিত্র্যপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোম-মরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা, নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥৪৪

তচ্ছং যোরিত্যস্য শংযুর্ঋষির্বিশ্বে দেবা দেবতাঃ শক্করীচ্ছন্দঃ সাবিত্র্যপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ তচ্ছং যোরাবৃণীমহে, গাতুং যজ্ঞায়, গাতুং যজ্ঞপতয়ে। দৈবী স্বস্তিরস্তু নঃ, স্বস্তির্মানুষেভ্যঃ। উর্দ্ধং জিগাতু ভেষজং, শন্নো অস্তু দ্বিপদে, শং চতুষ্পদে ॥৪৫

নমো ব্রহ্মণ ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষির্বিশ্বে দেবা দেবতা, জগতীচ্ছন্দঃ সাবিত্র্যপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ নমো ব্রহ্মণে, নমো অস্ত্বগ্নয়ে, নমঃ পৃথিব্যৈ, নম ওষধীভ্যঃ। নমো বাচে, নমোবাচস্পতয়ে, নমো বিষ্ণবে বৃহতে করোমি ॥৪৬

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূর্ব্বাদি দশদিকে প্রণাম করিবে।

(পূর্ব্বদিকে) ওঁ প্রাচ্যৈ দিশে নমঃ, ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ। (অগ্নিকোণে) ওঁ

আগ্নেয্যৈ দিশে নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে নমঃ। (দক্ষিণে) ওঁ অবাচ্যৈ দিশে নমঃ, ওঁ যমায় নমঃ। (নৈঋর্তে) ওঁ নৈঋর্ত্যৈ দিশে নমঃ, ওঁ নৈঋর্তায় নমঃ। (পশ্চিমে) ওঁ প্রতীচ্যৈ দিশে নমঃ, ওঁ বরুণায় নমঃ। (বায়ুকোণে) ওঁ বায়ব্যৈ দিশে নমঃ, ওঁ বায়বে নমঃ। (উত্তরে) ওঁ উদীচ্যৈ দিশে নমঃ, ওঁ কুবেরায় নমঃ। (ঈশানে) ওঁ ঐশান্যৈ দিশে নমঃ, ওঁ ঈশানায় নমঃ। (উর্দ্ধে) ওঁ উর্দ্ধায়ৈ দিশে নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। (অধঃ) ওঁ অধোদিশে নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ। অনন্তর ওঁ সন্ধ্যায়ৈ নমঃ। ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ। ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্যো নমঃ, বলিয়া সকল দেবতাকে প্রণাম করিবে ॥৪৭

গায়ত্রী বিসর্জ্জন

গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ হস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক জল ত্যাগ করিয়া জপ বিসর্জ্জন করিবে।

ওঁ উত্তমে শিখরে দেবী ভূম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি।
ব্রাহ্মণৈরভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখম্ ॥৪৮

শান্তি

ভদ্রমিত্যস্য বিমদ ঋষি-রগ্নির্দ্দেবতৈকপদা বিরাট্ ছন্দঃ শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভদ্রং নো অপি বাতয় মনঃ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥৪৯

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে জলের ছিটা দিবে।

সূর্য্যার্ঘ্য

অনন্তর "ওঁ নমো ব্রহ্মণে" বলিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া, একটী অর্ঘ্য হাতে লইয়া বা একটু জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সূর্য্যোদ্দেশে অর্পণ করিবে।

এষোঽর্ঘ্যঃ—ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্, ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে, সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥
ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ॥৫০

সূর্য্য প্রণাম

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥৫১

এই মন্ত্র বলিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করিবে।

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিবে।

ওঁ আ সত্যলোকাদা পাতালা-দা লোকালোকপর্ব্বতাৎ।
যে সন্তি ব্রাহ্মণা দেবা-স্তেভ্যো নিত্যং নমোনমঃ ॥৫২

অনন্তর আচমন করিবে। শিবপূজাদি করিলে প্রাতঃসন্ধ্যার পরেই তাহা সমাপনান্তে উক্তরূপে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা এবং সায়ংকালেও উক্তরূপে সায়ংসন্ধ্যা করিবে।

ইতি ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগ সমাপ্ত।

যজুর্ব্বেদি-সন্ধ্যা

[উপনীত যজুর্ব্বেদীয় সর্ব্বশাখার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ এই সন্ধ্যা করিবেন]।

আচমন

ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।
ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং, পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্‌ ॥১

এই মন্ত্রে যথানিয়মে দুইবার আচমন করিয়া বিষ্ণু স্মরণ করিবে।

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্‌ সন্নিধিং কুরু ॥২

এই মন্ত্রে জল শুদ্ধি করিয়া মস্তকে জলের ছিটা দিবে।

মার্জ্জন

নিম্নলিখিত এক একটী মন্ত্র একবার পাঠ করিয়া মস্তকে এক একবার জলের ছিটা দিবে।

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ, শমু নঃ সন্তনূপ্যাঃ।
শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ, শমু নঃ সন্ত কূপ্যাঃ ॥৩
ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ, স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্য, মাপঃ শুন্ধন্ত মৈনসঃ ॥৪

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব,স্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে ॥৫
ওঁ যো বঃ শিবতমো রস,-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ ॥৬
ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনযথা চ নঃ ॥৭
ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ, তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥৮
ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিশতো বশী ॥৯
ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষ-মথো স্বঃ (সুবঃ) ॥১০

অনন্তর প্রাতঃসন্ধ্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটি বলিবে।

ওঁ নত্বা তু পুণ্ডরীকাক্ষ-মুপাত্তাঘ-প্রশান্তয়ে।
ব্রহ্মবর্চ্চস-কামার্থং প্রাতঃসন্ধ্যা-মুপাস্মহে ॥১১

প্রাণায়াম

ওঁ কারস্য ব্রহ্মঋষিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দঃ সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ।

সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতির্ঋষিরগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-বরুণ-বৃহস্পতীন্দ্র-বিশ্বদেবাঃ দেবতাঃ, গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টব্ বৃহতী পঙ্‌ক্তি-ত্রিষ্টুব্ জগত্যশ্ছন্দাংসি, প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষিঃ, সবিতা দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥

গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতির্ঋষির্ব্রহ্মবায়ুগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥

উল্লিখিত মন্ত্রোচ্চারণ ও আপনার চতুর্দ্দিকে দক্ষিণাবর্ত্তে জলধারা বেষ্টন করিয়া পৈতা সহ দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা টিপিয়া, বাম নাসা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক পূরক করিতে করিতে মনে মনে বলিবে। যথা—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুর্বঃ স্বরোঁ (স্বুবরোম্)॥১২

নাভৌ, ব্রহ্মাণং রক্তবর্ণং চতুর্ব্বক্ত্রং দ্বিভুজম্ অক্ষসূত্র-কমণ্ডলুধরং হংসারূঢ়ং ধ্যায়েয়ম্॥১৩

অতঃপর দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসা টিপিয়া বায়ু রোধপূর্ব্বক কুম্ভক করিতে করিতে মনে মনে বলিবে। যথা—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং॥ ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং মৃতং ব্রহ্মভূর্ভুর্বঃ স্বরোম্। হৃদি, বিষ্ণুং শ্যামং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং গরুড়ারূঢ়ং ধ্যায়েয়ম্॥১৪

তৎপরে পূর্ব্ববৎ বাম নাসা টিপিয়া রাখিয়াই দক্ষিণ নাসাপুট হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সরাইয়া অল্প অল্প বায়ু নিঃসারণ পূর্ব্বক রেচক করিতে করিতে মনে মনে বলিবে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুর্বঃ স্বরোঁ। ললাটে, রুদ্রং শ্বেতং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং দশদোর্দ্দণ্ডং বৃষারূঢ়ং ধ্যায়েয়ম্॥১৫

আচমন

দক্ষিণহস্ত গোকর্ণাকৃতি করিয়া সামান্য একটু জল লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়িয়া আচমন করিবে (অর্থাৎ ১ বার মন্ত্র পড়িয়া ৩ বার জল পান করিবে)।

প্রাতঃসন্ধ্যায় আচমন মন্ত্র

ব্রহ্মঋষিরাপো দেবতাঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ। মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্। যদ্রাত্রিয়া পাপমকারিষং [যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং], মনসা বাচা, হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না। রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মা-মমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা॥১৬

মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় আচমন মন্ত্র

বিষ্ণুঋর্ষিরাপো দেবতা অনুষ্টপ্‌ছন্দ আচমনে বিনিয়োগঃ।
ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং, পৃথিবী (পৃথ্বী) পূতা পুনাতু মাম্‌।
পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতি র্ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাম্‌।
যদুচ্ছিষ্ট-মভোজ্যঞ্চ, যদ্‌বা দুশ্চরিতং মম।
সর্ব্বং পুনন্তু মামাপো-হসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা ॥১৭

সায়ংসন্ধ্যায় আচমন মন্ত্র

রুদ্রঋষিরাপো দেবতা প্রকৃতিশ্ছন্দ আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ। মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্‌। যদহ্না পাপমকারিষং [মকার্ষং] মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্‌ভ্যামুদরেণ শিশ্না। অহস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মা-মমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ॥১৮

পুনর্ম্মার্জ্জন

নিম্নলিখিত এক একটী মন্ত্র বলিতে বলিতে নিজের মস্তকে এক একবার জলের ছিটা দিবে।

ওঁ (১ বার)। ভূর্ভুবঃ স্বঃ (১ বার)। তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ (১ বার) ॥

সিন্ধুদ্বীপ ঋষিরাপো দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়োভুব, স্তা-ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে। (১বার) ॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রস-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ (১ বার) ॥

ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ (১ বার) ॥১৯

অঘমর্ষণ

কোকিলো রাজপুত্র ঋষি (মাধ্যন্দিনশাখীদিগের—প্রজাপতির্ঋষি-) রাপো দেবতা অনুষ্টপ্‌ছন্দঃ সৌত্রামণ্যবভৃতে বিনিয়োগঃ।

ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্য, মাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ ॥২০ (৩ বার পাঠ্য)

অঘমর্ষণ ঋষির্ভাববৃত্তির্দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দো-ঽশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ, তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥ ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী। ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥২১

'ওঁ ঋতঞ্চ' হইতে আর দুইবার উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত গোকর্ণাকৃতি করিয়া জলগণ্ডূষ লইয়া নাসিকার অগ্রভাগে ধরিয়া দেহের সমস্ত পাপ নিশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া এই জলে মিশিতেছে, এইরূপ ভাবিয়া জলগণ্ডূষ বামভাগের ভূমিতে কল্পিত শিলাখণ্ডে সবলে নিক্ষেপ করিবে।

অনন্তর গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ হস্তে সামান্য জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে আচমন করিবে।

ওঁ অন্তশ্চরসি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বতোমুখঃ।
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্‌কার আপো জ্যোতী রসোঽমৃতম্॥২২

জলাঞ্জলি দান

অনন্তর সূর্য্যাভিমুখ হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥২৩।

এই মন্ত্র প্রাতঃসন্ধ্যায় ও সায়ং সন্ধ্যায় ৩ বার পড়িয়া ৩ অঞ্জলি এবং মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় ১ বার পড়িয়া ১ অঞ্জলি জল দিবে।

সূর্য্যোপস্থান

তৎপরে প্রাতঃসন্ধ্যায় ও সায়ং সন্ধ্যার সময়ে একপায়ে দাঁড়াইয়া অথবা বসিয়াই কৃতাঞ্জলি হইয়া এবং মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার সময় উর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্যোপস্থান করিবে।

প্রস্কণ্ব ঋষি সূর্য্যো দেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ, সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ উদু ত্যং জাতবেদসং, দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্ ।।২৪

কুৎস ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবা পৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ।।২৫

দধ্যঙ্ভাথর্ব্বণ ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা, ব্রাহ্মী ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ ।।

ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ, পশ্যেম শরদঃ শতং, জীবেম শরদঃ শতং. শৃণুয়াম শরদঃ শতং, প্রব্রবাম শরদঃ শত-মদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং, ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ ।।২৬

প্রস্কণ্ব ঋষিঃ, সূর্য্যো দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সৌত্রামণ্যবভৃথে সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ উদ্বয়ং তমসস্পরি স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরম্।
দেবং দেবত্রা সূর্য্য-মগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ।।২৭

সূর্য্য ঋষিঃ (মাধ্যন্দিনশাখীদিগের—বামদেব ঋষিঃ) সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ স্বয়ম্ভূরসি, শ্রেষ্ঠো রশ্মির্ব্বর্চ্চোদা অসি, বর্চ্চো মে দেহি ।।২৮

হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ, সবিতা দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ।।২৯

অঙ্গন্যাস

ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, (বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে)। ভূ শিরসে স্বাহা, (বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে)। ভুঁ শিখায়ৈ বষট্, (বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে)। বঃ কবচায় হুঁ, (বলিয়া বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া দুই হস্তে আপনাকে জাপ্টাইয়া ধরিবে)। স্বঃ অস্ত্রায় ফট্, (বলিয়া দক্ষিণ হস্ত মস্তকের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া দক্ষিণ তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম করতলে আঘাত করিবে)। অঙ্গন্যাস

তিনবার করা আবশ্যক। অতঃপর গায়ত্রীর ধ্যান করিবে। বাম হস্তের তল-দেশে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল আঁকিয়া কূর্ম্মমুদ্রা দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিতে বলিতে ধ্যান করিবে।

গায়ত্রীর ধ্যান

ওঁ শ্বেতবর্ণা সমুদ্দিষ্টা কৌশেয়বসনা তথা।
অক্ষসূত্রধরা দেবী পদ্মাসনগতা শুভা।
আদিত্যমণ্ডলান্তঃস্থা ব্রহ্মলোকস্থিতাথবা ॥৩০

এই মন্ত্রে গায়ত্রীর ধ্যান করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে গায়ত্রীর আবাহন করিবে।

গায়ত্রীর আবাহন

দেবা ঋষয়ো, ধাম দেবতা, গায়ত্র্যা আবাহনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধাম নামাসি।
প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি ॥৩১
ওঁ আয়াহি বরদে দেবি, ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি ছন্দসাং মাতঃ, ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে ॥৩২

ওঁ গায়ত্র্যস্যেকপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদ্যপদসি ন হি পদ্যসে। নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসে ॥৩৩

গায়ত্রীর ঋষ্যাদি

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ, সবিতা দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দো জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ।

গায়ত্রীর জপ

ওঁ ভূ র্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥৩৪

এই গায়ত্রী অন্ততঃ ১০ বার জপ করা আবশ্যক। জপের নিয়ম—প্রাতঃকালে চিৎ হাতে, মধ্যাহ্ন সময়ে কাইৎ হাতে ও সায়ংকালে উপুড় হাতে জপ করিবে [পূর্ব্বে জপপ্রকরণে দ্রষ্টব্য]।

সূর্য্যোপস্থান

সূর্য্য ঋষিঃ [মাধ্যন্দিনশাখীদিগের—বামদেব ঋষিঃ] সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যস্বাবৃত-মন্বাবর্ত্তে ॥৩৫

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া সূর্য্যের অভিমুখে প্রণাম করিবে।

গায়ত্রী বিসর্জ্জন

ওঁ উত্তরে শিখরে দেবী ভূম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি (পর্ব্বতবাসিনী)।
ব্রাহ্মণৈঃ সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখম্ ॥৩৬

এই মন্ত্র বলিয়া একগণ্ডূষ জল দিবে। অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া প্রত্যেকবার এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ নমো দিগ্‌ভ্যঃ। ওঁ নমো দিগ্‌দেবতাভ্যঃ। ওঁ নমো ব্রহ্মণে। ওঁ নমঃ পৃথিব্যৈ। ওঁ নম ওষধীভ্যঃ। ওঁ নমোঽগ্নয়ে। ওঁ নমো বাচে। ওঁ নমো বাচস্পতয়ে। ওঁ নমো বিষ্ণবে। ওঁ নমো মহতে। ওঁ নমোঽদ্ভ্যঃ। ওঁ নমোঽপাংপতয়ে! ওঁ নমো বরুণায় ॥৩৭

সূর্য্যার্ঘ্য

এষোঽর্ঘ্যঃ !—ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্, ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে, সবিত্রে, কর্ম্মদায়িনে ॥৩৮
ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ॥

এই মন্ত্র বলিয়া সূর্য্যোদ্দেশে অর্ঘ্য বা জল দিবে।

সূর্য্যপ্রণাম

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥৩৯
ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে, জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে বিরিঞ্চি-নারায়ণ-শঙ্করাত্মনে ॥৪০

এই মন্ত্রে সূর্য্যকে প্রণাম করিয়া পরে আচমন করিবে। এইরূপে মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা করিবে।

যজুর্ব্বেদি-সন্ধ্যা সমাপ্ত।

জ্ঞাতব্য

জাতবেদস ইত্যেতজ্জপেৎ স্বস্ত্যয়নং পথি।
ভয়ৈর্বিমুচ্যতে সর্ব্বৈঃ স্বস্তিমান্ প্রাপ্নুয়াদ্ গৃহম্॥
ব্যুষ্টায়াঞ্চ তথা রাত্র্যাং প্রাতর্দুঃস্বপ্নদর্শনে।
চিত্রমিত্যুপতিষ্ঠেত ত্রিসন্ধ্যং ভাস্করং তথা।
সমিৎপাণির্নরো নিত্যং প্রাপ্নুয়াচ্চ ধনায়ুষী॥
উদুত্যমিতি বাদিত্য-মুপতিষ্ঠেদ্দিনে দিনে।
ক্ষিপেজ্জলাঞ্জলীন্ সপ্ত মনোদুঃখবিনাশনে॥

(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

"জাতবেদসে" ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া কোন স্থানে যাত্রা করিলে পথে কোন বিপদ হয় না; অধিকন্তু সিদ্ধমনস্কাম হইয়া নিরাপদে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করা যায়। রাত্রে কোনরূপ দুঃস্বপ্ন দেখিলে প্রাতঃকালে "চিত্রং দেবানাম্" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। যে ব্যক্তি হস্তে সমিধ্ (আকন্দপল্লব) গ্রহণ করিয়া তিন সন্ধ্যায় এই মন্ত্র উচ্চারণ করে, সেই ব্যক্তির ধন ও আয়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। "উদুত্যং জাতবেদসং" ইত্যাদি মন্ত্র সাতবার পাঠ করিয়া প্রতিদিন সূর্য্যোদ্দেশে ৭ অঞ্জলি জল প্রদান করিলে মনঃকষ্ট দূর হইয়া থাকে।

ব্রহ্মযজ্ঞ

[অর্থাৎ স্বাধ্যায় বা বেদপাঠ]।

প্রাতঃসন্ধ্যার পর শিবপূজাদি করিতে হয়। মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার মন্ত্রাদি সকলই প্রায় প্রাতঃসন্ধ্যার ন্যায়। কিন্তু যদি মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার সময়ে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে সূর্য্যার্ঘ্যের পূর্ব্বে প্রাগগ্র কুশের উপর পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া এবং বাম করতলের উপর পবিত্র (সাগ্র কুশপত্রদ্বয়) স্থাপন করিয়া তাহার উপর দক্ষিণ করতল অধোমুখ করিয়া বাম পদের উপর দক্ষিণ পদ রাখিয়া একবার গায়ত্রী জপ করিবে, তারপর বেদ চতুষ্টয়ের আদি-মন্ত্র অর্থাৎ চারিবেদের প্রথম মন্ত্র কয়টী উচ্চারণ করিবে। প্রত্যেক মন্ত্রের পূর্ব্বে ঋষ্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।

মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাকালে যদি মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা না করা হয়, তাহা হইলে প্রাতঃসন্ধ্যাতেই গায়ত্রী পাঠ করিয়া বেদাদিমন্ত্র চতুষ্টয় পাঠ করিবে। সমর্থপক্ষে সকলেরই গায়ত্রী জপের পূর্ব্বে গায়ত্রী শাপোদ্ধার পাঠ করা আবশ্যক এবং গায়ত্রী জপ করিবার পরে গায়ত্রী কবচ পাঠ করা কর্ত্তব্য। ঋগ্‌বেদী ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণ যদি নিত্য তর্পণ করেন তাহা হইলে অগ্রে ব্রহ্মযজ্ঞ করিয়া তৎপরে তর্পণ ও সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবেন।

ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র

অগ্নিমীড় ইতি মন্ত্রস্য মধুচ্ছন্দাঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা, স্বাধ্যায়ে (ব্রহ্মযজ্ঞজপে) বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং, যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধা-তমম্ ॥১

যজুর্ব্বেদের প্রথম মন্ত্র

ইযেত্বেতি মন্ত্রস্য পরমেষ্ঠী প্রজাপতির্ঋষিঃ শাখা-বৎস-গাবো-দেবতাঃ (উষ্ণিক্‌ছন্দঃ) স্বাধ্যায়ে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ইষে [ইখে] ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়ব স্থ। দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু। শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে ॥২

সামবেদের প্রথম মন্ত্র

অগ্ন আয়াহীতি মন্ত্রস্য ভরদ্বাজ ঋষির্গায়ত্রীছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা স্বাধ্যায়ে বিনিয়োগঃ।

("গানামান্তৌ ত্রিধা পঠেৎ" এই নিয়মানুসারে নিম্নলিখিত মন্ত্রটী ৩ বার পড়িবে)।

ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে, গৃণানো হব্য-দাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি ॥৩

অথর্ব্ববেদের মন্ত্র

শন্নো দেবীরিতি মন্ত্রস্য দধ্যঙ্‌ঙাথর্ব্বণ ঋষিরাপো দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দঃ স্বাধ্যায়ে বিনিয়োগঃ।

ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়, আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যো, রভিস্রবন্তু নঃ ॥৪

গায়ত্রী-হৃদয়

ইহাও সন্ধ্যার অঙ্গন্যাসের পরে পাঠ্য। জপের পূর্ব্বে পাঠ করিলে "গায়ত্রী শাপোদ্ধার" পাঠান্তে গায়ত্রী-হৃদয় পাঠ করিতে হয়।

ওঁ নমস্কৃত্য ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বয়ম্ভুবং পরিপৃচ্ছতি। ত্বং ব্রূহি ব্রহ্মন্ গায়ত্র্যুৎপত্তিং শ্রোতুমিচ্ছামি ॥ ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিং প্রকৃতিং পরিপৃচ্ছামি ॥১

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রণবেন ব্যাহৃতিভিঃ প্রবর্ত্ততে তমসস্ত পরং জ্যোতিঃ। কঃ পুরুষঃ? স্বয়ম্ভুর্বিষ্ণুরিতি। সোঽপঃ সৃজতি। অথ তাস্বপ্স্বঙ্গুল্যা মথ্যতে। মথ্যমানাৎ ফেনো ভবতি। ফেনাদ্ বুদ্বুদো ভবতি। বুদ্বুদাদণ্ডং ভবতি। অণ্ডাদ্-বায়ুর্ভবতি। বায়োরগ্নির্ভবতি। অগ্নেরোঙ্কারো ভবতি। ওঁকারাদ-ব্যাহৃতির্ভবতি। ব্যাহৃত্যা গায়ত্রী ভবতি। গায়ত্র্যাঃ সাবিত্রী ভবতি। সাবিত্র্যাঃ সরস্বতী ভবতি। সরস্বত্যা বেদা ভবন্তি। বেদেভ্যো ব্রহ্মা ভবতি। ব্রহ্মণো লোকা ভবন্তি। তস্মাল্লোকাঃ প্রবর্ত্তন্তে চত্বারো বেদাঃ সোপনিষদঃ সেতিহাসাঃ। সর্ব্বে তে গায়ত্র্যাঃ প্রবর্ত্তন্তে। যথাগ্নির্দেবানাং, ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণাং, মেরুঃ শিখরিণাং, গঙ্গা নদীনাং, ব্রহ্মা প্রজাপতীনাং এবমসৌ মুখ্যা। গায়ত্র্যা গায়ত্রীচ্ছন্দো ভবতি ॥ ২

কিং বৈ ভূঃ? কিং ভুবঃ? কিং স্বঃ? কিং মহঃ? কিং জনঃ? কিং তপঃ? কিং সত্যং? কিং তৎ? কিং সবিতুঃ? কিং বরেণ্যম্? কিং ভর্গঃ? কিং দেবস্য? কিং ধীমহি? কিং ধিয়ঃ? কিং য়ঃ? কিং নঃ? কিং প্রচোদয়াৎ?৩

ভূরিতি ভূর্লোকো, ভুব ইত্যন্তরিক্ষলোকঃ, স্বরিতি স্বর্লোকো, মহরিতি মহর্লোকো, জন ইতি জনলোক-স্তপ ইতি-তপোলোকঃ, সত্যমিতি সত্যলোকো, ভূর্ভুবঃ স্বরিতি ত্রৈলোক্যম্। তদিতি তেজঃ, যত্তেজঃ সোঽগ্নিঃ, সবিতাদিত্যোঽন্নং বৈ বরেণ্যং, অন্নমেব প্রজাপতিঃ। ভর্গ ইত্যাপো বৈ ভর্গঃ, যদাপস্তং সর্ব্বদেবতাঃ। দেবস্য সবিতুর্দেবো বা যঃ পুরুষঃ স বিষ্ণুঃ। ধীমহীত্যৈশ্বর্য্যং, যদৈশ্বর্য্যং স প্রাণ ইত্যধ্যাত্মং, যদধ্যাত্মং তৎ পরমং পদং, তন্মহেশ্বরঃ। ধিয় ইতি

মহীতি, পৃথিবী মহী। যো নঃ প্রচোদয়াদিতি কামঃ, কাম ইমান্ লোকান্ প্রচ্যাবয়তে। যোনৃশংসো যোহনৃশংসোহস্যাঃ স পরো ধর্ম্ম ইত্যেষা বৈ গায়ত্রী ॥৪

কিং গোত্রা ? কত্যক্ষরা ? কতিপাদা ? কতি কুক্ষিঃ ? কতি শীর্ষা ॥৫

সাঙ্খ্যায়নগোত্রা, চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা বৈ গায়ত্রী, ত্রিপদা ষট্‌কুক্ষিঃ পঞ্চশীর্ষা ॥৬

কেহস্যাস্ত্রয়ঃ পাদা ভবন্তি ? কা অস্যাঃ ষট্ কুক্ষয়ঃ ? কানি চ পঞ্চশীর্ষাণি ॥৭

ঋগ্‌বেদোহস্যাঃ প্রথমঃ পাদো ভবতি, যজুর্ব্বেদো দ্বিতীয়ঃ, সামবেদস্তৃতীয়ঃ। পূর্ব্বা দিক্ কুক্ষির্ভবতি, দক্ষিণা দ্বিতীয়া, পশ্চিমা তৃতীয়া, উত্তরা চতুর্থী, ঊর্দ্ধা পঞ্চমী, অধোহস্যাঃ ষষ্ঠী। ব্যাকরণমস্যাঃ প্রথমং শীর্ষং ভবতি, শিক্ষা দ্বিতীয়ং, কল্পস্তৃতীয়ং, নিরুক্তং চতুর্থং, জ্যোতিষাময়নমিতি পঞ্চমম্ ॥৮

কিং লক্ষণম্ ? কিং বিচেষ্টিতম্ ? কিমুদাহৃতম্ ॥৯

লক্ষণং মীমাংসা, অথর্ব্ববেদো বিচেষ্টিতং, ছন্দোবিচিতি-রুদাহৃতম্ ॥১০

কো বর্ণঃ ? কঃ স্বরঃ ॥১১

শ্বেতো বর্ণঃ, ষট্‌স্বরাঃ। পূর্ব্বা ভবতি গায়ত্রী, মধ্যমা ভবতি সাবিত্রী, পশ্চিমা সন্ধ্যা সরস্বতী। রক্তা গায়ত্রী, শ্বেতা সাবিত্রী, কৃষ্ণা সরস্বতী ॥১২

প্রণবে নিত্যযুক্তা স্যাদ্ ব্যাহৃতিষু চ সপ্তসু। সর্ব্বেষামেব পাপানাং সঙ্করে সমুপস্থিতে। শতসাহস্রমভ্যস্তা গায়ত্রী পাবনং মহৎ ॥১৩

উষঃকালে রক্তা, মধ্যাহ্নে শ্বেতাপরাহ্ণে কৃষ্ণা। পূর্ব্বসন্ধির্ব্রাহ্মী, মধ্যসন্ধির্মাহেশ্বর্য্য-পরসন্ধির্বৈষ্ণবী। হংসবাহিনী ব্রাহ্মী, বৃষভবাহিনী মাহেশ্বরী, গরুড়বাহিনী বৈষ্ণবী ॥১৪

পূর্ব্বাহ্ণকালে সন্ধ্যা গায়ত্রী, কুমারী রক্তাঙ্গী রক্তবাসা-স্ত্রিনেত্রা, পাশাঙ্কুশাক্ষমালা-কমণ্ডলুকরা হংসারূঢ়া ঋগ্‌বেদসহিতা ব্রহ্মদেবত্যা ভূর্লোকব্যবস্থিতাদিত্যপথগামিনী ॥১৫

মধ্যাহ্নকালে সন্ধ্যা সাবিত্রী যুবতী শ্বেতাঙ্গী শ্বেতবাসা-স্ত্রিনেত্রা পাশাঙ্কুশত্রিশূল-ডমরুহস্তা বৃষভারূঢ়া যজুর্ব্বেদসহিতা রুদ্রদেবত্যা ভুবর্লোক-ব্যবস্থিতাদিত্যপথগামিনী ॥১৬

সায়ংকালে সন্ধ্যা সরস্বতী বৃদ্ধা কৃষ্ণাঙ্গী কৃষ্ণবাসা-স্ত্রিনেত্রা শঙ্খচক্র-গদাপদ্মহস্তা গরুড়ারূঢ়া সামবেদসহিতা বিষ্ণুদেবত্যা স্বর্লোকব্যবস্থিতাদিত্য-পথগামিনী ॥১৭।

কান্যক্ষরদৈবতানি ভবন্তি ॥১৮

প্রথমমাগ্নেয়ং, দ্বিতীয়ং প্রাজাপত্যং, তৃতীয়ং সোম্যং, চতুর্থমৈশানং, পঞ্চম-মাদিত্যং, ষষ্ঠং বার্হস্পত্যং সপ্তমং ভগদেবত্যম্, অষ্টমং পিতৃদেবত্যম্, নবম-মার্য্যমণং, দশমং সাবিত্রং, একাদশং ত্বাষ্ট্রং, দ্বাদশং পৌষ্ণং, ত্রয়োদশ-মৈন্দ্রাগ্নং, চতুর্দ্দশং বায়ব্যং, পঞ্চদশং বামদেবং, ষোড়শং মৈত্রাবরুণং, সপ্তদশং বাভ্রব্যম্, অষ্টাদশং বৈশ্বদেব্যম্, একোনবিংশতিকং বৈষ্ণবং, বিংশতিকং বাসবম্, একবিংশতিকং তৌষিতং, দ্বাবিংশতিকং কৌবেরং, ত্রয়োবিংশতিকমাশ্বিনং, চতুর্ব্বিংশতিকং ব্রাহ্মম্, ইত্যক্ষরদৈবতানি ভবন্তি ॥১৯

দৌর্মূর্দ্ধ্নি সঙ্গতাস্তে, ললাটে রুদ্রঃ, ভ্রুবোর্মেঘঃ, চক্ষুষোশ্চন্দ্রাদিত্যৌ, কর্ণয়োঃ শুক্রবৃহস্পতী, নাসিকে বায়ুদেবত্যে, দন্তৌষ্ঠাবুভয়সন্ধ্যে, মুখমগ্নিঃ, জিহ্বা সরস্বতী, গ্রীবা সাধ্যানুগৃহীতিঃ, স্তনয়োর্ব্বসবঃ, বাহ্বোর্ম্মরুতঃ, হৃদয়ং পার্জ্জন্য-মাকাশমুদরং, নাভি-রন্তরিক্ষং, কটিরিন্দ্রাগ্নী, জঘনং প্রাজাপত্যং, কৈলাসমলয়াবুরূ, বিশ্বে দেবা জানুনী, জহ্নুকুশিকৌ জঙ্ঘাদ্বয়ং, খুরাঃ পিতরঃ, পাদৌ বনস্পতয়ঃ। অঙ্গুলয়ো রোমাণি নখাশ্চ মুহূর্ত্তাস্তেঽপি গ্রহাঃ কেতুর্মাসা ঋতবঃ সন্ধ্যাকাল-স্তথাচ্ছাদনং সংবৎসরো, নিমিষমহোরাত্র-মাদিত্যশ্চন্দ্রমাঃ ॥২০

সহস্রপরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাবরাম্। সহস্রনেত্রাং গায়ত্রীং শরণমহং প্রপদ্যে ॥২১

ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যায় নমঃ, ওঁ তৎপূর্ব্বজপায় নমঃ। ওঁ তৎ প্রাতরাদিত্য-প্রতিষ্ঠায় নমঃ ॥২২

সায়মধীয়ানো দিবসকৃতং পাপং নাশয়তি। প্রাতরধীয়ানো রাত্রিকৃতং পাপং নাশয়তি ॥ তৎ সায়ং প্রাতরধীয়ানঃ পাপোঽপাপো ভবতি ॥২৩

য ইদং গায়ত্রীহৃদয়ং ব্রাহ্মণঃ পঠেৎ, অপেয়পানাৎ পূতো ভবতি, অভক্ষ্য-ভক্ষণাৎ পূতো ভবতি, অজ্ঞানাৎ পূতো ভবতি, স্বর্ণস্তেয়াৎ পূতো ভবতি,

গুরুতল্পগমনাৎ পূতো ভবতি, অপঙ্‌ক্তি-পাবনাৎ পূতো ভবতি, ব্রহ্মহত্যায়াঃ পূতো ভবতি, অব্রহ্মচারী সব্রহ্মচারী ভবতি। ইত্যনেন হৃদয়েনাধীতেন ক্রতুঃ সম্যগিষ্টো ভবতি, ষষ্টির্গায়ত্র্যাঃ শতসহস্রাণি জপ্তানি ভবন্তি। অষ্টৌ ব্রাহ্মণান্ সম্যগ্ গ্রাহয়েৎ। অথ সিদ্ধির্ভবতি ॥২৪

ইদং ব্রাহ্মণো নিত্যমধীয়ীত, সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যত ইতি। ব্রহ্মলোকে মহীয়তে, ব্রহ্মলোকে মহীয়ত ইত্যাহ ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥২৫

ইতি গায়ত্রী-হৃদয়ং সম্পূর্ণং। ওঁ তৎসৎ ওঁ।

তান্ত্রিক সন্ধ্যা

দীক্ষিত মাত্রেরই তান্ত্রিক সন্ধ্যা করা আবশ্যক। দীক্ষিত ব্যক্তি যদি সন্ধ্যা উপাসনা না করে, তাহা হইলে তাহার দীক্ষাজনিত কোনরূপ ফললাভই হয় না। দীক্ষা তন্ত্রের অধীন। তন্ত্রের দুইটী ভাগ; যথা—(১) শক্তি-বিষয়ক, (২) বিষ্ণু-বিষয়ক। যাঁহারা শক্তিমন্ত্রে অর্থাৎ কালী দুর্গা প্রভৃতি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাকেন এবং কালী দুর্গা প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করেন, তাঁহারা শক্তি-বিষয়ে সন্নিবেশিত তন্ত্রের প্রক্রিয়ানুসারে এবং যাঁহারা বিষ্ণুর উপাসক অর্থাৎ বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত তাঁহারা, বৈষ্ণব তন্ত্রানুসারে উপাসনা করিবেন।

এই কলিযুগে বৈদিক কর্ম্ম সম্পাদন করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় না, বিশেষতঃ স্ত্রী শূদ্রাদির বেদে অধিকার নাই, তজ্জন্যই তান্ত্রিক কর্ম্ম সর্ব্বত্র সবিশেষ আদরণীয় হইয়াছে। তন্ত্র সকলযুগেই ছিল, কলিযুগে বেদাদি বিহিত কার্য্য অতিশয় কষ্টসাধ্য, তজ্জন্যই সহজসাধ্য মুক্তি বা সিদ্ধি তন্ত্রে সন্নিবেশিত থাকায়, সমাজে তন্ত্রই অতিশয় প্রসার লাভ করিয়াছে। তান্ত্রিক সন্ধ্যার সময় ও বৈদিক সন্ধ্যার সময় এক। যদি নিয়মিত সময়ে তান্ত্রিক সন্ধ্যা সম্পাদন করা না ঘটিয়া উঠে, তাহা হইলে সন্ধ্যা করিবার পূর্ব্বে দশ বার গায়ত্রী জপরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবার পরে সন্ধ্যা করিবে।

তান্ত্রিক সন্ধ্যা প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকাল এই তিন সময়ে একই রূপ। তবে এই তিন সন্ধ্যার প্রত্যেকের বিভিন্নপ্রকার ধ্যান আছে, তাহাই সাময়িক

সন্ধ্যোপাসনার সময় করিবে। গায়ত্রী ও মন্ত্রোপসনার সময় কারবে। গায়ত্রী ও মন্ত্রের জপ ১০৮ বার করিতে হয়, তাহা না করিলে জপজন্য কোন ফল হয় না। উচ্চৈঃস্বরে জপ করা উচিত নহে। গায়ত্রী ও মন্ত্র জপের ফললাভ করিতে হইলে মনে মনে জপ করা উচিত, কোনরূপ শব্দ করা উচিত নহে। দেবতা ভেদে তান্ত্রিক আচমনেরও পার্থক্য আছে। সে সকল অসম্ভব হইলে শাক্তগণ পূর্ব্বলিখিত আচমন প্রকরণের শাক্ত আচমন ও বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব আচমন করিবেন, এইরূপ করিলেও আচমন সিদ্ধ হয়।

হাত পা ধৌত করিয়া পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে উপবেশন পূর্ব্বক গায়ত্রী পড়িবার পর শিখা বাঁধিয়া (যদি শিখা না থাকে, তাহা হইলে শিখাস্থান স্পর্শ করিয়া) আচমন করিবে।

আচমন

(শক্তিমন্ত্রে)—(নমঃ) আত্মতত্ত্বায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া ওষ্ঠে একটু জল ছিটাইবে। (নমঃ) বিদ্যাতত্ত্বায় নমঃ বলিয়া ওষ্ঠে একটু জল ছিটাইবে। (নমঃ) শিবতত্ত্বায় নমঃ বলিয়া ওষ্ঠে একটু জল ছিটাইবে। অন্যমন্ত্রে—মন্ত্র না বলিয়া ওষ্ঠে তিনবার একটু করিয়া জল ছিটাইবে। দ্বিজাতিগণ প্রথমের (নমঃ) স্থলে ওঁ বলিবেন ও শেষের নমঃ স্থলে স্বাহা বলিবেন এবং প্রত্যেক মন্ত্রে জল পান করিবেন।

জলশুদ্ধি

অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা (মধ্যমা অঙ্গুলির অগ্রভাগ, নখ না ঠেকে) জল স্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে :—

(নমঃ) গঙ্গে চ যমুনে চৈব, গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি, জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

অনন্তর বীজমন্ত্র অর্থাৎ স্বীয় ইষ্ট দেবতার মন্ত্র বলিতে বলিতে সেই জল তিনবার মাটিতে ছিটাইবে ও সাতবার নিজের মস্তকে ছিটাইবে।

অঙ্গন্যাস

অনন্তর তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিয়া 'আং হৃদয়ায় নমঃ' এই মন্ত্র বলিবে। মস্তক স্পর্শ করিয়া 'ঈং শিরসে নমঃ' (স্বাহা) এই মন্ত্র বলিবে। শিখা স্পর্শ করিয়া 'উং শিখায়ৈ নমঃ' (বষট্) এই মন্ত্র বলিবে। দুই হাতে অর্থাৎ বাঁ হাত নীচে ও ডান হাত উপরে রাখিয়া ও আপনাকে জড়াইয়া ধরিয়া 'ঐং কবচায় নমঃ' (হুং) এই মন্ত্র বলিবে। বাঁ হাত চিৎ করিয়া ও তাহার উপর ডান হাতটিও চিৎ করিয়া রাখিয়া ডান হাতের তর্জ্জনী দ্বারা দক্ষিণ চক্ষু, মধ্যমা দ্বারা কপাল ও অনামিকা দ্বারা বামচক্ষু স্পর্শ করিয়া 'ঔং নেত্রত্রয়ায় নমঃ (বৌষট্) এই মন্ত্র বলিবে। 'অঃ অস্ত্রায় ফট্' এই মন্ত্র বলিয়া দুইটী হস্তই ঘুরাইয়া দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা বাম হস্তের তলদেশে আঘাত করিবে। দ্বিজাতি-গণ নমঃ স্থলে (স্বাহা) ইত্যাদি বলিবেন।

অঘমর্ষণ

অঘ অর্থাৎ পাপ, মর্ষণ অর্থাৎ মোচন, অঘমর্ষণ অর্থাৎ পাপ ধুইয়া ফেলা। অনন্তর বীজমন্ত্রে ইষ্টদেবতার অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া নিজের বাম হস্তে একটু জল রাখিয়া, তাহার উপর দক্ষিণ হস্ত চাপা দিয়া 'হং যং বং লং রং' এই মন্ত্র তিনবার জপ করিবে। বাম হস্তের অঙ্গুলির ফাঁক দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ফেলিতে থাকিবে এবং তত্ত্বমুদ্রাদ্বারা সেইজল দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া বীজমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সাতবার মস্তকে ছিটাইবে। বামহস্তস্থিত অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া নাসিকার নিকট ধরিয়া মনে মনে চিন্তা করিবে যে, ঐ জল বাম নাসিকা দ্বারা দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার দেহস্থ সমস্ত পাপ ধুইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়া দক্ষিণ নাসিকা দিয়া বাহির হইয়া শ্বাসের সহিত ঐ জলে মিশিল। অনন্তর নিজের সম্মুখে একখানা প্রস্তর আছে এই মনে করিয়া ঐ জল কল্পিত প্রস্তর খণ্ডের উপর 'ফট্' বলিয়া (একবার বা তিনবার) নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর পুনরায় হস্তপ্রক্ষালনাদি করিয়া পূর্ব্ববৎ আচমন করিবে।

তর্পণ

তর্পণ স্নানেরই এক অঙ্গ; কিন্তু মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মতে অনেকে ইহা সন্ধ্যাতেও করিয়া থাকেন। যাঁহারা ইহা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কেবল মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় ইহা করিবেন। তর্পণ প্রাতঃসন্ধ্যায় করিবার আবশ্যক নাই ও স্ত্রীলোকদিগকেও ইহা করিতে হয় না। তর্পণ করিবার সময় নিম্নলিখিত এক একটী মন্ত্র বলিয়া বামহস্তে তত্ত্বমুদ্রার উপর প্রত্যেকবার জল দিবে:—

(নমঃ) দেবান্ তর্পয়ামি *। (নমঃ) ঋষীন্ তর্পয়ামি। (নমঃ) পিতৃন্ তর্পয়ামি। (নমঃ) গুরূন্ তর্পয়ামি। (নমঃ) পরমগুরূন্ তর্পয়ামি। (নমঃ) পরাপরগুরূন্ তর্পয়ামি (নমঃ) পরমেষ্ঠিগুরূন তর্পয়ামি। অনন্তর শক্তিমন্ত্রে—(নমঃ) হ্রীং অমুকদেবতাং তর্পয়ামি নমঃ (স্বাহা) এই মন্ত্র বলিয়া তিনবার জল দিবে। অন্য মন্ত্রে—(নমঃ) অমুকদেবতাং তর্পয়ামি (৩বার)। বৈষ্ণবের পক্ষে—নমঃ নারদং তর্পয়ামি (৩বার)। নমঃ পর্ব্বতং তর্পয়ামি (৩বার)। নমঃ জিষ্ণুং তর্পয়ামি (৩বার)। নমঃ নিশঠং তর্পয়ামি (৩বার)। • নমঃ উদ্ধবং তর্পয়ামি (৩বার)। নমঃ দারুকং তর্পয়ামি (৩বার)। নমঃ বিষ্বক্‌সেনং তর্পয়ামি (৩বার)। নমঃ শৈনেয়ং তর্পয়ামি (৩বার)। নমঃ গুরুং তর্পয়ামি (৩বার)। নমঃ (মূলমন্ত্র) অমুকদেবতাং তর্পয়ামি নমঃ (৩বার)। সম্পূর্ণ তর্পণে অক্ষম হইলে নিজ নিজ ইষ্টদেবতার তর্পণ করিলেও চলিতে পারে।

সূর্য্যার্ঘ

ইদমর্ঘ্যং (নমঃ) শ্রীসূর্য্যায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া সূর্য্যোদ্দেশে অর্ঘ বা সামান্য একটু জল দিবে। (দ্বিজাতিগণ "হ্রীং হংসঃ ইদমর্ঘ্যং ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা" বলিবেন)। অনন্তর তিনবার গায়ত্রী জপ করিয়া নিজ নিজ ইষ্টদেবতার উদ্দেশে তিনবার জল দিবে।

---

* দ্বিজাতিরা সকল স্থানেই প্রথমে নমঃ না বলিয়া ওঁ বলিবেন।

গায়ত্রী ধ্যান

প্রাতঃসন্ধ্যায়।

ওঁ উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ।
কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেঽম্বরে ॥১

মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় ধ্যান।

ওঁ শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাম্।
গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াম্ ॥২

সায়ংসন্ধ্যায় ধ্যান

ওঁ সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়াত্রীং সংস্মরেদ্ যতিঃ।
শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াম্।
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং, শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্।
বিভ্রতীং করপদ্মৈশ্চ বৃদ্ধাং গলিতযৌবনাং।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ ॥৩

ত্রিপুরা বিদ্যার ধ্যানে কিছু পার্থক্য আছে। তাহা দীক্ষা গুরুর নিকটে জানিয়া লইবে।

প্রাণায়াম

প্রথমে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দিয়া দক্ষিণ নাসিকা টিপিয়া বামহস্তে বীজমন্ত্র ৪বার জপ করিবে। দক্ষিণ নাসিকা সেই প্রকার টিপিয়া রাখিয়াই অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসিকাও টিপিয়া ধরিয়া ১৬বার বীজমন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর দক্ষিণ নাসিকা ছাড়িয়া দিয়া ৮বার বীজমন্ত্র জপ করিবে।

ঋষ্যাদিন্যাস

তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা নিজ মস্তক স্পর্শ করিয়া (নমঃ) অমুকঋষয়ে নমঃ বলিবে। মুখ স্পর্শ করিয়া (নমঃ) অমুকচ্ছন্দসে নমঃ বলিবে। হৃদয় স্পর্শ করিয়া (নমঃ) অমুকদেবতায়ৈ নমঃ বলিবে। যেখানে অমুক দেওয়া আছে সেই স্থানে অমুকের

পরিবর্ত্তে মন্ত্রের যে ঋষি, যে ছন্দঃ ও যে দেবতা, তাহার নাম উচ্চারণ করিবে। দ্বিজাতিগণ প্রথমের (নমঃ) স্থলে ওঁ বলিবেন।

করন্যাস

আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া দুই হাতেবই তর্জ্জনী দিয়া অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিবে। ঈং তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ * এই মন্ত্র বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তর্জ্জনী স্পর্শ করিবে। ঊং মধ্যমাভ্যাং নমঃ † এই মন্ত্র বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মধ্যমা স্পর্শ করিবে। ঐং অনামিকাভ্যাং নমঃ ‡ এই মন্ত্র বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অনামিকা স্পর্শ করিবে। ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ § এই মন্ত্র বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কনিষ্ঠা স্পর্শ করিবে। অঃ অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্র বলিয়া দুই হাত ঘুরাইয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দিয়া বাম হস্তের করতলে আঘাত করিবে।

অঙ্গন্যাস

পূর্ব্বের ন্যায়। (৭২ পৃঃ দেখ)।

ইষ্টমন্ত্র জপ

মনে মনে ইষ্ট-দেবদেবীর মূর্ত্তি ভাবিয়া গুরু, দেবতা ও মন্ত্র এই তিনটীকেই একরূপ মনে করিয়া ১৮বার, ১০৮ বার অথবা ১০০৮ বার (সাধ্যানুসারে) যথানিয়মে ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে।

জপ সমর্পণ

গণ্ডূষে বা কুশীতে জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে :—

(নমঃ) গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি, ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি ॥৪ †

---

* দ্বিজাতিরা নমঃ স্থলে স্বাহা, † নমঃ স্থলে বষট্ ‡ নমঃ স্থলে হুং, § নমঃ স্থলে বৌষট্ বলিবেন।

† পুরুষ দেবতা হইলে 'গোপ্ত্রী' স্থলে 'গোপ্তা', 'দেবি' স্থলে 'দেব' এবং সুরেশ্বরি' স্থলে 'সুরেশ্বর' বলিবে।

উপরোক্ত মন্ত্র বলিয়া ঐ জল দেবতার বাম হস্ত উদ্দেশে (পুরুষ দেবতা হইলে দক্ষিণ হস্ত উদ্দেশে এবং অনেক হস্ত হইলে নিম্নহস্ত উদ্দেশে) ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে, অনন্তর পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় প্রাণায়াম করিয়া ইষ্টদেবদেবীকে ও গুরুকে প্রণাম করিবে।

যদি কেহ সম্পূর্ণ সন্ধ্যা করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে ইষ্টদেবদেবীকে মনে মনে ধ্যান করিয়া ইষ্টমন্ত্র অন্ততঃ পক্ষে দশবার জপ করিবে।

দ্রষ্টব্য।—শূদ্র ও স্ত্রী অঙ্গন্যাস করিবার সময় "স্বাহা" বলিবে না, "নমঃ" বলিবে, "ওঁ" উচ্চারণ করিবে না। তর্পণ করিবার সময় নমঃ বলিবে। তান্ত্রিক সন্ধ্যা ব্রাহ্মণ, দ্বিজ, স্ত্রী, শূদ্র প্রভৃতি সকলেরই একরূপ, কেবল ওঁ ইত্যাদির উচ্চারণে কিছু প্রভেদ আছে; তাহাও লিখিত হইল।

জপের নিয়ম

জপ তিন প্রকার—বাচিক, উপাংশু ও মানস। বাচিক অপেক্ষা উপাংশু এবং উপাংশু অপেক্ষা মানস জপ শ্রেষ্ঠ। অপরে শুনিতে পায় এরূপ জপকে বাচিক; কেবল নিজে শুনিতে পাওয়া যায় এরূপ জপকে উপাংশু এবং জিহ্বা ও ওষ্ঠ চালনা না করিয়া মনে মনে জপকে মানস জপ বলে। বাচিক জপও উচ্চৈঃস্বরে করা নিষিদ্ধ। সংখ্যা না রাখিয়া জপ করিলে জপের ফল হয় না।

পুরুষ দেবতার মন্ত্র জপের নিয়ম ৫৫ পৃষ্ঠা ৫ পং দ্রষ্টব্য। স্ত্রী দেবতার মন্ত্র জপের নিয়ম।—দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্র পর্ব্ব দ্বারা যথাক্রমে অনামিকার মধ্য ও মূল পর্ব্ব; কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র পর্ব্ব; অনামিকার অগ্র পর্ব্ব, মধ্যমার অগ্র, মধ্য ও মূল পর্ব্ব এবং তর্জ্জনীর মূল পর্ব্ব ধরিয়া জপ করিলে ১০ বার জপ হইবে। এক একটী পর্ব্ব ধরিয়া এক একবার জপ করিবে। প্রত্যেক অঙ্গুলির পর্ব্ব অর্থাৎ পাব ধরিবে। গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট ও অগ্রভাগ ধরিবে না। জপের সময় অঙ্গুলি সমূহ সংযুক্ত থাকিবে, ফাঁক করিয়া রাখিবে না। প্রাতঃকালে হৃদয়ের নিকট চিৎ হাতে, মধ্যাহ্নে কাইৎ (হৃদয়াভিমুখ) হাতে এবং সায়ংকালে উপুড় হাতে বৈদিক মন্ত্র জপ কর্ত্তব্য। অন্যান্য জপ সর্ব্বদা কাইৎ

হাতে করিবে। জপকালে হস্তদ্বয় বস্ত্রাভ্যন্তরে রাখিবে। দ্বিজাতিগণ অঙ্গুষ্ঠে পৈতা জড়াইয়া লইবেন। দশবারের ন্যূন জপে কোন ফল হয় না। জপকালে কথা বলিবে না। ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জপ করিবে। অপরে যেন শুনিতে না পায় এইরূপে জপ করা কর্ত্তব্য।

তান্ত্রিক গায়ত্রী

[তন্ত্রসারে কথিত আছে শূদ্র ও স্ত্রী গায়ত্রী জপের পূর্ব্বে ঔঁ বলিয়া জপ করিবে। যথা—চতুর্দ্দশঃ স্বরো নাদ-বিন্দুভূষিতমস্তকঃ। শূদ্রস্য প্রণবো দেবি কথিতস্তন্ত্রবেদিভিঃ]॥

দক্ষিণাকালিকার—কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি।
তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ॥
(শ্মন্‌শব্দেন শবঃ প্রোক্তঃ শানং শয়নমুচ্যতে।
নির্ব্বচন্তি শ্মশানার্থং মুনে শব্দার্থকোবিদাঃ॥
মহান্ত্যপি চ ভূতানি প্রলয়ে সমুপস্থিতে।
শেরতেঽত্র শবা ভূত্বা শ্মশানস্তু ততো ভবেৎ॥ স্কন্দপুরাণ)।

দুর্গার—নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে, দুর্গায়ৈ ধীমহি।
তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ॥

জগদ্ধাত্রীর—মহাদেব্যৈ বিদ্মহে, দুর্গায়ৈ ধীমহি।
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥

সরস্বতীর—বাগ্‌দেব্যৈ বিদ্মহে, কামরাজায় ধীমহি।
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥

তারার—তারায়ৈ বিদ্মহে, মহোগ্রায়ৈ ধীমহি।
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥

অন্নপূর্ণার—ভগবত্যৈ বিদ্মহে, মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি।
তন্নোঽন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ॥

গণেশের—তৎপুরুষায় বিদ্মহে, বক্রতুণ্ডায় ধীমহি।
তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ॥

শিবের—তৎপুরুষায় বিদ্মহে, মহাদেবায় ধীমহি।
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ॥

কৃষ্ণের ও বিষ্ণুর—ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে, কামদেবায় ধীমহি।
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ॥

গোপালের—কৃষ্ণায় বিদ্মহে, দামোদরায় ধীমহি।
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ॥

রামের—দাশরথায় বিদ্মহে, সীতাবল্লভায় ধীমহি।
তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ॥

সূর্য্যের—আদিত্যায় বিদ্মহে, মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি।
তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ॥

ঋষ্যাদি

গণেশের—গণকঋষয়ে, নিচৃদ্ গায়ত্রীচ্ছন্দসে, গণেশদেবতায়ৈ।

শিবের—বামদেবঋষয়ে, পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে, ঈশানদেবতায়ৈ।

দুর্গার—নারদঋষয়ে, গায়ত্রীচ্ছন্দসে, দুর্গাদেবতায়ৈ।

জগদ্ধাত্রীর—দুর্গার ন্যায়।

কালীর—ভৈরবঋষয়ে, উষ্ণিক্‌ছন্দসে, দক্ষিণাকালিকা-দেবতায়ৈ।

বিষ্ণুর—সাধ্যনারায়ণ-ঋষয়ে, দৈবীগায়ত্রীচ্ছন্দসে, বিষ্ণুদেবতায়ৈ।

কৃষ্ণের—নারদঋষয়ে, বিরাড়্ গায়ত্রীচ্ছন্দসে, শ্রীকৃষ্ণদেবতায়ৈ।

রামের—ব্রহ্মঋষয়ে, গায়ত্রীচ্ছন্দসে শ্রীরামদেবতায়ৈ।

সূর্য্যের—দেবভাগঋষয়ে, গায়ত্রীচ্ছন্দসে, আদিত্যদেবতায়ৈ।

অন্নপূর্ণার—ব্রহ্মঋষয়ে, পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে, অন্নপূর্ণাদেবতায়ৈ।

জ্ঞাতব্য।—মুনি-ঋষিরা বহুকাল গবেষণা করিয়া যেমন দ্রব্যের গুণ স্থির করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহারা শব্দসমূহের পর্য্যালোচনা করিয়া দেবতাদিগের বীজ মন্ত্রের শুভফল নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। এই বীজ মন্ত্র ঐকান্তিকভাবে জপ করিলে শুভফল অনিবার্য্য, নিম্নে বরদাতন্ত্রে ষষ্ঠপটলে যাহা নির্দ্দেশ আছে, তাহার যথাযথ অর্থ দেওয়া হইল।

বীজমন্ত্রের অর্থ

শ্রীশিব উবাচ। মন্ত্রার্থং কথয়াম্যস্য শৃণুষ্ব পরমেশ্বরি। বিনা যেন ন সিধ্যেত্তু সাধনৈঃ কোটিশঃ শিবে। আদৌ প্রাসাদবীজস্য মন্ত্রার্থং শৃণু পার্ব্বতি॥

হৌং—হ্=শিব। ঔ=সদাশিব। ং=ক্লেশনিবারণ। সদা হিতকারী শিব আমার ক্লেশনিবারণ করুন।

হ্রীঁ—হ্=শিব। র্=প্রকৃতি। ঈ=মহামায়া। ‿=জগন্মাতা। ●= ক্লেশ-নিবারণ। শিবের শক্তি মহামায়া জগন্মাতা আমার ক্লেশ নিবারণ করুন।

হুঁ—হ্=শিব। উ=ভৈরব। ‿পরম। ●=ক্লেশনিবারণ। শিব যাঁহার ভৈরব, সেই পরমেশ্বরী আমার ক্লেশনিবারণ করুন।

ক্রীঁ—ক্=কালী। র্=ব্রহ্ম। ঈ=মহামায়া। ‿=বিশ্বমাতা। ●= ক্লেশনিবারণ। মহামায়া বিশ্বজননী কালী আমার ক্লেশ নিবারণ করুন।

শ্রীঁ—শ=মহালক্ষ্মী। র্=ধন। ঈ=তুষ্টি। ‿=পরম। ●=ক্লেশনিবারণ। পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী আমাকে ধন সম্পৎ ও সন্তোষ দিয়া আমার ক্লেশ নিবারণ করুন।

স্ত্রীঁ—স্=দুর্গোত্তারিণী। ত্=তারা। র্=মুক্তি। ঈ=মহামায়া। ‿=জগজ্জননী। ●=দুঃখহরণ। জগজ্জননী মহামায়া মুক্তিদাত্রী দুর্গতিহারিণী তারা আমার দুঃখ দূর করুন।

দুঁ—দ্=দুর্গা। উ=রক্ষা। ‿=জগজ্জননী। ●=করুন। হে বিশ্বমাতঃ দুর্গে, আমাকে রক্ষা করুন।

ঐং—ঐ=সরস্বতী। ং=দুঃখহরণ। দেবী সরস্বতী, আমার দুঃখ দূর করুন।

গং—গ=গণেশ। ং=দুঃখহরণ। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশ আমার দুঃখ দূর করুন।

ক্লীং—ক্=কৃষ্ণ বা কামদেব। ল্=সুরপতি ইন্দ্র বা ঐশ্বর্য্যশালী। ঈ= তুষ্টি। ং=সুখপ্রদ ও দুঃখহরণ। সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ বা কামদেব আমাকে সন্তুষ্ট আর সুখী করিয়া আমার দুঃখনাশ করুন।

ঃ—মন্ত্রে দুইটী বিন্দু থাকিলে, একটী বিন্দুর অর্থ দুঃখনাশন ও অন্যটীর অর্থ সুখ ও সুখপ্রদ।

বীজমন্ত্রের সংজ্ঞা

শক্তি—হ্রীং। অস্ত্র—ফট্। পৃথ্বী—লং। বরুণ—বং। অঙ্কুশ—ক্রোং। বায়ু—যং। কবচ—হুং। লজ্জা—হ্রীং। শাপহ—হ্রীং। পাশ—আং। ইন্দ্র—লং। প্রবন্ধ—শ্রীং হৌং। চন্দ্র—ঠং। বর্ম্ম—হুং। কূর্চ্চ—হূং। জয়দ—ঐং। প্রাসাদ—হৌং। রক্ষা—হুং। বাগ্‌ভব—ঐং। ভুবনেশী ও মায়া—হ্রীং। কাম—ক্লীং। শর্ম্মদ—ক্রীং ক্রীং।

তর্পণ বিধি

জলদান দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধনের নাম তর্পণ। দ্বিজাতিগণের ও শূদ্রগণের তর্পণ ব্যবস্থা বেদে ও পুরাণে সন্নিবিষ্ট আছে। ইদানীং বৈদিক তর্পণ কেহই করেন না, সেইজন্য কেবল পৌরাণিক তর্পণেরই ব্যবস্থা লিখিত হইল। তর্পণ দুইপ্রকার ; যথা—প্রধান ও অঙ্গ।

সন্ধ্যার ন্যায় নিত্য পিতৃযজ্ঞ স্বরূপ যে তর্পণ করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাকে প্রধান তর্পণ বলে, এবং স্নানাদি কর্ম্মে যে তর্পণ করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাকে অঙ্গ তর্পণ বলে।

দ্বিজগণের সন্ধ্যা যেরূপ নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত এবং তাহা না করিলে ব্রাহ্মণ্য নষ্ট হয়, সেইরূপ পিতৃযজ্ঞ তর্পণও একান্ত নিত্য কর্ত্তব্য, তাহা না করিলে অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে। নাস্তিকগণ প্রায়ই বলিয়া থাকেন, মৃতব্যক্তির উদ্দেশে কোন কিছু দান করিলে তিনি তাহা পান না, কিন্তু অভিনিবেশপূর্ব্বক আলোচনা করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, একথার কোন মূল্য নাই। কারণ স্থূলদেহেরই ধ্বংস হইয়া থাকে, সূক্ষ্ম দেহের ধ্বংস কখনও হয় না। সুতরাং পাঞ্চভৌতিক দেহক্ষয়ে পিতৃলোকে পিতৃপিতামহগণের আত্মার বিনাশ হয় না; সেই আত্মা এক্ষণে যে শরীরেই অবস্থান করুক না কেন, সেই শরীরেই

আমাদের এই হিন্দুশাস্ত্র সঙ্গত শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়া দ্বারা তিনি তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের সূক্ষ্মতম অংশ মন্ত্র বলে তাঁহার বর্ত্তমান দেহের আহার্য্যের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া তাঁহাদের তুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। সেইজন্যই তর্পণ আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য।

নিত্যনৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে স্নানও যেরূপ তিন প্রকার, সেইরূপ তর্পণও তিনপ্রকার। সন্ধ্যা যেমন নিত্য—প্রধান কর্ত্তব্য, তর্পণও সেইরূপ নিত্য—প্রধান কর্ত্তব্য। স্নানান্তে তর্পণ করিলে আর প্রধান তর্পণ করিতে হয় না, তবে একদিনে বহুতীর্থে বা গ্রহণাদি পর্ব্বে অনেকবার কাম্য স্নান হইতে পারে, তাহাতে প্রতি তীর্থেই পৃথক্ পৃথক্ তর্পণ করিতে হইবে। যাহাদের পিতা জীবিত আছেন অর্থাৎ জীবৎপিতৃক ব্যক্তির প্রেততর্পণ ভিন্ন অন্য তর্পণ করিতে নাই। অশুচিস্পর্শনিমিত্তক বা স্বেচ্ছাকৃত বহুবার স্নান করিলেও বহুবার তর্পণ করিতে হয় না। প্রত্যহ একবার করিয়া তর্পণ করিবে। স্ত্রীলোকের তর্পণে অধিকার নাই, কেবল বিধবা স্ত্রীলোকগণ পুত্র পৌত্রাদির অভাবে স্বামী, শ্বশুর ও শ্বশুরের পিতার এই তিন পুরুষের তর্পণ করিতে পারেন।

স্নানাঙ্গতর্পণ স্নানান্তে করা কর্ত্তব্য হইলেও, যদি তখন সন্ধ্যার কাল সমুপস্থিত হয়, তাহা হইলে সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণ সূর্য্যোপস্থানের পর এবং যজুঃ ও ঋক্‌বেদীয় ব্রাহ্মণগণ সূর্য্যার্ঘের পূর্ব্বে গায়ত্রী জপবিসর্জ্জনের পরে তর্পণ করিবে। তর্পণ অর্থাৎ প্রধান তর্পণ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার অনুষ্ঠানকালে উল্লিখিত সময়ে করিতে হয়। বৃষ্টিযুক্ত জল দ্বারা বা বৃষ্টি পতন সময়ে তর্পণ করিতে নাই। জলে তিল-তর্পণকালে বাম হস্তের লোমশূন্যস্থানে বস্ত্রোপরি তিল রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা অথবা কেবল অঙ্গুষ্ঠ বা তর্জ্জনী দ্বারা তিল লইয়া তর্পণ করিবে। পরিধেয় বস্ত্রে তিল রাখিতে নাই।

রবি ও শুক্রবারে, সপ্তমী, দ্বাদশী তিথিতে শ্রাদ্ধদিনে ও জন্মদিনে তিলতর্পণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। কিন্তু অমাবস্যানিমিত্তক শ্রাদ্ধে, সংক্রান্তিদিনে ও গ্রহণকালে, গঙ্গা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার তীর্থস্থানে, বৃষোৎসর্গে, যুগাদ্যায়, মৃতাহে ও প্রেতপক্ষে নিষিদ্ধ দিনেও তিলতর্পণ করিতে পারা যায়। তর্পণের জল প্রাদেশ প্রমাণ

ঊর্দ্ধ হইতে জলেই নিক্ষেপ করিবে। তর্পণ স্থলে করিলে তাম্রপাত্রে তিল রাখিবে এবং তাম্রাদি পাত্রে বা কুশের উপর তর্পণের জল ফেলিবে। সুবর্ণ, রজত বা কুশ নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক ধারণ করিয়া তর্পণ করিবে।

উদ্ধৃত জলে পিতৃ তর্পণ করিলে জলের সহিত তিল মিশাইয়া লইবে। অন্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তে দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ ও মনুষ্যতর্পণ করিবে। তর্পণকালে তাম্রাদিপাত্র ব্যবহার করিলে উহা হাতের মধ্যেই রাখিবে।

তর্পণকালে তাম্র, রৌপ্য বা সুবর্ণপাত্র (আট আঙ্গুলের কম না হয়) ব্যবহার করা যায়। দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ ও মনুষ্য তর্পণকালে তিল ব্যবহার নিষিদ্ধ। ইচ্ছা হইলে যব ব্যবহার করিতে পারা যায়। চন্দনযুক্ত জলে তর্পণ করিলে বিশিষ্ট ফল হইয়া থাকে। পৌরাণিক তর্পণ শূদ্র ও দ্বিজাতির সকলের পক্ষেই একপ্রকার। পৌরাণিক তর্পণে যজুর্ব্বেদী ও ঋগ্বেদীব্রাহ্মণকে আবাহনে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে হয় না।

দৈবাদিতীর্থ

১। দৈবতীর্থ—অঙ্গুলীর অগ্রভাগের নাম দৈবতীর্থ।

২। ব্রাহ্মতীর্থ—অঙ্গুষ্ঠের মূলের নাম ব্রাহ্মতীর্থ।

৩। পিতৃতীর্থ—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যভাগের নাম পিতৃতীর্থ।

৪। প্রজাপতিতীর্থ বা কায়তীর্থ—কনিষ্ঠার মূলের নাম কায়তীর্থ।

যজ্ঞসূত্র বা উত্তরী ধারণ

১। যজ্ঞসূত্র বা উত্তরীয় মালার ন্যায় গলদেশে ধারণ করার নাম নিবীতী।

২। যজ্ঞসূত্র বা উত্তরীয়কে দক্ষিণ স্কন্ধে রাখার নাম প্রাচীনাবীতী।

৩। যজ্ঞসূত্র বা উত্তরীয়কে যথানিয়মে বাম স্কন্ধে রাখার নাম উপবীতী।

ত্রিবেদীয় তর্পণ

(পদ্মপুরাণোক্ত তর্পণ)

দেবতর্পণ

স্নানান্তে পূর্ব্বমুখে সিক্তবস্ত্রে নাভিমাত্র জলে দাঁড়াইয়া অথবা শুষ্ক বস্ত্র

পরিধানপূর্ব্বক এক পা জলে ও এক পা স্থলে রাখিয়া উপবেশনপূর্ব্বক উপবীতী হইয়া পূর্ব্বলিখিত নিয়মে তিলকধারণ, শিখাবন্ধন, আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিবে। অন্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তে (দক্ষিণ হস্ত ও বাম হস্ত জোড় করিয়া) দৈবতীর্থ দ্বারা (অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা) নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রত্যেককে এক একবার শুদ্ধ (তিল ব্যতিরেকে) জল দিবে।

(ওঁ) ব্রহ্মা তৃপ্যতাং, (ওঁ) বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং, (ওঁ) রুদ্রস্তৃপ্যতাং, (ওঁ) প্রজাপতিস্তৃপ্যতাম্ ॥১

সামবেদী ও যজুর্ব্বেদীয়গণ ঐরূপ করিবেন, কিন্তু ঋগ্‌বেদীয়া "তৃপ্যতাং" স্থলে "তৃপ্যতু" বলিবেন।

তৎপরে ঐরূপে অন্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তের দৈবতীর্থ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া এক অঞ্জলি শুদ্ধ জল প্রদান করিবে। যথা—

(ওঁ) দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্ দীয়তে সলিলং ময়া ॥২

মনুষ্যতর্পণ

অতঃপর দক্ষিণাবর্ত্তে উত্তরমুখ ও নিবীতী হইয়া (যজ্ঞসূত্র বা উত্তরীয় মালার ন্যায় করিয়া) সামবেদী ব্রাহ্মণেরা পশ্চিমমুখ হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে অন্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তের কায়তীর্থ দ্বারা দুই অঞ্জলি শুদ্ধ জল প্রদান করিবে। যথা—

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা ॥৩

ঋষিতর্পণ

পরে পুনর্ব্বার দক্ষিণাবর্ত্তে পূর্ব্বাভিমুখ ও উপবীতী হইয়া অন্বারব্ধ দক্ষিণ

হস্তের দৈবতীর্থ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি শুদ্ধ জল দিবে। যজুর্ব্বেদী ও সামবেদী ব্রাহ্মণগণ এইরূপ পাঠ করিবেন, ঋগ্-বেদী ব্রাহ্মণগণ "তৃপ্যতাং" স্থলে "তৃপ্যতু" বলিবেন।

(ওঁ) মরীচিস্তৃপ্যতাম্। (ওঁ) অত্রিস্তৃপ্যতাম্। (ওঁ) অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাম্। (ওঁ) পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাম্। (ওঁ) পুলহস্তৃপ্যতাম্। (ওঁ) ক্রতুস্তৃপ্যতাম্। (ওঁ) প্রচেতাস্তৃপ্যতাম্। (ওঁ) বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাম্। (ওঁ) ভৃগুস্তৃপ্যতাম্। (ওঁ) নারদস্তৃপ্যতাম্॥৪

দিব্যপিতৃতর্পণ

তারপর বামাবর্ত্তে দক্ষিণাভিমুখ প্রাচীনাবীতী হইয়া দুই হস্তে অঞ্জলি করিয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্র সমূহের এক একটী পাঠ করিয়া প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে।

(ওঁ) অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
(ওঁ) সৌম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ ,, ,, ,,
(ওঁ) হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ ,, ,, ,,
(ওঁ) উষ্মপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ ,, ,, ,,
(ওঁ) সুকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ ,, ,, ,,
(ওঁ) বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ ,, ,, ,,
(ওঁ) আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ ,, ,, ,,

যজুর্ব্বেদী ও সামবেদীরা উক্তরূপে করিবেন এবং ঋগ্‌বেদীরা "তৃপ্যন্তাং" স্থলে "তৃপ্যন্ত্বেতৎ" বলিবেন। গঙ্গাজল বা অন্য কোন তীর্থজল দ্বারা তিলতর্পণ করিলে 'সতিলগঙ্গোদকং' ইত্যাদি বলিতে হইবে॥৫

যমতর্পণ

দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া দাঁড়াইয়া "এতৎ সতিলোদকং (ওঁ) যমায় নমঃ" এইরূপ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পিতৃতীর্থ দ্বারা প্রত্যেক নামে তিন অঞ্জলি সতিল জল দান করিবে।

(ওঁ) যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ।।৬

ভীষ্মতর্পণ

এই তর্পণ ভীষ্মাষ্টমী অর্থাৎ মাঘী শুক্লাষ্টমীতেই করিতে হয়। অন্যান্য জাতি যথাক্রমে লিখিত পদ্ধতি অনুসারে এবং ব্রাহ্মণেরা বর্ণজ্যেষ্ঠ বলিয়া পিতৃতর্পণের পরে করিবেন।

(ওঁ) বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃত্য-প্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে।।৭

এই মন্ত্র একবার পাঠ করিয়া উক্তরূপে এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে। যথা—

(ওঁ) ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াম্।।৮

পিতৃলোকের আবাহন

দক্ষিণাভিমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া আবাহন করিবে।

(ওঁ) আগচ্ছন্তু মে পিতরঃ ইমং গৃহ্ণন্ত্বপোঽঞ্জলিম্।।৯

---

* এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া তর্পণ প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত, কিন্তু ইহার প্রত্যেক নাম বলিয়া তিন অঞ্জলি জল প্রদান শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। আশ্বিনী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতেই এই মন্ত্রে তর্পণ করিবে। অন্যদিনে এই মন্ত্রে তর্পণ করিতে হয় না। ভবিষ্য-পুরাণে ইহার নিষিদ্ধ প্রমাণ আছে। যথা—

যাং কাঞ্চিৎ সরিতং প্রাপ্য কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশীম্।
যমুনায়াং বিশেষেণ নিয়তং তর্পয়েদ্ যমান্॥

পিতৃতর্পণ

যজুর্ব্বেদী দ্বিজাতি ও শূদ্রের পক্ষে।—

যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণগণ ও যজুর্ব্বেদানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠাতা দ্বিজাতি ও অন্য বর্ণসকল, মৃত পিতৃপুরুষের গোত্র, সম্বন্ধ ও নাম উল্লেখপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া তিন তিন অঞ্জলি সতিল জলদানপূর্ব্বক তর্পণ করিবে। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহী, ও বৃদ্ধপ্রমাতামহী—এই দ্বাদশ জনের প্রত্যেককে ও যাহাদের শ্রাদ্ধের অধিকারিতা আছে তাহাদিগকে, এবং অন্য বন্ধু বান্ধবদিগের তর্পণ করা কর্ত্তব্য। যাহাদের তর্পণ করা যাইতে পারে, তাহাদের মধ্যে যদি কেহ জীবিত বা প্রেতীভূত হয়, তাহা হইলে তাহার তর্পণ না করিয়া অন্য সকলের তর্পণ করিবে এবং ঊর্দ্ধতন ব্যক্তিকে ধরিয়া দ্বাদশসংখ্যা পূরণ করিবে। পিতৃকুলের ও মাতামহকুলের মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে তর্পণ করা একান্ত আবশ্যক।

(বিষ্ণুরোম্) অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ তৃপ্যস্ব, এতত্তে সতিলোদকং (স্বধা)। এই মন্ত্র বলিয়া তিনবার সতিল জল দিবে, মন্ত্রও ৩ বার পড়িবে।

(বিষ্ণুরোম্)	অমুকগোত্র	পিতামহ	…৩ অঞ্জলি
”	”	প্রপিতামহ	… ”
”	”	মাতামহ	… ”
”	”	প্রমাতামহ	… ”
(বিষ্ণুরোম্)	অমুকগোত্র	বৃদ্ধপ্রমাতামহ	…৩ অঞ্জলি
”	অমুকগোত্রে মাতঃ অমুকদেবি		… ”
”	”	পিতামহি	… ”
”	”	প্রপিতামহি	… ”
”	”	মাতামহি	…১ অঞ্জলি

(বিষ্ণুরোম্)	”	প্রমাতামহি	···১ অঞ্জলি
”	”	বৃদ্ধপ্রমাতামহি	··· ”

এইরূপে অন্য বন্ধু-বান্ধবগণের তর্পণ করিতে হয়। ক্ষত্রিয়েরা ‘দেবশর্ম্মন্’ স্থলে ‘ত্রাতৃবর্ম্মন্’ ও বৈশ্যেরা ‘দত্তভূতে’ বা ‘গুপ্তভূতে’ বলিবে এবং শূদ্রেরা ‘বিষ্ণুরোম্’ স্থলে ‘বিষ্ণুর্নমঃ’ ও ‘দেবশর্ম্মন্’ স্থলে পদবীর সহিত ‘দাস’ যেমন (ঘোষদাস ইত্যাদি), এবং দেবি স্থলে দাসি এবং ‘স্বধা’ স্থলে ‘নমঃ’ বলিয়া তর্পণাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবে। ১০

পিতৃতর্পণ—সামবেদী ব্রাহ্মণের পক্ষে।

বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা। এই মন্ত্র বলিয়া তিন অঞ্জলি সতিল জল দিবে। মন্ত্রও ৩ বার পড়িবে। ১১

এই প্রকারে পিতামহাদির তর্পণ করিবে।

পিতৃতর্পণ—ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণের পক্ষে।

বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রং পিতরং অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি এতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ। এইরূপ মন্ত্র বলিয়া ৩ অঞ্জলি সতিল জল দিবে। মন্ত্রও ৩ বার পড়িবে।

এইরূপে যথাক্রমে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধপ্রমাতামহীর তর্পণ করিবে। প্রত্যেককে তিন অঞ্জলি করিয়া জল দিবে, কেবল মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহীকে ১ অঞ্জলি করিয়া সতিল জল দিবে এবং অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবগণের নাম গোত্রাদি উল্লেখ করিয়া এক এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে। ১২

ব্রাহ্মণেরা এই সময় ভীমাষ্টমীতে পূর্ব্বোক্ত ভীষ্মতর্পণ এবং তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে।

(ওঁ) যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥ ১৩

রামতর্পণ

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিন অঞ্জলি সতিল জল দিয়া তর্পণ করিবে।

(ওঁ) আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ।
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥ ১৪

লক্ষ্মণতর্পণ

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিন অঞ্জলি সতিল জল দিয়া তর্পণ করিবে। রামতর্পণ করিতে অক্ষম হইলেও লক্ষ্মণ তর্পণ অবশ্য কর্ত্তব্য।

(ওঁ) আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু॥ ১৫

বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক

অতঃপর স্থলে উঠিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া সতিল বস্ত্র-নিষ্পীড়ন জল একবার ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে।

ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্র-নিষ্পীড়নোদকম্॥ ১৬

তারপর পুনরায় জলে নামিয়া—

পিতৃস্তুতি

কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া পিতৃস্তুতি করিবে।

(ওঁ) পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥ ১৭

পিতৃনমস্কার

ওঁ পিতৃন্নমস্তে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ, স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং, বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু ॥১৮

কালাশৌচে কেবল প্রেততর্পণ করিবে, অন্য কোন তর্পণ করিবে না।

সামবেদী প্রেততর্পণ :—ওঁ অমুকগোত্রং প্রেতং অমুকদেবশর্ম্মাণং সতিলোদকেন তর্পয়ামি (১ বার)।

ঋগ্বেদী প্রেততর্পণ :—(ওঁ) অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে সতিলোদকম্ (১ বার)।

যজুর্ব্বেদী প্রেততর্পণ :—(ওঁ) অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তে সতিলোদকং তৃপ্যস্ব (১ বার)।

এইরূপ বাক্য বলিয়া প্রেতোদ্দেশে এক অঞ্জলি জল দিবে। শূদ্রপক্ষে 'ওঁ' স্থলে 'নমঃ' এবং 'অমুকদেবশর্ম্মন্' স্থলে 'অমুকদাস' বলিবে।

ফলাতিরিক্ত কামনায় প্রত্যেককে ৩ বারও সতিল জল দিতে পারেন।

গঙ্গায় অস্থিপ্রক্ষেপ প্রয়োগ

স্নানান্তে আচমন করিয়া উত্তরাভিমুখে কুশতিল জলাদি গ্রহণ করিয়া সংকল্প করিবে। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য এতদস্থিসমসংখ্যকবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্নস্বর্গাধিকরণক-মহীয়মানত্বকামো অমুকস্য এতান্যস্থিখণ্ডানি গঙ্গায়াং প্রক্ষিপামি" এইরূপ সংকল্পান্তে প্রাচীনাবীতী হইয়া অস্থিগুলি পঞ্চগব্যে সিক্ত করিয়া স্বর্ণ, মধু, তিল ও গব্যঘৃত সহযোগে মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ করিয়া দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিবে। তৎপরে দক্ষিণ দিক্ অবলোকন করতঃ "ওঁ নমোঽস্তু ধর্ম্মায়" এই মন্ত্রোচ্চারণানন্তর জলে নামিয়া "স মে প্রীতো ভবতু" বলিয়া পিতৃতীর্থের দ্বারা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবে। তদনন্তর স্নান করিয়া তীরে উঠিয়া সূর্য্যদেবকে দেখিয়া দক্ষিণা দান করিবে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূজাবিধি

ব্রাহ্মণগণের বিষ্ণু ও শিবপূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রাতঃসন্ধ্যা ও তর্পণাধিকারী তর্পণ পর্য্যন্ত শেষ করিবার পর বিষ্ণু ও শিবপূজা করিবেন। যাঁহারা দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা শিবপূজা করিবার পর গুরু ও নিজ নিজ ইষ্ট দেব-দেবীর পূজা করিবেন। নারায়ণ ও বাণেশ্বর কিংবা প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের উপর স্ব স্ব ইষ্টদেব-দেবীর পূজা করা চলিতে পারে। যদি শিব না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিষ্ণুর উপর শিব প্রভৃতি সকল দেব-দেবীর পূজা করিবেন। যাঁহারা দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা যদি পার্থিব (মৃত্তিকা নির্ম্মিত) শিব সংগ্রহ করিতে না পারেন, তাহা হইলে বাণেশ্বরের কিংবা বিষ্ণুর উপর শিবপূজা করিবেন।

পূজা কার্য্যে সর্ব্বাগ্রে ভূতশুদ্ধি না করিয়া অন্য কোন পূজায় অধিকার হয় না, বা পূজা জন্য কোন ফললাভ হয় না। যে সকল দেব-দেবীর স্থাপিত মূর্ত্তি, ঘট বা পট থাকে, সেই সকল দেবতার অর্চ্চনা করিতে হইলে তত্তৎ মূর্ত্তি প্রভৃতির উপর পূজা করিবে। প্রতিমা, ঘট, পট, যন্ত্র, শালগ্রাম প্রভৃতি না থাকিলে জলের উপর সকল দেব-দেবীর পূজা করা চলিতে পারে। প্রতিষ্ঠিত ঘটাদি ও নারায়ণ পূজা করিবার সময় আবাহন করিবার আবশ্যক হয় না। পার্থিব শিবলিঙ্গের উপর শিবপূজা ভিন্ন অন্য কোন দেব-দেবীর পূজা করা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। শিবপূজা উত্তরাভিমুখে এবং অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে বসিয়া করা যাইতে পারে।

স্ত্রীদেবতার পূজা করিবার সময় তুলসী ব্যবহার করিবে না। শিবকে কেবল তিনটি তুলসী দিয়া পূজা করা যাইতে পারে, গণেশপূজায় তুলসী এবং সূর্য্যদেবের পূজায় বিল্বপত্র ব্যবহার করিবে না। পর্য্যুষিত বা বাসি ফুলে কোন পূজা চলে না, নারায়ণপূজায় রক্তপুষ্প বা যন্ত্রপুষ্প ব্যবহার করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

নিত্য-কর্ত্তব্য পূজায় পুষ্পাদি না থাকিলে কেবল জল দিয়া পূজা করিলেও পূজা সিদ্ধ হইবে।

সকল প্রকার নিত্য দেব-দেবার পূজা যদি পূর্ব্বাহ্নে সম্ভাবিত না হয়, তাহা হইলে যখন যখন সময় হইবে তখনই পূজা করিবে। অসময়ে পূজা করিলে ফলের কিছু ন্যূনতা হয় বটে, কিন্তু সেজন্য অকরণ জন্য কোন দোষ হইবে না।

উপনীত ব্রাহ্মণ ব্যতীত প্রতিমা ও শালগ্রাম পূজার অধিকার কাহারও নাই। স্ত্রী ও শূদ্রাদির শালগ্রাম পূজায় কোন অধিকার নাই। তাহারা তাহাদের ইষ্টদেব-দেবীর পূজা পটে ঘটে মূর্ত্তিতে বা জলে সম্পন্ন করিবে।

যদিও পূজার চতুঃষষ্টি, ষট্‌ত্রিংশৎ, অষ্টাদশ, ষোড়শ, দশ, পঞ্চ প্রভৃতি ভেদে উপচার নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু যখন যেরূপ সম্ভব হইবে, তখন সেইরূপ উপচারে পূজা করিলেও সিদ্ধ হইবে। কোন উপচারের অভাব হইল বলিয়া পূজায় প্রত্যবায় হইবে এইরূপ মনে করিবে না।

আসন :—কাষ্ঠাসনে বসিয়া পূজা করিতে নাই। কুশাসন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কৃষ্ণাজিন বা কম্বল আসন পূজায় প্রশস্ত। পূজা করিতে বসিয়া সর্ব্বাগ্রে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, নবগ্রহ, দশদিক্‌পাল এবং সর্ব্বদেব-দেবীর পূজা সমাপন করিবার পর ইষ্টপূজা করিবে। যদিও পঞ্চদেবতার পূজার সময় শিবপূজা ও বিষ্ণুপূজা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা হইলেও মঙ্গলার্থী ব্যক্তিগণ পুনরায় পৃথক্ ভাবে শিব ও বিষ্ণুর পূজা করিবেন, না করিলে নিত্য পূজার কোন ফল হয় না। বিষ্ণুপূজাদি করিবার সময় মধুপর্কে নারিকেলের জল দিবে না ; নারিকেলের জল দেওয়া কেবল বীরাচারীদের পূজায় বিধি আছে। বিষ্ণু বা তাঁহার অবতারগণকে বিল্বপত্র প্রদান করিবে না।

পূজার সাধারণ পদ্ধতি

পূজার ক্রম—পূজা করিতে হইলে অগ্রে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, গন্ধাদি-অর্চ্চন, নারায়ণাদি অর্চ্চনা, স্বস্তিবাচন, সঙ্কল্প, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, গুরুপঙ্‌ক্তি প্রণাম,

করশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, ভূতাপসারণ, দিগ্বন্ধন, ভূতশুদ্ধি, ন্যাস, প্রাণায়াম ও মানস পূজাদি, গণেশাদি পঞ্চদেবতা [গণেশ, সূর্য্য বিষ্ণু, শিব, দুর্গা], নবগ্রহ, দশদিক্পাল, সর্ব্বদেবদেবীর ও পীঠপূজা (গন্ধপুষ্পদ্বারা বা পঞ্চোপচারে পূজা) করিয়া পুনর্ধ্যান আবাহন ও প্রধান পূজা কর্ত্তব্য। একাসনে বসিয়া অনেকগুলি দেবদেবীর পূজা করিতে হইলে আচমনাদি ও পঞ্চদেবতাদির পূজা একবার করিলেই চলিবে; নারায়ণাদি নিত্যপূজায় অনেকেই ন্যাসাদি করেন না। এবং সঙ্কল্প করিবার আবশ্যক নাই। সকল সম্প্রদায়েরই প্রথমে শিবপূজা কর্ত্তব্য।

একটী প্রদীপ জ্বালিয়া শুদ্ধ আসনে পূর্ব্বাভিমুখে বসিয়া—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। এই মন্ত্র বলিয়া আচমনের নিয়মানুসারে আচমন করিবে। অনন্তর একটী অর্ঘ সাজাইয়া কুশীর মধ্যে জল সহ ঐ অর্ঘ্যটী গ্রহণ করিয়া দুই হাতে ঐ কুশীটীকে ধরিয়া—এষোঽর্ঘ্যঃ ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্, ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে, সবিত্রে কর্ম্মদাদিনে॥ নমঃ ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

এই প্রকারে একটী সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া "ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিবে।

গন্ধাদির অর্চ্চনা

কোন দ্রব্যের পূজা না করিয়া দেবতাকে উৎসর্গ করিতে নাই, করিলে তাহা অসুরদিগের ভোগ্য হয়, দেবতারা উহা গ্রহণ করেন না। প্রথমে "বং এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ" তিনবার বলিয়া গন্ধাদির উপর তিনবার জলের ছিটা দিয়া পরে গন্ধপুষ্প লইয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৎসম্প্রদানেভ্যঃ পূজনীয়দেবতাভ্যো নমঃ" বলিয়া এক একটী গন্ধপুষ্প প্রক্ষেপ করিবে।

নারায়ণাদির অর্চ্চনা

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে এক একটী গন্ধপুষ্প প্রক্ষেপ করত নারায়ণাদির

অর্চ্চনা কর্ত্তব্য, যথা এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।

স্বস্তিবাচন

তৎপরে চন্দনমিশ্রিত কিছু চাউল হাতে লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া স্বস্তিবাচন করিবে।

"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুককর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" এই মন্ত্র তিনবার বলিয়া যজমান ব্রাহ্মণদ্বারা (পুরোহিতাদির দ্বারা) 'ওঁ পুণ্যাহং' এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করাইয়া তণ্ডুল ছড়াইবে। অন্য ব্রহ্মাণের অভাবে কর্ম্মকর্ত্তা ব্রাহ্মণ হইলে "পুণ্যাহং" ইত্যাদি মন্ত্র স্বয়ং পাঠ করিবেন। পুনরায় আতপতণ্ডুল লইয়া "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুককর্ম্মণি ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু" তিনবার বলিয়া ঐরূপ ব্রাহ্মণ-দ্বারা "ওঁ ঋদ্ধ্যতাং" এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করাইয়া তণ্ডুল ছড়াইবে। পরে "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুককর্ম্মণি স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু" তিনবার বলিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা "ওঁ স্বস্তি" এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করাইয়া আতপতণ্ডুল ছড়াইবে। ইহা যজুর্ব্বেদীদিগের পক্ষে। ঋগ্বেদী ও সামবেদী ব্রাহ্মণগণ প্রথমে "পুণ্যাহং··· ব্রুবন্তু" পরে "স্বস্তি······ব্রুবন্তু" তৎপরে "ঋদ্ধিং······ব্রুবন্তু" এইরূপ ক্রমে বলিবেন। পরে যজমান ব্রতী ব্রাহ্মণদিগের সহিত (অভাবে একাকী) স্বস্তি সূক্তাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন।

সামবেদী স্বস্তিসূক্ত

ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্॥

ঋগ্বেদী স্বস্তিসূক্ত

ওঁ স্বস্তিনো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ, স্বস্তি দেব্যদিতিরণর্ব্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ, স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা॥

ওঁ স্বস্তয়ে বায়ুমুপব্রবামহৈ, সোমং স্বস্তি ভুবনস্ত যস্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে, স্বস্তয়ে আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ ॥

ওঁ বিশ্বেদেবা নো অস্থা স্বস্তয়ে, বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবা অবন্তু ভবঃ স্বস্তয়ে, স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ ॥

ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণাঃ, স্বস্তি পথ্যে রেবতি।
স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ, স্বস্তিনো অদিতে কৃধি ॥
ওঁ স্বস্তি পন্থামনুচরেম, সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব।
পুনর্দ্দতা ঘ্নতা, জানতা সঙ্গমেমহি ॥

ওঁ স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং, মহদ্ভূতং বায়সং দেবতানাম্। অসুরঘ্ন-মিন্দ্রসখং সমৎসু, বৃহদ্‌যশো নাবমিবা রুহেম ॥

ওঁ অংহো মুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ, স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যম্। প্রযতপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে, স্বস্তিসম্বাধেষ্বভয়ং নো অস্তু ॥

যজুর্ব্বেদী স্বস্তিসূক্ত

ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে। প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে। নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে। বসো মম ॥

পরে সর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণই এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তিনো বৃহস্পতির্দ্দধাতু ॥ ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ॥

এইরূপে সকলে স্ব স্ব বেদোক্ত মন্ত্র বলিয়া হস্তস্থিত ঐ চন্দন মিশ্রিত চাউল তাম্রপাত্রে তিনবার ফেলিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে।

ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা।
পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ ॥
ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্।
ওঁ তৎসৎ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু ॥

সকল বেদীয় ব্রাহ্মণই কেবল 'ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ' এই স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিলেও চলিবে।

শূদ্রের স্বস্তিবাচন

নমঃ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুকপূজাকর্ম্মণি স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু (৩ বার বলিবে), পুরোহিত ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি বলিবেন। অনন্তর পুরোহিত ঘণ্টাধ্বনি সহকারে স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিয়া আতপতণ্ডুল নিক্ষেপ করিবেন। স্ত্রী ও শূদ্র স্বস্তি-সূক্ত মন্ত্র পাঠ না করিয়া নমঃ নমঃ বলিবেন।

সঙ্কল্পবিধি

তদনন্তর উত্তরমুখ হইয়া দক্ষিণজানু ভূমিতে স্পর্শ করাইয়া কুশ-তিল-ফল-পুষ্পসহ জলপূর্ণ তাম্রপাত্র বামহস্তে গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন করিয়া সঙ্কল্প করিবে। সঙ্কল্প করিতে হরীতকীই প্রশস্ত, তদভাবে রম্ভা দিবে, কিন্তু সুপারি কদাচ দিবে না। জলাশয়, উপবন ও কূপপ্রতিষ্ঠাকালে পূর্ব্বমুখ হইয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকফলপ্রাপ্তিকামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) অমুককর্ম্ম (ব্রতং বা পূজনং ইত্যাদি কর্ম্মের উল্লেখ করিবে) অহং করিষ্যে।" (বলা বাহুল্য যে "অমুক" এই কথা স্থলে নিজ নাম প্রভৃতি উল্লেখ করিবেন, কৃষ্ণে বা শুক্লে পক্ষে পঞ্চম্যাস্তিথৌ এইরূপ বলিবেন। আর পরার্থে সঙ্কল্প করিতে হইলে এইরূপ হইবে; উদাহরণ—যেখানে কাশ্যপগোত্র শ্রীরমানাথদেব শর্ম্মা পুরোহিত আর যজমান বাৎস্যগোত্র শ্রীকালীপদদেবশর্ম্মা, সেখানে পুরোহিত বিষ্ণুরোম্···অমুকতিথৌ কাশ্যপগোত্রঃ শ্রীরমানাথদেবশর্ম্মা বাৎস্যগোত্রস্য অমুক-ফলপ্রাপ্তিকামস্য শ্রীকালীপদদেবশর্ম্মণঃ···করিষ্যামি" এইরূপ বলিবেন)। এই নিয়মে সঙ্কল্প করিয়া পাত্রস্থ জলের কিঞ্চিৎ ঈশানকোণে ভূমিতে ফেলিয়া অবশিষ্ট জল তাম্রকুণ্ডের উপর উপুড় করিয়া রাখিয়া স্বশাখোক্ত সূক্ত পাঠ করিবেন। সঙ্কল্প সূক্ত যথা।

সামবেদীয় সংকল্পসূক্ত

ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ, পূর্ণাং বিবষ্ট্যাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্ব মাদিদ্বো দেব ওহতে ॥

যজুর্ব্বেদীয় সঙ্কল্পসূক্ত

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদেতি দৈবং, তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি। দূরং গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং, তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥

ঋগ্‌বেদীয় সংকল্পসূক্ত

ওঁ যা গুঙ্গূর্য্যা সিনীবালী, যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রাণীমহ্ব উতয়ে, বরুণানীং স্বস্তয়ে ॥

পরে—'ওঁ সঙ্কল্পিতার্থাঃ সিদ্ধাঃ সন্তু' এই বলিয়া আবশ্যক থাকিলে ঘটস্থাপন করিবে। নারায়ণাদি নিত্যপূজায় ঘটস্থাপন স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্পের আবশ্যক নাই।

সামান্যার্ঘ্য

মাটিতে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার উপর একটী গোলাকার এবং তাহার উপরেই একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া চন্দন মিশ্রিত তণ্ডুল হস্তে লইয়া "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ" এই সকল মন্ত্রে অর্চ্চনা করিয়া 'ফট্' এই মন্ত্র বলিয়া কোশা প্রক্ষালনপূর্ব্বক তাহার উপর রাখিবে। অনন্তর 'ওঁ' এই মন্ত্র বলিতে বলিতে তিনবার জল দিয়া কোশা পূর্ণ করিবে। অতঃপর কোশার অগ্রভাগে একটী অর্ঘ স্থাপন করিয়া "ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" এই সকল মন্ত্র বলিতে বলিতে গন্ধপুষ্প দিয়া পরে অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে জল শুদ্ধ করিবে—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

এই মন্ত্রে তীর্থাবাহন করিয়া "ওঁ" এই মন্ত্রে জলে গন্ধপুষ্প দিয়া বং মন্ত্র বলিয়া

ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ 'ওঁ' এই মন্ত্র অর্ঘ্যের উপর দশবার জপ করিবে।

উপর্য্যুক্ত মন্ত্রে জলশুদ্ধি করিয়া এবং সেই জল পূজার জন্য যে সকল দ্রব্য আছে সেই সকল দ্রব্যের উপর ও নিজ মস্তকে সামান্য পরিমাণে ছিটাইবে।

আসনশুদ্ধি

অতঃপর সচন্দন একটী ফুল হাতে লইয়া—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং আধারশক্তি-কমলাসনায় নমঃ। এই মন্ত্র বলিয়া আসনের উপর ফুলটী নিক্ষেপপূর্ব্বক আসন স্পর্শ করিয়া—

আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥

এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে করযোড়ে (বামে) ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ, (দক্ষিণে) ওঁ গণেশায় নমঃ, (ঊর্দ্ধে) ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, (অধঃ) ওঁ অনন্তায় নমঃ, (মধ্যে) ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ বলিবেন।

করশুদ্ধি

গন্ধপুষ্প লইয়া "ঐং বং অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে দুই হস্তে পেষণ করিয়া বামে নিক্ষেপপূর্ব্বক গঙ্গাজলের ছিটা দিতে হয়।

পুষ্পশুদ্ধি

পুষ্পপাত্রস্থিত পুষ্প সকলের উপর হাত রাখিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া পুষ্পশুদ্ধি করিবে।

ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে॥
পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুঁ ফট্ স্বাহা॥

দ্বারদেবতাদিপূজা

গন্ধপুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ এই মন্ত্রে পূজাগৃহের দ্বারদেশে নিক্ষেপ করিবে। পরে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ। এই বলিয়া পূজা করিবে।

ভূতাপসারণ ও দিগ্বন্ধন

প্রথমে একটী পুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ, "এষ মাষভক্ত-বলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে মাষভক্তবলি নিবেদন করিয়া "ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়া দত্তো বলিরেষ প্রসাধিতঃ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈ-র্বলিভিস্তর্পিতাস্তথা। দেশাদস্মাদ্‌বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্। এই মন্ত্র পাঠ করতঃ শ্বেতসর্ষপ গ্রহণ করিয়া ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে নারসিংহেন (চণ্ডিকাস্ত্রেণ) তাড়িতাঃ। ওঁ বিনায়কা বিঘ্নকরা মহোগ্রাঃ যজ্ঞদ্বিষো যে পিশিতাশনাশ্চ। সিদ্ধার্থকৈর্ব্বজ্র-সমানকল্পৈর্ময়া নিরস্তা বিদিশঃ প্রয়ান্তু॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দশদিকে শ্বেতসর্ষপ ছড়াইবে। পরে ভূমিতে তিনবার বামপদের গোড়ালির আঘাত করিয়া "ফট্" মন্ত্রে মস্তকের উপর তিনবার করতালি দিবে এবং দশদিকে তুড়ি দিয়া দিগ্বন্ধন করিবে।

সংক্ষেপে ভূতাপসারণ ও দিগ্বন্ধন

শ্বেতসর্ষপ লইয়া ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্ন-কর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥ এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিবে, পরে ভূমিতে তিনবার পদাঘাত করিয়া ও মস্তকের উপর তিনবার "ফট্" মন্ত্রে করতালি দিয়া ভূতাপসারণ ও তুড়ি দ্বারা দশদিক্ বন্ধন করিতে হয়।

ভূতশুদ্ধি

"রং" মন্ত্রে আপনার চতুর্দ্দিকে জলধারা দিয়া আপনাকে বহ্নিপ্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী ভাবনা করিবে। পরে নিবিষ্টচিত্তে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়—১।—ওঁ মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্ণাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা। ২।

ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা। ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা। ওঁ পরমশিব সুষুম্ণাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সোঽহং হংসঃ স্বাহা।

কৃষ্ণবিষয়ক সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি

স্বকীয়-হৃদয়ে ধ্যায়েৎ শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজং। ভূতশুদ্ধিরিয়ং প্রোক্তা সর্ব্বাগম-বিশারদৈঃ॥ নিজ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণদেবের চরণাম্বুজ ধ্যান করিলেই ভূতশুদ্ধি হয়।

প্রকারান্তরে ভূতশুদ্ধি

(তন্ত্রমতে পূজায়) ওঁ ধর্ম্মকন্দসমুদ্ভূতং জ্ঞাননালং সুশোভনম্। ঐশ্বর্য্যাষ্ট-দলোপেতং পরবৈরাগ্যকর্ণিকম্। স্বীয়হৃৎকমলং ধ্যায়েৎ প্রণবেন প্রকাশিতম্। কৃত্বা তৎকর্ণিকাসংস্থং প্রদীপকলিকানিভম্॥ জীবাত্মানং হৃদি ধ্যাত্বা মূলে সংচিন্ত্য কুণ্ডলীং। সুষুম্নাবর্ত্মনাত্মানং পরমাত্মনি যোজয়েৎ॥

মাতৃকান্যাস

অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে—ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি—ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে—ওঁ হল্ভ্যো বীজেভ্যো নমঃ, পাদয়োঃ—ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে—ওঁ অব্যক্তকীলকায় নমঃ।

পরে করন্যাস অঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম করিবে। করন্যাস ৮৫ পৃঃ ৪ পং ও অঙ্গন্যাস ৮২ পৃঃ ১ পং দেখ। প্রাণায়াম ৮৪ পৃঃ ১৭পং দেখ। তৎপরে ধ্যান মানস পূজা ও পঞ্চদেবতা পূজাদি করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানান্তে যথাশক্তি পূজা প্রণামাদি করিবে

পার্থিব শিবপূজা

মৃদাহরণ ও গঠন

'(নমঃ) হরায় নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া এক তোলা বা দুই তোলা মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া, '(নমঃ) মহেশ্বরায় নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত শিবলিঙ্গ গঠন

করিয়া, মাথাটী সামান্য টিপিয়া দিয়া তাহার উপরে বজ্র অর্থাৎ একটী মাটির গুলি স্থাপন করিয়া কাঁসার পাত্রের উপর বিল্বপত্রের সোজা মসৃণ পৃষ্ঠে শিবটীকে বসাইবে। বিল্বপত্রের মাঝের পাতাটী এবং পিনেটটী উত্তর দিকে থাকিবে।

অনন্তর মৃত্তিকা বা শোধিত ভস্ম কিংবা চন্দন দ্বারা, অভাবে জল দ্বারা ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ত্রিপুণ্ড্র করিয়া বসিবে। যদি কোনও দ্রব্যের অভাব হয়, তাহা হইলে জল দিবে। শিবলিঙ্গ গড়া না হইলে জলেই পূজা করিবে তাহাতে আবাহন ও বিসর্জ্জন করিতে হইবে না।

অনন্তর 'ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা, এই তিনটী মন্ত্রে উত্তরাভিমুখে বসিয়া এবং এক একবার জল পান করিয়া আচমন করিবে। তৎপরে স্বস্ববেদোক্ত স্বস্তিবাচন, সূর্য্যার্ঘ্য, অর্ঘ স্থাপন, আসনশুদ্ধি ও পুষ্পশুদ্ধি প্রভৃতি আবশ্যক অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করিয়া গণেশাদি দেবতার পূজা করিবে।

সক্ষম হইলে ঋষ্যাদিন্যাস, করন্যাস ও অঙ্গন্যাস, হৌং মন্ত্র বলিয়া প্রাণায়ামও করিবে।

প্রতিষ্ঠা

চন্দন মিশ্রিত তণ্ডুল, দূর্ব্বা ও পুষ্প শিবলিঙ্গের মস্তকের উপর ধরিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র, যথা—নমঃ শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব।

এই মন্ত্র বলিয়া শিবের উপর ঐ তণ্ডুল দূর্ব্বা ও পুষ্প নিক্ষেপ করিবে।

আবাহন

নমঃ পিণাকধৃক্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ; ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ; ইহ সন্নিধেহি; ইহ সন্নিরুধ্যস্ব; অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ—এই সকল মন্ত্র বলিয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিবে। (মুদ্রাপ্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

স্নপন

'ইদং স্নানীয়জলং নমঃ পশুপতয়ে নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া শিবলিঙ্গের উপর

জল দিয়া এবং 'নমঃ বজ্রায় ফট্' এই মন্ত্র বলিয়া বজ্রটি নামাইয়া পিনেটের উপর রাখিবে।

পঞ্চদেবতার পূজা

গণেশ—এষ গন্ধঃ নমঃ গণেশায় নমঃ বলিয়া শিবের উপর দিবে। এতৎ পুষ্পং নমঃ গণেশায় নমঃ, এষ ধূপঃ নমঃ গণেশায় নমঃ, এষ দীপঃ নমঃ গণেশায় নমঃ, এতন্নৈবেদ্যং নমঃ গণেশায় নমঃ। বলিয়া পূজা করিয়া নমঃ গণেশায় নমঃ বলিয়া প্রণাম করিবে।

এই প্রকার পঞ্চোপচারে পূজা করিতে অসমর্থ হইলে 'এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ গণেশায় নমঃ' বলিয়া কেবল গন্ধপুষ্পে পূজা করিলেও চলিতে পারে। সূর্য্যাদি দেবতাগণের পক্ষেও এই প্রকার।

সূর্য্য—এষঃ গন্ধঃ নমঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। পরে গণেশের পূজার ন্যায়।

অতঃপর অর্ঘ্য হস্তে লইয়া 'ইদমর্ঘ্যং (যজুর্ব্বেদী পক্ষে—এষোঽর্ঘঃ) নমঃ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো, তেজোরাশে জগৎপতে। অনুকম্পয় মাং ভক্তং, গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥ নমঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শিবলিঙ্গের মস্তকে দিবে।

বিষ্ণু—এষ গন্ধঃ নমঃ বিষ্ণবে নমঃ। তার পর গণেশের পূজার ন্যায়।

শিব—এষ গন্ধঃ নমঃ শিবায় নমঃ। পরে গণেশের পূজার ন্যায়।

দুর্গা—এষ গন্ধঃ নমঃ দুর্গায়ৈ নমঃ। তার পর গণেশের পূজার ন্যায়।

অনন্তর এষ গন্ধঃ সূর্য্যাদি নবগ্রহেভ্যঃ নমঃ ইত্যাদি। এষ গন্ধঃ ইন্দ্রাদি দশদিক্ পালেভ্যঃ নমঃ ইত্যাদি। এষ গন্ধঃ নমঃ সর্ব্বদেবতাভ্যো নমঃ ইত্যাদি (গণেশের পূজার ন্যায়) মন্ত্র বলিয়াও পূজা করিবে।

অতঃপর শিবলিঙ্গের মস্তকে 'ওঁ নমঃ শিবায়' এই মন্ত্র ১০ বার জপ করিয়া অঙ্গন্যাস, করন্যাসপূর্ব্বক কূর্ম্মমুদ্রা দ্বারা পুষ্প বা বিল্বপত্র লইয়া বুকের কাছে ধরিয়া এই মন্ত্রে মনে মনে ধ্যান করিবে। ধ্যান, যথা—

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু-মৃগ-বরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।

পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং,
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ ॥

এই ধ্যান মন্ত্র পাঠান্তে পুষ্পটী নিজ মস্তকে দিয়া মানস পূজা করিবে (অর্থাৎ তাঁহাকে হৃৎপদ্মে বসাইয়া তাঁহার চরণে দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয় সমস্তই মনে মনে অর্পণ করিবে)। মানস পূজার পর পঞ্চদেবতাদি পূজার বিধিও আছে। পুনর্ব্বার কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া ঐরূপ ধ্যান করিয়া পুষ্পটী নাসিকার নিকটে ধরিয়া হৃদয়স্থ দেবতা নিশ্বাস দ্বারা নির্গত হইয়া ঐ পুষ্পে অধিষ্ঠান করিলেন ভাবিয়া পুষ্পটী শিবলিঙ্গের উপর রাখিয়া পূজা করিবে।

'এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ' বলিয়া জল দিবে। এই প্রকারে সকল উপচার দিয়া পূজা করিতে হয়। 'এষোঽর্ঘঃ' স্থলে সামবেদীরা 'ইদমর্ঘং' বলিবে। ইদং আচমনীয়জলং, ইদং স্নানীয়জলং, এষ গন্ধঃ, এতৎ সচন্দনপুষ্পং, এতৎ সচন্দনবিল্বপত্রং, এষ ধূপঃ, এষ দীপঃ, এতৎ সোপকরণামান্ননৈবেদ্যং, ইদমাচমনীয়জলং, ইদং পানার্থজলং, এতৎ তাম্বূলম্ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। (শিবের অর্ঘ্যে বিল্বপত্র ও বোঁটার সহিত কাঁটালি কলা দেওয়ার নিয়ম আছে)।

গৌরীপূজা

অনন্তর গৌরীপীঠে (পিনেটের মূলে) এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ গৌর্য্যৈ নমঃ বলিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া পূজা করিবে।

অষ্টমূর্ত্তি-পূজা

(পূর্ব্বদিকে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ।
(ঈশানকোণে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ।
(উত্তরে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ।
(বায়ুকোণে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ।
(শক্তি লঙ্ঘন না করিয়া)
(পশ্চিমে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ।

(নৈর্ঋতে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ।

(দক্ষিণে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ।

(অগ্নিকোণে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ।

অথবা এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অষ্টমূর্ত্তিগণেভ্যো নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া অষ্টমূর্ত্তির পূজাদি করিবে।

শিবপূজার পর এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টমাতৃকাভ্যো নমঃ, (ওঁ) বৃষভায় নমঃ, (ওঁ) গণেভ্যো নমঃ এই প্রকারে পূজা করিবে।

অতঃপর "এষ সচন্দন-পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" এই মন্ত্রে ৩বার অভাবে ১বার অঞ্জলি দিয়া 'ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ' মন্ত্র ১০ বার জপ করিবে; অনন্তর হাতে বা কুশীতে এক গণ্ডূষ জল গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া শিবের নিম্ন দক্ষিণ হস্ত উদ্দেশে ভূমিতে জল ফেলিবে।

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বর॥

অনন্তর বম্ বম্ শব্দে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দিয়া দক্ষিণ গালবাদ্য ও বাম কক্ষ বাদ্য করিবে, পরে শিব স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া প্রণাম করিবে।

প্রণাম মন্ত্র

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং গতিস্ত্বং পরমেশ্বর॥
ওঁ নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিণাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥
ওঁ নমস্যে ত্বাং মহাদেব লোকানাং গুরুমীশ্বরম্।
পুংসামপূর্ণকামানাং কামাপূরামরাঙ্ঘ্রিপম্।

ক্ষমাপ্রার্থনা

আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনম্।
বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥

বিসর্জ্জন

অনন্তর "(নমঃ) মহাদেব ক্ষমস্ব" এই মন্ত্র বলিয়া শিবলিঙ্গের মস্তকে জল দিয়া উহাকে উত্তর শিয়রে শয়ন করাইবে। পরে সংহারমুদ্রা দ্বারা নির্ম্মাল্য হইতে একটী ফুল হাতে লইয়া আঘ্রাণ করিতে করিতে মনে করিবে, যেন তাহা হইতে তেজোময় দেবতা শ্বাসবায়ুযোগে হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর ফুলটী ফেলিয়া দিয়া হস্ত প্রক্ষালনপূর্ব্বক ঈশানকোণে একটী ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া এবং কিছু নির্ম্মাল্য লইয়া "(নমঃ) চণ্ডেশ্বরায় নমঃ" এই মন্ত্র বলিয়া ঐ মণ্ডলের উপর স্থাপন করিবে। পরে ঐ শিবলিঙ্গ এবং নির্ম্মাল্য সমূহ জলে বা কোন বৃক্ষমূলে ফেলিয়া দিবে।

পাষাণাদি নির্ম্মিত প্রতিষ্ঠিত শিবপূজা

[পাষাণ, স্বর্ণ, রজত, পারদ, মুক্তা বা স্ফটিক দ্বারা নির্ম্মিত]।

পাষাণাদি নির্ম্মিত শিবপূজায় আবাহন নাই, জলশুদ্ধি হইতে অঙ্গন্যাস পর্য্যন্ত সমাপন করিয়া "ইদং স্নানীয়জলং (নমঃ) শিবায়" বলিয়া প্রতিষ্ঠিত শিবকে স্নান করাইবে। অতঃপর গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা হইতে প্রণাম পর্য্যন্ত সমাপন করিবে। শিবের কোনও পৃথক্ নাম থাকিলে তাহাও উচ্চারণ করিবে। যেমন—(নমঃ) বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ, (নমঃ) ঘণ্টেশ্বরায় শিবায় নমঃ ইত্যাদি। পাষাণাদি নির্ম্মিত শিবকে বিল্বপত্রের উপর বসাইতে হয় না, এবং পূজার শেষে সংহারমুদ্রাও দেখাইতে হয় না।

পাষাণাদি নির্ম্মিত শিবপূজা এবং প্রতিষ্ঠিত শিবপূজায় প্রভেদ এই যে, পার্থিব শিবলিঙ্গ গঠন সময়ে 'ওঁ হরায় নমঃ' ইত্যাদি কয়েকটী মন্ত্র বলিতে হয়, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত শিবপূজায় তাহা বলিতে হয় না; ইহাতে আবাহন ও বিসর্জ্জন কিছুই করিতে হয় না।

শিবপূজার পর এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টমাতৃকাভ্যো নমঃ, এতে

গন্ধপুষ্পে (ওঁ) বৃষভায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) গণেভ্যো নমঃ এই প্রকারে পঞ্চোপচারে পূজা করিতে হয়।

বাণলিঙ্গ পূজাবিধি

শিবপূজা প্রকরণে লিখিত জলশুদ্ধি হইতে অঙ্গন্যাস পর্য্যন্ত সমাপন করিবে। গুরুপঙ্ক্তি প্রণাম করিবার কালে (মধ্যে) "হৌং বাণেশ্বরায় নমঃ" এই মন্ত্র বলিয়া প্রণাম করিবার পর "বাং" ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে বাণলিঙ্গ শিবের ধ্যান করিবে :—

ওঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভম্।
কামবাণান্বিতং দেবং সংসার-দহনক্ষমম্।
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং ভাবয়েৎ পরমেশ্বরম্॥

অতঃপর 'এতৎ পাদ্যং ওঁ হৌঁ বাণেশ্বরায় নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া পাদ্যাদি উপচারে পূজা সমাপন করিয়া জপ করিবে ও পূর্ব্বোল্লিখিত জপবিসর্জ্জন মন্ত্র বলিয়া জপ বিসর্জ্জন করিবে। অতঃপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে বাণলিঙ্গ শিবকে প্রণাম করিবে।

প্রণাম মন্ত্র

ওঁ বাণেশ্বরায় নরকার্ণব-তারণায়, জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায়।
কর্পূর-কুন্দধবলেন্দু-জটাধরায়, দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥

বাণেশ্বরের পূজাতেও ক্ষমস্বাদি নাই। বাণেশ্বরের উপরে নিত্যশিবপূজা করিতে পারা যায়। কিন্তু অগ্রে বাণেশ্বরের পূজা শেষ করিয়া নিত্য-শিবপূজা করিবে। শিবপূজার সময়ে সংশোধিত রুদ্রাক্ষ ও ভস্ম-ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া পূজা করিতে হয়।

দুইটী শিবলিঙ্গ ও দুইটী শালগ্রাম-শিলা একত্রে পূজা করিতে নাই। উহাদের পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিতে হয়। "আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে" (স্কন্দপুরাণ)। সকল দেবতার মূল বলিয়া এবং সকলই উহাতে লীন হয়,

এই নিমিত্ত উহাকে লিঙ্গ বলে। চরলিঙ্গ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণের কম হইবে না এবং স্থাবর লিঙ্গ হস্ত প্রমাণের কম করিবে না।

শিবরাত্রিতে শিবপূজা

প্রাতঃস্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া, প্রাতঃকালেই স্বস্তি-বাচন পূর্ব্বক সংকল্প করিতে হয়। সঙ্কল্প বিধি অনুসারে কুশ তিল ফল পুষ্পাদি সহ তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া—

(বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ) অদ্য ফাল্গুনে মাসি কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং তিথৌ অথবা ত্রয়োদশ্যাং তিথাবারভ্য অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীশিবপ্রীতিকামঃ শিবরাত্রিব্রত-মহং করিষ্যে। পরে সংকল্প সূক্ত পাঠান্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ শিবরাত্রিব্রতং হ্যেতৎ করিষ্যেঽহং মহাফলম্।
নির্ব্বিঘ্নমস্তু মে চাত্র ত্বৎপ্রসাদাজ্জগৎপতে॥
চতুর্দ্দশ্যাং নিরাহারো ভূত্বা শম্ভো পরেঽহনি।
ভোক্ষ্যেঽহং ভুক্তিমুক্ত্যর্থং শরণং মে ভবেশ্বর॥

পাষাণাদি নির্ম্মিত অথবা পার্থিব শিবলিঙ্গে রাত্রিতে চারি প্রহরে চারি বার পূজা করিবে। চারি প্রহরে পূজা করিতে অক্ষম হইলে প্রথম প্রহরেই পর পর চারিবার শিবপূজা করিবে। পার্থিব শিবলিঙ্গ প্রতিবারে গড়িয়া লইবে।

শিবরাত্রি ব্রতের পূজায় প্রত্যেক প্রহরেই ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য দ্বারা স্নান ও অর্ঘ্যদানের সময় পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র বলিতে হয়। স্নানের দ্রব্য দিয়া অগ্রে স্নান করাইয়া পুনর্ব্বার জল দিয়া স্নান করাইবে। এই শিবপূজাও পূর্ব্বলিখিত শিবপূজার ন্যায় করিবে। স্নানান্তে অর্ঘ্যদান করিবে এবং পরে দশোপচারে পূজা করিয়া পার্থিব শিব বিসর্জ্জন দিবে। পাষাণাদি নির্ম্মিত শিব বিসর্জ্জন দিবে না।

শিবরাত্রি ব্রতের প্রথমপ্রহরে দুগ্ধ দ্বারা—'ইদং স্নানীয়দুগ্ধং ওঁ হৌঁ ঈশানায়

নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া শিবকে স্নান করাইবে, পরে একটী অর্ঘ্য হস্তে লইয়া (সামবেদী ইদমর্ঘ্যং) এষোঽর্ঘঃ—

ওঁ শিবরাত্রিব্রতং দেব পূজাজপরায়ণঃ।
করোমি বিধিবদ্দত্তং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বর॥

'ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া অর্ঘ্য দিবে।

দ্বিতীয় প্রহরে দধি দ্বারা—'ইদং স্নানীয়ং দধি ওঁ হৌঁ অঘোরায় নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া শিবকে স্নান করাইবে ; পরে একটী অর্ঘ্য হস্তে লইয়া (সামবেদী ইদমর্ঘং) এষোঽর্ঘঃ—

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘং প্রসীদ উময়া সহ॥

'ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া শিবের উপর দিবে।

তৃতীয় প্রহরে ঘৃত দ্বারা—ইদং স্নানীয়ং ঘৃতং ওঁ হৌঁ বামদেবায় নমঃ। এই মন্ত্র বলিয়া শিবকে স্নান করাইবে, পরে পূর্ব্বের ন্যায় অর্ঘ দিবে। অর্ঘ্যদান মন্ত্র—

ওঁ দুঃখদারিদ্র্য-শোকেন দগ্ধোঽহং পার্ব্বতীশ্বর।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং, উমাকান্ত গৃহাণ মে॥

চতুর্থ প্রহরে মধু দ্বারা—ইদং স্নানীয়ং মধু ওঁ হৌঁ সদ্যোজাতায় নমঃ ; এই মন্ত্র বলিয়া শিবকে স্নান করাইবে ; পরে পূর্ব্বের ন্যায় অর্ঘ্য দিবে।

অর্ঘ্যদান মন্ত্র—

ওঁ ময়া কৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্কর।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যমুমাকান্ত গৃহাণ মে॥

চতুর্থ প্রহরের পূজা সম্পন্ন করিয়া প্রভাতে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে ; যথা—

ওঁ অবিঘ্নেন ব্রতং দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সমর্পিতম্।
ক্ষমস্ব জগতাং নাথ ত্রৈলোক্যাধিপতে হর॥

যন্ময়াদ্য কৃতং পুণ্যং তদ্রুদ্রস্য নিবেদিতম্ ।
তৎ প্রসাদান্ময়া দেব ব্রতমদ্য সমাপিতম্ ।
প্রসন্নো ভব মে শ্রীমন্ মদ্ভূতিঃ প্রতিপাদ্যতাম্ ।
ত্বদালোকন-মাত্রেণ পবিত্রোঽস্মি ন সংশয়ঃ ॥

শিবরাত্রি বিহিত শিবপূজার পর মহিম্নস্তোত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর পার্থিব শিব বিসর্জ্জন দিয়া শিবরাত্রি ব্রতকথা শ্রবণ করিয়া দক্ষিণা দিবে। দেয় দক্ষিণায় '(ওঁ) এতস্মৈ কঞ্চানমূল্যায় নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া তিনবার জলের ছিটা দিবে। অনন্তর 'এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ' বলিয়া এবং এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া এক একটী সচন্দন পুষ্প ঐ দক্ষিণায় নিক্ষেপ করিবে। পরে বামহস্তে (উপুড়হাতে) ঐ দক্ষিণা ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কুশ (ত্রিপত্র) লইয়া কোশার মধ্যে দিয়া এবং বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণ হস্ত স্পর্শপূর্ব্বক বিষ্ণুরোঁ তৎ সৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ শ্রীশিবপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতচ্ছিবরাত্রিব্রতকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামেতৎ কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং শ্রীশিবায় তুভ্যং সম্প্রদদে। পরার্থে·· দদানি ইতি বিশেষঃ)। পরে দক্ষিণ হস্তে সামান্য জল লইয়া 'ওঁ কৃতৈতৎ শিবরাত্রি-ব্রতমচ্ছিদ্রমস্তু' এই মন্ত্র বলিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। পরদিনে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া, চতুর্দ্দশী থাকিলে তাহার মধ্যে, অন্যথায় অমাবস্থায় নিজে পারণ করিবে। শিবরাত্রির পারণের মন্ত্র—

(ওঁ) সংসারক্লেশদগ্ধস্য ব্রতেনানেন শঙ্কর।
প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব ॥

শিবরাত্রি প্রভৃতি ব্রতকথা পরে লিখিত হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য।—উপবাস-দিনে তৈলমর্দ্দন, দিবানিদ্রা, স্ত্রী-পুরুষ সহবাস, বিলাসদ্রব্য উপভোগ, পাশা খেলা প্রভৃতি নিষিদ্ধ। যে দিন পারণ করিতে হয়, সেই দিনে দুইবার খাওয়া, স্ত্রীপুরুষ-সহবাস, ক্লেশকর কর্ম্ম, দিবানিদ্রা, পরান্ন-ভোজন, দূরপথে গমন প্রভৃতি শাস্ত্রবিরুদ্ধ। পুনঃ পুনঃ জলপান করিলে কিংবা দিবসে নিদ্রা গেলে 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিতে হয়।

উপবাস দিতে যদি প্রাণসংশয় হয় কিংবা উপবাসে অক্ষম হইলে জল, দুগ্ধ, ফল, মূল, ঘৃত ও ঔষধ খাওয়া চলিতে পারে। গুরু কিংবা ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া রাত্রে বা পূজার শেষে হবিষ্যান্ন খাইলে ব্রতভঙ্গ-দোষ হয় না।

সধবা স্ত্রীলোকের শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, সাবিত্রী চতুর্দ্দশী প্রভৃতি ব্রত, যাহাতে উপবাস করিতে হয়, এমন কোন ব্রত করিতে নাই, করিলে স্বামীর আয়ুঃক্ষয় হয়। তবে যদি একান্ত ব্রত করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে স্বামীর অনুমতি লইতে হয়। স্বামীর অনুমতি না লইয়া সধবা স্ত্রীলোকের উপবাসযুক্ত কোন ব্রতই করিতে নাই।

বিষ্ণুপূজা

পূজার সাধারণ পদ্ধতি অনুসারে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ আসনশুদ্ধি ও জলশুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া তামার টাটে বিষ্ণুকে (শালগ্রাম শিলাকে) স্থাপন করিয়া ঘণ্টাধ্বনি সহকারে স্নান করাইবে। [সক্ষম হইলে পুষ্পশুদ্ধি ও ঘন্টা পূজা করিবে। পূজাকালে 'হাং হীং হুং ফট্' এই মন্ত্র বলিয়া পুষ্প-নৈবেদ্যাদিতে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিবে। অনন্তর 'ওঁ জয়ধ্বনি-মন্ত্র-মাতঃ স্বাহা' এই মন্ত্র তিনবার বলিয়া ঘন্টাতে একটী সচন্দন ফুল প্রদান করিবে।]

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করাইবে :—

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা-অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

[ঋগ্বেদীরা 'সর্ব্বতো বৃত্বা' স্থলে 'বিশ্বতোবৃত্বা' বলিবেন এবং যজুর্ব্বেদীরা 'স ভূমিং' স্থলে 'স ভূমিগুঁ' ও 'সর্ব্বতো বৃত্বা' স্থলে 'সর্ব্বতঃ স্পৃত্বা' বলিবেন।]

উক্ত মন্ত্র বলিয়া 'এতৎস্নানীয়জলং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ' বলিয়া বিষ্ণুকে স্নান করাইবে। যদি সেই স্থানে অন্য দেবতা থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও স্নান করাইবে।

অনন্তর চন্দনমিশ্রিত একটী তুলসী পত্র চিৎ করিয়া তাহার উপরে বিষ্ণুকে বসাইবে। পরে বিষ্ণুর উপরেও একটী চন্দন মিশ্রিত তুলসী চিৎ করিয়া

দিবে। অতঃপর তাঁহাকে পইতা পরাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া গন্ধাদি দ্বারা পঞ্চদেবতার পূজা করিবে। অনন্তর কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে বিষ্ণুর ধ্যান করিবে। ধ্যান মন্ত্র যথা—

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী,
নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনক-কুণ্ডলবান্ কিরীটী,
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥

ঐ পুষ্প আপনার মস্তকে দিয়া হৃদয়ে হাত দুইটী রাখিয়া চক্ষু বুজিয়া মানস পূজা করিবে। *

অনন্তর পুনরায় ধ্যান করিয়া দশোপচারে পূজা করিবে।

পূজা যথা—এতৎ পাদ্যং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, † ইদমর্ঘ্যং (যজুর্ব্বেদী পক্ষে এষোঽর্ঘ্যঃ) ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ইদং আচমনীয়ং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এষ মধুপর্কঃ (অভাবে জল) ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ইদং আচমনীয়ং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এষ গন্ধঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ পুষ্পং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ,

---

* মানসপূজা—আসন হৃৎপদ্ম। শিরঃস্থ অধোমুখ সহস্রদলপদ্ম হইতে গলিত যে অমৃত, তাহা পাদ্য। অর্ঘ—মন। আচমনীয়—উক্ত অমৃত। স্নানীয় জল—উক্ত অমৃত। বস্ত্র—দেহস্থ আকাশতত্ত্ব। গন্ধ—ক্ষিতিতত্ত্ব। পুষ্প—চিত্ত (বুদ্ধি)। ধূপ—প্রাণবায়ু। দীপ—তেজস্তত্ত্ব। নৈবেদ্য—হৃদয়ের কল্পিত সুধাসমুদ্র। বাদ্য—অনাহতধ্বনি (বক্ষঃস্থলের শব্দ)। চামর—বায়ুতত্ত্ব। ছত্র—শিরঃস্থ সহস্রদলপদ্ম। গীত—শব্দতত্ত্ব। নৃত্য—ইন্দ্রিয়কর্ম্ম। অর্থাৎ দেহের মধ্যেই পূজার উপকরণ সব আছে, সেই সব মনে মনে চিন্তা করিবে।

† শালগ্রাম শিলার অনেক নাম আছে, যথা—লক্ষ্মীজনার্দ্দন, শ্রীধর, রঘুনাথ, দামোদর প্রভৃতি; যে শালগ্রামের যে নাম, পূজার সময় সেই নাম উচ্চারণ করিতে হয়।

এষ দীপঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ নৈবেদ্যং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ইদং আচমনীয়ং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ইদং পানার্থজলং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।

'অনন্তর এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই মূল মন্ত্র সাধ্যানুসারে জপ করিবার পর নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে :—

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন॥

উপরোক্ত মন্ত্র বলিয়া বিষ্ণুর নিম্ন দক্ষিণ হস্তের উদ্দেশ করিয়া জলগণ্ডূষ প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে। মন্ত্র, যথা—

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

অতঃপর লক্ষ্মী, সরস্বতী, গরুড় ও আবরণ দেবতাগণের পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। যদি লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি থাকে, তাহা হইলে তাহাতেই পূজা করিবে। মন্ত্র—ওঁ লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ গরুড়ায় নমঃ, ওঁ আবরণদেবতাভ্যো নমঃ।

অনন্তর সক্ষম হইলে নিম্নলিখিত মন্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে। মন্ত্র, যথা—

ওঁ যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দেব ময়া সুকৃত-দুষ্কৃতম্।
তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্॥
ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥

অন্যান্য দেবতা থাকিলে তাঁহাদেরও পূজা করিবে।

দ্রষ্টব্য।—মেষ সংক্রান্তি হইতে বৃষ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত পুরুষ দেবতার ধাতুময়ী বা পাষাণময়ী মূর্ত্তিকে প্রত্যহ পূজা ও ভোগের পর ধারায় (ঝারায়)

বসাইতে হয়। অনন্তর বৈকালে সেই মূর্ত্তিকে ঝারা হইতে উঠাইয়া বৈকালিক ফলমূলাদি উপকরণ দিয়া অর্চ্চনা করিবে।

কোন দেবতার যদি এক দিন কোন কারণ বশতঃ পূজা না হয়, তাহা হইলে পরদিন পূজা করিবার সময় দুইবার পূজা করিতে হইবে। এইরূপে দুই দিন পূজা না হইলে চারিবার এবং তিন দিন পূজা না হইলে ছয় বার পূজা করিতে হইবে। যদি তিন দিনের পর ছয় মাস পর্য্যন্ত পূজা না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বে দেবতাকে অষ্ট কলসের জলে স্নান করাইবে, তারপর বিশেষরূপে পূজা করিবে; ছয় মাসের অধিক যদি পূজা না হয় তাহা হইলে যথাবিধি সংস্কার বা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। অঙ্গহীন, ভগ্ন, দূষিত স্থানে পতিত, স্ফুটিত বা ফাটা এবং কুষ্ঠরোগী যে দেবতাকে স্পর্শ করিয়াছে, সেই দেবতার পূজা করা চলিবে না। অঙ্গহীন, ভগ্ন, স্ফুটিত অন্য দেবতাকে জলে দিবে, কেবল শালগ্রাম শিলার যদি চক্র নষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাঁহার পূজা করা চলে এবং কোন স্পর্শদোষ ঘটিলে পঞ্চগব্যে স্নান করাইয়া পূজা করা চলে। অনাদিলিঙ্গে ও মহাপীঠে কোন স্পর্শ দোষ হয় না।

ইষ্টদেবতা ও গুরুর পূজা

[সংক্ষেপে]

প্রাতঃসন্ধ্যা ও শিবপূজা সমাপনান্তে তান্ত্রিক আচমন করিতে হইবে। পরে 'এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া দ্বারদেশে সচন্দন পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস, করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিতে হইবে। অনন্তর কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া গুরুর ধ্যান করিয়া সেই ফুল আপনার মস্তকে দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া গুরুর মানস পূজা করিবে। পুনরায় কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া গুরুর ধ্যান করিবে। গুরু উপস্থিত থাকিলে সেই ফুলটী তাঁহার চরণে দিবে, আর গুরু উপস্থিত না থাকিলে সেই ফুলটী জলে দিয়া মনে মনে গুরুর পূজা করিবে। পূজার মন্ত্র, যথা—

ঐং এতৎ পাদ্যং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ। এই প্রকার ঐং ইদমর্ঘং (নমঃ)

শ্রীগুরবে নমঃ *। ঐং ইদমাচমনীয়ং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ †। ঐং এষ মধুপর্কঃ (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ ‡। ঐং ইদমাচমনীয়ং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ। ঐং এষ গন্ধঃ (নমঃ) শ্রী গুরবে নমঃ। ঐং এতৎ পুষ্পং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ। ঐং এষ ধূপঃ (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ। ঐং এষ দীপঃ (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ। ঐং এতৎ নৈবেদ্যং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ। ঐং ইদমাচমনীয়ং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ। ঐং ইদং পানার্থজলং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ। ঐং ইদং তাম্বূলং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ।

অনন্তর এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) গুরুভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ পরমগুরুভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) পরাপরগুরুভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। তারপর ভক্তিপূর্ব্বক গুরুকে প্রণাম করিবে।

অতঃপর কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব ইষ্টদেবদেবীর ধ্যান করিয়া সেই পুষ্প নিজের মস্তকে রাখিয়া মানস পূজা করিবে। তাহার পর পুনরায় কূর্ম্মদ্রায় পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক ধ্যান করিয়া সেই পুষ্প ঘটে, পটে, যন্ত্রে বা জলে দিয়া পূজা করিবে। পূজার মন্ত্র, যথা,—

(ইষ্টমন্ত্র) এতৎ পাদ্যং (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্টমন্ত্র) ইদমর্ঘ্যং (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্টমন্ত্র) ইদমাচমনীয়ং (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্টমন্ত্র) এষ মধুপর্কঃ (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্টমন্ত্র) ইদমাচমনীয়ং (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্টমন্ত্র) এষ গন্ধঃ (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্টমন্ত্র) এতৎ পুষ্পং (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ (তিনবার)। (ইষ্টমন্ত্র) এষ ধূপঃ (নমঃ) শ্রীঅমুকঃ-দেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্টমন্ত্র) এষ দীপঃ (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্টমন্ত্র) এতৎ নৈবেদ্যং (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্টমন্ত্র)

---

* দ্বিজাতিরা 'নমঃ' স্থানে 'স্বাহা' উচ্চারণ করিবেন। † দ্বিজাতিরা 'নমঃ' স্থলে 'স্বধা' বলিবেন। ‡ দ্বিজাতিরা 'নমঃ' স্থলে 'বৌষট্' বলিবেন।

ইদমাচমনীয়ং (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্টমন্ত্র) ইদং পানার্থজলং (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্টমন্ত্র) ইদং তাম্বূলং (নমঃ) শ্রীঅমুক-দেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্টমন্ত্র) এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ তিনবার, অনন্তর এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ আবরণদেবতাভ্যো নমঃ বলিয়া পূজা করিবে।

অনন্তর ইষ্টমন্ত্র জপ ও "গুহ্যাতিগুহ্য" মন্ত্র পাঠ করিয়া জপ সমাপন করিবে। জপ সমাপন করিয়া (ইচ্ছা হইলে গুরুস্তব পাঠ করিয়া) পুনরায় প্রাণায়াম করিয়া স্ব স্ব ইষ্টদেব-দেবীকে প্রণাম করিবে।

দ্রষ্টব্য।—দ্বিজাতিরা হস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া "ওঁ ইতঃপূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং, তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা; মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ সমর্পয়ামি। ওঁ তৎসৎ। এই মন্ত্র বলিয়া ইষ্টদেবতার শ্রীচরণ উদ্দেশ করিয়া সেই হস্তস্থিত জলগণ্ডূষ মাটীতে নিক্ষেপ করিবে।

ধ্যানমালা

দেব-দেবীর ধ্যান, প্রণাম ও বীজমন্ত্র প্রভৃতি।

গণেশের ধ্যান। (১)

(ওঁ) খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্,
প্রস্যন্দন্মদগন্ধ-লুব্ধ-মধুপ-ব্যালোল-গণ্ডস্থলম্ ॥
দন্তাঘাতবিদারিতারি-রুধিরৈঃ সিন্দূর-শোভাকরম্,
বন্দে শৈলসুতা-সুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্ ॥

পূজার মন্ত্রঃ—(ওঁ) গণেশায় নমঃ। বীজমন্ত্র—গং। গণেশপূজায় "পুষ্টি" ও "মুষিককে' "পুষ্ট্যৈ নমঃ" "মুষিকায় নমঃ" মন্ত্র বলিয়া পূজা করিতে হয়। গণেশের স্ত্রী পুষ্টি এবং বাহন মুষিক।

প্রণাম

(ওঁ) দেবেন্দ্র মৌলি-মান্দার-মকরন্দ-কণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব-চরণাম্বুজ-রেণবঃ ॥

সূর্য্যের ধ্যান। (২)

(ওঁ) রক্তাম্বুজাসনমশেষ-গুণৈক-সিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ-
র্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্ ॥

পূজার মন্ত্র—ওঁ ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। বীজমন্ত্র—ওঁ হ্রীঁ। মূলমন্ত্র—হ্রীং হংসঃ, অথবা ওঁ ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্যঃ।

প্রণাম

(ওঁ) জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥

বিষ্ণুর ধ্যান। (৩)

(ওঁ) ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী,
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ মকর (কনক) কুণ্ডলবান্ কিরীটী,
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥

পূজার মন্ত্র :—ওঁ নমঃ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। মূলমন্ত্র—ওঁ নমো নারায়ণায়। বীজমন্ত্র—ওঁ। হোমের মন্ত্র—ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ, দিবীব চক্ষুরাততং স্বাহা।

তুলসী দিবার মন্ত্র—ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা। বিষ্ণুর পূজার পর লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গরুড়ের পূজা করিবে।

প্রার্থনা

(ওঁ) পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো ভব ॥
নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে।
অশেষ-ক্লেশ-নাশায় লক্ষ্মীকান্ত নমোঽস্তু তে ॥
হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো,
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥

প্রণাম

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

শিবের ধ্যান (৪)

শিবপূজা বিধিতে ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র দেখ। (১১১—১১৩ পৃঃ)

মূলমন্ত্র—নমঃ শিবায় (কিংবা ওঁ নমঃ শিবায়)।

বীজমন্ত্র—হৌং।

বিল্বপত্রদানের বিশেষ মন্ত্র—ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ স্বাহা।

দুর্গার ধ্যান (৫)

(ওঁ) জটাজূটসমাযুক্তা-মর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্॥
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নবযৌবন-সম্পন্নাং সর্ব্বাভরণ-ভূষিতাম্॥
সুচারুদশনাং দেবীং পীনোন্নত-পয়োধরাম্।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্॥
মৃণালায়ত-সংস্পর্শ-দশবাহুসমন্বিতাম্।
ত্রিশূলং দক্ষিণে ধ্যেয়ং খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ॥
তীক্ষ্ণবাণঞ্চ শক্তিঞ্চ দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ॥
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সান্নবেশয়েৎ।
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্ বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ॥
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্ দানবং খড়্গপাণিনম্।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতম্॥
রক্তারক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণম্।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটী-ভীষণাননম্॥
সপাশ-বামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া॥

বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ।
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্ ॥
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বাম-মঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি।
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপ-মমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ ॥
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা ॥
অষ্টাভিঃ শক্তিভিস্তাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্।
চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্ ॥

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) দুর্গায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—হ্রীং। মূলমন্ত্র—ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা। বাহন—সিংহ [বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ]।

প্রণাম

(ওঁ) সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।

জয়দুর্গার ধ্যান

(ওঁ) কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুল-ভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং,
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্ বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসাপূরয়ন্তীং,
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ॥

পূজার মন্ত্র, বীজমন্ত্র, প্রণাম প্রভৃতি দুর্গার ন্যায়।

লক্ষ্মীর ধ্যান

ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ-সৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ,
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্।
গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং,
রৌক্মপদ্ম-ব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু ॥

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—শ্রীং। লক্ষ্মীপূজার পর নারায়ণ, কুবের, ইন্দ্র ও অষ্টনিধির পূজা করিতে হয়।

প্রার্থনা

নমামি সর্ব্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্ত্বৎপ্রপন্নানাং সা মে ভূয়াৎ ত্বদর্চ্চনাৎ ॥

প্রণাম

ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে ॥

সরস্বতীর ধ্যান

ওঁ তরুণশকল-মিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ,
কুচভর-নমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকর-কমলোদ্যল্লেখনী-পুস্তকশ্রীঃ,
সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ ॥

পূজার মন্ত্র—ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—ঐং। মূলমন্ত্র—বদ বদ বাগ্‌বাদিনি স্বাহা। আবাহনে—(ওঁ) সরস্বতি দেবি ইত্যাদি।

শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা করিবার পর নারায়ণ, লক্ষ্মী, মস্যাধার (দোয়াত), লেখনী, পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতির পূজা করিতে হয়।

প্রার্থনা

ওঁ যা কুন্দেন্দু-তুষারহারধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা,
যা বীণাবর-দণ্ড-মণ্ডিত ভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
যা ব্রহ্মাচ্যুত-শঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা,
সা মাম্পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ জাড্যাপহা ॥
যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ত্বাং পরিত্যজ্য সন্তিষ্ঠেৎ তথা ভব বরপ্রদা ॥

বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি নৃত্য-গীতাদিকঞ্চ যৎ।
ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ ॥
লক্ষ্মীর্মেধা ধরা পুষ্টি র্গৌরী তুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ।
এতাভিঃ পাহি তনুভি-রষ্টাভির্মাং সরস্বতি ॥

পুষ্পাঞ্জলি দান মন্ত্র

ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদবেদান্তবেদাঙ্গ-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ স্বাহা ॥ (৩ বার)

প্রণাম

ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে ॥

শীতলার ধ্যান

ওঁ শ্বেতাঙ্গীং রাসভস্থাং করযুগবিলসন্মার্জ্জনীপূর্ণকুম্ভাং,
মার্জ্জন্যা পূর্ণকুম্ভাদমৃতময়জলং তাপশান্ত্যৈ ক্ষিপন্তীম্।
দিগ্‌বস্ত্রাং মূর্দ্ধিন স্থূর্পাং কনকমণিগণৈর্ভূষিতাঙ্গীং ত্রিনেত্রাং,
বিস্ফোটাদ্যুগ্রতাপপ্রশমনকরণীং শীতলাং তাং ভজামি ॥

পূজার মন্ত্র—ওঁ শীতলায়ৈ দেব্যৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—শীং। আবাহনে—(ওঁ) শীতলে দেবি। শীতলা পূজায় 'রাসভায় নমঃ' মন্ত্রে রাসভের পূজা করিতে হয়।

প্রণাম

ওঁ নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং স্থূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্ ॥
শীতলে ত্বং জগন্মাতা শীতলে ত্বং জগৎপিতা।
শীতলে ত্বং জগদ্ধাত্রী শীতলায়ৈ নমো নমঃ ॥

মনসার ধ্যান

ওঁ দেবীমম্বা-মহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদান্যাং।
হংসারূঢ়ামুদারাং সুললিতবসনাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ।
স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈর্নাগরত্নৈরনেকৈ-
র্ব্বন্দেঽহং সাষ্টনাগা-মুরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাম্॥

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) মনসাদেব্যৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—মং। মনসাপূজায় অষ্টনাগ, আস্তীক ও জরুৎকারুমুনির পূজা করিতে হয়।

প্রণাম

ওঁ আস্তীকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরুৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসাদেবি নমোঽস্তু তে॥

মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যান

ওঁ যৈষা ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।
বরদাভয়হস্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা॥
রক্তপদ্মাসনস্থা চ মুকুটোজ্জ্বল-মণ্ডিতা।
রক্তকৌষেয়বসনা স্মিতবক্ত্রা শুভাননা।
নবযৌবন-সম্পন্না চার্ব্বঙ্গী ললিতপ্রভা॥

পূজার মন্ত্র—ওঁ মঙ্গলচণ্ডিকায়ৈ দেব্যৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—হ্রীং। মূলমন্ত্র—ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা। আবাহনে—মঙ্গলচণ্ডিকে দেবি…।

প্রণাম

ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

দক্ষিণাকালীর ধ্যান

ওঁ করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।

সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ-খড়্গ-বামাধোর্দ্ধ-করাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধ-পাণিকাম্॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী-গলদ্রুধির-চর্চ্চিতাম্॥
কর্ণাবতংসতানীত-শবযুগ্ম-ভয়ানকাম্।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।
সৃক্কদ্বয়-গলদ্রক্ত-ধারা-বিস্ফুরিতাননাম্॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।
বালার্ক মণ্ডলাকার লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্॥
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি লম্বমান-কচোচ্চয়াম্।
শবরূপ-মহাদেব হৃদয়োপরি-সংস্থিতাম্॥
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাম্।
মহাকালেন চ সমং বিপরীত-রতাতুরাম্॥
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরানন-সরোরুহাম্।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং ধর্ম্মকাম-সমৃদ্ধিদাম্॥

প্রকারান্তর

[যাঁহারা 'ক্রীং' এই একাক্ষর বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা এই মন্ত্র বলিয়া কালীর ধ্যান করিবেন]।

ওঁ শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্।
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপাল-কর্ত্তৃকাকরাম্॥
মুক্তকেশীং ললজ্জিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ।
চতুর্ব্বাহু-সমাযুক্তাং বরাভয়করাং স্মরেৎ॥

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) দক্ষিণাকালিকায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—হ্রীং। মূলমন্ত্র —ক্রীং, অথবা ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং

ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। আবাহনে—দক্ষিণে কালিকে দেবি ইত্যাদি। দক্ষিণাকালিকার পূজার সময় শবরূপী শিবকে পূজা করিতে হয়। শবরূপী শিব—'মহাপ্রেত-পদ্মাসন'। পূজার মন্ত্র—হ্‌সৌঃ সদাশিব মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলি

ওঁ আয়ুর্দ্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে ॥১
দুর্গোত্তারিণি দুর্গে ত্বং সর্ব্বাশুভ-নিবারিণি।
ধর্ম্মার্থমোক্ষদে দেবি নিত্যং মে বরদা ভব ॥২
কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিণি।
ধর্ম্মকামপ্রদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৩

প্রণাম মন্ত্র—দুর্গার ন্যায়।

প্রত্যেক শক্তিমূর্ত্তিকেই এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারা যায় এবং সকলেরই প্রণাম মন্ত্র 'সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে' ইত্যাদি। কালীপূজার পরে মহাকাল ভৈরবের পূজা করিবে, কারণ এই মহাকাল শিবেরই মূর্ত্তিবিশেষ।

অন্নপূর্ণার ধ্যান

ওঁ রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়া-
মন্নপ্রদান-নিরতাং স্তনভারনম্রাম্।
নৃত্যন্ত-মিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্ ॥

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) অন্নপূর্ণায়ৈ দেব্যৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—হ্রীং। মূলমন্ত্র—হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা। আবাহনে—অন্নপূর্ণে দেবি ইত্যাদি। পুষ্পাঞ্জলি ও প্রণাম কালীরই ন্যায়।

জগদ্ধাত্রীর ধ্যান

ওঁ সিংহস্কন্ধাধিসংরূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্॥
শঙ্খ-শার্ঙ্গ-সমাযুক্ত-বামপাণিদ্বয়ান্বিতাম্।
চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংশ্চ ধারয়ন্তীঞ্চ দক্ষিণে॥
রক্তবস্ত্রপরীধানাং বালার্কসদৃশীতনুম্।
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্॥
ত্রিবলীবলয়োপেত-নাভিনালমৃণালিনীম্।
রত্নদ্বিপময়দ্বীপে সিংহাসন-সমন্বিতে।
প্রফুল্ল-কমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীম্॥

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—দুং। মূলমন্ত্র—হ্রুং দুং স্বাহা। আবাহনে—জগদ্ধাত্রীদুর্গে দেবি ইত্যাদি।

প্রণাম ও পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র দক্ষিণাকালীর ন্যায়। বাহন সিংহ।

মহাকালের ধ্যান

ওঁ মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকম্।
বিভ্রতং দণ্ডখট্বাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুম্।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসম্।
ত্রিনেত্রমূর্দ্ধকেশঞ্চ মুণ্ডমালা-বিভূষিতম্।
জটাভার-লসচ্চন্দ্র-খণ্ডমুগ্রং জ্বলন্নিভম্॥

পূজার মন্ত্র—ওঁ মহাকালভৈরবায় নমঃ। মূলমন্ত্র—হুং ক্ষ্রৌং যাং রাং লাং বাং ক্রোং মহাকালভৈরব সর্ব্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রীং শ্রীং ফট্ স্বাহা। মহাকালের পূজা করিয়া পুনর্ব্বার পঞ্চোপচারে কালীর পূজা করিতে হয়।

গঙ্গার ধ্যান

ওঁ সুরূপাং চারুনেত্রাঞ্চ চন্দ্রাযুতসমপ্রভাম্।
চামরৈর্ব্বীজ্যমানান্তু শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাম্।
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্র-নিজান্তরাম্।
সুধাপ্লাবিত ভূপৃষ্ঠা-মার্দ্রগন্ধানুলেপনাম্।
ত্রৈলোক্যনমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্টুতাম্॥

পূজার মন্ত্র—ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—গাং। মূলমন্ত্র—গাং গঙ্গায়ৈ বিশ্বমুখ্যায়ৈ শিবামৃতায়ৈ শান্তিপ্রদায়িন্যৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ।

দশহরা গঙ্গাপূজার মন্ত্র—ওঁ নমো নারায়ণ্যৈ দশহরায়ৈ গঙ্গায়ৈ নমো নমঃ, ওঁ গঙ্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ।

প্রণাম

ওঁ সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥

তুলসীর ধ্যান

ওঁ ধ্যায়েদ্ দেবীং নবশশিমুখীং পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীম্,
বিদ্যোতন্তীং কুচযুগভরানম্রকল্পাঙ্গযষ্টিম্।
ঈষদ্ধাস্যাং ললিতবদনাং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনেত্রাম্,
শ্বেতাঙ্গীং তামভয়বরদাং শ্বেতপদ্মাসনস্থাম্॥

পূজার মন্ত্র—ওঁ তুলসীদেব্যৈ নমঃ। তুলসীবৃক্ষে হরির পূজাও হয়। মন্ত্র, যথা—"ওঁ হরয়ে নমঃ"।

তুলসী-স্নান

ওঁ গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীম্।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনীম্॥

প্রণাম

ওঁ বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িন্যৈ সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥

রামের ধ্যান

ওঁ কোমলাঙ্গং বিশালাক্ষ-মিন্দ্রনীল-সমপ্রভম্।
দক্ষিণাংশে দশরথং পুত্রাবেক্ষন-তৎপরম্।
পৃষ্ঠতো লক্ষ্মণং দেবং সচ্ছত্রং কনকপ্রভম্ ॥
পার্শ্বে ভরতশত্রুঘ্নৌ তালবৃন্ত-করাবুভৌ।
অগ্রে ব্যগ্রং হনূমন্তং রামানুগ্রহকাঙ্ক্ষিণম্ ॥

পূজার মন্ত্র—ওঁ শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। বীজমন্ত্র—রাং। বাহন—হনূমান্, ইঁহার পূজার মন্ত্র—ওঁ হনূমতে নমঃ।

প্রণাম

ওঁ রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥

সীতার ধ্যান

ওঁ নীলাম্ভোজ-দলাভিরাম-নয়নাং নীলাম্বরালঙ্কৃতাং,
গৌরাঙ্গীং শরদিন্দু-সুন্দরমুখীং বিস্মের-বিম্বাধরাম্।
কারুণ্যামৃতবর্ষিণীং হরিহরব্রহ্মাদিভির্বন্দিতাং,
ধ্যায়েৎ সর্ব্বজনেপ্সিতার্থফলদাং রামপ্রিয়াং জানকীম্ ॥

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) সীতায়ৈ দেব্যৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—সীং।

প্রণাম

ওঁ দ্বিভুজাং স্বর্ণবর্ণাভাং রামালোকন-তৎপরাম্।
শ্রীরাম-বনিতাং সীতাং প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥

গুরুর ধ্যান

ওঁ ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
শ্বেতাম্বরপরীধানং শ্বেতমাল্যানুলেপনম্।
বরাভয়করং শান্তং করুণাময়বিগ্রহম্॥
বামেনোৎপলধারিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহম্।
স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কম্॥

পূজার মন্ত্র।—ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ। বীজমন্ত্র।—ঐং।

প্রণাম

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুর্রুদেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ব্রহ্মার ধ্যান

ওঁ ব্রহ্মা কমণ্ডলুধর শ্চতুর্ব্বক্ত্র শ্চতুর্ভুজঃ।
কদাচিদ্রক্ত-কমলে হংসারূঢ়ঃ কদাচন॥
বর্ণেন রক্তগৌরাঙ্গঃ প্রাংশুস্তুঙ্গাঙ্গ উন্নতঃ।
কমণ্ডলুর্ব্বামকরে স্রুবো হস্তে তু দক্ষিণে॥
দক্ষিণাধস্তথা মালা বামাধশ্চ তথা স্রুচা।
আজ্যস্থালী বামপার্শ্বে বেদাঃ সর্ব্বেঽগ্রতঃ স্থিতাঃ॥
সাবিত্রী বামপার্শ্বস্থা দক্ষিণস্থা সরস্বতী।
সর্ব্বে চ ঋষয়োঽহগ্রে কুর্য্যাদেভিশ্চ চিন্তনম্॥

পূজার মন্ত্র। ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। বীজমন্ত্র—ব্রোং। আবাহন—ওঁ ব্রহ্মন্ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি।

গায়ত্রী—ওঁ পদ্মাসনায় বিদ্মহে, হংসারূঢ়ায় ধীমহি, তন্নো ব্রহ্মন্ প্রচোদয়াৎ।

অষ্টদল পদ্মে প্রথমে "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া পরে প্রত্যেক দলে পূর্ব্বাদিক্রমে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋর্ত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, এই অষ্ট দিক্‌পালের পূজা করিবে। অনন্তর ব্রহ্মার পূজা করিয়া দক্ষিণ পর্শ্বে শিব, বামপার্শ্বে বিষ্ণু, দক্ষিণ হস্তে স্রুব ও মালা, বাম হস্তে কমণ্ডলু ও স্রুক্, দক্ষিণ পার্শ্বে সরস্বতী, বামপার্শ্বে সাবিত্রী, সম্মুখে পদ্ম, হংস, বেদ ও ঋষিগণকে পূজা করিবে। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিই ব্রহ্মার পূজায় প্রশস্ত কাল।

প্রণাম

ওঁ চতুর্ব্বদনসম্পন্ন-চতুর্ব্বেদকুটুম্বিনে।
দ্বিজামূর্ত্তৈয়সৎকর্ম্ম-সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ॥

গন্ধেশ্বরী পূজা

বৈশাখী পূর্ণিমায় গন্ধবণিকগণ এই পূজা করিয়া থাকেন। গন্ধেশ্বরীপূজায়, জয়দুর্গার ধ্যান ও পূজা করিবে।

ইতুপূজা

অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবারে প্রচুর শস্যসম্পত্তিকামী প্রতি গৃহস্থেরই এই পূজা করা কর্ত্তব্য। ইহা সূর্য্যদেবের পূজা; এইজন্য রবিবারে পঞ্চশস্য ছড়াইয়া তাহার উপর ঘট স্থাপন করিয়া এই পূজা করিতে হয়। সূর্য্যের ধ্যান ও আবাহন করিয়া "ওঁ মিত্রায় নমঃ" এই মন্ত্র বলিয়া পূজা করিতে হয়। মিত্রস্থানে মিতু পরে ইতু দাঁড়াইয়াছে।

তারার ধ্যান

ওঁ প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
খর্ব্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ।

নবযৌবন-সম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রা-বিভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্।
খড়্গাকর্ত্তৃসমাযুক্ত-সব্যেতরভুজদ্বয়াম্।
কৃপাণোৎপল-সংযুক্ত-সব্যপাণি-যুগান্বিতাম্।
পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়ে ন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাম্।
বালার্কমণ্ডলাকার-লোচনত্রয়ভূষিতাম্।
জলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীম্।
স্বাবেশস্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কার বিভূষিতাম্।
বিশ্বব্যাপক-তোয়ান্তঃ শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাম্॥

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) তারায়ৈ দেব্যৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—স্ত্রীং। মূলমন্ত্র—হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্। আবাহনে—তারে দেবি ইত্যাদি। প্রণাম মন্ত্র—জয়দুর্গার ন্যায়। পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র—কালীর ন্যায়। বামাকালী ও নীলসরস্বতী তারার নামান্তর।

গোপালের ধ্যান

ওঁ পঞ্চবর্ষ-মতিদৃপ্তমঙ্গনে ধাবমান মতিচঞ্চলেক্ষণম্।
কিঙ্কিণীবলয়হারনূপুরৈ-রঞ্জিতং নমত গোপবালকম্॥

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) গোপালায় নমঃ। বীজমন্ত্র—ক্লীং। মূলমন্ত্র—গোপালায় স্বাহা।

প্রণাম

ওঁ নীলোৎপলদলশ্যামং যশোদানন্দনন্দনম্।
গোপিকানয়নানন্দং গোপালং প্রণমাম্যহম্॥

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান

ওঁ স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্ত মনারতম্।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ।

আত্মনো বদনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষিমধুব্রতাঃ।
পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ।
মুক্তাহার-লসৎসপীন তুঙ্গস্তন ভরানতাঃ।
শ্রস্ত ধম্মিল্ল-বসনা মদস্খলিত-ভাষণাঃ।
দন্তপঙ্‌ক্তি-প্রভোদ্ভাসি-স্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ।
বিলোভয়ন্তী-র্বিবিধৈ-র্বিভ্রমৈর্ভাবগর্ভিতৈঃ।
ফুল্লেন্দীবরকান্তি-মিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ম্।
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত-তনুং গো-গোপ-সংঘাবৃতম্।
গোবিন্দং কমলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। বীজমন্ত্র—ক্লীং। মূলমন্ত্র—ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা। প্রণাম মন্ত্র—বিষ্ণুর ন্যায়।

রাধিকার ধ্যান

ওঁ অমল-কমল-কান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং.
শশধর-সম-বক্ত্রাং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাম্।
স্তনযুগ-গত-মুক্তা-দামদীপ্তাং কিশোরীং,
ব্রজপতি-সুতকান্তাং রাধিকা-মাশ্রয়েঽহং॥

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) শ্রীরাধিকায়ৈ দেব্যৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—রাং।

প্রণাম

ওঁ নবীনাং হেমগৌরাঙ্গীং পূর্ণানন্দবতীং সতীম্।
বৃষভানুসুতাং দেবীং বন্দে রাধাং জগৎপ্রসূম্॥

ষষ্ঠীর ধ্যান

ওঁ দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাম্।
বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্রনিভাননাম্।

পট্টবস্ত্র-পরীধানাং পীনোন্নত-পয়োধরাম্।
অঙ্কার্পিতসুতাং ষষ্ঠীমম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ ॥

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) ষষ্ঠীদেব্যৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—ষং। ষষ্ঠী—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের স্ত্রী, এইজন্য ইঁহার অপর নাম দেবসেনা। ইঁহার বাহন মার্জ্জার এবং বটবৃক্ষ ইঁহার প্রিয়।

প্রণাম

ওঁ জয় দেবি জগন্মাত-র্জগদানন্দকারিণি।
প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে ষষ্ঠি দেবিকে ॥

বাণলিঙ্গের ধ্যান

ওঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভম্।
কামবাণান্বিতং দেবং সংসার-দহনক্ষমম্।
শৃঙ্গারাদি-রসোল্লাসং ভাবয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। বীজমন্ত্র ও মূলমন্ত্র—ঐং।

স্ত্রী, শূদ্র এবং ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের পক্ষে কৃষ্ণবর্ণ বাণলিঙ্গই প্রশস্ত; কিন্তু আবার ব্রাহ্মণের পক্ষে শুক্লবর্ণ বাণলিঙ্গ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রক্তবর্ণ বাণলিঙ্গের পূজা প্রশস্ত বলিয়াও উক্ত আছে।

প্রণাম

ওঁ বাণেশ্বরায় নরকার্ণব-তারণায়,
জ্ঞানপ্রদায় করুণামৃত-সাগরায়।
কর্পূর-কুন্দ-ধবলেন্দু-জটাধরায়,
দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥

পঞ্চাননের ধ্যান

[পঞ্চানন শিবের এক নাম বিশেষ, কিন্তু শিবের প্রমথগণের মধ্যেও একজনের নাম পঞ্চানন ইঁহার অপর এক নাম পঞ্চানন্দ।]

দ্বিভুজং জটিলং শান্তং, করুণাসাগরং বিভুম্।
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানং যজ্ঞসূত্রসমন্বিতম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তং ভক্তাভীষ্টফলপ্রদম্।
ব্যাধীনামীশ্বরং দেবং পঞ্চাননমহং ভজে॥

মার্কণ্ডেয়ের ধ্যান

ওঁ দ্বিভুজং জটিলং সৌম্যং সুবৃদ্ধং চিরজীবিনম্।
(মার্কণ্ডেয়ং নরো ভক্ত্যা পূজয়েৎ প্রযতস্তথা)।
দণ্ডাক্ষসূত্রহস্তঞ্চ মার্কণ্ডেয়ং বিচিন্তয়েৎ॥

পূজার মন্ত্র—ওঁ মার্কণ্ডেয়ায় নমঃ। বীজমন্ত্র—মাং। আবাহনে-মার্কণ্ডেয় ইত্যাদি।

প্রার্থনা

ওঁ চিরজীবী যথা ত্বং ভো ভবিষ্যামি তথা মুনে।
রূপবান্ বিত্তবাংশ্চৈব শ্রিয়া যুক্তশ্চ সর্ব্বদা॥
মার্কণ্ডেয় মহাভাগ সপ্তকল্পান্তজীবন।
আয়ুরিষ্টার্থসিদ্ধ্যর্থমস্মাকং বরদো ভব॥

প্রণাম

ওঁ আয়ুঃপ্রদ মহাভাগ সোমবংশসমুদ্ভব।
মহাতপো মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় নমোঽস্তু তে॥

সত্যনারায়ণের ধ্যান

ওঁ ধ্যায়েৎ সত্যং গুণাতীতং গুণত্রয়সমন্বিতং।
লোকনাথং ত্রিলোকেশং পীতাম্বরধরং হরিম্॥
ইন্দীবরদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শ্রীবৎসপদভূষিতম্।
গোবিন্দং গোকুলানন্দং জগতঃ পিতরং গুরুম্॥

পূজার মন্ত্র —ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ। আবরণ পূজা—ওঁ সত্যনারায়ণস্য আবরণদেবতাভ্যো নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র

ওঁ নমস্তে বিশ্বরূপায় শঙ্খচক্রধরায় চ।
পদ্মনাভায় দেবায় হৃষীকপতয়ে নমঃ।
নমোঽনন্তস্বরূপায় ত্রিগুণাত্মবিভাসিনে॥

প্রণাম

ওঁ সত্যনারায়ণং দেবং বন্দেঽহং কামদং শুভম্।
লীলয়া বিততং বিশ্বং যেন তস্মৈ নমো নমঃ॥

শুভসূচনীর ধ্যান

ওঁ রক্তা পদ্মচতুর্ম্মুখী ত্রিনয়না চামীকরালঙ্কৃতা।
পীনোত্তুঙ্গকুচা দুকূলবসনা হংসাধিরূঢ়া পরা।
ব্রহ্মানন্দময়ী কমণ্ডলুবরাঙ্কাভীতিহস্তা শিবা।
ধ্যেয়া সা শুভসূচনী ত্রিজগতামপ্যাপদুদ্ধারিণী॥

পূজার মন্ত্র—ওঁ হ্রীং শুভসূচনীদেব্যৈ নমঃ। আবরণ পূজা—ওঁ শুভসূচনী-দেব্যা আবরণদেবতাভ্যো নমঃ। হংসপূজা—ওঁ হংসেভ্যো নমঃ।

প্রণাম

ওঁ শুভবাঞ্ছাপ্রদে নিত্যং সর্ব্বদা সুখবর্দ্ধিনি।
শুভকার্য্যেষু সর্ব্বত্র শুভং দেহি নমোঽস্তু তে॥

ঘেঁটুপূজা

[চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে (ফাল্গুনের শেষ দিনে) ঘেঁটুপূজা হয়।]

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ। বীজমন্ত্র—ঘং। আবাহনে (ওঁ) ঘণ্টাকর্ণ ইত্যাদি। পূজার পর যোড়হস্তে এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে। মন্ত্র, যথা—

ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্ব্বব্যাধি-বিনাশন।
বিস্ফোটকভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল ॥

নূতন খাতা

বৎসরের প্রথম দিনে ব্যবসায়ীদিগকে খাতা বদলাইতে হয়। ঐ দিনে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীপূজা করিয়া একটী নূতন খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় সিন্দুর গোলা দিয়া একটি পুত্তলা আঁকিতে হয়। তাহার পর ঐ পুত্তলিকাতে চন্দনের তিলক দিয়া তাহার উভয় পার্শ্বে স্বর্ণমোহর বা রৌপ্যের টাকার ছাপ দিতে হয়।

পুণ্যাহ

জমিদারের কাছারীতে বৎসরের প্রথম খাজনা আদায়ের দিনকে পুণ্যাহ বা পুণ্যে বলে। ইহাতেও বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করিতে হয়।

বিশ্বকর্ম্মা-পূজা

আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে (ভাদ্রমাসের শেষ দিনে) কর্ম্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি শিল্পিগণ এই পূজা করিয়া থাকে।

ধ্যান

ওঁ দংশপাল মহাবীর সুচিত্র-কর্ম্মকারক।
বিশ্বকৃদ্ বিশ্বধৃচ্চ ত্বং রসনা-মানদণ্ডধৃক্ ॥

পূজার মন্ত্র:—(ওঁ) বিশ্বকর্ম্মণে নমঃ। বীজমন্ত্র:—বিং। আবাহনে —(ওঁ) বিশ্বকর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি।

প্রণাম

শিল্পাচার্য্য মহাভাগ দেবানাং কার্য্যসাধক।
বিশ্বকর্ম্মন্ নমস্তুভ্যং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়ক ॥

বিবিধ

তুলসীচয়ন মন্ত্র

ওঁ তুলস্যমৃতনামাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়ে ।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে ॥
ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্ ।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি ॥

স্নান করিয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে বোঁটা সহিত পত্র ও মঞ্জরী ছিঁড়িয়া কোন পাত্রে রাখিবে। দ্বাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, সায়ংকাল সংক্রান্তি ও রাত্রিকালে তুলসী চয়ন করিবে না। তুলসী ও বিল্ববৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিবে না।

(তুলসীর ধ্যান, প্রণাম ও স্নানমন্ত্র ১৩৫।১৩৬ পৃষ্ঠা দেখ)।

অশ্বত্থ বন্দনা

(অশ্বত্থবৃক্ষে জল দিবার মন্ত্র)।

চক্ষুঃস্পন্দং ভুজস্পন্দং তথা দুঃস্বপ্নদর্শনম্ ।
শত্রূণাঞ্চ সমুত্থানমশ্বত্থ শময়াশু মে ।
অশ্বত্থরূপী ভগবান্ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ ॥

অশ্বত্থ প্রণাম

অশ্বত্থ বৃক্ষরূপোঽসি মহাদেবেতি বিশ্রুতঃ ।
বিষ্ণুরূপ-ধরোঽসি ত্বং পুণ্যবৃক্ষ নমোঽস্তু তে ॥

বিপ্রপাদোদক-পানমন্ত্র

বিপ্রপাদোদকং পীত্বা যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী।
তাবৎ পুষ্করপাত্রেণ পিবন্তু পিতরো মম ॥

বিষ্ণুচরণামৃত গ্রহণমন্ত্র

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানামার্ত্তিনাশন।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং পাদোদকং প্রযচ্ছ মে ॥

বিষ্ণুচরণামৃত পান ও মস্তকে ধারণমন্ত্র

অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্ ॥
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্ ।

বিষ্ণুচরণামৃত (শালগ্রামের স্নানজল) পূর্ব্বে পান করিয়া পরে মস্তকে দিবে। উহা শঙ্খপাত্রস্থ এবং তুলসীপত্রযুক্ত করিয়া পান করা উচিত। স্বতঃ পবিত্র বলিয়া উহা পান করিবার পর আচমনাদি করিতে নাই। বিপ্রপাদোদক পান করিবার পর বিষ্ণুচরণামৃত পান করিবে এবং অগ্রে বিষ্ণুচরণামৃত পান করিবে, তাহার পর মস্তকে ধারণ করিবে।

বিল্বপত্র চয়ন

ওঁ পুণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালুর শ্রীফল প্রভো।
মহেশপূজনার্থায় ত্বৎপত্রাণি চিনোম্যহম্ ॥

পূজায় নিষিদ্ধপুষ্পাদি

ধুতুরা, করবী প্রভৃতি পুষ্প শিবপূজায় বিহিত। ভূপতিত কিংবা উগ্রগন্ধ পুষ্প দিয়া শিবপূজা করিও না। অন্যান্য পুংদেবতার সাদা ফুল দিয়া পূজা করিতে হয়, রক্তপুষ্প দ্বারা পূজা নিষিদ্ধ। স্ত্রী দেবতার রক্তপুষ্প দিয়া পূজা করিতে হয়। সূর্য্যকে বিল্বপত্র ও ধুতুরা ফুল, গণেশকে তুলসী এবং শিবকে শ্বেত জবা কখনও দিবে না।

শিব ও সূর্য্যের অর্ঘ্যে শঙ্খ দিতে নাই। রক্তচন্দন ও জবা প্রভৃতি রক্তপুষ্প শক্তি ও সূর্য্যের পূজায় প্রশস্ত। বিষ্ণু, শিব, গঙ্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পূজায় এবং শ্রাদ্ধে শ্বেতপুষ্প ও শ্বেতচন্দনই বিহিত। শ্যামাপূজায় যন্ত্রপুষ্প (পদ্ম, রক্তজবা প্রভৃতি) প্রশস্ত। বিষ্ণুকে শ্বেতজবা, রক্তপদ্ম, রক্তকরবী ও শ্বেতাপরাজিতাও দিতে পারা যায়। বিষ্ণুপূজা তুলসী না হইলে চলে না, কারণ বিষ্ণুর উপচার সকল তুলসীযুক্ত করিয়া দিতে হয়। শক্তি ও শিবের পূজায় বিল্বপত্র প্রশস্ত। বিল্বপত্র তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিয়া উপুড় করিয়া, তুলসী অনামিকা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিয়া চিৎ করিয়া এবং পুষ্প যে ভাবে গাছে উৎপন্ন হয়, সেইভাবে ধরিয়া দেবতাকে নিবেদন করিতে হয়। মালতী, জাতি, যূথী (জুই), বকুল, জবা, শেফালিকা (শিউলি), কাঠ-টগর ও কুন্দ পুষ্পে পার্থিব শিবপূজা করা চলে কিন্তু পাষাণাদি গঠিত শিবের পূজা চলে না। শ্রাদ্ধে দূর্ব্বার গর্ভ অর্থাৎ কোঁক ফেলিয়া দিবে। বাম হস্তে পুষ্পাদি লইয়া দেবতার পূজা করিতে নাই। লক্ষ্মীর নিকট ঘণ্টা, দুর্গার নিকট বাঁশী, শিবের নিকট করতাল এবং ব্রহ্মার নিকট ঢাক বাজাইতে নাই। দেবতাকে নির্ম্মাল্যযুক্ত করিয়া রাখিও না এবং পূজা শেষ না হইলে নৈবেদ্য ভাঙ্গিও না। পূজা-গৃহে কোনরূপ উচ্ছিষ্ট ফেলিও না। মনসাপূজায় ধূনা দিতে নাই। নির্ম্মাল্য মাড়াইতে বা ডিঙ্গাইতে নাই, উহা বৃক্ষমূলে বা জলে ফেলিয়া দিবে। নির্ম্মাল্য ও আশীর্ব্বাদী পুষ্প মাথায় করিয়া লইবে।

ভোগ দেওয়া

(ইহা কেবল ব্রাহ্মণেরই কর্ত্তব্য)

'বং এতস্মৈ সোপকরণান্নায় নমঃ' এই মন্ত্র তিনবার বলিয়া অন্নাদিতে তিনবার জলের ছিটা দিতে হয়। পরে 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সোপকরণান্নায় নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া সচন্দন পুষ্প বা জল দিবে। অনন্তর যে দেবদেবীকে ভোগ দেওয়া হইতেছে, তাঁহার মূলমন্ত্র (ধ্যানমালা

দেখ) দশবার জপ করিবার পর 'ইদং সোপকরণান্নং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া অন্নাদিতে পুনরায় একবার জলের ছিটা দিবে। তারপর 'ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা' এই মন্ত্র বলিয়া আবার সামান্য জল দিবে এবং বামহস্ত চিৎ করিয়া মুখে গ্রাস তুলিবার মত ধরিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা প্রাণাহুতি মুদ্রা দেখাইয়া পঞ্চগ্রাস মন্ত্র বলিবে; মন্ত্র, যথা—ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা। অনন্তর 'ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা' এই মন্ত্র বলিয়া সামান্য জল দিয়া, 'ইদং পানার্থোদকং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, ইদমাচনীয়ং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, ইদং তাম্বূলং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ' এই সকল মন্ত্র বলিয়া ঐ সকল দ্রব্যে একটু করিয়া জলের ছিটা দিবে।

নৈবেদ্য বা উপকরণাদি যে কোনও দ্রব্য দেবতাদিগকে উপরোক্ত নিয়মানুসারে নিবেদন করিতে হয়, কেবল 'সোপকরণান্নের' স্থলে সেই সকল দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিতে হয়। যেমন নৈবেদ্য, উপকরণ, মিষ্টান্ন, দুগ্ধ, কৃসরান্ন (খিঁচুড়ি) প্রভৃতি। যদি দেবতাদিগকে উৎসর্গ করিবার কোন জিনিষের নাম জানা না থাকে, তাহা হইলে 'নৈবেদ্য' বলিয়া নিবেদন করিলেই চলিবে। পবিত্রস্থানে জল দ্বারা চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার উপর নৈবেদ্যাদি রাখিতে হয়।

স্বস্ত্যয়ন

(তুলসী দেওয়া)

আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, গন্ধাদি এবং নারায়ণ প্রভৃতির অর্চ্চনা করিবার পর সঙ্কল্প করিবে। প্রথমে কোশার জলে কুশ, তিল ও হরীতকী প্রদান করিয়া ঐ জল বামহস্ত সংযুক্ত দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা (নখ যেন না ঠেকে) কিংবা কুশ দ্বারা স্পর্শ করিয়া 'বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ

শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (অমুকস্থলে নাম বলিবে) অমুকগোত্রস্য শ্রী-অমুকদেবশর্ম্মণঃ * শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিপূর্ব্বকসর্ব্বাপচ্ছান্তিকামঃ ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকপঠিতেন অষ্টাবিংশতি-(অষ্টোত্তরশত) সংখক-সচন্দন-তুলসীপত্রাণামেকৈকেন হরিপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যামি।"

অনন্তর জলশুদ্ধি বা সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি এবং গণেশাদি পঞ্চ দেবতার পূজা প্রভৃতি করিয়া বিষ্ণুর দশোপচারে বা ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হয়। অনন্তর তুলসীপত্রগুলি গণনা করিয়া চন্দনে ডুবাইয়া একটী পাত্রে সাজাইয়া রাখিবে। পরে ঐগুলিকে অর্চ্চনা করিয়া অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা এক একটি তুলসীপত্র ধরিয়া 'এতৎ সচন্দনতুলসী-পত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা' এই মন্ত্র বলিয়া শালগ্রামের উপর প্রদান করিবে (পূর্ব্বে যে তুলসী দেওয়া হইয়াছে, তাহা সরাইয়া এবং হস্ত ধৌত করিয়া অপর তুলসী দিবে)। অনন্তর মূলমন্ত্র জপ ও প্রণাম করিবার পর দক্ষিণা দিবে। দক্ষিণা দিবার সময় 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণার দ্রব্য অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে (সঙ্কল্পের ন্যায়) জল স্পর্শ করিয়া 'বিষ্ণুরোঁ' তৎসৎ···সর্ব্বাপচ্ছান্তিকামনয়া কৃতৈতৎ স্বস্ত্যয়নকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামেতৎ কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং শ্রীহরয়ে তুভ্যং দদানি' এই মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণার দ্রব্যে সামান্য জলের ছিটা দিবে। অনন্তর যোড় হস্তে 'ওঁ কৃতৈতৎ-স্বস্ত্যয়ন-কর্ম্মাছিদ্রমস্তু' এই মন্ত্র বলিবে।

হরির লুট

আচমন ও বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক যাহার মানসিক আছে, তাহার নাম বলিয়া সংকল্প করিতে হয়। যথা—বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস)

---

*নিজের জন্য হইলে 'অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ' বলিবে না ও 'করিষ্যামি' না বলিয়া 'করিষ্যে' বলিবে।

অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রী অমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রী অমুকদেবশর্ম্মণঃ অভীষ্টসিদ্ধিকামঃ হরিপূজনমহং করিষ্যামি (নিজের জন্য হইলে 'করিষ্যামি' না বলিয়া, 'করিষ্যে বলিবে)। অনন্তর ভোগ দেওয়ার যেরূপ নিয়ম সেইপ্রকারে মিষ্টান্ন দ্রব্য অর্চ্চনা ও নিবেদন করিবে। তারপর হরিধ্বনি করিয়া মিষ্টান্ন দ্রব্য হইতে তিনবার কিছু কিছু লইয়া ছড়াইয়া দিবে। তদনন্তর 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ' ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া প্রণাম করিবে।

পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন

(কঠিন পীড়ায় ইহা করা কর্ত্তব্য)

প্রথম—নারায়ণে এক হাজার বা একশত আটটী সচন্দন তুলসীপত্র দিতে হয়। দ্বিতীয়—এক হাজার বার দুর্গা নাম জপ করিতে হয়। তৃতীয়—একহাজারবার মধুসূদন নাম জপ করিতে হয়। চতুর্থ—চারিটী পার্থিব-শিবলিঙ্গ পূজা করিতে হয় এবং পঞ্চম—পাঁচবার বা তিনবার চণ্ডীপাঠ করিতে হয়। এই পাঁচ প্রকারে দেবতাদের অর্চ্চনার নাম পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন। অনেকে যথাক্রমে চণ্ডীপাঠ, দুর্গানামজপ, পার্থিব শিবলিঙ্গ-পূজা, নারায়ণকে তুলসীদান ও মধুসূদন নাম জপকে পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন বলিয়া থাকেন।

অগ্রে নারায়ণাদির অর্চ্চনা ও স্বস্তিবাচন করিয়া সংকল্প করিতে হয়। প্রথম—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ জীববদেতৎস্থূলশরীরাবিরোধেন ঝটিতি সর্ব্বরোগ-প্রশমনপূর্ব্বকশতায়ুষ্ককামঃ ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকপঠিতেন সহস্র (বা অষ্টোত্তরশত) সংখ্যক-সচন্দন-তুলসীপত্রাণামেকৈকেন হরিপূজনমহং করিষ্যামি। দ্বিতীয়—বিষ্ণুরোঁ... অষ্টোত্তর সহস্রকৃত্বঃ দুর্গেতি দ্ব্যক্ষর-নামোচ্চারণমহং করিষ্যামি। তৃতীয়—বিষ্ণুরোঁ... অষ্টোত্তর-সহস্রকৃত্বঃ মধুসূদনেতি পঞ্চাক্ষর-নামোচ্চারণমহং করিষ্যামি। চতুর্থ—

বিষ্ণুরোঁ...চতুঃসংখ্যক পার্থিব-শিবলিঙ্গ-পূজনমহং করিষ্যামি (চারিটীর পূজা একটী সঙ্কল্পেই করিতে হয়) পঞ্চম—বিষ্ণুরোঁ...শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষিবেদব্যাস-প্রোক্ত-জয়াখ্য-মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত ওঁ (মার্কণ্ডেয় উবাচ) সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয় ইত্যাদি-সাবর্ণি-র্ভবিতা মনুরোমিত্যন্ত-দেবী-মাহাত্ম্যস্য পঞ্চকৃত্বঃ (বা ত্রিঃ) পাঠকর্ম্মাহং করিষ্যামি। অনন্তর গণেশাদি পঞ্চদেবতা এবং উক্ত নারায়ণাদি পঞ্চদেবতার পূজা প্রভৃতি সমাপনান্তে সঙ্কল্পিত কার্য্য শেষ করিয়া দক্ষিণাদান, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাপন করিবে। শিবপূজার শেষে মহিম্নস্তব (স্তবমালা দেখ) পাঠ করিতে হয়।

বিবাদে জয়লাভ করা

মোকর্দ্দমা প্রভৃতি অশান্তি উপস্থিত হইলে বগলামুখী স্তব (স্তবমালা দেখ) পাঠ করিতে হয়।

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীবগলামুখীস্তবপাঠকর্ম্মণি ইত্যাদি পাঠ করিয়া স্বস্তিবাচন সমাপনান্তে সংকল্প করিবে; যথা—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য...অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বিপক্ষেণ সহ বিবাদে জয়লাভকামঃ রুদ্রযামলোক্ত-শ্রীবগলামুখীস্তবপাঠকর্ম্মাহং করিষ্যে। অনন্তর বগলামুখী দেবীর পূজা করিয়া স্তবপাঠপূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদান করিবে। বগলামুখা দেবী পীতপুষ্পে (হলদে ফুলে) অতীব প্রীতা হন।

আপদুদ্ধার

আপদ্ উদ্ধারের জন্য সংকল্পপূর্ব্বক বটুকভৈরব, দুর্গাষ্টক ও সঙ্কটাস্তব (স্তবমালা দেখ) পাঠ করিবার পর দক্ষিণা প্রদান করিবে।

অজীর্ণতা নিবারণ

অগস্তি-রগ্নির্ব্বড়বানলশ্চ, ভুক্তং ময়ান্নং জরয়ত্বশেষম্।
সুখঞ্চ মে তৎপরিণামসম্ভবং, যচ্ছত্বরোগং মম চাস্তু দেহে ॥১

আতাপির্ভক্ষিতো যেন বাতাপিশ্চ মহাসুরঃ।
সমুদ্রঃ শোষিতো যেন স মেঽগস্ত্যঃ প্রসীদতু ॥২

অজীর্ণতায় উপর্য্যুক্ত মন্ত্র দুইটী বা একটী বলিয়া পেটে হাত বুলাইতে হয়।

বজ্রভয় নিবারণ

জৈমিনি মুনির স্মরণে বা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠেও বজ্রভয় নিবারণ হয়।

রামং স্কন্দং হনুমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরম্।
যে স্মরন্তি বিরূপাক্ষং ন তেষাং বৈদ্যুতাদ্ ভয়ম্।

সর্পভয় নিবারণ

নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলির পাঠে সর্পভয় দূর হয়।

অসিতঞ্চার্ত্তিমন্তঞ্চ সুনীথং বাপি যঃ স্মরেৎ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ নাস্য সর্পভয়ং ভবেৎ ॥
যো জরৎকারুণা জাতো জরৎকারৌ মহাযশাঃ।
আস্তীকঃ সর্পসত্রে বঃ পন্নগান্ যোঽভ্যরক্ষত।
তং স্মরন্তং মহাভাগা ন মাং হিংসিতুমর্হথ ॥
সর্পাপসর্প ভদ্রং তে দূরং গচ্ছ মহাবিষ।
জনমেজয়স্য যজ্ঞান্ত আস্তীকবচনং স্মর ॥

নষ্টচন্দ্র দর্শনে

নষ্টচন্দ্র দেখিলে সামান্য জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া সেই জল পান করিবে।

সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মা রোদী স্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ ॥

একটী নক্ষত্র দর্শনে

আকাশে কেবলমাত্র একটী নক্ষত্র দেখিলে দেবর্ষি নারদকে অথবা কপিলমুনিকে স্মরণ করিতে হয়।

দুঃস্বপ্ন দর্শনে

গোবিন্দ স্মরণ ও অশ্বত্থ বন্দনা করিতে হয়। "চিত্রং দেবানাং" ইত্যাদি [সন্ধ্যোক্ত] মন্ত্র পাঠ করিলেও দুঃস্বপ্নের শান্তি হইবে। স্ত্রী ও শূদ্র নিজনামে সঙ্কল্প করাইয়া ব্রাহ্মণদ্বারা উক্ত মন্ত্র পাঠ করাইবে।

সুখপ্রসব

নিম্নলিখিত মন্ত্রে জল পড়িয়া গর্ভিণীকে খাওয়াইলে প্রসব কষ্ট নিবারণ হয়। যথা—

অস্তি গোদাবরীতীরে জম্ভলা নাম রাক্ষসী।
তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ বিশল্যা গর্ভিণী ভবেৎ॥

গোগ্রাসদান মন্ত্র

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) গোভ্যো নমঃ।

সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্ণন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ॥

প্রণাম

নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥

দীপান্বিতা অমাবস্যা

দীপান্বিতা অমাবস্যায় পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া উল্কাদান অর্থাৎ আঁজল-পিঁজল, সন্ধ্যার সময় অলক্ষ্মীর পূজা ও সূর্প অর্থাৎ কুলা বাজাইয়া তাহাকে গৃহের সীমা হইতে বাহির করিবার পর লক্ষ্মীপূজা এবং লক্ষ্মীর প্রীতির জন্য গৃহাদিতে দীপদান করিবে।

সমুদ্রমন্থন সময়ে লক্ষ্মী উঠিবার পূর্ব্বে অলক্ষ্মী উঠিয়াছিল। সেইজন্য এই দিনে লক্ষ্মীর পূর্ব্বে অলক্ষ্মীর পূজা করিতে হয়। অলক্ষ্মীর পূজাকালে উঠানে গোময় পুত্তলিকাকে বামহস্ত দ্বারা কৃষ্ণপুষ্প দিয়া এবং অলক্ষ্মীর

বিপরীত দিকে মুখ করিয়া 'ও অলক্ষ্ম্যৈ নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া পূ- করিবে।

দীপদান

ত্বং জ্যোতিঃ শ্রীরবিশ্চন্দ্রো বিদ্যুৎসৌবর্ণতারকাঃ।
সর্ব্বেষাং জ্যোতিষাং জ্যোতি-র্দীপজ্যোতিঃস্থিতে নমঃ॥

উল্কাগ্রহণ

শস্ত্রাশস্ত্রহতানাঞ্চ ভূতানাং ভূতদর্শয়োঃ।
উজ্জ্বল-জ্যোতিষা দেহং দহেয়ং ব্যোমবহ্নিনা॥

উল্কাদান

অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
উজ্জ্বল-জ্যোতিষা দগ্ধা-স্তে যান্তু পরমাং গতিম্॥

পিতৃবিসর্জ্জন

যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মহালয়ে।
উজ্জ্বলজ্যোতিষা বর্ত্ম প্রপশ্যন্তো ব্রজন্তু তে॥

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া

কালীপূজার পর কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ভগিনী ভ্রাতাকে প্রথমে তিলক দিবে, পরে অন্ন দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে—

ভ্রাতস্তবাগ্রজাতাহং ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভম্।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥

যদি কনিষ্ঠা ভগ্নী হয়, তাহা হইলে 'ভ্রাতস্তবাগ্রজাতাহং' না বলিয়া 'ভ্রাতস্তবানুজাতাহং' বলিবে। ভ্রাতার ও ভগিনীকে কিছু দিতে হয়।

এই দিনে যমুনা দেবী তাঁহার নিজ ভ্রাতা যমকে ভোজন করাইয়াছিলেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে ভ্রাতা ও ভগিনীর পুনর্ভোজন ও অধ্যয়ন শাস্ত্রনিষিদ্ধ।

যদি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে ভোজনের পূর্ব্বে ভ্রাতা নিজে তাহা করিবে কিংবা ব্রাহ্মণ দ্বারা করাইবে। সঙ্কল্প করিবার সময় 'স্বরক্ষণকামো যমাদিপূজনমহং করিষ্যে'। অনন্তর 'ওঁ যমায় নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে অর্ঘ্য লইয়া 'এষোঽর্ঘ্যঃ' (সামবেদী ও ঋগ্বেদীরা ইদমর্ঘ্যং) বলিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে।

(ওঁ) এহ্যেহি মার্ত্তণ্ডজ-পাশহস্ত, যমান্তকালোকধরামরেশ।
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-কৃত-দেবপূজাং, গৃহাণ চার্ঘ্যং ভগবন্নমস্তে॥
অনন্তর 'ওঁ যমায় নমঃ' বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

প্রণাম

(ওঁ) ধর্ম্মরাজ নমস্তুভ্যং নমস্তে যমুনাগ্রজ।
পাহি মাং কিঙ্করৈঃ সার্দ্ধং সূর্য্যপুত্র নমোঽস্তুতে॥

তারপর চিত্রগুপ্তকে 'চিত্রগুপ্তায় নমঃ' যমদূতকে 'যমদূতেভ্যো নমঃ' ও যমুনাকে 'যমুনায়ৈ নমঃ' বলিয়া পূজা করিবে।

যমুনার প্রণাম

(ওঁ) যমস্বসর্নমস্তেঽস্তু যমুনে লোকপূজিতে।
বরদা ভব মে নিত্যং সূর্য্যপুত্রি নমোঽস্তুতে॥

ভূতচতুর্দ্দশী

এই দিনে ভূতের উপদ্রব বেশী হয়, সেই নিমিত্ত এই দিনকে ভূতচতুর্দ্দশী বলে।

ভূতচতুর্দ্দশী দিনে সন্ধ্যার সময় দেবতার মন্দিরে, নিজের ঘরের প্রাঙ্গণে, সক্ষম হইলে নদীতীর প্রভৃতি স্থানে প্রদীপ দিলে নরক-দর্শন করিতে হয় না। স্নানের পর যমতর্পণ করিতে হয়।

আকাশপ্রদীপ দান

কার্ত্তিকমাসে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় পরপৃষ্ঠা লিখিত মন্ত্র বলিয়া শূন্যে প্রদীপ

দিতে হয়। প্রদীপ দিবার প্রথম দিনে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করিতে হয়।

দীপদান মন্ত্র

দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপন্তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে ॥

ঘটোৎসর্গ

মহাবিষুবসংক্রান্তি অর্থাৎ চৈত্রমাসের শেষ দিন, অক্ষয়তৃতীয়া কিংবা সৌর বৈশাখ মাসের যে কোন দিনে মৃত পিতৃপিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষের, স্বামীর ও ইষ্টদেবদেবীর উদ্দেশে কিংবা নিজের নিমিত্ত সভোজ্য বা শক্তু সহ (ছাতুর সহিত) এবং সোপকরণাদি (তালবৃন্তাদি সহিত) জলপূর্ণঘট উৎসর্গ করিতে হয়। উৎসর্গের সময় পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া আচমন ও বিষ্ণু স্মরণপূর্ব্বক গন্ধাদির ও নারায়ণ প্রভৃতির আরাধনা করিয়া ঘটে চন্দনের প্রলেপ দিবে। চন্দন লেপনের মন্ত্র নিম্নে দেওয়া হইল।

ঘট ত্বং ধর্ম্মরূপেণ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা।
ত্বয়ি লিপ্তে সন্তু লিপ্তা-শ্চন্দনৈঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥

অনন্তর বাম হস্ত (উপুড় করিয়া) খটটী ধরিয়া 'এতস্মৈ সভোজ্যসোপকরণ-জলপূর্ণঘটায় নমঃ' (যদি উৎসর্গে গামছা থাকে, তাহা হইলে 'এতস্মৈ সবস্ত্র-ভোজ্য' ইত্যাদি, গঙ্গাজল হইলে 'গঙ্গাজলপূর্ণ' ইত্যাদি) ৩ বার পাঠ করিয়া ঘটে ৩ বার জলের ছিটা দিবে। অনন্তর 'এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ এতস্মৈ সভোজ্য-সোপকরণজলপূর্ণ-ঘটায় নমঃ,...এতদধিপতয়ে (ওঁ) শ্রীবিষ্ণবে নমঃ,...এতৎ সম্প্রদানায় (ওঁ) ব্রাহ্মণায় নমঃ' এই সকল মন্ত্র বলিয়া পূজা করিবে। পরে দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্র লইবে, ঐ ত্রিপত্র জলে ধরিয়া বিষ্ণুরোঁ তৎ সৎ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকস্য শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ (স্ত্রীলোক হইলে শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা) ইমং সভোজ্যসোপকরণ-জলপূর্ণ-ঘটং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং যথাসম্ভব-গোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায় দদানি' এই বলিয়া ঘটে জলের ছিটা দিবে।" তারপর যথাসম্ভব দক্ষিণা দিবে। কাঞ্চন মূল্যকে অর্চ্চনা করিয়া—'বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য...

শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ-সভোজ্য-সোপকরণ-জলপূর্ণঘটদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় দদানি।” বলিয়া দক্ষিণায় জলের ছিটা দিবে। অনন্তর যোড়হস্তে (ওঁ) কৃতৈতৎ সভোজ্য-সোপকরণ-জলপূর্ণ ঘট-দানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত’ বলিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। এইরূপে পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষের নামেও উৎসর্গ করিবে। সেই সময় পিতামহস্য ইত্যাদি বলিবে। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ—প্রত্যেকের নামে পৃথক্ পৃথক্ ঘট উৎসর্গ করিবে, কিংবা পিতৃপক্ষের তিনজনের নামে একটী ও মাতামহপক্ষের তিনজনের নামে একটি ঘট উৎসর্গ করিলেও চলিতে পারে। পত্নীর স্বামীর জন্য উৎসর্গ বাক্য—ভর্ত্তুঃ। ইষ্টদেবদেবীর জন্য বাক্য—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ (স্ত্রীলোক হইলে…গোত্রা, দেবী বা দাসী) শ্রীমদিষ্টদেবতাপ্রীতিকামঃ (স্ত্রীলোক হইলে প্রীতিকামা) শ্রীমদিষ্টদেবতায়ৈ তুভ্যং সম্প্রদদে বলিবে। অনন্তর যোড়হস্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে—

পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণাঃ পানীয়ং পাবনং মহৎ।
পানীয়স্য প্রদানেন প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ॥

নিজের নিমিত্ত এই বাক্য—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ মনোরথসফলত্বকামঃ… যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় সম্প্রদদে। তারপর দক্ষিণান্তে ‘পানীয়ং প্রাণিনাং’ ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া শেষে নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে—

এষঃ ধর্ম্মঘটো দত্তো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ।
অস্য প্রদানাৎ সফলা মম সন্তু মনোরথাঃ॥

অনন্তর ‘পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া পিতৃস্তুতি ও পিতৃপ্রণাম (তর্পণবিধি দেখ) করিবে। পরে হস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে—

প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥
এতৎ কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণায় অর্পিতমস্তু॥

পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় লিখিত মন্ত্র বলিয়া মাটীতে জলগণ্ডূষ নিক্ষেপ করিবে। শেষে 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ' ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া বিষ্ণুকে প্রণাম করিবে।

দানোৎসর্গ

নিজের, অন্যের কিংবা প্রেতের নিমিত্ত ষোড়শ দান, দ্বাদশ দান, কিংবা অন্ন-জল-বস্ত্র উৎসর্গ করিবার নিয়ম শাস্ত্রে আছে।

ষোড়শদানের দ্রব্য

(১) ভূমি (অভাবে—ধান্য, মৃত্তিকা ও ভূমির মূল্য), (২) আসন, (৩) জল, (৪) বস্ত্র, (৫) দীপ, (৬) অন্ন, (৭) তাম্বূল, (৮) ছত্র, (৯) গন্ধ, (১০) মাল্য (শ্বেতপুষ্প), (১১) ফল (দুইটী দেওয়ার ব্যবহার আছে), (১২) শয্যা, (১৩) পাদুকা-যুগল বা উপানদ্‌যুগল), (১৪) গো অথবা গোমূল্য ।০ আনা বা ধেনুমূল্য ৸০ আনা (১৫) কাঞ্চন ও (১৬) রজত (কাঞ্চন ও রজত এক রতির কম না হয়)।

দ্বাদশদানের দ্রব্য

(১) ভূমি, (২) আসন, (৩) জল, (৪) অন্ন, (৫) বস্ত্র, (৬) তাম্বূল, (৭) ফল, (৮) গন্ধ, (৯) ছত্র, (১০) পাদুকাযুগল, (১১) শয্যা ও (১২) গোমূল্য ।০ বা ৸০।

উপরোক্ত দ্রব্যগুলির মধ্যে সশস্য-ভূমিমূল্য, জল, দীপ, অন্ন, তাম্বূল গন্ধ, মাল্য, ফল, গোমূল্য কাঞ্চন ও রজত তৈজসাধারে অর্থাৎ পিত্তলাদি ধাতুপাত্রে রাখিয়া দান করিবার বিধি আছে। অনেকে মাটীর মালসায় ভূমিমূল্য ও গোমূল্য দান করিয়া থাকেন, তাহা করা উচিত নহে। ঘটোৎসর্গের ন্যায় সবস্ত্র ঐ সকল দ্রব্য উৎসর্গ করিতে হয়। উৎসর্গের সময় বাক্য—ইদং সবস্ত্র-তৈজসাধার-সশস্যভূমিমূল্যং (কোন্ ধাতুনির্ম্মিত আধার তাহার নাম করিতে

হইবে), সবস্ত্র-তৈজসাধার-জলং (গঙ্গাজল হইলে 'গঙ্গাজলং' বলিতে হইবে) ইত্যাদি বলিবে। যদি নিজের জন্য উৎসর্গ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার বাক্য—'অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ স্বর্গকামঃ...সম্প্রদদে' এই মন্ত্র বলিবে। অন্যের কিংবা প্রেতের জন্য করিলে তাহার বাক্য—...অমুকগোত্রস্য অমুকস্য প্রেতস্য, স্বর্গকামঃ...দদানি এই মন্ত্র বলিবে। গ্রহণ সময় দানে—(সূর্য্যগ্রহণে) অমুকদ্রব্যদশলক্ষদানজন্য-ফলসমফল-প্রাপ্তিকামঃ এবং (চন্দ্রগ্রহণে) অমুক-দ্রব্যলক্ষদানজন্য-ফলসমফল-প্রাপ্তিকামঃ; চূড়ামণিযোগে—অনন্তামুকদ্রব্য-দানজন্য-ফলসমফল-প্রাপ্তিকামঃ। দীপ ও গন্ধ উৎসর্গ করিবার সময় এই বাক্য—'ইদং' স্থলে 'ইমং' বলিবে। শয্যা উৎসর্গ করিবার সময় এই বাক্য—'এতস্মৈ' স্থলে 'এতস্যৈ' বলিবে; 'ঘটায়' স্থলে 'শয্যায়ৈ, 'ইমং' স্থলে 'ইমাং ও 'শ্রীবিষ্ণু-দৈবতং' স্থলে 'শ্রীবিষ্ণুদেবতাকাং' বলিবে।

ব্রাহ্মণের নামে উৎসর্গীকৃত দান-দ্রব্য ব্রাহ্মণকেই দিতে হয়, অন্য কাহাকেও দিতে নাই।

দোষে দান

নিরবকাশ স্থলে কর্ম্মকালীন চন্দ্রশুদ্ধি না থাকিলে (চন্দ্রদোষে) শঙ্খ, তারাশুদ্ধি না থাকিলে লবণ, নক্ষত্র করণ ও বারদোষে ধান্য, অশুভযোগে তিল, লগ্নদোষে কাঞ্চন ও মণি এবং তিথিদোষে আতপতণ্ডুল দান করিতে হয়। কাঞ্চন অন্ততঃ এক রতি এবং লবণ, ধান্য, তিল ও আতপ তণ্ডুল পরিমাণে একসের বা পাঁচপোয়া হওয়া চাই।

কুমারীপূজা

অনূঢ়া অর্থাৎ অবিবাহিতা ও অনাগতার্ত্তবা অর্থাৎ যাহার ঋতু হয় নাই এরূপ কন্যাকে কুমারী বলে। বয়োভেদে কুমারীর বিশেষ বিশেষ নাম আছে। যথা—একবর্ষবয়স্কা সন্ধ্যা, দ্বিবর্ষা সরস্বতী, ত্রিবর্ষা ত্রিধামূর্ত্তি, চতুর্বর্ষা কালিকা, পঞ্চবর্ষা সুভগা, ষড়্বর্ষা উমা, সপ্তবর্ষা মালিনী, অষ্টবর্ষা গৌরী (কুব্জিকা), নববর্ষা রোহিণী (কালসন্দর্ভা), দশবর্ষা অপরাজিতা, একাদশবর্ষা রুদ্রাণী,

দ্বাদশবর্ষা ভৈরবী, ত্রয়োদশবর্ষা মহালক্ষ্মী, চতুর্দ্দশবর্ষা পীঠনায়িকা, পঞ্চদশবর্ষা ক্ষেত্রজ্ঞা, ষোড়শবর্ষা অম্বিকা।

কুমারী পূজা সঙ্কল্পিত পূজাদির সম্পূর্ণ ফললাভ কামনায় করা হয়। পূজক স্বয়ং পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে বসিয়া এবং কুমারীকে সম্মুখে বসাইয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক পূজাবিধির নিয়মানুসারে পূজা করিবে। পরে কুমারীকে নব বস্ত্র পরাইয়া ভোজন করাইবে এবং কুমারীকে প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণা প্রদান ও প্রণাম করিবে।

চাতুর্ম্মাস্যব্রত

এই ব্রত মুখ্যচান্দ্র আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বাদশী হইতে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশী পর্য্যন্ত কিংবা আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত, অথবা কর্কট সংক্রান্তি হইতে বৃশ্চিক সংক্রান্তি পর্য্যন্ত চারি মাস যাবৎ করিতে হয়। এই ব্রতে তৈল ত্যাগ করিলে সৌন্দর্য্য, গুড় ত্যাগ করিলে মিষ্টস্বর, অন্ন ত্যাগ করিলে দীর্ঘজীবী বলিষ্ঠ সন্তান, মধুমাংস ত্যাগে সুস্থ শরীর ও বিষ্ণুভক্তি, নখ এবং চুল রাখিলে গঙ্গাস্নানের ফল, এবং একদিন অন্তর উপবাস করিলে বৈকুণ্ঠ লাভ হয়। 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিলে উপবাস ফল, মাংস বর্জ্জন করিলে আয়ুঃ, যশ ও বললাভ এবং বিষ্ণুকে প্রণাম করিলে গো-দানের ফল লাভ হয়। এই ব্রত করিলে প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিতে হইবে।

ব্রত আরম্ভদিনে প্রাতঃকালে স্নানাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবার পর স্বস্তি বাচনান্তে 'সূর্য্যঃ সোমঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিতে হয়। সঙ্কল্পের বাক্য যথা—বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আষাঢ়ে মাসি শুক্লে পক্ষে দ্বাদশ্যাং তিথৌ [পৌর্ণমাস্যাং তিথৌ কিংবা অমুকতিথৌ (তিথির নাম) দক্ষিণায়নসংক্রান্ত্যাং] আরভ্য চতুর্ম্মাসং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রী অমুকঃ কীর্ত্ত্যায়ুর্য্যশোবলাবাপ্তিকামঃ দীর্ঘজীবিসন্তানকামো বা মধুরস্বরকামঃ ইত্যাদি কিংবা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ) চাতুর্ম্মাস্যব্রতমহং করিষ্যে। অনন্তর যোড়হস্তে পরপৃষ্ঠায় লিখিত মন্ত্র বলিবে।

(ওঁ) ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতস্তব।
নির্বিঘ্নাং সিদ্ধিমাপ্নোতু প্রসাদাত্তব কেশব ॥
(ওঁ) গৃহীতেঽস্মিন্ ব্রতে দেব যদ্যপূর্ণে ত্বহং ম্রিয়ে।
তন্মে ভবতু সম্পূর্ণং ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন ॥

ব্রতের শেষ দিনে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে—

(ওঁ) ইদং ব্রতং ময়া দেব তব প্রীত্যৈ কৃতং বিভো।
ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতু ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন ॥

অনন্তর ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইবে।

চাতুর্ম্মাস্যব্রত অকালেও করা যাইতে পারে, এই চারিমাস শাক, কুমড়া, মাষ কলাই, শ্বেত শিম্বী, পটোলফল, বর্ব্বটী, মূলা, বেগুন, লেবু, মসুর, দুগ্ধ, তেঁতুল, কলমী শাক, দধি ও আক খাইতে নাই।

দক্ষিণার নিয়ম :—প্রাতঃকালীন স্নানে ছাতু ও ঘৃত, আমিষ ত্যাগ করিলে সবৎসা ধেনু বা তন্মূল্য অন্ততঃ বার আনা, ফল খাইলে ধান্য, একদিন অন্তর খাইলে ছাগী বা তাহার মূল্য অন্ততঃ দুই আনা ও শাক ত্যাগ করিলে রৌপ্যাধারে ঘৃত দক্ষিণা দিতে হয়। আবার সর্ব্বত্রই স্বর্ণ বা তাহার মূল্য ধরিয়া দিলেও চলে।

অঙ্গুরীয় ব্যবস্থা

নিত্য, নৈমিত্তিকাদি কার্য্য করিবার সময় দক্ষিণহস্তে অঙ্গুরীয় ধারণ করিতে হয়! সেই সময় দক্ষিণ তর্জ্জনীমূলে রৌপ্য ও অনামিকার মূলপর্ব্বে স্বর্ণের অঙ্গুরীয় এবং দুই হস্তের অনামিকার মধ্যপর্ব্বে কুশাঙ্গুরীয় ধারণ করিয়া কার্য্য করিতে হয়। রৌপ্য ও স্বর্ণাঙ্গুরীয় না থাকিলে কেবল কুশাঙ্গুরীয় ধারণ করিয়া কার্য্য করিলেও চলিবে। পিতা জীবিত থাকিলে তর্জ্জনীতে রৌপ্য অঙ্গুরীয় ধারণ করিবে না, কেবল ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার সময় ধারণ করিতে পারা যায়।

সধবা স্ত্রীলোক কুশাঙ্গুরীয় ব্যবহার না করিয়া দূর্ব্বা দ্বারা অঙ্গুরীয় প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিবে। তিনগাছা কুশ একত্র করিয়া কুশাঙ্গুরীয় প্রস্তুত করিতে হয়।

পূজাদির উপচার

পূজোপকরণের দ্রব্যাদিকে "উপচার" কহে। প্রায় দেবতাদিগের অর্চ্চনাতে ষড়্‌বিধ উপচারের শ্রেণীভেদ নির্দ্ধারিত আছে, কিন্তু তাহা থাকিলেও প্রায় সর্ব্বত্রই উপচারের ত্রিবিধ শ্রেণীভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীদেবতার পূজায় চতুঃষষ্টি উপচারে ফলাধিক্য, কোন কোন নিয়মে ষট্‌ত্রিংশৎ উপচারে পূজাদ্বারাও ফলাধিক্য নির্দ্ধারিত আছে; কিন্তু সেই সকল সংগ্রহ করা সাধারণের পক্ষে কষ্টকর। সাধারণতঃ ত্রিবিধ উপচারই বিশেষরূপে প্রচলিত আছে।

ষোড়শোপচার

যথা:—(১) আসন, (২) স্বাগত, (৩) পাদ্য, (৪) অর্ঘ্য, (৫) আচমনীয়, (৬) মধুপর্ক, (৭) আচমনীয়, (৮) স্নানীয়, (৯) বস্ত্র, (১০) আভরণ, (১১) গন্ধ, (১২) পুষ্প, (১৩) ধূপ, (১৪) দীপ, (১৫) নৈবেদ্য, (১৬) বন্দন, অর্থাৎ অন্যান্য নিবেদ্য বস্তু নিবেদন ও স্তব কবচাদি পাঠপূর্ব্বক নমস্কার।

দশোপচার

যথা:—(১) পাদ্য, (২) অর্ঘ্য, (৩) আচমনীয়, (৪) স্নানীয়, (৫) গন্ধ, (৬) পুষ্প, (৭) ধূপ, (৮) দীপ, (৯) নৈবেদ্য, (১০) বন্দনা।

পঞ্চোপচার

যথা:—(১) গন্ধ; (২) পুষ্প, (৩) ধূপ, (৪) দীপ, (৫) নৈবেদ্য।

উপচার নিবেদন করিবার পূর্ব্বে দ্রব্যাদিকে অর্চ্চনা করিয়া পরে নিবেদন করিবে। অর্চ্চনার প্রণালী—"ওঁ এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ" এই মন্ত্র বলিয়া তিনবার আসনের উপরে জল দিয়া একটী ফুল হস্তে লইয়া 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ' বলিয়া রজত আসনের উপর ফুলটী দিবে, পরে এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ', পুনঃ 'এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় অমুক-দেবতায়ৈ বা অমুকদেবায় নমঃ,' বলিয়া সেই দেবতার উপর ফুল দিয়া 'এতৎ

রজতাসনং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ' বলিয়া আসন নিবেদন করিয়া দিবে। এই প্রকারে সকল দ্রব্যই অর্চ্চনা করিয়া নিবেদন করিবে।

ষড়ঙ্গধূপ

ধূপ বহুপ্রকার আছে, কিন্তু পূজাদিতে ষড়ঙ্গ ধূপই প্রশস্ত। চিনি, মধু, গব্যঘৃত, শ্বেত চন্দনকাষ্ঠ, অগুরু কাষ্ঠ ও গুগ্‌গুল এই সকল দ্রব্য একসঙ্গে বাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ষড়ঙ্গ ধূপ প্রস্তুত করিবে।

পঞ্চগব্য

গোমূত্র, গোময়, গব্যদুগ্ধ, গব্য দধি ও গব্য ঘৃত এই পাঁচটী দ্রব্যকে পঞ্চগব্য বলে।

পঞ্চামৃত

গব্য দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও শর্করা (চিনি) এই পাঁচটী দ্রব্যকে পঞ্চামৃত বলে।

নামোচ্চারণ

ব্রাহ্মণের নামের পর 'দেবশর্ম্মা', ক্ষত্রিয়ের নামের পর 'ত্রাতৃবর্ম্মা' বৈশ্যের নামের পর 'দত্তভূতি' বা 'গুপ্তভূতি' এবং শূদ্রের নামের পর উপাধি ও শেষে 'দাস' বলিবে। দ্বিজাতি কন্যার নামের পর 'দেবী' এবং শূদ্রকন্যার নামের পর 'দাসী' বলিতে হয়। সঙ্কল্প প্রভৃতি করিবার সময় যেখানে 'অমুকঃ' আছে, সেখানে জাতি অনুসারে পুরুষ হইলে নামের পর দেবশর্ম্মা, ত্রাতৃবর্ম্মা, দত্তভূতিঃ বা গুপ্তভূতিঃ এবং স্ত্রীজাতি হইলে দেবী বা দাসী বলিবে। যেখানে 'অমুকস্য' আছে, সেখানে জাতি অনুসারে পুরুষ হইলে নামের পর দেবশর্ম্মণঃ, ত্রাতৃবর্ম্মণঃ, দত্তভূতেঃ বা গুপ্তভূতেঃ এবং স্ত্রী-জাতি হইলে দেব্যাঃ বা দাস্যাঃ বলিবে।

নিবেদন

এক হস্তে বা বাম হস্তে কোনও দ্রব্য ঠাকুরকে নিবেদন করিও না। অম্বারব্ধ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নিবেদন করিতে হয়। নিবেদনের দ্রব্য ও পূজার

জলাদিতে যেন নখ স্পর্শ না হয়। অর্ঘ্য দেবতার মস্তকে দিবে। গন্ধ কনিষ্ঠা অঙ্গুলির অগ্রভাগে লইয়া অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির সহযোগে ছিটাইয়া দিবে। গন্ধ যদি পুষ্পাদিতে মাখাইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা ও অনামিকা দিয়া উহা ধরিবে। পুষ্প গন্ধযুক্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দিয়া দিবে। ধূপ মধ্যমা ও অনামিকার মাঝের পর্ব্বে রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিয়া দেবতার বামভাগে জ্বালিয়া ও নিবাইয়া ধূম দিতে হয়। দীপ মধ্যমা ও অনামিকার মাঝের পর্ব্বে রাখিয়া দেবতার দক্ষিণভাগে দিতে হয়। ঘৃতপ্রদীপ বা ঘৃতদীপ দেবতার দক্ষিণে এবং তৈলপ্রদীপ বা তৈলদীপ দেবতার বামভাগে দিতে হয়। ধূপ ও দীপ ভূমিতে রাখিও না, কোন পাত্রে কিংবা ফলাদিতে গাঁথিয়া রাখিবে। পক্ক নৈবেদ্য অর্থাৎ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দেবতার বামদিকে এবং অপক্ক নৈবেদ্য অর্থাৎ তণ্ডুল-উপকরণাদি দেবতার দক্ষিণ দিকে রাখিবে। আবার সর্ব্বপ্রকার নৈবেদ্য দেবতার সম্মুখেও রাখা চলে। বায়ুকোণ বা ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া তাহার উপর নৈবেদ্য রাখিতে হয়। নৈবেদ্য কখনও নিরুপকরণ দিও না। যদি উপকরণ না থাকে, তাহা হইলে একটু জল দিয়াও সোপকরণ বলিবে।

প্রদক্ষিণ

দেব-দেবী প্রভৃতিকে নিজের দক্ষিণদিকে রাখিয়া পরিভ্রমণ করার নাম প্রদক্ষিণ। যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে দক্ষিণ হস্তে অর্ঘ্যসহ শঙ্খ ধারণ করিবে এবং বাম হস্তে ঘণ্টা বাজাইবে ও মুখে স্তব বলিবে। শক্তিকে একবার, সূর্য্যদেবকে সাতবার ও অন্যান্য দেব-দেবীকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে; শিবকে অর্দ্ধচন্দ্রবৎ (দক্ষিণ দিক্ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত গিয়া পুনরায় পিছনদিকে দক্ষিণে ফিরিয়া আসিয়া) প্রদক্ষিণ করিবে। শিবের পিনেটের অগ্রভাগকে প্রণাল বলে, উহা উত্তরাভিমুখে থাকে। সুতরাং ঐ দিক্ ডিঙ্গাইবে না।

প্রণাম

প্রণাম তিন প্রকার; যথা—(১) অষ্টাঙ্গ, (২) পঞ্চাঙ্গ এবং (৩) ত্র্যঙ্গ।

অষ্টাঙ্গ প্রণাম—চক্ষু দ্বারা মূর্ত্তিদর্শন ও মনের দ্বারা মূর্ত্তির চিন্তা এবং পদদ্বয়, জানুদ্বয়, হস্তদ্বয়, বক্ষ ও মস্তক এই পাঁচ অঙ্গ দ্বারা ভূমিস্পর্শ ও বাক্য দ্বারা প্রণাম মন্ত্র বলিয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করার নাম অষ্টাঙ্গ প্রণাম।

পঞ্চাঙ্গ প্রণাম—চক্ষু দ্বারা মূর্ত্তিদর্শন ও বাক্য দ্বারা প্রণাম মন্ত্র বলিয়া এবং জানুদ্বয়, করদ্বয় ও মস্তকদ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রণামের নাম পঞ্চাঙ্গ প্রণাম।

ত্র্যঙ্গ প্রণাম—মস্তকে অঞ্জলি রাখিয়া প্রণামমন্ত্র পাঠ সহকারে যে প্রণাম, তাহার নাম ত্র্যঙ্গপ্রণাম।

ইহাদের মধ্যে অষ্টাঙ্গ প্রণাম উত্তম, পঞ্চাঙ্গ প্রণাম মধ্যম ও ত্র্যঙ্গ প্রণাম অধম। শক্তি ও শিবকে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া ও অন্যান্য দেবদেবীকে বাম দিকে রাখিয়া প্রণাম করিতে হয় অথবা সকল দেব-দেবীকেই সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিতে পারা যায়। দেব-প্রতিমা ও গুরুজনকে দেখিলেই প্রণাম করিতে হয়। মাতা পিতা, পিতৃব্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতিকে সকালে ও সন্ধ্যায় প্রণাম করিতে হয়। গুরুজনকে সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিতে হয়। বিমাতা, ভ্রাতৃজায়া ও গুরুপত্নী বয়সে ছোট হইলেও প্রণাম করিতে হয়।

প্রণামে নিষেধ

গুরুজন বা ব্রাহ্মণ অপবিত্র থাকিলে, বেগে গমন করিলে, তৈল মাখিলে, অন্যমনস্ক থাকিলে, হস্তে অন্ন, জল, অগ্নি, পুষ্প, কুশ ও মৃত্তিকা থাকিলে প্রণাম করিও না। কাহাকেও পশ্চাদ্ভাগে কিংবা এক হস্তে প্রণাম করিও না। পিতৃব্য, মাতুল, মাতৃষসা ও পিতৃষসা বয়সে ছোট হইলে প্রণাম করিও না। মাতা ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোকের পদধূলি লইতে নাই।

আরতি

পূজার শেষে দেবতাদিগকে পঞ্চাঙ্গ আরতি করিতে হয়। প্রথম—দীপমালা (পঞ্চপ্রদীপ ও কর্পূর সহ); দ্বিতীয়—জলপূর্ণ শঙ্খ (অভাবে কুশী); তৃতীয়—ধৌতবস্ত্র; চতুর্থ—পল্লব; ইহার পর চামরাদি দ্বারা বাতাস করিবে ও এই সময়ে প্রদক্ষিণও করিবে; পঞ্চম—দেব-দেবীকে প্রণাম।

আরতি করিবার সময় প্রথমে কোশার বামভাগে একটী ত্রিকোণ মণ্ডল আঁকিবে, পরে তাহার উপর দীপমালা অর্থাৎ পঞ্চপ্রদীপাদি রাখিয়া '(ওঁ) এতস্যৈ আরাত্রিকদীপমালায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া তিনবার জলের ছিটা দিবে। পরে দেব-দেবীর মূলমন্ত্র (ধ্যানমালা দেখ) দশবার জপ করিবার পর দক্ষিণ পদ আসনে এবং বাম পদ ভূমিতে রাখিয়া দাঁড়াইবে; বামহস্ত দ্বারা ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে দেবতার আরতি করিবে। ঐ দীপমালা, দেবতার চরণ-সমীপে চারিবার, নাভির নিকটে দুইবার, মুখের নিকটে তিনবার এবং সমস্ত অঙ্গে সাতবার ঘুরাইতে হয়। চরণ, নাভি, প্রভৃতির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত আরাত্রিক করিতে হয়। শঙ্খাদি দিয়া আরতির সময়ে প্রত্যেক অঙ্গের আরতির পরে একটু করিয়া জল মাটীতে ফেলিবে। সন্ধ্যার সময় আরতির পর দেবতার শীতল দিবে। শীতল দিবার সময় ভোগ দেওয়ার নিয়মে দেবতাকে নিবেদন করিবে।

অচ্ছিদ্রাবধারণ

দেবতার উদ্দেশে যে কর্ম্ম সম্পাদন করা হইল, তাহা যে অচ্ছিদ্র অর্থাৎ নির্দ্দোষ হইয়াছে, ব্রাহ্মণের সম্মতি লইয়া সেই বিষয়ের অবধারণকে (নিশ্চয় করাকে) অচ্ছিদ্রাবধারণ কহে। দক্ষিণাদি দিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হইবে। ইহার বাক্য—(যোড় হস্ত হইয়া) (ওঁ) কৃতৈতল্লক্ষ্মী-পূজন-কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। পুরোহিতকে 'ওঁ অস্তু' বলিতে হইবে। কোন কোন কর্ম্মে অচ্ছিদ্রাবধারণের পর বৈগুণ্য-সমাধান করিবার বিধি আছে।

বৈগুণ্য সমাধান

বৈগুণ্য-সমাধান অর্থাৎ ত্রুটি মার্জ্জনায় বামহস্তযুক্ত দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্র ও হরীতকী জলে ধরিয়া বলিবে; যথা—(বিষ্ণুরো তৎ সৎ) অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ কর্ম্মণি যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। 'ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং' ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া দশবার 'ওঁ বিষ্ণুঃ' (স্ত্রী ও শূদ্র 'ওঁ' স্থলে 'নমো' বলিয়া) এই মন্ত্র বলিয়া জপ সমাপনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে বিষ্ণুর উদ্দেশে ঐ জল মাটীতে ফেলিয়া দিবে। মন্ত্র, যথা—

(ওঁ) অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্ বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥

(ওঁ) যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥

শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ। পরে হস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া—

(ওঁ) প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥
এতৎ কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণায়ার্পিতমস্তু॥

অনেন কর্ম্মণা ভগবান্ প্রসীদতু। এই বলিয়া জল ফেলিবে।

কর্ম্মাক্ষমে প্রতিনিধি

কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বাহ্নে পবিত্র অবস্থায় প্রতিনিধি নিয়োগ করিবে। পুত্র ও সহোদর ভ্রাতাই শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

জ্ঞাতিগণ প্রতিনিধি হইতে পারে, যদি ইহাদিগের মধ্য হইতে প্রতিনিধি সংগৃহীত না হয়, তাহা হইলে জামাতা, ভাগিনেয়, পুরোহিত কিংবা ব্রাহ্মণকে প্রতিনিধি করিয়া কার্য্য সমাপন করাইবে। অশুদ্ধ অবস্থায় প্রতিনিধি হইতে পারে না।

কর্ম্মাক্ষমে যেরূপ প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা আছে, সেইরূপ দ্রব্যাদির

অভাব হইলেও প্রতিনিধির ব্যবস্থা আছে। যথা—মধুর অভাবে ইক্ষুগুড়, কুশের অভাবে কেশে, ঘৃতের অভাবে কোন কোন পূজায় তিল তৈল, সকল পুষ্পের অভাবে দূর্ব্বা, তণ্ডুল ও জল, সর্ব্বদ্রব্যের অভাবে যব, এবং সকল বাদ্যের অভাবে ঘণ্টাই প্রতিনিধি হইয়া থাকে। যখন প্রতিনিধি দ্রব্যের নিবেদন করা হয় তখন মূল দ্রব্যেরই নাম উল্লেখ করিতে হয়।

ক্ষৌরবিধি

রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবারে ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে নাই। সোম ও বুধবারে পূর্ব্বাহ্ণে ক্ষৌরকর্ম্ম করিবে। নাপিতের গৃহে যাইয়া ক্ষৌরকর্ম্ম করাইবে না। অগ্রে কেশ, তৎপরে শ্মশ্রু (দাড়ি ও গোঁপ) এবং সকলের শেষে নখ এইরূপে ক্ষৌরকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। অশৌচান্তাদি কারণবশতঃ নিষিদ্ধ বারেও ক্ষৌরকর্ম্ম করা বিধেয়। অনর্থক কেশ মুণ্ডন করা উচিত নহে; মাতা-পিতার মরণে শিখা রাখিয়া কেশ-মুণ্ডন করা উচিত। কোনরূপ কামনা করিয়া কেশ ও গোঁপ-দাড়ি রাখিলে তাহা মুণ্ডন করিতে নাই; তবে পিতা-মাতার মরণে অশৌচান্তাদিকারণে মুণ্ডন করিয়া পুনরায় কেশ ও গোঁপ দাড়ি রাখিবে। প্রয়াগে, প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বদিনে, চূড়াকরণ ও উপনয়নে শিখা সহিত কেশমুণ্ডন করিবে। কন্যা ও সধবার পক্ষে কেশ মুণ্ডনের পরিবর্ত্তে কেশের অগ্রভাগে অঙ্গুলিদ্বয় পরিমাণে ছেদন করিবে। বিধবাগণের কেশ ধারণ করা উচিত নহে।

ক্ষৌরকার্য্য করিয়া স্নান করিবে, কারণ ক্ষৌরকার্য্যের পর শরীর অপবিত্র হইয়া থাকে।

যথাবিধি তীর্থে গমন করিলে, সকল তীর্থেই কেশমুণ্ডন করিবে, কেবল গয়া, গঙ্গা, বদরিকাশ্রম (বিশালা) ও পুরীতে (বিরজায়) কেশমুণ্ডন করিতে নাই। দশ মাসের ভিতর পুনরায় তীর্থ যাত্রা করিলে কেশমুণ্ডন করিতে হইবে না।

নূতন বস্ত্র পরিধান

বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে নূতন বস্ত্র পরিধান করিতে হয়। অন্য বারে পরিতে নাই। তবে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াতে বার দোষ ঘটে না।

যজ্ঞোপবীত ধারণ

পৈতাকেই যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র কহে। ত্রিদণ্ডীতে (তিন ফের সূতায় একটি গ্রন্থি) একটি যজ্ঞোপবীত হয়। ব্রহ্মচারীকে একটা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে হয়। সমাবর্ত্তনের পর একটী যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে নাই, দুইটী বা তদধিক ধারণ করিবে। তৃতীয় যজ্ঞসূত্রে উত্তরীয় বস্ত্রের অভাব মোচন করে। অপবিত্র, ছিন্ন ও ভোজনের শেষে প্রস্তুত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে নাই। নূতন যজ্ঞোপবীত মন্ত্রপূত করিয়া ধারণ করিবে এবং অব্যবহার্য্য যজ্ঞোপবীত পদতল দিয়া গলাইয়া জলে দিবে। যজ্ঞোপবীতের পরিমাণ সামবেদীর পাছার নিম্নদেশ পর্য্যন্ত এবং যজুর্ব্বেদী ও ঋগ্বেদীর নাভিদেশ পর্য্যন্ত হইবে। যজ্ঞোপবীত কণ্ঠচ্যুত করা, মালার ন্যায় গলায় ধারণ করা বা কোমরে গুঁজিয়া রাখা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। মলমূত্র ত্যাগকালে দক্ষিণ কর্ণে বা দুই ভাঁজে মালার ন্যায় করিয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। তৈলমর্দ্দনকালে, স্নান করিবার সময় ও গাত্রের ময়লা তুলিবার সময় যজ্ঞোপবীত কণ্ঠচ্যুত করিলে কোনরূপ দোষ হয় না। যদি ভ্রমবশতঃ মলমূত্র ত্যাগের সময় যজ্ঞোপবীত কর্ণে বা পৃষ্ঠে না রাখা হয়, তাহা হইলে সেই যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া নূতন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে। যজ্ঞোপবীত গ্রন্থি দিবার পর উহা ধরিয়া গায়ত্রী পাঠ করিবে। যজ্ঞোপবীত দুই প্রকার, যথা—সাবিত্রীগ্রন্থি ও ব্রহ্মগ্রন্থি।

যজ্ঞোপবীত ধারণমন্ত্র

ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি, যজ্ঞস্য ত্বা যজ্ঞোপবীতেনোপনহ্যামি।

ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।

আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং, যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥

যজ্ঞোপবীত মার্জ্জন

যজ্ঞসূত্র কণ্ঠলম্বিত করিয়া দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, সর্ষপতৈল, পিটুলি বা বেলের আটা দিয়া মার্জ্জন করিবে।

ভোজ্যদান বিধি

যাহাতে অন্ততঃ একজন ব্রাহ্মণের তৃপ্তির সহিত ভোজন হইতে পারে সেই পরিমাণে একটী ভোজ্য প্রস্তুত করিবে, তৎপরে ভোজ্য অর্চ্চনাপূর্ব্বক যাহার যে কামনা থাকে, সেই কামনা উচ্চারণ করিয়া মাস, তিথির উল্লেখপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে ভোজ্য দান করিবে ও তৎপরে দক্ষিণা দিবে।

ভোজনবিধি

হস্ত পদ ও মুখ ধৌত করিয়া পরিষ্কৃত স্থানে পূর্ব্ব ও পশ্চিমাভিমুখ হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক নিঃশব্দে পঞ্চাঙ্গুলি দ্বারা ভোজন করিবে। উত্তর মুখে ও কোণাভিমুখে ভোজন করা বিধেয় নহে। পিতা জীবিত থাকিলে দক্ষিণমুখে বসিয়া ভোজন করিতে নাই। অন্ন-পাত্র রাখিবার স্থানে ব্রাহ্মণে চতুষ্কোণ, ক্ষত্রিয়ে ত্রিকোণ ও বৈশ্যে গোলাকৃতি মণ্ডল করিয়া তদুপরি ভোজনপাত্র স্থাপন করিবে। অনিবেদিত অন্ন ভোজন করা উচিত নহে। উপনীত ব্রাহ্মণ গণ্ডূষের পূর্ব্বে ভোজনপাত্র বাম হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া লইবে। ব্যঞ্জনাদি একই সময় লইতে হয় এবং সকলই ভোজন পাত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিতে হয়। উপনীত ব্রাহ্মণকে ভোজনের পূর্ব্বে গণ্ডূষ ও পঞ্চগ্রাস এবং ভোজনের শেষে গণ্ডূষ করিতে হয়।

আহারকালীন উদরের অর্দ্ধাংশ অন্নের দ্বারা, চতুর্থাংশ জল দ্বারা এবং অবশিষ্টাংশ বায়ুদ্বারা পূর্ণ করিবে। বামহস্ত দ্বারা জলপান করিতে নাই। হাঁটিতে হাঁটিতে, দাঁড়াইয়া, শ্মশানে, যানে, আর্দ্র বস্ত্রে, আর্দ্র মস্তকে, শয়নাবস্থায়, পাদুকা পরিধান করিয়া, দেবগৃহে, চর্ম্মাসনে বসিয়া ও পা ছড়াইয়া ভোজন করিতে নাই। সায়ংকালে ও প্রত্যূষে আহার করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। এক পঙ্ক্তিতে অনেকে খাইতে বসিয়া কাহাকেও রাখিয়া কেহ যদি উঠে, তাহা হইলে তাহার অপরের পাত্রোচ্ছিষ্ট ভোজন করা হয়। কিছু অন্ন পাতে রাখিয়া আহার শেষ করিতে হয়। ক্ষীর, দুগ্ধ, দধি, জল, ঘৃত, মধু, ছাতু ও

শাক নিঃশেষেই ভোজন করা উচিত। এই সকল জিনিষের ভুক্তাবশিষ্ট অপর লোককে ভোজন করিতে দিতে নাই। উচ্ছিষ্ট পাত্রে ঘৃত গ্রহণ ও রাত্রিকালে দধিভোজন করিতে নাই। দিবসে একবার ও রাত্রিতে একবার ভোজন করিবে।

পেঁয়াজ, গাজর, ভুঁই ছাতু এবং বৃথামাংস প্রত্যেক হিন্দুরই অভক্ষ্য। বৈষ্ণবদিগকে সাদা বেগুন খাইতে নাই।

গণ্ডূষের মন্ত্র

উপনীত দ্বিজাতিগণ প্রথমতঃ আচমন পূর্ব্বক—'ওঁ অস্মাকং নিত্যমস্ত্বেতৎ, এই মন্ত্র বলিয়া ব্যঞ্জনাদি মিশ্রিত কিঞ্চিৎ অন্ন হস্তে হইয়া 'ওঁ ভুবঃ পতয়ে স্বাহা,, ওঁ ভুবনপতয়ে স্বাহা, ওঁ ভূতানাং পতয়ে স্বাহা' বলিয়া ভূমিতে কিছু কিছু ফেলিয়া দিবে। পরে মাটীর উপর অল্প পরিমাণ অন্ন পাঁচ ভাগে রাখিয়া এক গণ্ডূষ জল লইয়া ওঁ নাগায় নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ কৃকরায় নমঃ, ওঁ দেবদত্তায় নমঃ, ওঁ ধনঞ্জয়ায় নমঃ এই পাঁচটী মন্ত্রের এক একটি মন্ত্র বলিতে বলিতে এক এক ভাগ অন্নে সামান্য একটু করিয়া জল দিবার পর অবশিষ্ট জল 'ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা' এই মন্ত্র বলিয়া অর্দ্ধেক পান করিবে ও অপরাংশ মাটীতে নিক্ষেপ করিবে।

পরে পঞ্চ প্রাণাহুতি মুদ্রা দ্বারা অল্প অল্প অন্ন লইয়া ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা, মন্ত্র বলিয়া পাঁচবার ভোজন করিবে এবং প্রত্যেকবারে ভুক্তাবশেষ কিঞ্চিৎ অন্ন ভূমিতে ঐ জলের উপর ফেলিবে। তৎপরে ভোজন শেষ হইয়া গেলে অন্নযুক্ত হস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া 'ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা, মন্ত্র বলিয়া অর্দ্ধেক জল পান করিবে ও অপরার্দ্ধ ভূমিতে ফেলিয়া দিবে।

মৎস্য মাংসাদি ভোজন করিলে দ্বিতীয় গণ্ডূষ গ্রহণের পূর্ব্বে হস্ত ধৌত করিবার পর জলগণ্ডূষ পান করিবে।

তিথি বিশেষে অভক্ষ্য

প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড (কুমড়া), দ্বিতীয়ায় বৃহতী (ব্যাকুড়বিশেষ), তৃতীয়ায় পটোল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলম্বীশাক, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুঁইশাক, ত্রয়োদশীতে বেগুন, চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় মৎস্য ও মাংস খাইতে নাই। রবিবারে আমিষ ভোজন শাস্ত্র বিরুদ্ধ।

আমিষ দ্রব্য

মৎস্য মাংস এই দুইটিই প্রধান আমিষ। আবার পাণ, রাঙ্গানটে, গোঁড়ানেবু ও দগ্ধবস্তু আমিষের মধ্যে গণ্য হয়।

তাম্বূল

পাণের বোঁটা খাইলে পীড়া, শিরা খাইলে বুদ্ধিনাশ ও অগ্রভাগ খাইলে পাপ হয় এবং শুষ্কপান খাইলে আয়ুঃক্ষয় হয়।

হবিষ্যান্ন

আতপ চাউল, খই, তিল, যব, কাঁচামুগ, মটর, বাস্তুক, (বেতোশাক), হেলেঞ্চা (হিঞ্চা), সৈন্ধব, করকচ লবণ, লতাদির মূল, গব্যদুগ্ধ (সর তোলা না হয়), গব্যঘৃত, গব্যদধি, আম্র, ইক্ষু (আক), কাঁটাল, কদলী, তেঁতুল, লবলী (নোড়), ইক্ষুর চিনি (গুড় নহে), জীরা, তেঁতুল, হরীতকী ও আমলকী এইগুলি হবিষ্য দ্রব্য।

শয়নবিধি

রাত্রিকালে ভোজনের শেষে হস্ত, পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া ও উত্তমরূপে মুছিয়া শয্যায় উপবেশনপূর্ব্বক বিষ্ণুর ও স্ব স্ব ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি মনে করিতে করিতে পূর্ব্ব বা দক্ষিণদিকে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবে। পশ্চিম ও উত্তরদিকে মাথা রাখিয়া শয়ন করিতে নাই। তবে প্রবাসে পশ্চিম-

শিরা হইয়া শয়ন করিলেও কোন দোষ হয় না। প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাকালে, নগ্ন (উলঙ্গ) অবস্থায়, উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) এবং তৈলাক্ত মস্তকে শয়ন করিতে নাই। আহারের পরে কিছু সময় বামপার্শ্বে শয়ন করা কর্ত্তব্য।

স্ত্রীসংসর্গ

চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি প্রভৃতি পর্ব্বদিনে, দিনের বেলা, সকালে ও সন্ধ্যার সময়ে, ব্রত এবং শ্রাদ্ধদিনে, অসুস্থাবস্থায় স্ত্রীসহবাস করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। রজঃস্বলা বা পূর্ণগর্ভা স্ত্রীতে উপগত হইবে না। ধর্ম্মপরায়ণ সুসন্তানকামী স্ত্রী-পুরুষের সংসর্গ-কালে দেহ পবিত্র, মন প্রসন্ন এবং ভগবচ্চিন্তায় নিরত থাকা আবশ্যক। সংসর্গকালে মনে পাপচিন্তা থাকিলে, অথবা মন রিপুপরবশ থাকিলে সন্তান পাপিষ্ঠ ও লম্পট হইয়া থাকে।

প্রায়শ্চিত্তবিধি

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ও ইহকালার্জ্জিত দুষ্কর্ম্মাদির পাপক্ষয় জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। পাপক্ষয়ে স্বাস্থ্যোন্নতি ও সংসারের আর্থিক উন্নতি প্রভৃতি হইয়া থাকে। প্রায়শ্চিত্তকারী পূর্ব্বদিনে মস্তক-মুণ্ডন প্রভৃতি ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া উপবাস করিয়া থাকিবে। প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বদিনে সন্ধ্যার সময় অর্দ্ধাঞ্জলি ঘৃত-প্রাশ করিতে হয় এবং ঐ দিন কর্ম্ম-জনিত পাপক্ষয়ার্থে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট হইতে আনিয়া রাখিবে। প্রায়শ্চিত্ত-দিবসে যথানিয়মে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গোগ্রাস দান ও পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তে স্ত্রীলোকের মস্তকমুণ্ডন ও পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে নাই, বিধবা স্ত্রীলোকের মস্তক-মুণ্ডন বিধেয়। অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে নাই। প্রায়শ্চিত্তে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে অন্যকে অর্থাৎ পুত্র কিংবা সপিণ্ড জ্ঞাতিকে শাস্ত্রানুযায়ী প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারা যায়। প্রায়শ্চিত্তে ধেনুদান করিতে অক্ষম হইলে তাহার যথাশাস্ত্র মূল্য অথবা কড়ি, তাম্র, রৌপ্য বা কাঞ্চন দান করিলেও চলিতে পারে।

পাকাদেখা বা আশীর্ব্বাদ

বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্রোক্ত বাগ্দানের প্রচলন নাই; তৎপরিবর্ত্তে লৌকিক পাকাদেখার প্রচলন বহুস্থানেই পরিদৃষ্ট হয়। শনি ও মঙ্গল ভিন্ন বারে; চতুর্থী,

নবমী, চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যা ভিন্ন তিথিতে, শুভযোগ এবং ত্র্যহস্পর্শ মাসদগ্ধা, চন্দ্রদগ্ধা, বিষ্টিকরণ, বারবেলা, কালবেলা ও কালরাত্রি প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া বিবাহোক্ত নক্ষত্রে বর বা কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিতে হয়।

বর বা কন্যাকে পূর্ব্বাভিমুখে বসাইয়া আশীর্ব্বাদক পুরোহিতাদি উত্তরাভিমুখে মধ্যমাঙ্গুলির দ্বারা উহাদের ললাটে চন্দন দিয়া "ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ" ইত্যাদি স্বস্তিসূক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক "ওঁ শিবা আপঃ সন্তু" মন্ত্রে মস্তকে জল, "ওঁ সৌমনস্যমস্তু" মন্ত্রে পুষ্প ও দূর্ব্বা, "ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু" মন্ত্রে যব বা ধান্য দিয়া—অমুক-গোত্রস্য শ্রী অমুকস্য, অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুক্যাঃ বা "ওঁ দীর্ঘায়ুঃ শ্রেয়ঃ শান্তিঃ পুষ্টিস্তুষ্টিশ্চাস্তু" বলিবেন। পরে বর বা কন্যা আশীর্ব্বাদক ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিবেন এবং আশীর্ব্বাদক বর বা কন্যার হস্তে স্বর্ণালঙ্কারাদি প্রদান করিবেন। এই সময় শঙ্খধ্বনি করিতে হয়। তৎপরে গুরু ও পুরোহিতকে প্রণামী (রজতমুদ্রাদি) প্রদান করিতে হয়। শূদ্র বিনামন্ত্রে চন্দনাদি দিয়া মনে মনে মঙ্গল কামনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন।

প্রবর-নির্ণয়ঃ

প্রবরা—গোত্রপ্রবর্ত্তকমুনিব্যাবর্ত্তকো মুনিগণঃ।

জমদগ্নিগোত্রস্য—প্রবরাঃ, জামদগ্ন্যৌর্ব্ববশিষ্ঠাঃ।

ভরদ্বাজগোত্রস্য—ভারদ্বাজাঙ্গিরসবার্হস্পত্যাঃ।

বিশ্বামিত্রগোত্রস্য—বিশ্বামিত্রমরীচিকৌশিকাঃ, কেষাঞ্চিৎ বিশ্বামিত্রৌদল-দৈবরাতাঃ।

অত্রিগোত্রস্য—অত্র্যাত্রেয়শাতাতপাঃ।

বশিষ্ঠগোত্রস্য—বশিষ্ঠঃ, কেষাঞ্চিৎ বশিষ্ঠাত্রিসাঙ্কৃতয়ঃ।

কাশ্যপগোত্রস্য—কাশ্যপাপ্সারনৈধ্রুবাঃ।

অগস্ত্যগোত্রস্য—অগস্তিদধীচিজৈমিনয়ঃ।

কাত্যায়নগোত্রস্য—অত্রিভৃগুবশিষ্ঠাঃ।

সৌকালিনগোত্রস্য—সৌকালিনাঙ্গিরসবার্হস্পত্যাপ্সারনৈধ্রুবাঃ।

মৌদ্গল্যগোত্র-বাৎস্যগোত্র-সাবর্ণগোত্র সৌপায়নগোত্রাণাং—ঔর্ব্বচ্যবনভার্গব-জামদগ্ন্যাপ্নুবতঃ।

পরাশরগোত্রস্য—পরাশরশক্তিবশিষ্ঠাঃ।

বৃহস্পতিগোত্রস্য—বৃহস্পতিকপিলপার্ব্বণাঃ।

কৌশিকগোত্রস্য—কৌশিকাত্রিজমদগ্নয়ঃ।

আত্রেয়গোত্রস্য—আত্রেয়শাতপসাংখ্যাঃ।

কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রস্য—কৃষ্ণাত্রেয়াত্রেয়াবাপাঃ।

বিষ্ণুগোত্রস্য—বিষ্ণুবৃদ্ধিকৌরবাঃ।

সাঙ্কৃতিগোত্রস্য—অব্যাহারাত্রিসাঙ্কৃতয়ঃ।

কৌণ্ডিল্যগোত্রস্য—কৌণ্ডিল্যস্তিমিককৌৎসাঃ।

গর্গগোত্রস্য—গার্গ্যকৌস্তুভমাণ্ডব্যাঃ।

আঙ্গিরসগোত্রস্য—আঙ্গিরসবশিষ্ঠবার্হস্পত্যাঃ।

জৈমিনিগোত্রস্য—জৈমিন্যুতথ্যসাঙ্কৃতয়ঃ।

শাণ্ডিল্যগোত্রস্য—শাণ্ডিল্যাসিতদেবলাঃ।

আলম্ব্যায়নগোত্রস্য—আলম্ব্যায়নশালঙ্কায়নশাকটায়নাঃ।

বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রস্য—সাঙ্কৃতিঃ, কেষাঞ্চিৎ আঙ্গিরসসাঙ্কৃত্যগৌরবীতাঃ।

ঘৃতকৌশিকগোত্রস্য—কুশিককৌশিকঘৃতকৌশিকাঃ, কেষাঞ্চিৎ কুশিক-কৌশিকবন্ধুলাঃ।

শক্তিগোত্রস্য—শক্তিপরাশরবশিষ্ঠাঃ।

কাণ্বায়নগোত্রস্য—কাণ্বায়নাঙ্গিরসবার্হস্পত্যভরদ্বাজাজমীঢ়াঃ।

বাসুকিগোত্রস্য—অক্ষোভ্যানন্তবাসুকয়ঃ।

গৌতমগোত্রস্য—গৌতমাপ্সারাঙ্গিরসবার্হস্পত্যনৈধ্রুবাঃ, কেষাঞ্চিৎ গৌতমাঙ্গিরসাবাসাঃ।

গোতমগোত্রস্য—গোতমবশিষ্ঠবার্হস্পত্যাঃ।

শুনকগোত্রস্য—শুনকশৌনকগৃৎসমদাঃ, কেষাঞ্চিৎ শৌনকঃ।

কাণ্বগোত্রস্য—কাণ্বাশ্বথদেবলাঃ।

তৃতীয় অধ্যায়

স্তবকবচমালা

শিবাষ্টক

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণম্, গুণহীনমহীশ-গরাভরণম্।
রণনির্জ্জিতদুর্জ্জয়দৈত্যপুরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥১
গিরিরাজসুতান্বিতবামতনুং, তনু নিন্দিতরাজিতকোটিবিধুম্।
বিধিবিষ্ণুশিবস্তুতপাদযুগং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥২
শশলাঞ্ছিত-রঞ্জিতসন্মুকুটং, কটিলম্বিত সুন্দর-কৃত্তিপটম্।
সুরশৈবলিনীকৃতপূতজটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥৩
নয়নত্রয়ভূষিতচারুমুখং, মুখপদ্মপরাজিতকোটিবিধুম্।
বিধুখণ্ডবিমণ্ডিত-ভালতটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥৪
বৃষরাজনিকেতনমাদিগুরুং, গরলাশনমাজিবিষাণধরম্।
প্রমথাধিপসেবকরঞ্জনকং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥৫
মকরধ্বজমত্তমতঙ্গহরং, করিচর্ম্মসনাগবিবোধকরম্।
বরমার্গণশূলবিষাণধরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥৬
জগদুদ্ভবপালননাশকরং, ত্রিদিবেশশিরোমণিঘৃষ্টপদম্।
প্রিয়মানবসাধুজনৈকগতিং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥৭
অনাথং সুদীনং বিভো বিশ্বনাথ, পুনর্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো।
ভজতোঽখিলদুঃখসমূহহরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥৮

ইতি শ্রীশিবাষ্টকং সমাপ্তম্।

বিশ্বনাথাষ্টক-স্তোত্র

গঙ্গাতরঙ্গ-রমণীয়-জটা-কলাপং,
গৌরীনিরন্তর-বিভূষিত-বামভাগম্ ।
নারায়ণ প্রিয়মনঙ্গ-মদাপহারং,
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ।১
বাচামগোচরমনেক-গুণস্বরূপং,
বাগীশবিষ্ণু সুরসেবিত-পাদপীঠম্ ।
বামেন বিগ্রহবরেণ কলত্রবন্তং,
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ।২
ভূতাধিপং ভুজগভূষণ ভূষিতাঙ্গং,
ব্যাঘ্রাজিনাম্বর-ধরং জটিলং ত্রিনেত্রম্ ।
পাশাঙ্কুশাভয় বরপ্রদ শূলপাণিং,
বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ । ৩
শীতাংশু-শোভিত-কিরীট-বিরাজমানং,
ভালেক্ষণানল বিশোষিত-পঞ্চবাণম্ ।
নাগাধিপারচিত ভাসুর-কর্ণপূরং,
বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ।।৪
পঞ্চাননং দুরিত-মত্ত-মতঙ্গজানাং,
নাগান্তকং দনুজ-পুঙ্গব-পন্নগানাম্ ।
দাবানলং মরণশোকজরাটবীনাং,
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ।।৫
তেজোময়ং সগুণ-নির্গুণমদ্বিতীয়-
মানন্দ-কন্দমপরাজিতমপ্রমেয়ম্ ।
নাগাত্মকং সকলনিষ্কলমাত্মরূপং,
বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ।।৬

আশাং বিহায় পরিহৃত্য পরস্য নিন্দাং,
পাপে রতিঞ্চ সুনিবার্য্য মনঃ সমাধৌ।
আধায় হৃৎকমলমধ্যগতং পরেশং,
বারাণসীপুর পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৭
রাগাদিদোষরহিতং স্বজনানুরাগং,
বৈরাগ্যশান্তিনিলয়ং গিরিজাসহায়ম্।
মাধুর্য্য-ধৈর্য্যসুভগং গরলাভিরামং,
বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥৮
বারাণসীপুরপতেঃ স্তবনং শিবস্য,
ব্যাখ্যাতমষ্টকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ।
বিদ্যাং শ্রিয়ং বিপুল সৌখ্যমনন্তকীর্ত্তিং,
সংপ্রাপ্য দেহ-বিলয়ে লভতে চ মোক্ষম্ ॥৯
বিশ্বনাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥১০
ইতি শ্রীব্যাসকৃতং বিশ্বনাথাষ্টকং সমাপ্তম্।

শিবষড়ক্ষরস্তোত্র

ওঁকারং বিন্দুসংযুক্তং নিত্যং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ।
কামদং মোক্ষদঞ্চৈব ওঁকারায় নমো নমঃ ॥১
নামাতং নৈব সম্ভূতং ক্ষয়ো যস্য ন বিদ্যতে।
নমন্তি দেবতাঃ সর্ব্বে ন কারায় নমো নমঃ ॥২
মহাদেবং মহাত্মানং মহাযোগিনমীশ্বরম্।
মহাপাপহরং দেবং ম-কারায় নমো নমঃ ॥৩
শিবং শান্তং জগন্নাথং লোকানুগ্রহকারকম্।
শিবমেকং পরং ব্রহ্ম শি-কারায় নমো নমঃ ॥৪
বাহনং বৃষভো যস্য বাসুকিঃ কণ্ঠভূষণম্।
বামে শক্তিধরং দেবং বা কারায় নমো নমঃ ॥৫

যত্র যত্র স্থিতো দেবঃ জগদ্ব্যাপী মহেশ্বরঃ।
জগৎকর্ত্তা জগন্নাথঃ য-কারায় নমো নমঃ ॥৬
ষড়ক্ষরমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥৭
ইতি শ্রীরুদ্রযামলে উমামহেশ্বর সংবাদে শিবষড়ক্ষর-
স্তোত্রং সমাপ্তম্।

চন্দ্রশেখরাষ্টক

চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর পাহি মাং
চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাম্ ॥১
রত্নসানুশরাসনং রজতাদ্রিশৃঙ্গনিকেতনং,
শিঞ্জিনীকৃতপন্নগেশ্বরমচ্যুতাননসায়কম্।
ক্ষিপ্রদগ্ধপুরত্রয়ং ত্রিদিবালয়ৈরভিবন্দিতং,
চন্দ্রশেখরমাশ্রয়ে মম কিং করিষ্যতি বৈ যমঃ ॥২
পঞ্চপাদপপুষ্পগন্ধপদাম্বুজদ্বয়শোভিতং,
ভাললোচনজাতপাবকদগ্ধমন্মথবিগ্রহম্।
ভস্মদিগ্ধকলেবরং ভবনাশনং ভবমব্যয়ং,
চন্দ্রশেখরমাশ্রয়ে মম কিং করিষ্যতি বৈ যমঃ ॥৩
মত্তবারণমুখ্যচর্ম্মকৃতোত্তরীয়মনোহরং,
পঙ্কজাসনপদ্মলোচন-পূজিতাঙ্ঘ্রিসরোরুহম্।
দেবসিন্ধুতরঙ্গসীকরসিক্তশুভ্রজটাধরং,
চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাম্ ॥৪
যক্ষরাজসখং ভগাক্ষহরং ভুজঙ্গবিভূষণং,
শৈলরাজসুতাপরিষ্কৃতচারুবামকলেবরম্।
ক্ষ্বেড়নীলগলং পরশ্বধধারিণং মৃগধারিণং,
চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাম্ ॥৫

কুণ্ডলীকৃতকুণ্ডলেশ্বরকুণ্ডলং বৃষবাহনং
নারদাদিমুনীশ্বরস্তুতিবৈভবং ভুবনেশ্বরম্।
অন্ধকান্ধকমাশ্রিতামরপাদপং শমনান্তকং
চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাম্ ॥৬
ভেষজং ভবরোগিণামখিলাপদামপহারিণং
দক্ষযজ্ঞবিনাশনং ত্রিগুণাত্মকং ত্রিবিলোচনম্।
ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদং সকলাঘসঙ্ঘনিবর্হণং
চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাম্ ॥৭
ভক্তবৎসল-মর্চ্চিতং নিধি-মক্ষয়ং হরিদম্বরম্
সর্ব্বভূতপতিং পরাৎপরমপ্রমেয়মনুত্তমম্।
সোমবারিদভূহুতাশনসোমপানিলখাকৃতিং
চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাম্ ॥৮
বিশ্বসৃষ্টিবিধায়িনং পুনরেব পালনতৎপরং
সংহরন্তমপি প্রপঞ্চমশেষলোকনিবাসিনম্।
ক্রীড়য়ন্তমহর্নিশং গণনাথযূথসমন্বিতং
চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাম্ ॥৯
মৃত্যুভীতমৃকণ্ডুসূনুকৃতস্তবং শিবসন্নিধৌ
যত্র কুত্র চ যঃ পঠেন্ন হি তস্য মৃত্যুভয়ং ভবেৎ।
পূর্ণমায়ুররোগিতামখিলার্থসম্পদমাদরং
চন্দ্রশেখর এব তস্য দদাতি মুক্তিমযত্নতঃ ॥১০

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়কৃত-শ্রীচন্দ্রশেখরাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শিব-মহিম্নস্তোত্র

[পুষ্পদন্ত উবাচ]

মহিম্নঃ পারং তে পর মবিদুষো যদ্যসদৃশী
স্তুতির্ব্রহ্মাদীনামপি তদবসন্নাস্ত্বয়ি গিরঃ।

অথাবাচ্যঃ সর্ব্বঃ স্বমতিপরিণামাবধি গৃণন্

মমাপ্যেষ স্তোত্রে হর নিরপবাদঃ পরিকরঃ ॥১

অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্মনসয়ো-

রতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।

স কস্য স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কস্য বিষয়ঃ

পদে ত্বর্ব্বাচীনে পততি ন মনঃ কস্য ন বচঃ ॥২

মধুস্ফীতা বাচঃ পরম-মমৃতং নির্ম্মিতবত-

স্তব ব্রহ্মন্ কিং বাগপি সুরগুরোর্ব্বিস্ময়পদম্।

মম ত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ

পুণামীত্যর্থেঽস্মিন্ পুরমথনবুদ্ধির্ব্যবসিতা ॥৩

তবৈশ্বর্য্যং যত্তজ্জগদুদয়-রক্ষা-প্রলয়কৃৎ

ত্রয়ীবস্তু ব্যস্তং তিসৃষু গুণভিন্নাসু তনুষু।

অভব্যানামস্মিন্ বরদ রমণীয়ামরমণীং

বিহন্তুং ব্যাক্রোশীং বিদধত ইহৈকে জড়ধিয়ঃ ॥৪

কিমীহঃ কিং কায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্রিভুবনং

কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদানমিতি চ।

অতর্ক্যৈশ্বর্য্যে ত্বয্যনবসরদুঃস্থো হতধিয়ঃ

কুতর্কোঽয়ং কাংশ্চিন্মুখরয়তি মোহায় জগতঃ ॥৫

অজন্মানো লোকাঃ কিমবয়ববন্তোঽপি জগতা-

মধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধিরনাদৃত্য ভবতি।

অনীশো বা কুর্য্যাদ্ভুবনজননে কঃ পরিকরো

যতো মন্দাস্ত্বাং প্রত্যমরবর সংশেরত ইমে ॥৬

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগং পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি

প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং

নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥৭

মহোক্ষঃ খট্বাঙ্গং পরশুরজিনং ভস্ম ফণিনঃ
কপালঞ্চেতীয়ত্তব বরদ তন্ত্রোপকরণম্।
সুরাস্তাং তামৃদ্ধিং দধতি চ ভবদ্ভ্রূ-প্রণিহিতাং
ন হি স্বাত্মারামং বিষয়মৃগতৃষ্ণা ভ্রময়তি ॥৮
ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্বং সকলমপরস্ত্বধ্রুবমিদং
পরো ধ্রৌব্যাধ্রৌব্যে জগতি গদতি ব্যস্তবিষয়ে।
সমস্তেঽপ্যেতস্মিন্ পুরমথন তৈর্ব্বিস্মিত ইব
স্তুবন্ জি হ্রেমি ত্বাং ন খলু নন্তু ধৃষ্টা মুখরতা ॥৯
তবৈশ্বর্য্যং যত্নাদ্যদুপরি বিরিঞ্চির্হরিরধঃ
পরিচ্ছেত্তুং যাতাবনল-মনলস্কন্ধবপুষঃ।
ততো ভক্তিশ্রদ্ধাভরগুরুগৃণদ্ভ্যাং গিরিশ যৎ
স্বয়ং তস্থে তাভ্যাং তব কিমনুবৃত্তির্ন ফলতি ॥১০
অযত্নাদাসাদ্য ত্রিভুবনমবৈরব্যতিকরং
দশাস্যো যদ্বাহূনভৃতরণকণ্ডূপরবশান্।
শিরঃপদ্মশ্রেণীরচিতচরণাম্ভোরুহবলেঃ
স্থিরায়াস্ত্বদ্ভক্তেস্ত্রিপুরহর বিস্ফূর্জ্জিতমিদম্ ॥১১
অমুষ্য ত্বৎসেবাসমধিগতসারং ভুজবনং
বলাৎ কৈলাসেঽপি ত্বদধিবসতৌ বিক্রময়তঃ।
অলভ্যা পাতালেঽপ্যলসচলিতাঙ্গুষ্ঠশিরসি
প্রতিষ্ঠা ত্বয্যাসীদ্ধ্রুবমুপচিতো মুহ্যতি খলঃ ॥১২
যদৃদ্ধিং সুত্রাম্ণো বরদ পরমোচ্চৈরপি সতী-
মধশ্চক্রে বাণঃ পরিজনবিধেয়ত্রিভুবনঃ।
ন তচ্চিত্রং তস্মিন্ বরিবসিতরি ত্বচ্চরণয়ো-
র্ন কস্যা উন্নত্যৈ ভবতি শিরসস্ত্বয্যবনতিঃ ॥১৩
অকাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-ক্ষয়চকিত-দেবাসুরকৃপা-
বিধেয়স্যাসীদযস্ত্রিনয়ন-বিষং সংহৃতবতঃ।

ন কল্মাষঃ কণ্ঠে তব ন কুরুতে ন শ্রিয়মহো
বিকারোঽপি শ্লাঘ্যো ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনঃ ॥১৪
অসিদ্ধার্থা নৈব ক্বচিদপি সদেবাসুরনরে
নিবর্ত্তন্তে নিত্যং জগতি জয়িনো যস্য বিশিখাঃ।
স পশ্যন্নীশ ত্বামিতরসুরসাধারণমভূৎ
স্মরঃ স্মর্ত্তব্যাত্মা ন হি বশিষু পথ্যঃ পরিভবঃ ॥১৫
মহী পাদাঘাতাদ্‌ব্রজতি সহসা সংশয়পদং
পদং বিষ্ণোর্ভ্রাম্যদ্‌ভুজপরিঘরুগ্ণ গ্রহগণম্।
মুহুর্দ্যৌ-র্দৌস্থ্যং যাত্যনিভৃতজটা তাড়িততটা
জগদ্রক্ষায়ৈ ত্বং নটসি ননু বামৈব বিভুতা ॥১৬
বিয়দ্ব্যাপী তারাগণগুণিত-ফেনোদ্গমরুচিঃ
প্রবাহো বারাং যঃ পৃষতলঘুদৃষ্টঃ শিরসি তে।
জগদ্দ্বীপাকারং জলধিবলয়ং তেন কৃতমি-
ত্যনেনৈবোন্নেয়ং ধৃতমহিম দিব্যং তব বপুঃ ॥১৭
রথঃ ক্ষৌণী যন্তা শতধৃতিরগেন্দ্রো ধনুরথো
রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণ পাণিঃ শর ইতি।
দিধক্ষোস্তে কোঽয়ং ত্রিপুর-তৃণমাড়ম্বরবিধি-
র্বিধেয়ৈঃ ক্রীড়ন্ত্যো খলু পরতন্ত্রাঃ প্রভুধিয়ঃ ॥১৮
হরিস্তে সাহস্রং কমলবলিমাধায় পদয়ো-
র্যদেকোনে তস্মিন্ নিজমুদহরন্নেত্র-কমলম্।
গতো ভক্ত্যুদ্রেকঃ পরিণতিমসৌ চক্রবপুষা
ত্রয়াণাং রক্ষায়ৈ ত্রিপুরহর জাগর্ত্তি জগতাম্ ॥১৯
ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রত্ত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাং
ক্ব কর্ম্ম প্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষারাধনমৃতে।
অতস্ত্বাং সংপ্রেক্ষ্য ক্রতুষু ফলদানপ্রতিভুবং
শ্রুতৌ শ্রদ্ধাং বদ্ধা দৃঢ়পরিকরঃ কর্ম্মসু জনঃ ॥২০

ক্রিয়াদক্ষো দক্ষঃ ক্রতুপতিরধীশস্তনুভৃতা-
মৃষীণামার্ত্বিজ্যং শরণদ সদস্যাঃ সুরগণাঃ ।
ক্রতুভ্রংশস্ত্বত্তঃ ক্রতুফলবিধানব্যসনিনো
ধ্রুবং কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধাবিধুরমভিচারায় হি মখাঃ ॥২১
প্রজানাথং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং
গতং রোহিদ্ভূতাং রিরময়িষুমৃষ্যস্য বপুষা ।
ধনুষ্পাণের্যাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুং
ত্রসন্তং তেঽদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধ-রভসঃ ॥২২
স্বলাবণ্যাশংসা-ধৃত-ধনুষমহ্নায় তৃণবৎ
পুরঃ প্লুষ্টং দৃষ্ট্বা পুরমথন পুষ্পায়ুধমপি ।
যদি স্ত্রৈণং দেবী যমনিরতদেহার্দ্ধঘটনা-
দবৈতি ত্বামদ্ধা বত বরদ মুগ্ধা যুবতয়ঃ ॥২৩
শ্মশানেষ্বাক্রীড়াঃ স্মরহর পিশাচাঃ সহচরা-
শ্চিতাভস্মালেপঃ স্রগপি নৃকরোটীপরিকরঃ ।
অমঙ্গল্যং শীলং তব ভবতু নামৈবমখিলং
তথাপি স্মর্ত্তৄণাং বরদ পরমং মঙ্গলমসি ॥২৪
মনঃ প্রত্যক্ চিত্তে সবিধমবধায়াত্তমরুতঃ
প্রহৃষ্যদ্রোমাণঃ প্রমদসলিলোৎসঙ্গিতদৃশঃ ।
যদালোক্যাহ্লাদং হ্রদ ইব নিমজ্জ্যামৃতময়ে
দধত্যন্তস্তত্ত্বং কিমপি যমিনস্তৎ কিল ভবান্ ॥২৫
ত্বমর্কস্ত্বং সোমস্ত্বমসি পবনস্ত্বং হুতবহ-
স্ত্বমাপস্ত্বং ব্যোম ত্বমু ধরণিরাত্মা ত্বমিতি চ ।
পরিচ্ছিন্নামেবং ত্বয়ি পরিণতা বিভ্রতি গিরং
ন বিদ্মস্তত্তত্ত্বং বয়মিহ তু যৎ ত্বং ন ভবসি ॥২৬
ত্রয়ীং তিস্রো বৃত্তীস্ত্রিভুবনমথো ত্রীনপি সুরা-
নকারাদ্যৈর্বর্ণৈস্ত্রিভিরভিদধত্তীর্ণবিকৃতিঃ ।

তুরীয়ং তে ধাম ধ্বনিভিরবরুন্ধানমণুভিঃ
সমস্তং ব্যস্তং ত্বং শরণদ গৃণাত্যোমিতি পদম্ ॥২৭
ভবঃ সর্ব্বো রুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্রঃ সহ মহাং
স্তথা ভীমেশানাবিতি যদভিধানাষ্টকমিদম্ ।
অমুষ্মিন্ প্রত্যেকং প্রবিচরতি দেব শ্রুতিরপি
প্রিয়ায়াস্মৈ ধাম্নে প্রবিহিতনমস্যোঽস্মি ভবতে ॥২৮
নমো নেদিষ্ঠায় প্রিয়দব দবিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ ক্ষোদিষ্ঠায় স্মরহর মহিষ্ঠায় চ নমঃ
নমো বর্ষিষ্ঠায় ত্রিনয়নযবিষ্ঠায় চ নমঃ
নমঃ সর্ব্বস্মৈ তে তদিদমিতি সর্ব্বায় চ নমঃ ॥২৯
বহুলরজসে বিশ্বোৎপত্তৌ ভবায় নমো নমঃ
প্রবলতমসে তৎসংহারে হরায় নমো নমঃ ।
জনসুখকৃতে সত্ত্বোদ্রিক্তৌ মৃড়ায় নমো নমঃ
প্রমহসি পদে নিস্ত্রৈগুণ্যে শিবায় নমো নমঃ ॥৩০
কৃশপরিণতি চেতঃ ক্লেশবশ্যং ক্ক চেদং
ক্ক চ তব গুণসীমোল্লঙ্ঘিনী শশ্বদৃদ্ধিঃ ।
ইতি চকিতমমন্দীকৃত্য মাং ভক্তিরাধাদ্
বরদ চরণয়োস্তে বাক্যপুষ্পোপহারম্ ॥৩১
অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী ।
লিখতি যদি গৃহীত্বা শারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥৩২
অসুরসুরমুনীন্দ্রৈরর্চ্চিতস্যেন্দুমৌলে-
গ্রর্থিতগুণমহিম্নো নির্গুণস্যেশ্বরস্য ।
সকলগুণবরিষ্ঠঃ পুষ্পদন্তাভিধানো
রুচিরমলঘুবৃত্তৈঃ স্তোত্রমেতচ্চকার ॥৩৩

অহরহরনবদ্যং ধূর্জ্জটেঃ স্তোত্রমেতৎ
পঠতি পরমভক্ত্যা শুদ্ধচিত্তঃ পুমান্ যঃ।
স ভবতি শিবলোকে রুদ্রতুল্যস্তথাত্র
প্রচুরতরধনায়ুঃ পুত্রবান্ কীর্ত্তিমাংশ্চ ॥৩৪
মহেশান্নাপরো দেবো মহিম্নো নাপরা স্তুতিঃ
অঘোরান্নাপরো মন্ত্রো নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্ ॥৩৫
দীক্ষা দানং তপস্তীর্থং জ্ঞানং যোগাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
মহিম্নঃ স্তবপাঠস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥৩৬
কুসুমদশননামা সর্ব্বগন্ধর্ব্বরাজঃ
শিশুশশধরমৌলের্দ্দেবদেবস্য দাসঃ।
স গুরুনিজমহিম্নো ভ্রষ্ট এবাস্য রোষাৎ
স্তবনমিদমকার্ষীদ্দিব্যদিব্যং মহিম্নঃ ॥৩৭
সুরবরমুনিপূজ্যং স্বর্গমোক্ষৈকহেতুং
পঠতি যদি মনুষ্যঃ প্রাঞ্জলির্নান্যচেতাঃ।
ব্রজতি শিবসমীপং কিন্নরৈঃ স্তূয়মানঃ
স্তবনমিদমমোঘং পুষ্পদন্তপ্রণীতম্ ।৩৮
শ্রীপুষ্পদন্তমুখপঙ্কজনির্গতেন
স্তোত্রেণ কিল্বিষহরেণ হরপ্রিয়েণ।
কণ্ঠস্থিতেন পঠিতেন সমাহিতেন,
সুপ্রীণিতো ভবতি ভূতপতির্মহেশঃ ॥৩৯
ইত্যেষা বাঙ্ময়ী পূজা শ্রীমচ্ছঙ্করপাদয়োঃ
অর্পিতা তেন দেবেশঃ প্রীয়তাং চ সদাশিবঃ ॥৪০
ইতি শ্রীপুষ্পদন্তপ্রণীতং শিবমহিম্নঃ স্তোত্রং সমাপ্তম্।

বটুকভৈরবস্তোত্র

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুম্।
শঙ্করং পরিপপ্রচ্ছ পার্ব্বতী পরমেশ্বরম্ ॥১

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রাগমাদিষু।
আপদুদ্ধারণং মন্ত্রং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ॥২
সর্ব্বেষাঞ্চৈব ভূতানাং হিতার্থং বাঞ্ছিতং ময়া।
বিশেষতস্তু রাজ্ঞাং বৈ শান্তি-পুষ্টি-প্রসাধকম্ ॥৩
অঙ্গন্যাস-করন্যাস-বীজন্যাস-সমন্বিতম্।
বক্তুমর্হসি দেবেশ মম হর্ষ-বিবর্দ্ধনম্ ॥৪

শ্রীভগবানুবাচ

শৃণু দেবি মহামন্ত্রমাপদুদ্ধার-হেতুকম্।
সর্ব্বদুঃখ-প্রশমনং সর্ব্বশত্রুনিবর্হণম্ ॥৫
অপস্মারাদিরোগাণাং জ্বরাদীনাং বিশেষতঃ।
নাশনং স্মৃতিমাত্রেণ মন্ত্ররাজমিমং প্রিয়ে ॥৬
গ্রহরাজভয়ানাঞ্চ নাশনং সুখবর্দ্ধনম্।
স্নেহাদ্ বক্ষ্যামি তে মন্ত্রং সর্ব্বসারমিমং প্রিয়ে ॥৭
সর্ব্বকামার্থদং মন্ত্রং রাজ্যভোগপ্রদং নৃণাম্।
আপদুদ্ধারণং মন্ত্রং বক্ষ্যামীতি বিশেষতঃ ॥৮
প্রণবং পূর্ব্বমুচার্য্য দেবী-প্রণবমুদ্ধরেৎ।
বটুকায়েতি বৈ পশ্চাদাপদুদ্ধারণায় চ ॥৯
কুরুদ্বয়ং ততঃ পশ্চাদ্বটুকায় পুনঃ ক্ষিপেৎ।
দেবীপ্রণবমুদ্ধৃত্য মন্ত্রোদ্ধারমিমং প্রিয়ে ॥১০
মন্ত্রোদ্ধারমিমং দেবি ত্রৈলোক্যস্যাপি দুর্ল্লভম্।
অপ্রকাশ্যমিমং মন্ত্রং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্ ॥১১
স্মরণাদেব মন্ত্রস্য ভূতপ্রেতপিশাচকাঃ।
বিদ্রবন্তি ভয়ার্ত্তা বৈ কালরুদ্রাদিব প্রজাঃ ॥১২

পঠেদ্ বা পাঠয়েদ্বাপি পূজয়েদ্ বাপি পুস্তকম্।
নাগ্নিচৌরভয়ং বাপি গ্রহরাজভয়ং তথা ॥১৩
ন চ মারীভয়ং তস্য সর্ব্বত্র সুখবান্ ভবেৎ।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিসম্পদঃ।
ভবন্তি সততং তস্য পুস্তকস্যাপি পূজনাৎ ॥১৪

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ

য এষ ভৈরবো নাম আপদুদ্ধারকো মতঃ।
ত্বয়া চ কথিতো দেব ভৈরবঃ কল্প উত্তমঃ। ১৫
তস্য নামসহস্রাণি অযুতান্যর্ব্বুদানি চ।
সারমুদ্ধৃত্য তেষাং বৈ নামাষ্টশতকং বদ ॥১৬

শ্রীভগবানুবাচ

যস্তু সংকীর্ত্তয়েদেতৎ সর্ব্বদুষ্টনিবর্হণম্।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি সাধকঃ সিদ্ধিমেব চ ॥১৭
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ভৈরবস্য মহাত্মনঃ।
আপদুদ্ধারকস্যেহ নামাষ্টশতমুত্তমম্ ॥১৮
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বাপদ্বিনিবারকম্।
সর্ব্বকামার্থদং দেবি সাধকানাং সুখাবহম্ ॥১৯
দেহাঙ্গন্যাসনঞ্চৈব পূর্ব্বং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
ভৈরবং মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্য ললাটে ভীমদর্শনম্ ॥২০
অক্ষ্ণোর্ভূতাশ্রয়ং ন্যস্য বদনে তীক্ষ্ণদর্শনম্।
ক্ষেত্রজ্ঞং কর্ণয়োর্মধ্যে ক্ষেত্রপালং হৃদি ন্যসেৎ ॥২১
ক্ষেত্রাখ্যং নাভিদেশে তু কট্যাং সর্ব্বাঘনাশনম্।
ত্রিনেত্রংর্ব্বোর্বিন্যস্য জঙ্ঘয়ো রক্তপাণিকম্।
পাদয়োর্দ্দেবদেবেশং সর্ব্বাঙ্গে বটুকং ন্যসেৎ ॥২২
এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা তদনন্তরমুত্তমম্।
নামাষ্টশতকস্যাপি ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্ ॥২৩

বৃহদারণ্যকো নাম ঋষিশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ।
দেবতা কথিতা চেহ সর্ব্বস্তব্টুকভৈরবঃ ॥২৪
ভৈরবো ভূতনাথশ্চ ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ।
ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রিয়ো বিরাট্ ॥২৫
শ্মশানবাসী মাংসাশী খর্পরাশী মথান্তকৃৎ।
রক্তপঃ প্রাণপঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসেবিতঃ ॥২৬
করালঃ কালশমনঃ কলাকাষ্ঠাতনুঃ কবিঃ।
ত্রিনেত্রো বহুনেত্রশ্চ তথা পিঙ্গললোচনঃ ॥২৭
শূলপাণিঃ খড়্গপাণিঃ কঙ্কালী ধূম্রলোচনঃ।
অভীরু ভৈরবো ভীমো ভূতপো যোগিনীপতিঃ ॥২৮
ধনদো ধনহারী চ ধনপঃ প্রতিভাববান্।
নাগহারো নাগকেশো ব্যোমকেশঃ কপালভৃৎ ॥২৯
কালঃ কপালমালী চ কমনীয়ঃ কলানিধিঃ।
ত্রিলোচনো জ্বলন্নেত্রস্ত্রিশিখী চ ত্রিলোকপাৎ ॥৩০
ত্রিবৃত্তনয়নো ডিম্ভঃ শান্তঃ শান্তজনপ্রিয়ঃ।
বটুকো বটুকেশশ্চ খট্বাঙ্গবরধারকঃ ॥৩১
ভূতাধ্যক্ষঃ পশুপতির্ভিক্ষুকঃ পরিচারকঃ।
ধূর্ত্তো দিগম্বরঃ শৌরির্হরিণঃ পাণ্ডুলোচনঃ ॥৩২
প্রশান্তঃ শান্তিদঃ শুদ্ধঃ শঙ্করঃ প্রিয়বল্লভঃ।
অষ্টমূর্ত্তির্নিধীশশ্চ জ্ঞানচক্ষুস্তপোময়ঃ ॥৩৩
অষ্টাধারঃ কলাধারঃ সর্পযুক্ শশিশেখরঃ।
ভূধরো ভূধরাধীশো ভূপতির্ভূধরাত্মজঃ ॥৩৪
কঙ্কালধারী মুণ্ডী চ নাগযজ্ঞোপবীতবান্।
জৃম্ভণো মোহনঃ স্তম্ভী মারণঃ ক্ষোভণস্তথা ॥৩৫
শুদ্ধনীলাঞ্জনপ্রখ্যদেহো মুণ্ডবিভূষিতঃ।
বলিভুক্ বলিভূতাত্মা কামী কামপরাক্রমঃ ॥৩৬

সর্ব্বাপত্তারকো দুর্গো দুষ্টভূত নিষেবিতঃ।
কালী কলানিধিঃ কান্তঃ কামিনীবশকৃদ্‌বশী।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদো বৈদ্যঃ প্রভবিষ্ণুঃ প্রভাববান্‌ ॥৩৭
অষ্টোত্তরশতং নাম ভৈরবস্য মহাত্মনঃ।
ময়া তে কথিতং দেবি রহস্যং সর্ব্বকামদম্‌ ॥৩৮
য ইদং পঠতি স্তোত্রং নামাষ্টশতমুত্তমম্‌।
ন তস্য দুরিতং কিঞ্চিন্ন রোগেভ্যো ভয়ং তথা ॥৩৯
ন শত্রুভ্যো ভয়ং কিঞ্চিৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ কচিৎ।
পাতকানাং ভয়ং নৈব পঠেৎ স্তোত্রমনন্যধীঃ ॥৪০
মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্নিকৃদ্‌ভয়ে।
ঔৎপাতিকে মহাঘোরে তথা দুঃস্বপ্নজে ভয়ে ॥৪১
বন্ধনে চ মহাঘোরে পঠেৎ স্তোত্রং সমাহিতঃ।
সর্ব্বে প্রশমনং যান্তি ভয়াদ্‌ ভৈরবকীর্ত্তনাৎ ॥৪২
একাদশসহস্রন্তু পুরশ্চরণমিষ্যতে।
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি সম্বৎসরমতন্দ্রিতঃ ॥৪৩
স সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়াদিষ্টাং দুর্লভামপি মানবঃ।
যণ্মাসাদ্‌ ভূমিকামস্তু স্তোত্রং জপ্ত্বাহখিলং মহীম্‌ ॥৪৪
রাজা শত্রুবিনাশায় জপেন্মাসাষ্টকং পুনঃ।
রাত্রৌ বারত্রয়ঞ্চৈব নাশয়ত্যেব শাত্রবান্‌ ॥৪৫
জপেন্মাসত্রয়ং রাত্রৌ রাজানং বশমানয়েৎ।
ধনার্থী চ সুতার্থী চ দারার্থী যশ্চ মানবঃ ॥৪৬
পঠেদ্‌ বারত্রয়ং যদ্‌ বা বারমেকং তথা নিশি।
ধনং পুত্রাংস্তথা দারান্‌ প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥৪৭
ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেত দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ।
যান্‌ যান্‌ সমীহতে কামাংস্তাংস্তান্‌ প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ ॥৪৮

অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
সুকুলীনায় শান্তায় ঋজবে চানসূয়বে ।৪৯
অথবা প্রিয়শিষ্যায় পুত্রায় সুহৃদে ভৃশম্।
দত্তাৎ স্তোত্রমিদং পুণ্যং সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবস্য যথা ধ্যাত্বা পঠেন্নরঃ ॥৫০
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং সহস্রাদিত্যবর্চ্চসম্।
অষ্টবাহুং ত্রিনয়নং চতুর্ব্বাহুং দ্বিবাহুকম ॥৫১
ভুজঙ্গমেখলং দেবমগ্নিবর্ণশিরোরুহম্।
দিগম্বরং কুমারীশং বটুকাখ্যং মহাবলম্ ॥৫২
খট্বাঙ্গমসিপাশঞ্চ শূলঞ্চৈব তথা পুনঃ।
ডমরুঞ্চ কপালঞ্চ বরদং ভুজগং তথা ॥৫৩
নীলজীমূতসঙ্কাশং নীলাঞ্জন-চয়প্রভম্।
দংষ্ট্রাকরালবদনং নূপুরাঙ্গদ-সঙ্কুলম্ ॥৫৪
আত্মবর্ণসমোপেত-সারমেয় সমন্বিতম্।
ধ্যাত্বা জপেৎ সুসংহৃষ্টঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥৫৫
এতৎ শ্রুত্বা ততো দেবী নামাষ্টশতমুত্তমম্ ॥
ভৈরবায় প্রহৃষ্টাভূৎ স্বয়ঞ্চৈব মহেশ্বরী ॥৫৬
ইতি শ্রীবিশ্বসারোদ্ধারে আপদুদ্ধারকল্পে শ্রীবটুকভৈরব-
স্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

দুর্গাস্তব

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে, নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্য-পাদারবিন্দে নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥১
নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমান স্বরূপে, নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দরূপ-স্বরূপে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ।।২
অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য, ক্ষুধার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারকর্ত্রী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৩

অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে, হুনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারহেতু, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৪
অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে, বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারনৌকা, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৫
নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দ্দণ্ডলীলা-সমুৎখণ্ডিতাখণ্ডলাশেষভীতে।
ত্বমেকা গতির্বিঘ্ন সন্দোহ-হন্ত্রী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৬
ত্বমেকাজিতারাধিতা সত্যবাদি, ন্যমেয়াজিতা ক্রোধনাক্রোধ নিষ্ঠা।
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্ণা চ নাড়ী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৭
নমস্তে নমস্তে শিবে ভামনাদে, সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে।
বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥৮
শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং
মুনি দনুজ নরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাম্।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভির্ব্বা বৃতানাং
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ ॥৯

ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্ত-মাপদুদ্ধার-হেতুকম্। ত্রিসন্ধ্য মেকসন্ধ্যং বা পঠনাদেব সঙ্কটাৎ। মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভুবি স্বর্গে রসাতলে ॥১০ স্তবরাজমমং দেবি সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া। সমস্তং শ্লোকমেকং বা পঠেদ্ যস্তু সমাহিতঃ। স সর্ব্বদুষ্কৃতিং ত্যক্ত্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্। ১১

ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে আপদুদ্ধারকল্পে শ্রীদুর্গাস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

ভবান্যষ্টকস্তোত্র

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা, ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥১
ভবাব্ধাবপারে মহাদুঃখভীরে, প্রপন্নঃ প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।
কুসংসারপাশপ্রবদ্ধঃ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেক ভবানি ॥২
ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং, ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥৩

ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং, ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ।
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাত-র্গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥৪

কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ, কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্য-প্রবন্ধঃ সদাহং, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥৫

প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং, দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ।
ন জানামি চান্যং সদাহং শরণ্যে, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥৬

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে, জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥৭

অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো, মহাক্ষীণদীনঃ সদা জাড্যবক্ত্রঃ।
বিপত্তিং প্রবিষ্টঃ প্রবুদ্ধঃ সদাহং, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥৮

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং শ্রীভবান্যষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অন্নপূর্ণাস্তোত্র

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্য-রত্নাকরী।
নির্দ্ধূতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী।
প্রালেয়াচলবংশপাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী।
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥১

নানারত্নবিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী
মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্বক্ষোজকুম্ভান্তরী
কাশ্মীরাগুরুবাসিতা রুচিকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥২

যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্ম্মার্থনিষ্ঠাকরী
চন্দ্রার্কানলভাসমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমস্তবাঞ্ছিতকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৩

কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী
কৌমারী নিগমার্থ-গোচরকরী ওঙ্কারবীজাক্ষরী।
মোক্ষদ্বার-কপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৪
দৃশ্যাদৃশ্যসমস্তবাহনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী
লীলানাটকসূত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী।
শ্রীবিশ্বেশ-মনঃপ্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৫
উর্ব্বী সর্ব্বজনেশ্বরী ভগবতী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী
বেণীনীলসমানকুন্তলহরী নিত্যান্নদানেশ্বরী।
সর্ব্বানন্দকরী দৃশা শুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৬
আদীক্ষান্তসমস্তবর্ণনকরী শম্ভোস্ত্রিভাবাকরী
কাশ্মীরাত্রিজলেশ্বরী ত্রিলহরী নিত্যাঙ্কুরী শর্ব্বরী।
কামাকাঙ্ক্ষকরী জনোদয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৭
দর্বী স্বর্ণবিচিত্ররত্ন-রচিতা দক্ষে করে সংস্থিতা
বামে স্বাদুপয়োধরী সহচরী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী।
ভক্তাভীষ্টকরী দৃশা শুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৮
চন্দ্রার্কানলকোটিকোটিসদৃশী চন্দ্রাংশুবিম্বাধরী
চন্দ্রার্কাগ্নিসমানকুণ্ডলধরী চন্দ্রার্কবর্ণেশ্বরী।
মালাপুস্তকপাশকাঙ্কুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৯
ক্ষত্রত্রাণকরী মহাভয়করী মাতা কৃপাসাগরী
সাক্ষান্মোক্ষকরী সদা শিবকরী বিশ্বেশ্বরী শ্রীধরী।

দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥১০
অন্নপূর্ণে সদা পূর্ণে শঙ্কর-প্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি ॥১১
মাতা মে পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥১২
ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং
অন্নপূর্ণাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

জগদ্ধাত্রীস্তোত্র

শ্রীশিব উবাচ

আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে।
ধ্রুবে ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥১
শবাকারে শক্তিরূপে শক্তিস্থে শক্তিবিগ্রহে।
শাক্তাচারপ্রিয়ে দেবি জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥২
জয়দে জগদানন্দে জগদেকপ্রপূজিতে।
জয় সর্ব্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥৩
পরমাণুস্বরূপে চ দ্ব্যণুকাদিস্বরূপিণি।
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥৪
স্থূলাতিস্থূলরূপে চ প্রাণাপানাদিরূপিণি।
ভাবাভাবস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥৫
কালাদিরূপে কালেশে কালাকালবিভেদিনি।
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বজ্ঞে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥৬
মহাবিঘ্নে মহোৎসাহে মহামায়ে বরপ্রদে।
প্রপঞ্চসারে সাধ্বীশে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥৭

অগম্যে জগতামাদ্যে মাহেশ্বরি বরাঙ্গনে।
অশেষরূপে রূপস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥৮
দ্বিসপ্তকোটিমন্ত্রাণাং শক্তিরূপে সনাতনি।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥৯
তীর্থ-যজ্ঞতপোদান-যোগসারে জগন্ময়ি।
ত্বমেব সর্ব্বং সর্ব্বস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥১০
দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়ার্দ্রে দুঃখমোচনি।
সর্ব্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥১১
অগম্য-ধাম-ধামস্থে মহাযোগীশ-হৃৎপুরে।
অমেয়ভাবকূটস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥১২
ইতি শ্রীজগদ্ধাত্রীকল্পে শ্রীজগদ্ধাত্রীস্তবঃ সমাপ্তঃ।

সঙ্কটাস্তোত্র

ওঁ হ্রীং শ্রীং সঙ্কটায়ৈ নমঃ।

নারদ উবাচ

জৈগীষব্য মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞ সুখদায়ক।
আখ্যানানি সুপুণ্যানি শ্রুতানি ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥১

ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামি তব বাগমৃতেন চ।
বদস্বৈকং মহাপ্রাজ্ঞ সঙ্কটাখ্যানমুত্তমম্ ॥২

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা জৈগীষব্যোঽব্রবীদ্ বচঃ।
সঙ্কটনাশনং স্তোত্রং শৃণু দেবর্ষি-সত্তম ॥৩

দ্বাপরে তু পরাবৃত্তে ভ্রষ্টরাজ্যো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽরণ্যে নির্ব্বেদং পরমং গতঃ ॥৪

তদানীন্তু ততঃ কাশীপুরায়াতো মহামুনিঃ।
মার্কণ্ডেয় ইতি খ্যাতঃ সহশিষ্যৈ মহাতপাঃ ॥৫

তং দৃষ্ট্বাহ সমুত্থায় প্রণিপত্য সুপূজিতঃ।
কিমর্থং ম্লানবদনমেতৎ ত্বং মাং নিবেদয় ॥৬

যুধিষ্ঠির উবাচ

সঙ্কটং মে মহৎ প্রাপ্তমেতাদৃগ্ বদনং ততঃ।
এতন্নিবারণোপায়ং কিঞ্চিদ্ ব্রূহি মহামতে ॥৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ

আনন্দকাননে দেবী সঙ্কটা নাম বিশ্রুতা।
বীরেশ্বরোত্তরে ভাগে চন্দ্রেশস্য চ পূর্ব্বতঃ।
শৃণু নামাষ্টকং তস্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ॥৮
সঙ্কটা প্রথমং নাম দ্বিতীয়ং বিজয়া তথা।
তৃতীয়ং কামদা প্রোক্তা চতুর্থং দুঃখহারিণী ॥৯
শর্ব্বাণী পঞ্চমং নাম ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা।
সপ্তমং ভীমবদনা সর্ব্বরোগহরাষ্টমম্ ॥১০
নামাষ্টকমিদং পুণ্যং ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ ॥১১
ইত্যুক্ত্বা তু দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ স্বয়ং বারাণসীং যযৌ ॥১২
তত্র সংপূজ্য তাং দেবীং বীরেশ্বর-সমন্বিতাম্।
ভুজৈশ্চ দশভির্যুক্তাং লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্ ॥১৩
মালাকমণ্ডলূপেতাং বরাভয়গদাধরাম্।
ত্রিশূল-চাপ-ডমরু-খড়্গ-চর্ম্মবিভূষিতাম্ ॥১৪
বরদাভয়হস্তাং তাং প্রণম্য বিধিনন্দনঃ।
বরত্রয়ং গৃহীত্বা তু ততো বিষ্ণুপুরং যযৌ ॥১৫
এতৎ স্তোত্রস্য পঠনং পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধনম্।
সঙ্কটনাশনঞ্চৈব ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন মহাবন্ধ্যা প্রসূতিকৃৎ ॥১৬

ইতি পদ্মপুরাণে শ্রীসঙ্কটাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

বগলামুখী-স্তোত্র

চলৎকনককুণ্ডলোল্লসিত-চারুগণ্ডস্থলীং
লসৎকনকচম্পকদ্যুতিমদিন্দুবিম্বাননাম্।
গদাহত-বিপক্ষকাং কলিতলোলজিহ্বাঞ্চলাং
স্মরামি বগলামুখীং বিমুখবাঙ্মনঃস্তম্ভিনীম্ ॥১

পীযূষোদধি-মধ্যচারু-বিলসদ্রক্তোৎপলে মণ্ডপে
যৎসিংহাসনমৌলিপাতিত-রিপুপ্রেতাসনাধ্যাসিনীম্।
স্বর্ণাভাং কর-পীড়িতারিরসনাং ভ্রাম্যদ্গদাবিভ্রমা-
মিত্থং ধ্যায়তি যান্তি তস্য সহসা সদ্যোঽথ সর্ব্বাপদঃ ॥২

দেবি ত্বচ্চরণাম্বুজার্চ্চনকৃতে যঃ পীতপুষ্পাঞ্জলিং
ভক্ত্যা বামকরে নিধায় চ মনুং মন্ত্রী মনোজ্ঞাক্ষরম্।
পীঠধ্যানপরোঽথ কুম্ভকবশাদ্ বীজং স্মরেৎ পার্থিবং
তস্যামিত্রমুখস্য বাচি হৃদয়ে জাড্যং ভবেৎ তৎক্ষণাৎ ॥৩

বাদী মূকতি রঙ্কতি ক্ষিতিপতির্বৈশ্বানরঃ শীততি
ক্রোধী শাম্যতি দুর্জ্জনঃ সুজনতি ক্ষিপ্রানুগঃ খঞ্জতি।
গর্ব্বী খর্ব্বতি সর্ব্ববিচ্চ জড়তি ত্বন্মন্ত্রিণা মন্ত্রিতঃ
শ্রীনিত্যে বগলামুখি প্রতিদিনং কল্যাণি তুভ্যং নমঃ ॥৪

মন্ত্রস্তাবদলং বিপক্ষদলনে স্তোত্রং পবিত্রঞ্চ তে
যন্ত্রং বাদিনিয়ন্ত্রণং ত্রিজগতাং জৈত্রঞ্চ চিত্রং ন তে।
মাতঃ শ্রীবগলেতি নাম ললিতং যস্যাস্তি জন্তোর্মুখে
তন্নামগ্রহণেন সংসদি মুখস্তম্ভো ভবেদ্ বাদিনাম্ ॥৫

দুষ্টস্তম্ভনমুগ্রবিঘ্নশমনং দারিদ্র্যবিদ্রাবণম্
ভূভৃদ্ভী-শমনং চলন্মৃগদৃশাং চেতঃসমাকর্ষণম্।
সৌভাগ্যৈকনিকেতনং মম দৃশোঃ কারুণ্যপূর্ণামৃতং
মৃত্যোর্ম্মারণমাবিরস্তু পুরতো মাতস্ত্বদীয়ং বপুঃ ॥৬

মাতর্ভঞ্জয় মে বিপক্ষবদনং জিহ্বাং চলাং কীলয়
ব্রাহ্মীং মুদ্রয় নাশয়াশু ধিষণামুগ্রাং গতিং স্তম্ভয় ।
শত্রূংশ্চূর্ণয় দেবি তীক্ষ্ণগদয়া গৌরাঙ্গি পীতাম্বরে
বিঘ্নৌঘং বগলে হর প্রণমতাং কারুণ্যপূর্ণেক্ষণে ॥৭
মাতর্ভৈরবি ভদ্রকালি বিজয়ে বারাহি বিশ্বাশ্রয়ে
শ্রীবিদ্যে সময়ে মহেশি বগলে কামেশি রামে রমে ।
মাতঙ্গি ত্রিপুরে পরাৎপরতরে স্বর্গাপবর্গপ্রদে
দাসোঽহং শরণাগতঃ করুণয়া বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাম্ ॥৮
সংরম্ভে চৌরসঙ্ঘে প্রহরণসময়ে বন্ধনে ব্যাধিমধ্যে
বিদ্যাবাদে বিবাদে প্রকুপিতনৃপতৌ দিব্যকালে নিশায়াম্।
বশ্যে বা স্তম্ভনে বা রিপুবধসময়ে নির্জ্জনে বা বনে বা
গচ্ছংস্তিষ্ঠংস্ত্রিকালং যদি পঠতি শিবং প্রাপ্নুয়াদাশু ধীরঃ ॥৯
নিত্যং স্তোত্রমিদং পবিত্রমিহ যো দেব্যাঃ পঠত্যাদরাদ্
ধৃত্বা যন্ত্রমিদং তথৈব সময়ে বাহৌ করে বা গলে ।
রাজানোঽপ্যরয়ো মদান্ধকরিণঃ সর্পা মৃগেন্দ্রাদিকা-
স্তে বৈ যান্তি বিমোহিতা রিপুগণা লক্ষ্মীঃ স্থিরাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥১০
ত্বং বিদ্যা পরমা ত্রিলোকজননী বিঘ্নৌঘ-সংচ্ছেদনী
যোষাকর্ষণকারিণী জনমনঃসম্মোহসন্দায়িনী ।
স্তম্ভোৎসারণকারিণী পশুমনঃসম্মোহসন্দায়িনী
জিহ্বা-কীলনভৈরবী বিজয়তে ব্রহ্মাদিমন্ত্রো যথা ॥১১
বিদ্যাং লক্ষ্মীং সর্ব্বসৌভাগ্যমায়ুঃ
পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ সর্ব্বসাম্রাজ্যসিদ্ধিম্ ।
মানং ভোগো বশ্যমারোগ্য-সৌখ্যং
প্রাপ্তং তত্তদ্ভূতলেঽস্মিন্ নরেণ ॥১২
ত্বৎ কৃতং জপসন্নাহং গদিতং পরমেশ্বরি ।
দুষ্টানাং নিগ্রহার্থায় ত্বং গৃহাণ নমোঽস্তু তে ॥১৩

ব্রহ্মাস্ত্রমিতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু দুর্ল্লভম্।
গুরুভক্তায় দাতব্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ ॥১৪
পীতাম্বরাং দ্বিভুজাঞ্চ ত্রিনেত্রাং গাত্রকোজ্জ্বলাম্।
শিলামুদ্গরহস্তাঞ্চ স্মরেৎ তাং বগলামুখীম্ ॥১৫
ইতি শ্রীরুদ্রযামলে শ্রীবগলামুখী-স্তোত্রং সমাপ্তম্।

আদ্যাস্তোত্র

ওঁ শ্রীআদ্যায়ৈ নমঃ

ব্রহ্মোবাচ

ওঁ শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি আদ্যাস্তোত্রং মহাফলম্।
যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা স এব বিষ্ণুবল্লভঃ ॥১
মৃত্যুব্যাধিভয়ং তস্য নাস্তি কিঞ্চিৎ কলৌ যুগে।
অপুত্রো লভতে পুত্রং ত্রিপক্ষং শ্রবণং যদি ॥২
দ্বৌ মাসৌ বন্ধনান্মুক্তো বিপ্রবক্ত্রাৎ শ্রুতং যদি।
মৃতবৎসা জীববৎসা ষণ্মাসং শ্রবণং যদি ॥৩
নৌকায়াং সঙ্কটে যুদ্ধে পঠনাজ্জয়মাপ্নুয়াৎ।
লিখিত্বা স্থাপয়েদ্ গেহে নাগ্নিচৌরভয়ং ক্বচিৎ ॥৪
রাজস্থানে জয়ী নিত্যং প্রসন্নাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
(ওঁ হ্রীং) ব্রহ্মাণী ব্রহ্মলোকে চ বৈকুণ্ঠে সর্ব্বমঙ্গলা ॥৫
ইন্দ্রাণী অমরাবত্যা-মম্বিকা বরুণালয়ে।
যমালয়ে কালরূপা কুবেরভবনে শুভা ॥৬
মহানন্দাগ্নিকোণে চ বায়ব্যাং মৃগবাহিনী।
নৈর্ঋত্যাং রক্তদন্তা চ ঐশান্যাং শূলধারিণী ॥৭
পাতালে বৈষ্ণবীরূপা সিংহলে দেবমোহিনী।
সুরসা চ মণিদ্বীপে লঙ্কায়াং ভদ্রকালিকা ॥৮

রামেশ্বরী সেতুবন্ধে বিমলা পুরুষোত্তমে।
বিরজা ওড্রদেশে চ কামাখ্যা নীলপর্ব্বতে ॥৯
কালিকা বঙ্গদেশে চ অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী।
বারাণস্যামন্নপূর্ণা গয়াধামে গয়েশ্বরী ॥১০
কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী ব্রজে কাত্যায়নী পরা।
দ্বারকায়াং মহামায়া মথুরায়াং মহেশ্বরী ॥১১
ক্ষুধা ত্বং সর্ব্বভূতানাং বেলা ত্বং সাগরস্য চ।
নবমী কৃষ্ণপক্ষস্য শুক্লস্যৈকাদশী পরা ॥১২
দক্ষস্য দুহিতা দেবী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী।
রামস্য জানকী ত্বং হি রাবণ-ধ্বংসকারিণী ॥১৩
চণ্ডমুণ্ডবধে দেবি রক্তবীজবিনাশিনী।
নিশুম্ভশুম্ভমথনী মধুকৈটভ-ঘাতিনী ॥১৪
বিষ্ণুভক্তিপ্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা।
ইমমাদ্যাস্তবং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সততং নরঃ ॥১৫
সর্ব্বজ্বরভয়ং ন স্যাৎ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্।
কোটিতীর্থফলং তস্য ভবতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১৬
জয়া মে চাগ্রতঃ পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ।
নারায়ণী শীর্ষদেশে সর্ব্বাঙ্গে সিংহবাহিনী ॥১৭
শিবদূতী উগ্রচণ্ডা প্রত্যঙ্গে পরমেশ্বরী।
বিশালাক্ষী মহামায়া কৌমারী শঙ্খিনী শিবা ॥১৮
চক্রিণী জয়দাত্রী চ রণমত্তা রণপ্রিয়া।
দুর্গা জয়ন্তী কালী চ ভদ্রকালী মহোদরী ॥১৯
নারসিংহী চ বারাহী সিদ্ধিদাত্রী সুখপ্রদা।
ভয়ঙ্করী মহারৌদ্রী মহাভয়-বিনাশিনী ॥২০

ইতি শ্রীব্রহ্মযামলে ব্রহ্মনারদসংবাদে শ্রীশ্রীআদ্যাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

অপরাজিতাস্তোত্র

ওঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ। অস্য অপরাজিতামন্ত্রস্য বেদব্যাসঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ অপরাজিতা দেবতা ঐং বীজং হ্রীং শক্তিঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধ্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।

ধ্যানম্।—ওঁ নীলোৎপলদলশ্যামাং ভুজগাভরণোজ্জ্বলাম্। বালেন্দু-মৌলিনীং দেবীং নয়নত্রিতয়ান্বিতাম্ ॥ ১ ॥ শঙ্খচক্রধরাং দেবীং বরদাং ভয়-নাশিনীম্। পীনোত্তুঙ্গস্তনাং শ্যামাং বরপদ্মসুমালিনীম্॥ ২ ॥ (ইতি ধ্যাত্বা পঠেৎ)—

মার্কণ্ডেয় উবাচ

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদাম্।
অসাধ্যসাধিনীং দেবীং বৈষ্ণবীমপরাজিতাম্ ॥৩

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়, নমোঽস্ত্বনন্তায় সহস্রশীর্ষায় ক্ষীরোদার্ণবশায়িনে শেষভোগপর্য্যঙ্কায় গরুড়বাহনায় অজায় অজিতায় অমিতায় অপরাজিতায় পীতবাসসে, বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ-হয়শিরোমহাবরাহাচ্যুত-নৃসিংহ-বামন ত্রিবিক্রম-রাম-রাম-শ্রীরাম-মৎস্য-কূর্ম্ম-বরপ্রদ-নমোঽস্তু তে স্বাহা ॥৪

ওঁ অসুর-দৈত্য-দানব-নাগ-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ রাক্ষস-ভূত-প্রেত-পিশাচ-কুষ্মাণ্ড-সিদ্ধ-যোগিনী-ডাকিনী-স্কন্দপুরোগান্ গ্রহ-নক্ষত্রদোষাংস্তানন্যাংশ্চ হন হন দহ দহ পচ পচ মথ মথ বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় চূর্ণয় চূর্ণয় শঙ্খেন চক্রেণ বজ্রেণ খড়্গেন শূলেন গদয়া মুষলেন হলেন দামোদর ভস্মীকুরু কুরু স্বাহা ॥৫

ওঁ সহস্রবাহো সহস্রপ্রহরণায়ুধ জয় জয় বিজয় বিজয় অজিত অমিত অপরাজিত অপ্রতিহত সহস্রনেত্র জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল বিশ্বরূপ বিরূপ বহুরূপ মধুসূদন-মহাবরাহাচ্যুত-নৃসিংহ-মহাপুরুষ-পুরুষোত্তম-পদ্মনাভ-নারায়ণ-বৈকুণ্ঠবামন-গোবিন্দ-দামোদর-হৃষীকেশ-কেশব সর্ব্বাসুরোচ্ছেদন সর্ব্বনাগপ্রমর্দ্দন সর্ব্বায়ুধ-বিমোক্ষণ মহেশ্বর সর্ব্বভূত-বশঙ্কর সর্ব্বশত্রুপ্রমর্দ্দন সর্ব্বমন্ত্র-প্রভঞ্জন সর্ব্বারিষ্ট-প্রমর্দ্দন সর্ব্বজ্বর-বিনাশন সর্ব্ববন্ধবিমোক্ষণ সর্ব্বপাপপ্রণাশন সর্ব্ব-দুঃস্বপ্ননাশন সর্ব্বদেবমহেশ্বর সর্ব্বগ্রহনিবারণ ডাকিনী-বিধ্বংসন জনার্দ্দন নমোঽস্তু তে স্বাহা ॥৬

ওঁ য ইমামপরাজিতাং পরমবৈষ্ণবীং পঠতিসিদ্ধাং জপতিসিদ্ধাং স্মরতিসিদ্ধাং মহাবিদ্যাং পঠতি জপতি স্মরতি শৃণোতি ধারয়তি কীর্ত্তয়তি বা গৃহীত্বা পথি গচ্ছতি

ভক্ত্যা লিখিত্বা গৃহে স্থাপয়তি বা ন তস্যাগ্নিবায়ু-বর্ষোপলাশনের্ভয়ং ন গ্রহভয়ং ন চৌরভয়ং ন সর্পভয়ং ন সমুদ্রভয়ং ন বর্ষভয়ং ন শ্বাপদভয়ং বা ভবেৎ ॥৭

ক্বচিদ্রাত্র্যন্ধকার-স্ত্রীরাজকুলবিষোত্থগরল-বশীকরণ-বিদ্বেষণোচ্চাটন-বধবন্ধন-ভয়ং বা ন ভবেৎ। এতৈর্ম্মন্ত্রৈরুদাহৃতৈঃ সিদ্ধৈঃ সংসিদ্ধপূজিতৈঃ ॥৮

ওঁ নমস্তেঽস্তনঘে অভয়ে অজিতে অমিতে অপরে অপরাজিতে পঠতিসিদ্ধে জপতিসিদ্ধে স্মরতিসিদ্ধে মহাবিদ্যে একানংশে উমে ধ্রুবে অরুন্ধতি সাবিত্রি গায়ত্রি জাতবেদসে মানস্তোকে সরস্বতি রমণি রামিণি ধরণি ধারিণি তপনি তাপিনি সৌদামিনি অদিতি দিতি বিনতে গৌরি গান্ধারি শবরি কিরাতি মাতঙ্গি কৃষ্ণে যশোদে সত্যবাদিনি ব্রহ্মবাদিনি কালি কপালিনি ভীমনাদিনি করালনেত্রে বিকরালনেত্রে সদ্যোপঘাতনকরি ভূভৃজ্জলগতং পাতালগতং স্থল-গতমন্তরীক্ষগতং মাং রক্ষ রক্ষ সর্ব্বভূতেভ্যঃ সর্ব্বোপদ্রবেভ্যো মহাভূতেভ্যঃ স্বাহা ॥৯

ওঁ যস্যাঃ প্রণশ্যতে পুষ্পং গর্ভো বা পততে যদি।
ম্রিয়ন্তে বালকা যস্যাঃ কাকবন্ধ্যা চ যা ভবেৎ ॥১০
ভূর্জ্জপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং গন্ধচন্দনচর্চ্চিতাম্।
বাহৌ গলে বা যত্নেন লিখিত্বা ধারয়েদ্ যদি।
এতৈর্দোষৈর্ন লিপ্যেত সুভগা পুত্রিণী ভবেৎ ॥১১
রণে রাজকুলে দ্যূতে সংগ্রামে রিপুসঙ্কুলে।
অগ্নিচৌরভয়ে ঘোরে নিত্যং তস্য জয়ো ভবেৎ ॥১২
শস্ত্রঞ্চ বারয়ত্যেষা সমরে কাণ্ডধারিণী।
গুল্মশূলাক্ষিরোগাণাং ক্ষিপ্রং নাশয়তে ব্যথাম্।
শিরোরোগজ্বরাদীনাং নাশিনী সর্ব্বদেহিনাম্ ॥১৩

তদ্‌যথা—ঐকাহিক-দ্ব্যাহিক-ত্র্যাহিক-চাতুর্থিক মাসিক-দ্বৈমাসিক-ত্রৈমাসিক-চাতুর্ম্মাসিক ষাণ্মাসিক-মৌহূর্ত্তিক-বাতিক-পৈত্তিক-সান্নিপাতিক শ্লৈষ্মিকজ্বর-সতত-জ্বর-বিষমজ্বর-গ্রহনক্ষত্রদোষান্ গ্রহাংশ্চান্যান্ হর হর কালি শর শর গৌরি ধম ধম বিদ্যে আলে মালে তালে গন্ধে বন্ধে পচ পচ বিদ্যে মথ মথ বিদ্যে নাশয় পাপং হর দুঃস্বপ্নং বিধ্বংসয় বিঘ্নং বিঘ্নবিনাশিনি রজনি সন্ধ্যে দুন্দুভিনাদে

মর্দ্দয় মর্দ্দয় মানসবেগে শঙ্খিনি চক্রিণি বজ্রিণি চাপিনি শূলিনি অপমৃত্যু-বিনাশিনি বিশ্বেশ্বরি দ্রাবিড়ি দ্রাবিড়ি কেশবদয়িতে পশুপতিসহিতে দুঃখ-দুরন্তে ভীমমর্দ্দিনি দমনি দামিনি শবরি কিরাতি মাতঙ্গি ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রূং হ্রৈং হ্রৌং হ্রঃ ক্ষৌং গ্রূং তুরু তুরু স্বাহা ॥১৪

ওঁ যে মাং দ্বিষন্তি প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা তান্ সর্ব্বান্ হন হন দহ দহ পচ পচ মর্দ্দয় মর্দ্দয় তাপয় তাপয় শোষয় শোষয় উৎসাদয় উৎসাদয় ব্রহ্মাণি মাহেশ্বরি বারাহি নারসিংহি কৌমারি বৈনায়কি বৈষ্ণবি ঐন্দ্রি চান্দ্রি আগ্নেয়ি চণ্ডি চামুণ্ডি বারুণি বায়ব্যে রক্ষ রক্ষ প্রচণ্ডবিদ্যে ইন্দ্রোপেন্দ্রভগিনি জয়ে বিজয়ে শান্তি-স্বস্তি-পুষ্টি-তুষ্টি কীর্ত্তি বিবর্দ্ধিনি কামাঙ্কুশে কামদুঘে সর্ব্বকাম-বরপ্রদে সর্ব্ব-ভূতেষু মাং প্রিয়ং কুরু কুরু স্বাহা ॥১৫

ওঁ আকর্ষিণি আবেশিনি জ্বালাংশুমালিনি রমণি রামণি ধরণি ধারিণি তপনি তাপিনি মদোন্মাদিনি সংশোষিণি সংমোহিনি মহানীলে নীলপতাকে, মহাগৌরি মহাশ্রয়ে মহাচান্দ্রি মহাময়ূরি মহাপ্রিয়ে মহামায়ে আদিত্য-মহারশ্মি জাহ্নবি যমঘণ্টে কিলি কিলি চিন্তামণি সুরভি সুরোৎপন্নে সর্ব্ব-কামদুঘে যথাভিলষিতং কার্য্যং তন্মে সিধ্যতু স্বাহা ॥১৬

ওঁ ভূঃ স্বাহা ওঁ ভুবঃ স্বাহা ওঁ স্বঃ স্বাহা ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা। ওঁ যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু স্বাহা। ওঁ বলে বলে মহাবলে অসিদ্ধ-সাধিনি স্বাহা ॥১৭

ইতি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে ত্রৈলোক্য-বিজয়াপরাজিতা-স্তোত্রং সমাপ্তম্।

শ্রীসূর্য্যস্তবরাজ

বশিষ্ঠ উবাচ—

স্তুবংস্তত্র ততঃ শাম্বঃ কৃশো ধমনিসন্ততঃ।
রাজন্ নামসহস্রেণ সহস্রাংশুং দিবাকরম্ ॥১
খিদ্যমানন্তু তং দৃষ্ট্বা সূর্য্যঃ কৃষ্ণাত্মজং তদা।
স্বপ্নে তু দর্শনং দত্ত্বা পুনর্ব্বচনমব্রবীৎ ॥২

শ্রীসূর্য্য উবাচ—

শাম্ব শাম্ব মহাবাহো শৃণু জাম্ববতীসুত।
অলং নাম সহস্রেণ পঠস্বেমং স্তবং শুভম্ ॥৩
যানি নামানি গুহ্যানি পবিত্রাণি শুভানি চ।
তানি তে কীর্ত্তয়িষ্যামি শ্রুত্বা বৎসাবধারয় ॥৪

অস্য শ্রীসূর্য্যস্তবরাজস্তোত্রস্য বশিষ্ঠঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ শ্রীসূর্য্যোদেবতা সর্ব্বপাপক্ষয়-পূর্ব্বক-সর্ব্বরোগোপশমনার্থে বিনিয়োগঃ।

(ওঁ) রথস্থং চিন্তয়েদ্ভানুং দ্বিভুজং রক্তবাসসম্।
দাড়িম্বীপুষ্পসঙ্কাশং পদ্মাদিভিরলঙ্কৃতম্ ॥৫
(ওঁ) বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ।
লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমান্ লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ ॥৬
লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা।
তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ ॥৭

গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্ব্বদেব-নমস্কৃতঃ।
একবিংশতিরিত্যেষ স্তব ইষ্টঃ সদা মম ॥৮

শ্রীরারোগ্যকরশ্চৈব ধনবৃদ্ধির্যশস্করঃ।
স্তবরাজ ইতি খ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥৯

য এতেন মহাবাহো দ্বে সন্ধ্যেঽস্তমনোদয়ে।
স্তৌতি মাং প্রণতো ভূত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১০

কায়িকং বাচিকঞ্চৈব মানসং যচ্চ দুষ্কৃতম্।
একজপ্যেন তৎসর্ব্বং প্রণশ্যতি মমাগ্রতঃ ॥১১

এষ জপ্যশ্চ হোমশ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ।
বলিমন্ত্রোঽর্ঘ্যমন্ত্রশ্চ ধূপমন্ত্রস্তথৈব চ ॥১২
অন্নপ্রদানে স্নানে চ প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে।
পূজিতোঽয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ব্বব্যাধিহরঃ শুভঃ ॥১৩

এবমুক্তো তু ভগবান্ ভাস্করো জগদীশ্বরঃ।
আমন্ত্র্য কৃষ্ণতনয়ং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥১৪
শাম্বোঽপি স্তবরাজেন স্তুত্বা সপ্তাশ্ববাহনম্।
পূতাত্মা নীরুজঃ শ্রীমান্ তস্মাদ্রোগাদ্বিমুক্তবান্ ॥১৫
ইতি শ্রীশাম্বপুরাণে রোগাপনয়নে শ্রীসূর্য্যবক্ত্র-বিনির্গতঃ
শ্রীসূর্য্যস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ ॥

সূর্য্যদ্বাদশনাম-স্তোত্র

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায়।

প্রথমং ভাস্করং নাম দ্বিতীয়ঞ্চ দিবাকরম্।
তৃতীয়ং তিমিরারিঞ্চ চতুর্থং লোকচক্ষুষম্ ॥১
প্রভাকরং পঞ্চমঞ্চ ষষ্ঠঞ্চৈব বিভাবসুম্।
মার্ত্তণ্ডং সপ্তমং নাম আদিত্যঞ্চ তথাষ্টমম্ ॥২
নবমং রবিনামেতি দশমং সূর্য্যমেব চ।
অর্কমেকাদশং নাম দ্বাদশং তীক্ষ্ণতেজসম্ ॥৩
দ্বাদশৈতানি নমানি ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
আন্ধ্যং কুষ্ঠঞ্চ দারিদ্র্যং রোগশোক-বিনাশনম্ ॥৪
সর্ব্বতীর্থকৃতস্নানং সর্ব্বলোকৈকবন্দনম্।
প্রভাতে ব্রহ্মরূপঞ্চ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপিণম্।
সায়াহ্নে হররূপঞ্চ সূর্য্যদেব নমোঽস্তু তে ॥৫
ইতি শ্রীশাম্বপুরাণে শ্রীসূর্য্য-দ্বাদশনাম-স্তোত্রং সমাপ্তম্।

নবগ্রহ-স্তোত্র

ওঁ জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥১
দিব্য-শঙ্খ-তুষারাভং ক্ষীরার্ণব-সমুদ্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্ ॥২

ধরণীগর্ভ-সম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জ-সমপ্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্ ॥৩
প্রিয়ঙ্গু-কলিকা-শ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধম্।
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্ ॥৪
দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভম্।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্ ॥৫
হিম-কুন্দ-মৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্।
সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্ ॥৬
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহম্।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্ ॥৭
অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দকম্।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্ ॥৮
পলাল-ধূম-শঙ্কাশং তারাগ্রহ-বিমর্দ্দকম্।
রৌদ্রং রুদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্ ॥৯
ব্যাসেনোক্তমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ শান্তিস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥১০
ঐশ্বর্য্যমতুলং তেষামারোগ্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
নরনারী-প্রিয়ত্বঞ্চ ভবেদ্দুঃস্বপ্ন নাশনম্ ॥১১
তক্ষকোঽগ্নির্যমো বায়ুর্যে চান্যে গ্রহপীড়কাঃ।
তে সর্ব্বে প্রশমং যান্তি ব্যাসো ব্রূতে ন সংশয়ঃ ॥১২
ইতি ব্যাসবিরচিতং নবগ্রহস্তোত্রং সমাপ্তম্।

দশাবতার-স্তোত্র

প্রলয়-পয়োধিজলে, ধৃতবানসি বেদম্।
বিহিত-বহিত্র-চরিত্র-মখেদম্ ॥
কেশব ধৃত মীনশরীর,—জয় জগদীশ হরে ॥১

ক্ষিতি-রতিবিপুলতরে, তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে।
ধরণি-ধরণ-কিণচক্র-গরিষ্ঠে ॥
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর,—জয় জগদীশ হরে ॥২

বসতি দশনশিখরে, ধরণী তব লগ্না।
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না ॥
কেশব ধৃতশূকররূপ,—জয় জগদীশ হরে ॥৩

তব কর-কমলবরে, নখ-মদ্ভুতশৃঙ্গম্।
দলিত-হিরণ্যকশিপু-তনুভৃঙ্গম্ ॥
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ,—জয় জগদীশ হরে ॥৪

ছলয়সি বিক্রমণে, বলি-মদ্ভুতবামন।
পদনখ-নীর-জনিত-জনপাবন ॥
কেশব ধৃত-বামনরূপ,—জয় জগদীশ হরে ॥৫

ক্ষত্রিয়-রুধিরময়ে, জগদপগত-পাপম্।
স্নপয়সি পয়সি শমিত ভবতাপম্ ॥
কেশব ধৃত-ভৃগুপতিরূপ,—জয় জগদীশ হরে ॥৬

বিতরসি দিক্ষু রণে, দিক্‌পতি কমনীয়ম্।
দশমুখ-মৌলিবলিং রমণীয়ম্ ॥
কেশব ধৃত-রামশরীর,—জয় জগদীশ হরে ॥৭

বহসি বপুষি বিশদে, বসনং জগদাভম্।
হলহতি-ভীতি-মিলিত-যমুনাভম্ ॥
কেশব ধৃত-হলধররূপ,—জয় জগদীশ হরে ॥৮

নিন্দসি যজ্ঞবিধে,-রহহ শ্রুতিজাতম্।
সদয়হৃদয় দর্শিত-পশুঘাতম্ ॥
কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর,—জয় জগদীশ হরে ॥৯

ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে, কলয়সি করবালম্।
ধূমকেতুমিব কমপি করালম্॥
কেশব ধৃত-কল্কিশরীর,—জয় জগদীশ হরে॥১০

শ্রীজয়দেবকবে-রিদ-মুদিত-মুদারম্।
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্॥
কেশব ধৃত-দশবিধরূপ,—জয় জগদীশ হরে॥১১

বেদানুদ্ধরতে, জগন্তি বহতে, ভূগোল-মুদ্বিভ্রতে,
দৈত্যং দারয়তে, বলিং ছলয়তে, ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে, হলং কলয়তে, কারুণ্য-মাতন্বতে,
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে, দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥১২

ইতি শ্রীজয়দেব-বিরচিতং দশাবতার-স্তোত্রং সমাপ্তম্।

গঙ্গাস্তোত্র (শঙ্করাচার্য্যকৃত)

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে॥১
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাত-স্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং, ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্॥২
হরিপাদপদ্মবিহারিণি গঙ্গে, হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং, কুরু কৃপয়া ভবসাগর-পারম্॥৩
তব জলমমলং যেন নিপীতং, পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ॥৪
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিতগিরিবর-মণ্ডিত ভঙ্গে।
ভীষ্মজননি খলু মুনিবরকন্যে, নরকনিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে॥৫
কল্পলতামিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে।
পারাবারবিহারিণি গঙ্গে, বুধবনিতাকৃত-তরলাপাঙ্গে॥৬

তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ, পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।
যমভয়বারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ॥৭
পরিলসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে, জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে, সুখদে শুভদে সেবকশরণে ॥৮
রোগং শোকং তাপং পাপং, হর মে ভগবতি কুমতি-কলাপম্।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে, ত্বমসি গতির্ম্মম খলু সংসারে ॥৯
অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু ময়ি করুণাং কাতর-বন্দ্যে।
তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ, খলু বৈকুণ্ঠে তস্য হি বাসঃ ॥১০
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ।
অথবা শ্বপচো গব্যূতিদীনঃ, ন চ তব দূরে নৃপতিকুলীনঃ ॥১১
ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে, দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে।
গঙ্গাস্তবমিমমমলং নিত্যং, পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥১২
যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ, তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ।
মধুরমনোমদপজ্ঝটিকাভিঃ, পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ ॥১৩
গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং, বাঞ্ছিতফলদং বিগলিতভারম্।
শঙ্কর-সেবক-শঙ্কররচিতং, পঠতু চ বিষয়ীদমিতি সমাপ্তম্ ॥১৪
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং গঙ্গাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

বাল্মীকিকৃত-গঙ্গাষ্টক-স্তোত্র

ওঁ নমো গঙ্গায়ৈ।

মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধা-শৃঙ্গারহারাবলি
স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।
ত্বত্তীরে বসতস্ত্বদম্বু পিবতস্ত্বদ্বীচিমুৎপ্রেঙ্খত-
স্ত্বন্নাম স্মরতস্ত্বদর্পিতদৃশঃ স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ ॥১
ত্বত্তীরে তরুকোটরান্তরগতো গঙ্গে বিহঙ্গো বরং
ত্বন্নীরে নরকান্তকারিণি বরং মৎস্যোঽথবা কচ্ছপঃ।

নৈবাগুত্র মদান্ধসিন্ধুরঘটাসঙ্ঘট্টঘণ্টারণৎ-

কারত্রস্তসমস্তবৈরিবনিতালব্ধস্তুতির্ভূপতিঃ ॥২

[উক্ষা পক্ষী তুরগ উরগঃ কোঽপি বা বারণো বা-

বারীণঃ স্যাং জননমরণক্লেশদুঃখাসহিষ্ণুঃ।

ন ত্বন্যত্র প্রবিরলরণৎকঙ্কণ-কাণ-মিশ্রং

বারস্ত্রীভিশ্চমরমরুতা বীজিতো ভূমিপালঃ॥]

কাকৈর্নিষ্কুষিতং শ্বভিঃ কবলিতং গোমায়ুভির্লুণ্ঠিতং

স্রোতোভিশ্চলিতং তটাম্বুলুলিতং বীচিভিরান্দোলিতম্।

দিব্যস্ত্রীকরচারুচামরমরুৎসংবীজ্যমানঃ কদা

দ্রক্ষ্যেঽহং পরমেশ্বরি ত্রিপথগে ভাগীরথি স্বং বপুঃ ॥৩

অভিনববিষবল্লী পাদপদ্মস্য বিষ্ণো-

র্মদনমথনমৌলের্ম্মালতীপুষ্পমালা।

জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্মী

ক্ষপিতকলিকলঙ্কা জাহ্নবী নঃ পুনাতু ॥৪

যত্তত্তালতমালশালসরলব্যালোলবল্লীলতা-

চ্ছন্নং সূর্য্যকরপ্রতাপরহিতং শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বলম্।

গন্ধর্ব্বামরসিদ্ধকিন্নরবধূতুঙ্গস্তনাস্ফালিতং,

স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলম্ ॥৫

গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণচ্যুতম্।

ত্রিপুরারি-শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্ ॥৬

পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি

দূরপ্রচারি গিরিরাজগুহাবিদারি।

ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি

গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারি বারি ॥৭

বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ
কৃশঃ শুনীতনয়ো ন হি দূরতরস্থঃ।
অযুতশতবরনারীভিঃ পরিবৃতঃ
করিবরকোটীশ্বরো নৈব হি নৃপতিঃ ॥৮
গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রযতঃ প্রভাতে
বাল্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ।
প্রক্ষাল্য সোঽত্র কলিকল্মষপঙ্কমাশু
মোক্ষং লভেৎ পততি নৈব পুনর্ভবাব্ধৌ ॥৯
ইতি শ্রীবাল্মীকি-বিরচিতং গঙ্গাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীবিষ্ণুনামাষ্টকস্তোত্র

অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনম্।
হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভম্ ॥১
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং পাপং তস্য ন বিদ্যতে।
শত্রুসৈন্যং ক্ষয়ং যাতি দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ ॥২
গঙ্গায়াং মরণঞ্চৈব দৃঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে।
ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবোধশ্চ তস্মান্নিত্যং পঠেন্নরঃ ॥৩
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণে শ্রীবিষ্ণোর্নামাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্

শ্রীবিষ্ণুষোড়শনামস্তোত্র

ঔষধে চিন্তয়েদ্ বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনম্।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্ ॥১
যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমম্।
নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে ॥২
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনম্।
কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনম্ ॥৩

জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনম্।
গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্ ॥৪
ষোড়শৈতানি নামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥৫

ইতি শ্রীবিষ্ণোঃ ষোড়শনামস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র

ব্রহ্মোবাচ

রক্ষ রক্ষ হরে মাঞ্চ নিমগ্নং কামসাগরে।
দুষ্কীর্ত্তিজলপূর্ণে চ দুষ্পারে বহুসঙ্কটে ।১
ভক্তিবিস্মৃতিবীজে চ বিপৎসোপানদুস্তরে।
অতীব নির্ম্মলজ্ঞানচক্ষুঃ-প্রচ্ছন্নকারিণে ॥২
জন্মোর্ম্মিসঙ্ঘসহিতে যোষিন্নক্রৌঘসঙ্কুলে।
রতিস্রোতঃসমাযুক্তে গম্ভীরে ঘোর এব চ ॥৩
প্রথমামৃতরূপে চ পরিণামবিষালয়ে।
যমালয়-প্রবেশায় মুক্তিদ্বারাতিবিস্মৃতৌ ॥৪
বুদ্ধ্যা তরণ্যা বিজ্ঞানৈরুদ্ধরাস্মানতঃ স্বয়ম্।
স্বয়ঞ্চ ত্বং কর্ণধারঃ প্রসীদ মধুসূদন ॥৫
মদ্‌বিধাঃ কতিচিন্নাথ নিযোজ্যা ভবকর্ম্মণি।
সন্তি বিশ্বেশ বিধয়ো হে বিশ্বেশ্বর মাধব ॥৬
ন কর্ম্মক্ষেত্রমেবেদং ব্রহ্মলোকোঽয়মীপ্সিতঃ।
তথাপি নঃ স্পৃহা কামে ত্বদ্ভক্তিব্যবধায়কে ॥৭
হে নাথ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো কৃপাং কুরু।
ত্বং মহেশ মহাজ্ঞাতা দুঃস্বপ্নং মাং ন দর্শয় ॥৮
ইত্যুক্ত্বা জগতাং ধাতা বিররাম সনাতনঃ।
ধ্যায়ং ধ্যায়ং মৎপদাব্জং শশ্বৎ সস্মার মামিতি ॥৯

ব্রহ্মণা চ কৃতং স্তোত্রং ভক্তিযুক্তশ্চ যঃ পঠেৎ।
স চৈবাকর্ম্মবিষয়ে ন নিমগ্নো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥১০
মম মায়াং বিনির্জিত্য স জ্ঞানং লভতে ধ্রুবম্।
ইহলোকে ভক্তিযুক্তো মদ্ভক্তপ্রবরো ভবেৎ ॥১১
ইতি শ্রীব্রহ্মদেব-কৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীরামচন্দ্রাষ্টক

ভজে বিশেষসুন্দরং, সমস্ত-পাপখণ্ডনম্।
স্বভক্তচিত্তরঞ্জনং, সদৈব রামমদ্বয়ম্ ॥১
জটাকলাপশোভনং, সমস্তপাপনাশনম্।
স্বভক্তভীতিভঞ্জনং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥২
নিজস্বরূপবোধকং, কৃপাকরং ভবাপহম্।
সমং শিবং নিরঞ্জনং, ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥৩
সদা প্রপঞ্চকল্পিতং, হ্যনামরূপবাস্তবম্।
নিরাকৃতিং নিরাময়ং, ভজে হ রামমদ্বয়ম্। ৪
প্রপঞ্চহীননির্ম্মলং, বিকল্পহং নিরাময়ম্।
চিদেকরূপসন্ততং, ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥৫
ভবাব্ধিপোতরূপকং হ্যশেষদেহকল্পিতম্।
গুণাকরং কৃপাকরং ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥৬
মহর্ষিবাক্যবোধকৈ, বিরাজমানবাক্‌পদৈঃ।
সরোজ-যোনি-সেবিতং, ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥৭
শিবপ্রদং সুখপ্রদং, ভবচ্ছিদং ভ্রমাপহম্।
বিরাজমানদৈশিকং, ভজেহ রামমদ্বয়ম্ ॥৮

রামাষ্টকং পঠতি যঃ সুকরং সুপুণ্যম্,
ব্যাসেন ভাষিতমিদং শৃণুতে মনুষ্যঃ ।
বিদ্যাং শ্রিয়ং বিপুলসৌখ্যমনন্তকীর্ত্তিম্ ।
সংপ্রাপ্য দেহবিলয়ে লভতে চ মোক্ষম্ ॥৯
ইতি শ্রীব্যাসবিরচিতং শ্রীরামচন্দ্রাষ্টকং সমাপ্তম্ ॥

লক্ষ্মীস্তোত্র

ওঁ ত্রৈলোক্য-পূজিতে দেবি কমলে বিষ্ণুবল্লভে ।
যথা ত্বং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা ॥১
ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশ্চলা ভূতির্হরিপ্রিয়া ।
পদ্মা পদ্মালয়া সম্পদ্ রমা শ্রীঃ পদ্মধারিণী ॥২
দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সংপূজ্য যঃ পঠেৎ ।
স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেৎ তস্য পুত্রদারাদিভিঃ সহ ॥৩
ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীলক্ষ্মীস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

সরস্বতীস্তোত্র

ব্রহ্মোবাচ

হ্রীঁ হ্রীঁ হৃদ্যেকবীজে শশিরুচি কমলাকল্পবিস্পষ্টশোভে,
ভব্যে ভব্যানুকূলে কুমতিবনদবে বিশ্ববন্দ্যাঙ্ঘ্রি পদ্মে ।
পদ্মে পদ্মোপবিষ্টে প্রণতজনমনোমোদ-সম্পাদয়িত্রি,
প্রোৎপ্লুষ্টাজ্ঞানকূটে মুরহরদয়িতে দেবি সংসারসারে ॥১
ঐঁ ঐঁ ঐঁ ইষ্টমন্ত্রে কমলভবমুখাম্ভোজভূতি-স্বরূপে,
রূপারূপ-প্রকাশে সকলগুণময়ে নির্গুণে নির্ব্বিকারে ।
ন স্থূলে নাপি সূক্ষ্মেঽপ্যবিদিত-বিষয়ে নাপি বিজ্ঞানতত্ত্বে,
বিশ্বে বিশ্বান্তরালে সুরবর-নমিতে নিষ্কলে নিত্যশুদ্ধে ॥২

হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রীঁ জাপতুষ্টে হিমরুচিমুকুটে বল্লকীব্যগ্রহস্তে,
মাতর্মাতর্নমস্তে দহ দহ জড়তাং দেহি বুদ্ধিং প্রশস্তাম্।
বিদ্যে বেদান্তগীতে শ্রুতিপরিপঠিতে মোক্ষদে মুক্তিমার্গে,
মার্গাতীত-প্রভাবে ভব মম বরদা শারদে শুভ্রহারে ॥৩

ধীর্ধীর্ধীর্ধারণাখ্যে ধৃতিমতিনুতিভির্নামভিঃ কীর্ত্তনীয়ে,
নিত্যেঽনিত্যে নিমিত্তে মুনিগণ-নমিতে নূতনে বৈ পুরাণে
পুণ্যে পুণ্যপ্রবাহে হরিহর-নমিতে নিত্যশুদ্ধে সুবর্ণে,
মাত্রে মাত্রার্দ্ধতত্ত্বে ত্রিভুবনজয়দে মাধবপ্রীতিদানে ॥৪

হ্রীঁ ক্ষীঁ ধীঁ হ্রীঁ স্বরূপে দহ দহ দুরিতং পুস্তক-ব্যগ্রহস্তে,
সন্তুষ্টাকারচিত্তে স্মিতমুখি সুভগে স্তম্ভিনি স্তম্ভবিদ্যে।
মোহে মুগ্ধপ্রবাহে কুরু মম কুমতি ধ্বান্ত-বিধ্বংসমীড্যে,
গীর্গৌর্ব্বাগ্‌ভারতী ত্বং কবিবৃষরসনা সিদ্ধিদা সিদ্ধবিদ্যা ॥৫

স্তৌমি ত্বাং ত্বাঞ্চ বন্দে ভজ মম রসনাং মা কদাচিৎ ত্যজেথাঃ,
মা মে বুদ্ধির্ব্বিরুদ্ধা ভবতু নচ মনো দেবি মে যাতু পাপম্।
মা মে দুঃখং কদাচিৎ বিপদি চ সময়েঽপ্যস্তু মে নাকুলত্বম্,
শাস্ত্রে বাদে কবিত্বে প্রসরতু মম ধীর্মাস্তু কুণ্ঠা কদাচিৎ ॥৬

ইত্যেতৈঃ শ্লোকমুখ্যৈঃ প্রতিদিনমুষসি স্তৌতি যো ভক্তিনম্রো,
বাণীং বাচস্পতেরপ্যভিমতবিভবো বাক্‌পটুর্মৃষ্টপঙ্কঃ।
স স্যাদিষ্টার্থলাভী সুতমিব সততং পালয়েৎ তং হি দেবী,
সৌভাগ্যং তস্য গেহে প্রসরতি কবিতা বিঘ্নমস্তং প্রযাতি ॥৭

ব্রহ্মচারী ব্রতী মৌনী ত্রয়োদশ্যাং নিরামিষঃ।
সারস্বতো নরঃ পাঠাৎ স স্যাদিষ্টার্থলাভবান্ ॥৮

পক্ষদ্বয়েঽপি যো ভক্ত্যা ত্রয়োদশ্যেকবিংশতিম্।
অবিচ্ছেদং পঠেদ্ধীমান্ ধ্যাত্বা দেবীং সরস্বতীম্ ॥৯

শুক্লাম্বরধরাং দেবীং শুক্লাভরণভূষিতাম্।
বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নোতি স লোকে নাত্র সংশয়ঃ ॥১০
ইতি ব্রহ্মা স্বয়ং প্রাহ সরস্বত্যাঃ স্তবং শুভম্।
প্রযত্নেন পঠেন্নিত্যং সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥১১

ইতি শ্রীব্রহ্মভাষিতং সরস্বতীস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শীতলাষ্টক

স্কন্দ উবাচ—

ভগবন্ দেবদেবেশ শীতলায়াঃ স্তবং শুভং।
বক্তুমর্হস্যশেষেণ বিস্ফোটক-ভয়াপহম্ ॥

ঈশ্বর উবাচ—

বন্দেঽহং শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরাম্।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পা-লঙ্কৃতমস্তকাম্ ॥১
বন্দেঽহং শীতলাং দেবীং বিস্ফোটক-ভয়াপহাম্।
যামাসাদ্য নিবর্ত্তেত বিস্ফোটকভয়ং মহৎ ॥২
শীতলে শীতলে চেতি যো ব্রূয়াদ্দাহপীড়িতঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং ক্ষিপ্রং তস্য প্রণশ্যতি ॥৩
যস্ত্বামুদকমধ্যে তু ধ্যাত্বা সম্পূজয়েন্নরঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে ॥৪
শীতলে জ্বরদগ্ধস্য পূতিগন্ধযুতস্য চ।
প্রণষ্টচক্ষুষঃ পুংসস্ত্বামাহুর্জীবনৌষধম্ ॥৫
শীতলে তনুজান্ রোগান্ নৃণাং হরসি দুস্তরান্।
বিস্ফোটকবিশীর্ণানাং ত্বমেকামৃতবর্ষিণী ॥৬
গলগণ্ডগ্রহা রোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাম্।
ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে যান্তি সংক্ষয়ম্ ॥৭

ন মন্ত্রো নৌষধং কিঞ্চিৎ পাপরোগস্য বিদ্যতে।
ত্বমেকা শীতলে ত্রাত্রী নান্যাং পশ্যামি দেবতাম্ ॥৮
মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভি-হৃন্মধ্যসংস্থিতাম্।
যস্ত্বাং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবি ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥৯
অষ্টকং শীতলাদেব্যা যো নরঃ প্রপঠেৎ সদা।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে ॥১০
শ্রোতব্যং পঠিতব্যঞ্চ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতৈঃ।
উপসর্গবিনাশায় পরং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥১১
শীতলে ত্বং জগন্মাতা শীতলে ত্বং জগৎপিতা।
শীতলে ত্বং জগদ্ধাত্রী শীতলায়ৈ নমো নমঃ ॥১২
রাসভো গর্দ্দভশ্চৈব খরো বৈশাখনন্দনঃ।
শীতলাবাহনশ্চৈব দূর্ব্বাকন্দনিকৃন্তনঃ ॥১৩
এতানি খরনামানি শীতলাগ্রে তু যঃ পঠেৎ।
তস্য গেহে শিশূনাঞ্চ শীতলারুক্ ন জায়তে ॥১৪

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে শ্রীশীতলাষ্টকং সমাপ্তম্।

পিতৃস্তোত্র

ব্যাস উবাচ—

শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি পিতৃস্তোত্রম্ মহাফলম্।
পঠনীয়ং প্রযত্নেন তনয়ৈর্ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥১
নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ব্বদেবময়ায় চ।
সুখদায় প্রসন্নায় সুপ্রীতায় মহাত্মনে ॥২
সর্ব্বযজ্ঞ-স্বরূপায় স্বর্গায় পরমেষ্ঠিনে।
সর্ব্বতীর্থাবলোকায় করুণাসাগরায় চ ॥৩
পিত্রে তুভ্যং নমো নিত্যং সদারাধ্যতমাঙ্ঘ্রয়ে।
বিমলজ্ঞানদাত্রে চ নমস্তে গুরবে সদা ॥৪

নমস্তে জীবনাধিক্যদর্শিনে সুখহেতবে।
নমঃ সদাশুতোষায় শিবরূপায় তে নমঃ ॥৫
সদাপরাধক্ষমিণে সুখদায় সুখায় চ।
দুর্লভং মানুষমিদং যেন লব্ধং ময়া বপুঃ।
সম্ভাবনীয়ং ধর্ম্মার্থে তস্মৈ পিত্রে নমো নমঃ ॥৬
ইদং স্তোত্রং পিতুঃ পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ।
প্রত্যহং প্রাতরুত্থায় পিতৃশ্রাদ্ধদিনেঽপি চ ॥৭
স্বজন্মদিবসে সাক্ষাৎ পিতুরগ্রে স্থিতোঽপি বা।
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ সর্ব্বং জপ্যাদি বাঞ্ছিতম্ ॥৮
নানাপকর্ম্ম কৃত্বাপি যঃ স্তৌতি পিতরং সুতঃ।
স ধ্রুবং প্রবিধায়ৈবং প্রায়শ্চিত্তং সুখী ভবেৎ ॥৯
অকর্ম্মণ্যস্তু যঃ স্তুয়াৎ পিতরং স্বরভাবতঃ।
পিতুঃ প্রীতিকরো নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মান্বিতো ভবেৎ ॥১০

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পিতৃস্তোত্রং সমাপ্তম্।

মাতৃস্তোত্র

ব্যাস উবাচ—

মাতা ধরিত্রী জননী দয়ার্দ্রহৃদয়া সতী।
দেবী ভূ-রমণীশ্রেষ্ঠা নির্দ্দোষা সর্ব্বদুঃখহা ॥১

আরাধ্যা পরমা মায়া তুষ্টিঃ শান্তিঃ ক্ষমা গতিঃ।
স্বাহা স্বধা চ গৌরী মা পদ্মা চ বিজয়া জয়া ॥২

দুঃখহন্ত্রী চ নামানি মাতুর্বৈ পঞ্চবিংশতিঃ।
শ্রবণাৎ পঠনান্নিত্যং সর্ব্বদুঃখাদ্ বিমুচ্যতে ॥৩

দুঃখবান্ সুখবান্ বাপি দৃষ্ট্বা মাতরমীশ্বরীম্।
মহানন্দং লভেন্নিত্যং মোক্ষং বা চোপপদ্যতে ॥৪

ইতি তে কথিতং বিপ্র মাতৃস্তোত্রং মহাগুণম্ ।
পরাশরমুখাৎ পূর্ব্বমশ্রৌষং মাতৃসংস্তবৌ ॥৫
যঃ স্তৌতি মাতরং সাক্ষাৎ পাদাজ্জং প্রণিপত্য চ ।
প্রায়শ্চিত্তী পাপমুক্তো দুঃখবাংশ্চ সুখী ভবেৎ ।।৬
ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মাতৃস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

শনিস্তোত্র

ওঁ কোড়ঃ শনৈশ্চরো বক্রশ্ছায়া-হৃদয়-নন্দনঃ ।
মার্ত্তণ্ডজস্তথা সৌরিঃ পাতঙ্গির্গ্রহনায়কঃ ॥
ব্রহ্মণ্যঃ ক্রূরকর্ম্মা চ নীলবস্ত্রোঽঞ্জনদ্যুতিঃ ।
দ্বাদশৈতানি নামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ ॥
বিষমস্থোঽপি ভগবান্ সুপ্রীতস্তস্য জায়তে ।
গার্গ্যশ্চ কৌষিকশ্চৈব পিপ্পলাদো মহামুনিঃ ॥
শনৈশ্চরকৃতান্ দোষান্নাশয়ন্তি ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ ।
ইতি শ্রীশনৈশ্চরস্তবঃ সমাপ্তঃ ॥

কবচমালা

মৃত্যুঞ্জয়-কবচম্

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ। ব্রহ্মাদি-দেববৃন্দেশ তপোময় জগৎপতে। যদ্ধৃত্বা পুত্রবান মর্ত্ত্যো নারী পুত্রবতী ভবেৎ। কথয়স্ব মহাদেব যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি ॥১

শ্রীশিব উবাচ। মৃত্যুঞ্জয়স্য কবচং দেবানামপি দুর্ল্লভম্। কথয়ামি সুরশ্রেষ্ঠে সাবধানাবধারয় ॥২ কবচং দেবদেবস্য ত্রৈলোক্যহিতকারকম্। পঠনাদ্ধারণান্নারী পুরুষো বাপি নিত্যশঃ। নাপমৃত্যুমবাপ্নোতি সুতার্থী পুত্রবান্ ভবেৎ ॥৩ অস্য শ্রীমৃত্যুঞ্জয়কবচস্য করালভৈরবঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীমহারুদ্রো দেবতা চিরজীবিপুত্রপ্রাপ্ত্যর্থং জপধারণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মৃত্যুঞ্জয়ঃ শিরঃ পাতু কেশান্ কামাঙ্গনাশনঃ। কপালং কালিকানাথঃ কপোলৌ পাতু ভৈরবঃ ॥৪ নেত্রে নারায়ণসখঃ কর্ণৌ মে কালিকাপতিঃ। নাসিকে ভীষণঃ পাতু বদনং রক্ষসাং প্রিয়ঃ ॥৫ দন্তান্ কপালধৃগোষ্ঠাধরং পাতু ত্রিলোচনঃ। সোমার্দ্ধধারী চিবুকং গলং বিশ্বেশ্বরো বিভুঃ ॥৬ কপর্দ্দী হৃদয়ং পাতু বক্ষো বুদ্ধিবিবর্দ্ধকঃ। হস্তৌ শূলী সদা পাতু নখান্ গঙ্গাধরঃ স্বয়ম্ ॥৭ অষ্টসিদ্ধিপ্রদঃ পাতু স্তনাবুদরদেশকম্। যোনিং দিগম্বরঃ পাতু গুদং জঙ্ঘে শশীশিখঃ ॥৮ কটিং শ্মশাননস্রীদো গুল্ফং পাত্বস্থিমালধৃক্। শ্রীশম্ভুঃ পাদাঙ্গুলীঃ পাতু সর্ব্বাঙ্গং বিশ্বলোচনঃ ॥৯ ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ন ধৃত্বা বামলোচনা। পুত্রশোকবতী নিত্যং নষ্টপুষ্পা চ সা ভবেৎ ॥১০ তস্মাদ্ রহস্যং দেবেশি ভক্ত্যা তব মশ্নোদিতম্। ধারণীয়ং সদা দেবি পঠনীয়ং পরাৎপরম্ ॥১১ গোপনীয়ং প্রযত্নেন স্বযোনিরিব পার্ব্বতি। ভূর্জ্জে বিলিখ্য কবচং শাত-কৌম্ভেন বেষ্টয়েৎ ॥১২ পূজয়িত্বা যথান্যায়ং ধারয়েৎ কণ্ঠদেশকে। অথবা দক্ষিণে বাহৌ নারী বামভুজে তথা ॥১৩ বিভৃয়াৎ কবচং দিব্যং সুরকল্পদ্রুমোপমম্। যো ধারয়তি পুণ্যাত্মা সোঽপি পুণ্যবতাং বরঃ ॥১৪ মার্কণ্ডেয় ইবায়ুষ্মৎপুত্রং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্।

বায়ুতুল্যবলং লোকে রূপেণ মদনোপমম্। কুবের ইব বিত্তাঢ্যং সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥১৫ বন্ধ্যা বা কাকবন্ধ্যা বা নষ্টপুষ্পা চ যা ভবেৎ। চিরজীবিবহুপত্যা সা ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥১৬ ভূতপ্রেতপিশাচাস্থা যক্ষরাক্ষস-পন্নগাঃ। দূরাদেব পলায়ন্তে দ্বীপাদ্দ্বীপান্তরং ধ্রবম্ ॥১৭ যস্মিন্ দেশে চ কবচং গেহে বা যদি তিষ্ঠতি। তদ্দেশস্ত পরিত্যজ্য প্রযান্তি চাতিদূরতঃ ॥১৮

ইতি শ্রীসংমোহনতন্ত্রে-শ্রীপার্ব্বতীশিবসংবাদে
শ্রীমৃত্যুঞ্জয়কবচং সমাপ্তম্।

শ্রীরামকবচম্

ধ্যাত্বা নীলোৎপলশ্যামং রামং রাজীবলোচনম্। জানকীলক্ষ্মণোপেতং জটামুকুটমণ্ডিতম্ ॥১ সাসিতূণধনুর্ব্বাণপাণিং নক্তঞ্চরান্তকম্। স্বলীলয়া জগত্রাতুমাবির্ভূতমজং বিভুম্। রামরক্ষাং পঠেৎ প্রাজ্ঞঃ পাপঘ্নীং সর্ব্ব-কামদাম্ ॥২

অস্য শ্রীরামকবচস্য বুধকৌশিকঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীরামচন্দ্রো দেবতা শ্রীরামচন্দ্রপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ ॥

ওঁ শিরো মে রাঘবঃ পাতু ভালং দশরথাত্মজঃ। কৌশল্যেয়ো দৃশৌ পাতু বিশ্বামিত্রপ্রিয়ঃ শ্রুতী ॥৩ ঘ্রাণং পাতু মখত্রাতা মুখং সৌমিত্রিবৎসলঃ। জিহ্বাং বিদ্যানিধিঃ পাতু কণ্ঠং ভরতবন্দিতঃ ॥৪ স্কন্ধৌ দিব্যায়ুধঃ পাতু ভুজৌ ভগ্নেশকার্ম্মুকঃ। করৌ সীতাপতিঃ পাতু হৃদয়ং জামদগ্ন্যজিৎ ॥৫ বক্ষঃ পাতু কবন্ধারিঃ স্তনৌ গীর্ব্বাণবন্দিতঃ। পার্শ্বৌ কুলপতিঃ পাতু কুক্ষিমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ ॥৬ মধ্যং পাতু খরধ্বংসী নাভিং জাম্ববদাশ্রয়ঃ। গুহ্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ পাতু পৃষ্ঠং পাতু রঘূত্তমঃ ॥৭ সুগ্রীবেশঃ কটিং পাতু সক্থিনী হনুমৎপ্রভুঃ। ঊরূ রঘূত্তমঃ পাতু রক্ষঃকুলবিনাশকৃৎ ॥৮ জানুনী সেতুকৃৎ পাতু জঙ্ঘে দশমুখান্তকঃ। পাদৌ বিভীষণশ্রীদঃ পাতু রামোঽখিলং বপুঃ ॥৯ এতাং রামবলোপেতাং রক্ষাং যঃ সুকৃতী পঠেৎ। সঃ চিরায়ুঃ সুখী পুত্রী বিজয়ী বিনয়ী রক্ষিতং ভবেৎ ॥১০ পাতাল-ভূতল-ব্যোমচারিণশ্ছদ্মচারিণঃ। ন দ্রষ্টুমপি শক্তাস্তে

রামনামভিঃ ॥১১ রামেতি রামভদ্রেতি রামচন্দ্রেতি বা স্মরন্। নরো ন লিপ্যতে পাপৈর্ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি ॥১২ জগজ্জৈত্রৈকমন্ত্রেণ রামনাম্নাভিরক্ষিতম্। যঃ কণ্ঠে ধারয়েৎ তস্য করস্থাঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ ॥১৩ ভূর্জ্জপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং গন্ধচন্দনচর্চ্চিতাম্। কৃত্বা বৈ ধারয়েদ্‌যস্তু সোঽভীষ্টং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥১৪ কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতাপত্যা চ যা ভবেৎ। বহ্বপত্যা জীববৎসা সা ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥১৫ বজ্রপঞ্জরনামেদং যো রামকবচং পঠেৎ। অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্ব্বত্র লভতে জয়মঙ্গলম্ ॥১৬ আদিষ্টবান্ যথা স্বপ্নে রামরক্ষামিমাং হরিঃ। তথা লিখিতবান্ প্রাতঃ প্রবুদ্ধো বুধকৌশিকঃ ॥১৭ ধন্বিনৌ বদ্ধনিস্ত্রিংশৌ কাকপক্ষধরৌ শুভৌ। বীরৌ মাং পথি রক্ষেতাং তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥১৮ তরুণৌ রূপসম্পন্নৌ সুকুমারৌ মহাবলৌ। পুণ্ডরীকবিশালাক্ষৌ চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরৌ ॥১৯ ফলমূলাশিনৌ দান্তৌ তাপসৌ ব্রহ্মচারিণৌ। পুত্রৌ দশরথস্যৈতৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥২০ শরণ্যৌ সর্ব্বসত্ত্বানাং শ্রেষ্ঠৌ সর্ব্বধনুষ্মতাম্। রক্ষঃকুলনিহন্তারৌ ত্রায়েতাং নো রঘূত্তমৌ ॥২১ আত্তসজ্যধনুষাবিষুস্পৃশা-বক্ষয়াশুগনিষঙ্গসঙ্গিনৌ। রক্ষণায় মম রামলক্ষ্মণাবগ্রতঃ পথি সদৈব গচ্ছতাম্ ॥২২ সন্নদ্ধঃ কবচী খড়্গী চাপবাণধরো যুবা। গচ্ছন্মনোরথঞ্চাস্মান্ রামঃ পাতু সলক্ষ্মণঃ ॥২৩ অগ্রতস্তু নৃসিংহো মে পৃষ্ঠতো গরুড়ধ্বজঃ। পার্শ্বয়োস্তু ধনুষ্মন্তৌ সশরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥২৪ রামো দাশরথিঃ শূরো লক্ষ্মণানুচরো বলী। কাকুৎস্থঃ পুরুষঃ পূর্ণঃ কৌশল্যেয়ো রঘূত্তমঃ ॥২৫ বেদান্তবেদ্যো যজ্ঞেশঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ। জানকীবল্লভঃ শ্রীমান্ অপ্রমেয়পরাক্রমঃ ॥২৬ দক্ষিণে লক্ষ্মণো ধন্বী বামে চ জানকী শুভা। পুরতো মারুতির্যস্য তং নমামি রঘূত্তমম্ ॥২৭ আপদামপহর্ত্তারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্। গুণাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্ ॥২৮ এতানি মম নামানি মদ্ভক্তো যঃ সদা পঠেৎ। অশ্বমেধাযুতং পুণ্যং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥২৯

ইতি পদ্মপুরাণে বজ্রপঞ্জরং নাম শ্রীরামকবচং সমাপ্তম্।

অক্ষয়-কবচম্

নারদ উবাচ—ইন্দ্রাদ্যমরবর্গেষু ব্রহ্মন্ যৎ পরমাদ্ভুতম্। অক্ষয়ং কবচং নাম কথয়স্ব মযি প্রভো। যদ্ধৃত্বা কর্ণবীরস্তু ত্রৈলোক্যবিজয়োঽভবৎ ॥১

ব্রহ্মোবাচ।—শৃণু পুত্র মুনিশ্রেষ্ঠ কবচং পরমাদ্ভুতম্। ইন্দ্রাদিদেববৃন্দৈশ্চ নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥২ ত্রৈলোক্যবিজয়স্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ। ঋষিশ্ছন্দো-দেবতা চ সদা নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥৩ ওঁ পাদৌ রক্ষতু গোবিন্দো জঙ্ঘে পাতু জগৎপ্রভুঃ। উরূ চ কেশবঃ পাতু কটিং দামোদরস্তথা ॥৪ বদনং শ্রীহরিঃ পাতু নাড়ীদেশঞ্চ মেহচ্যুতঃ। বামপার্শ্বং তথা বিষ্ণুর্দক্ষিণঞ্চ সুদর্শনঃ ॥৫ বাহুমূলং বাসুদেবো হৃদয়ঞ্চ জনার্দ্দনঃ। কণ্ঠং পাতু বরাহশ্চ কৃষ্ণশ্চ মুখমণ্ডলম্ ॥৬ কর্ণৌ মে মাধবঃ পাতু হৃষীকেশশ্চ নাসিকে। নেত্রে নারায়ণঃ পাতু ললাটং গরুড়ধ্বজঃ ॥৭ কপোলং কেশবঃ পাতু চক্রপাণিঃ শিরস্তথা। প্রভাতে মাধবঃ পাতু মধ্যাহ্নে মধুসূদনঃ ॥৮ দিনান্তে দৈত্যনাশশ্চ রাত্রৌ রক্ষতু চন্দ্রমাঃ। পূর্ব্বস্যাং পুণ্ডরীকাক্ষো বায়ব্যাঞ্চ জনার্দ্দনঃ। আকাশে স্বাদজঃ পাতা পাতালে চ সুদর্শনঃ ॥৯ ইতি তে কথিতং বৎস সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্। তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ॥১০ কবচং ধারয়েদ্‌যস্তু সাধকো দক্ষিণে ভুজে। দেবা মনুষ্যা গন্ধর্ব্বা বশ্যাস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥১১ যোষিদ্‌বামভুজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে ভুজে। বিভৃয়াৎ কবচং পুণ্যং সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ ॥১২ কণ্ঠে যো ধারয়েদেতৎ কবচং মৎস্বরূপিণম্। যুদ্ধে জয়মবাপ্নোতি দ্যূতে বাদে চ সাধকঃ। সর্ব্বথা জয়মাপ্নোতি নিশ্চিতং জন্মজন্মনি ॥১৩ অপুত্রো লভতে পুত্রং রোগনাশস্তথা ভবেৎ। সর্ব্বপাপপ্রমুক্তশ্চ বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥১৪

ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং দেবদুর্ল্লভং নামাক্ষয়-কবচং সমাপ্তম্।

নৃসিংহ-কবচম্

নারদ উবাচ।—ইন্দ্রাদিদেববৃন্দেশ ঈড্যেশ্বর জগৎপতে। মহাবিষ্ণো-র্নৃসিংহস্য কবচং ব্রূহি মে প্রভো। যস্য প্রপঠনাদ্‌বিদ্বান্ ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ॥১

ব্রহ্মোবাচ।—শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পুত্রশ্রেষ্ঠ তপোধন। কবচং নরসিংহস্য ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধম্ ॥২ যস্য প্রপঠনাদ্‌বাগ্মী ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ। স্রষ্টাহং জগতাং বৎস পঠনাদ্ধারণাদ্‌যতঃ ॥৩ লক্ষ্মীর্জ্জগত্রয়ং পাতি সংহর্ত্তা চ

মহেশ্বরঃ। পঠনাদ্ধারণাদ্দেবা বভূবুশ্চ দিগীশ্বরাঃ ।।৪ ব্রহ্মমন্ত্রময়ং বক্ষ্যে ভূতাদিবিনিবারকম্। যস্য প্রসাদাদ্দুর্ব্বাসাস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী মুনিঃ। পঠনাদ্ধারণাদ্যস্য শাস্তা চ ক্রোধভৈরবঃ ।।৫ ত্রৈলোক্যবিজয়স্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ। ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী নৃসিংহো দেবতা বিভুঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগ উদাহৃতঃ ।।৬ ক্ষ্রৌং বীজং মে শিরঃ পাতু চন্দ্রবর্ণো মহামনুঃ। উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্ ।।৭ নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্। দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ ।।৮ কণ্ঠং পাতু ধ্রুবং ক্ষ্রৌং হৃদ্ভগবতে চক্ষুষী মম। নরসিংহায় চ জ্বালামালিনে পাতু মস্তকম্ ।।৯ দীপ্তদংষ্ট্রায় চ তথাগ্নিনেত্রায় চ নাসিকাম্। সর্ব্বরক্ষোঘ্নদেবায় সর্ব্ব-ভূতক্ষয়ায় চ ।।১০ সর্ব্বজ্বরবিনাশায় দহ দহ পচদ্বয়ম্। রক্ষ রক্ষ সর্ব্বমন্ত্রং স্বাহা পাতু মুখং মম ।।১১ তারাদিরামচন্দ্রায় নমঃ পায়াদ্গুদং মম। ক্লীং পায়াৎ পাণিযুগ্মঞ্চ তারং নমঃ পদং ততঃ ।।১২ নারায়ণায় পার্শ্বঞ্চ আং হ্রীং ক্রৌঁ ক্ষ্রৌঁ চ হুঁ চ ফট্। ষড়ক্ষরঃ কটিং পাতু নমো ভগবতে পদম্ ।।১৩ বাসুদেবায় চ পৃষ্ঠং ক্লীং কৃষ্ণায় উরুদ্বয়ম্। ক্লীং কৃষ্ণায় সদা পাতু জানুনী চ মনূত্তমঃ ।।১৪ ক্লীঁ গ্লৌঁ ক্লীঁ শ্যামলাঙ্গায় নমঃ পায়াৎ পদদ্বয়ম্। নরসিংহায় ক্ষ্রৌং বীজং সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু ।।১৫ ইতি তে কথিতং বৎস সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্। তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ।।১৬ গুরুপূজাং বিধায়াথ গৃহ্লীয়াৎ কবচং ততঃ। সর্ব্বপুণ্যযুতো ভূত্বা সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ ।।১৭ শতমষ্টোত্তরঞ্চৈব পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ। হবনাদীন্ দশাংশেন কৃত্বা সাধকসত্তমঃ ।।১৮ ততস্তু সিদ্ধকবচঃ পুণ্যাত্মা মদনোপমঃ। স্পর্দ্ধামুদ্ধূয় ভবনে লক্ষ্মীর্ব্বাণী বসেৎ ততঃ ।।১৯ পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ। অপি বর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ।।২০ ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্যদি। কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ নরসিংহো ভবেৎ স্বয়ম্ ।।২১ যোষিদ্বামভুজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে করে। বিভৃয়াৎ কবচং পুণ্যং সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ ।।২২ কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ। জন্মবন্ধ্যা নষ্টপুষ্পা বহুপুত্রবতী ভবেৎ ।।২৩ কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ। ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ।।২৪

ভূতপ্রেত-পিশাচাশ্চ রাক্ষসা দানবাশ্চ যে। তং দৃষ্ট্বা প্রপলায়ন্তে দেশাদ্দেশান্তরং ধ্রুবম্ ॥২৫ যস্মিন্ গেহে চ কবচং গ্রামে বা যদি তিষ্ঠতি। তং দেশন্তু পরিত্যজ্য প্রয়ান্তি চাতিদূরতঃ ॥২৬

ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম নৃসিংহকবচং সমাপ্তম্।

নবগ্রহকবচম্

(ওঁ) ব্রহ্মোবাচ। শিরো মে পাতু মার্ত্তণ্ডঃ কপালং রোহিণীপতিঃ। মুখমঙ্গারকঃ পাতু কণ্ঠঞ্চ শশিনন্দনঃ ॥১ বুদ্ধিং জীবঃ সদা পাতু হৃদয়ং ভৃগুনন্দনঃ। জঠরঞ্চ শনিঃ পাতু জিহ্বাং মে দিতিনন্দনঃ ॥২ পাদৌ কেতুঃ সদা পাতু বারাঃ সর্ব্বাঙ্গমেব চ। তিথয়োঽষ্টৌ দিশঃ পান্তু নক্ষত্রাণি বপুঃ সদা ॥৩ অংসৌ রাশিঃ সদা পাতু যোগাশ্চ স্থৈর্য্যমেব চ। গুহ্যং লিঙ্গং সদা পান্তু সর্ব্বে গ্রহাঃ শুভপ্রদাঃ ॥৪ অনিমাদীনি সর্ব্বাণি লভতে যঃ পঠেদ্ ধ্রুবং। এতাং রক্ষাং পঠেদ্ যস্তু ভক্ত্যা সুপ্রযতঃ সুধীঃ। স চিরায়ুঃ সুখী পুত্রী রণে চ বিজয়ী ভবেৎ ॥৫ অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ। দারার্থী লভতে ভার্য্যাং সুরূপাং সুমনোহরাং ॥৬ রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ। জলে স্থলে চান্তরীক্ষে কারাগারে বিশেষতঃ। যঃ করে ধারয়েন্নিত্যং ভয়ং তস্য ন বিদ্যতে ॥৭ ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ। সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত কবচস্য চ ধারণাৎ ॥৮ নারী বামভুজে ধৃত্বা সুখৈশ্বর্য্য-সমন্বিতা। কাকবন্ধ্যা জন্মবন্ধ্যা মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ। বহ্বপত্যা জীববৎসা কবচস্য প্রসাদতঃ ॥৯

ইতি শ্রীগ্রহযামলে নবগ্রহকবচং সমাপ্তম্।

সূর্য্যকবচম্

শ্রীসূর্য্য উবাচ। শাম্ব শাম্ব মহাবাহো শৃণু মে কবচং শুভম্। ত্রৈলোক্য-মঙ্গলং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্ ॥১ যজ্জ্ঞাত্বা মন্ত্রবিৎ সম্যক্ ফলং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্। যদ্ধৃত্বা চ মহাদেবো গণানামধিপোঽভবৎ ॥২ পঠনাদ্ধারণাদ্বিষ্ণুঃ

সর্ব্বেষাং পালকঃ সদা। এবমিন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ ॥৩ কবচস্য ঋষির্ব্রহ্মা ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্। শ্রীসূর্য্যো দেবতা চাত্র সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ ॥৪ যশ-আরোগ্যমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৫

ওঁ প্রণবো মে শিরঃ পাতু ঘৃণির্মে পাতু ভালকম্। সূর্য্যোঽব্যান্নয়নদ্বন্দ্ব-মাদিত্যঃ কর্ণযুগ্মকম্ ॥৬ অষ্টাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদঃ ॥৭ হ্রীং বীজং মে মুখং পাতু হৃদয়ং ভুবনেশ্বরী। চন্দ্রবীজং বিসর্গাঢ্যং পাতু মে গুহ্যদেশকম্ ॥৮ ত্র্যক্ষরোঽসৌ মহামন্ত্রঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ। শিবো বহ্নিসমাযুক্তো বামাক্ষিবিন্দুভূষিতঃ ॥৯ একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ শ্রীসূর্য্যস্য প্রকীর্ত্তিতঃ। গুহ্যদ্‌গুহ্যতরো মন্ত্রো বাঞ্ছাচিন্তামণিঃ স্মৃতঃ। শীর্ষাদিপাদপর্য্যন্তং সদা পাতু মনূত্তমঃ ॥ ১০ ইতি তে কথিতং দিব্যং ত্রিষু লোকেষু দুর্ল্লভম্। শ্রীপ্রদং কান্তিদং নিত্যং ধনারোগ্য-বিবর্দ্ধনম্ ॥১১ কুষ্ঠাদি-রোগশমনং মহাব্যাধিবিনাশনম্। ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যমরোগী বলবান্ ভবেৎ ॥১২ বহুনা কিং ময়োক্তেন যদ্‌যন্মনসি বর্ত্ততে। তত্তৎ সর্ব্বং ভবেৎ তস্য কবচস্য চ ধারণাৎ ॥১৩ ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ যক্ষগন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ। ব্রহ্মরাক্ষসবেতালা ন দ্রষ্টুমপি তং ক্ষমা ॥১৪ দূরাদেব পলায়ন্তে তস্য সংকীর্ত্তনাদপি। ভূর্জ্জপত্রে সমালিখ্য রোচনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ ॥১৫ রবিবারে চ সংক্রান্ত্যাং সপ্তম্যাঞ্চ বিশেষতঃ। ধারয়ন্ সাধকশ্রেষ্ঠঃ শ্রীসূর্য্যস্য প্রিয়ো ভবেৎ ॥১৬ ত্রিলৌহমধ্যগং কৃত্বা ধারয়েদ্‌-দক্ষিণে করে। শিখায়ামথবা কণ্ঠে সোঽপি সূর্য্যো ন সংশয়ঃ ॥১৭ ইতি তে কথিতং শাম্ব ত্রৈলোক্যমঙ্গলাভিধম্। কবচং দুর্ল্লভং লোকে তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্ ॥১৮ অজ্ঞাত্বা কবচং দিব্যং যো জপেৎ সূর্য্যমন্ত্রকম্। সিদ্ধির্ন জায়তে তস্য কল্পকোটি-শতৈরপি ॥১৯ ইতি ব্রহ্মযামলে ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম সূর্য্যকবচম্ সমাপ্তম্।

লক্ষ্মী-কবচম্

ঈশ্বর উবাচ।—অথ বক্ষ্যে মহেশানি কবচং সর্ব্বকামদম্। যস্য বিজ্ঞান-মাত্রেণ ভবেৎ সাক্ষাৎ সদাশিবঃ ॥১ যো নার্চ্চয়িত্বা দেবেশি মন্ত্রমাত্রং জপেন্নরঃ। স ভবেৎ পার্ব্বতীপুত্রঃ সর্ব্বশাস্ত্রপুরস্কৃতঃ। বিদ্যার্থিনা সদা সেব্যা কমলা বিষ্ণুবল্লভা ॥২

অস্যাশ্চতুরক্ষরী বিষ্ণুবনিতায়াঃ কবচস্য শ্রীভগবান্ শিবঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো

বাগ্‌ভবী দেবতা বাগ্‌ভবং বীজং লজ্জা শক্তিঃ রং কীলকং কামবীজাত্মকং কবচং মম সুপাণ্ডিত্যকবিত্ব-সর্ব্বসিদ্ধিসমৃদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ।

ঐঙ্কারো মস্তকে পাতু বাগভবী সর্ব্বসিদ্ধিদা। হ্রীং পাতু চক্ষুষোর্ম্মধ্যে চক্ষুর্যুগ্মে চ শঙ্করী ॥৩ জিহ্বায়াং মুখবৃত্তে চ কর্ণয়োর্গণ্ডয়োর্নসি। ওষ্ঠাধরে দন্তপংক্তৌ তালুমূলে হসৌ পুনঃ ॥৪ পাতু মাং বিষ্ণুবনিতা লক্ষ্মীঃ শ্রীবর্ণরূপিণী। কর্ণযুগ্মে ভুজদ্বন্দ্বে স্তনদ্বন্দ্বে চ পার্ব্বতী ॥৫ হৃদয়ে মণিবন্ধে চ গ্রীবায়াং পার্শ্বয়োঃ পুনঃ। সর্ব্বাঙ্গে পাতু কামেশী মহাদেবী সমুন্নতিঃ ॥৬ ব্যুষ্টিঃ পাতু মহামায়া উৎকৃষ্টিঃ সর্ব্বদাবতু। সন্ধিং পাতু সদা দেবী সর্ব্বত্র শম্ভুবল্লভা ॥৭ বাগ্‌ভবী সর্ব্বদা পাতু পাতু মাং হরগেহিনী। রমা পাতু সদা দেবী পাতু মায়া স্বরাট্ স্বয়ম্ ॥৮ সর্ব্বাঙ্গে পাতু মাং লক্ষ্মীর্বিষ্ণুমায়া সুরেশ্বরী। বিজয়া পাতু ভবনে জয়া পাতু সদা মম ॥৯ শিবদূতী সদা পাতু সুন্দরী পাতু সর্ব্বদা। ভৈরবী পাতু সর্ব্বত্র ভেরুণ্ডা সর্ব্বদাবতু ॥১০ ত্বরিতা পাতু মাং নিত্যমুগ্রতারা সদাবতু। পাতু মাং কালিকা নিত্যং কালরাত্রিঃ সদাবতু ॥১১ বনদুর্গা সদা পাতু কামাখ্যা সর্ব্বদাবতু। যোগিন্যঃ সর্ব্বদা পান্তু মুদ্রাঃ পান্তু সদা মম ॥১২ মাত্রাঃ পান্তু সদা দেব্যশ্চক্রস্থা যোগিনীগণাঃ। সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যেষু সর্ব্বকর্ম্মসু সর্ব্বদা। পাতু মাং দেবদেবী চ লক্ষ্মীঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিদা ॥১৩ ইতি তে কথিতং দিব্যং কবচং সর্ব্বসিদ্ধয়ে। যত্র তত্র ন বক্তব্যং যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥১৪ শঠায় ভক্তিহীনায় নিন্দকায় মহেশ্বরি। ন স্তবং দর্শয়েদ্দিব্যং সংদর্শ্য শিবহা ভবেৎ ॥১৫ কুলীনায় মহোচ্ছায় দুর্গাভক্তিপরায় চ। বৈষ্ণবায় বিশুদ্ধায় দদ্যাৎ কবচমুত্তমম্ ॥১৬ নিজশিষ্যায় শান্তায় ধনিনে জ্ঞানিনে তথা। দদ্যাৎ কবচমিত্যুক্তং সর্ব্বতন্ত্রসমন্বিতম্ ॥১৭ শনৌ মঙ্গলবারে চ রক্তচন্দনকৈস্তথা। যাবকেন লিখেন্মন্ত্রং সর্ব্বতন্ত্রসমন্বিতম্ ॥১৮ বিলিখ্য কবচং দিব্যং স্বয়ম্ভুকুসুমৈঃ শুভৈঃ। স্বশুক্রৈঃ পরশুক্রৈশ্চ নানাগন্ধসমন্বিতৈঃ ॥১৯ গোরোচনা কুঙ্কুমেন রক্তচন্দনকেন বা। সুতিথৌ শুভযোগে বা শ্রবণায়াং রবের্দ্দিনে ॥২০ অশ্বিন্যাং কৃত্তিকায়াং বা ফল্গুন্যাং বা মঘাসু চ। পূর্ব্বভাদ্রপদাযোগে স্বাত্যাং মঙ্গলবাসরে ॥২১ বিলিখেৎ প্রপঠেৎ স্তোত্রং শুভযোগে সুরালয়ে ॥২২ আয়ুষ্মৎ প্রীতিযোগে চ ব্রহ্মযোগে বিশেষতঃ। ইন্দ্রযোগে শুভযোগে শুক্রযোগে তথৈব চ ॥২৩ কৌলবে বালবে

চৈব বণিজে চৈব সত্তমঃ। শূন্যাগারে শ্মশানে বা বিজনে চ বিশেষতঃ॥২৪ কুমারীং পূজয়িত্বাদৌ যজেদ্দেবীং সনাতনীম্। মৎস্যমাংসৈঃ শাকপূপৈঃ পূজয়েৎ পরদেবতাম্॥২৫ ঘৃতাদ্যৈঃ সোপকরণৈঃ পূপসূপৈর্বিশেষতঃ। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা চ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্॥২৬ আখেটকমুপাখ্যানং তত্র কুর্য্যাদ্দিনত্রয়ম্। তদা ধরেন্মহারক্ষাং শঙ্করেণেতি ভাষিতম্॥২৭ মারণদ্বেষণাদীনি লভতে নাত্র সংশয়ঃ। স ভবেৎ পার্ব্বতীপুত্রঃ সর্ব্বশাস্ত্রপুরস্কৃতঃ॥২৮ গুরুর্দ্দেবো হরঃ সাক্ষাৎ পত্নী তস্য হরপ্রিয়া। অভেদেন ভজেদ্যস্তু তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ॥২৯ পঠতি য ইহ মর্ত্ত্যো নিত্যমার্দ্রান্তরাত্মা, জপফলমনুমেয়ং লপ্স্যতে যদ্বিধেয়ম্। স ভবতি পদমুচ্চৈঃ সম্পদাং পাদনম্রঃ, ক্ষিতিপমুকুটলক্ষ্মীর্লক্ষণানাং চিরায়॥৩০

ইতি শ্রীবিশ্বসারতন্ত্রে লক্ষ্মীকবচং সমাপ্তম্।

কবচশোধন-বিধি

নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া,—

"কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ কবচসংস্কারকর্ম্মণি" ইত্যাদিরূপে স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে,—

অদ্যেত্যাদি অমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়া অমুককবচধারণার্থং অমুকদেবতা-কবচসংস্কারমহং করিষ্যে। পরার্থে করিষ্যামীতি বিশেষঃ।

পরে গণেশাদি দেবতাকে পূজা করিয়া গুরুপূজা করিবে। অনন্তর কবচকে জলদ্বারা স্নান করাইবে, পরে 'হৌং' এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক পঞ্চগব্য দ্বারা কবচ ধৌত করিয়া স্বর্ণাদি পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুমসংযুক্ত শীতলজলে স্নান করাইবে। পুনর্ব্বার "হৌং" মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া, মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পঞ্চামৃত দ্বারা কবচকে স্নান করাইয়া, মূলমন্ত্রে কাঁচা দুগ্ধ ও জল দ্বারা স্নান করাইবে। পরে ধূপ জ্বালিয়া দিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দধি, ঘৃত, মধু, চিনি, দুগ্ধ, জল, চন্দন, কস্তুরী ও কুঙ্কুম এই সকল দ্রব্য দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ স্নান করাইবে।

তদনন্তর কুঙ্কুমগোরোচনামিশ্রিত জলে স্নান করাইয়া জম্বুশাল্মলী-বাট্যাল-

বদরীবকুলত্বগাত্মকপঞ্চকষায়যুক্ত অষ্ট কলস লইয়া ক্রমশঃ স্নান করাইয়া শেষে কেবল জলদ্বারা স্নান করাইবে। পরে কবচ বস্ত্রদ্বারা মুছিয়া, স্বর্ণাদি পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক কুশাগ্র দ্বারা উহা স্পর্শ করিবে।

"ওঁ কবচরাজায় বিদ্মহে মহাকবচায় ধীমহি তন্নঃ কবচং প্রচোদয়াৎ।"

এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে; মন্ত্র যথা,—

"অস্য প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা ঋষয়ঃ ঋগ্ যজুঃ সামাথর্ব্বাশ্ছন্দাংসি চৈতন্যং দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াং বিনিয়োগঃ।"

ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হংসঃ অমুকদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ" ইত্যাদি বলিয়া সমর্থ হইলে বলিদানার্হ দেবতার বলিদ্বারা অর্চ্চনারূপে কবচে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া আবাহনপূর্ব্বক ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া যথাশক্তি উপচারে দেবতার পূজা করিয়া ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। পরে পট্টসূত্র, দর্পণ, চামর ও ঘণ্টা উপচারার্থ দিবে, পূজান্তে মূল মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবে।

অনন্তর ১০৮ সংখ্যক হোম করিয়া, হুতশেষ কবচের উপরে দিবে, হোম করিতে অশক্ত হইলে দ্বিগুণ জপ করিবে। পরে দক্ষিণান্ত করিবে।

———

নানা দেব-দেবীর

পূজা-পদ্ধতি

বরণ

যদি কেহ নিজেই পূজা করে কিংবা পুরোহিত স্বয়ং যজমানের নামে সঙ্কল্প করেন, তাহা হইলে বরণ করিবার আবশ্যক হয় না। যদি যজমান নিজেই সঙ্কল্প করে, এবং পুরোহিত দ্বারা পূজা করান হয়, তাহা হইলে পুরোহিতকে বরণ করিতে হয়; পুরোহিত আচমনান্তে উত্তরাভিমুখে বসিবেন এবং যজমান পূর্ব্বাভিমুখে বসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পুরোহিতকে নিম্নোক্ত মন্ত্র বলিবে। যথা—ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্। পুরোহিত বলিবেন—ওঁ সাধ্বহমাসে। যজমান—ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্। পুরোহিত—ও অর্চ্চয় বলিবেন।

অনন্তর যজমান—এতানি গন্ধপুষ্পাদীনি (ওঁ) ব্রাহ্মণায় নমঃ" এই মন্ত্র বলিয়া পুরোহিতকে গন্ধ, পুষ্প, যজ্ঞোপবীত (সক্ষম হইলে অঙ্গুরীয়) এবং বস্ত্র প্রদান করিবে।

পরে পুরোহিতের দক্ষিণ জানুতে আতপ-তণ্ডুল দিয়া তাহার উপর হস্ত উপুড় করিয়া ধরিয়া অর্থাৎ ডান হাতের পৃষ্ঠে বাম হাত স্থাপন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র বলিবে—

বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (শূদ্র হইলে দাসঃ, স্ত্রী হইলে—অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী বা দাসী) মৎসঙ্কল্পিত-অমুকদেবতাপূজনকর্ম্মণি পূজাদিকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণম্ (পুরোহিতের গোত্র ও নাম বলিতে হইবে) অভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে। এই মন্ত্র বলিয়া হাত ছাড়িয়া দিবে।

অনন্তর পুরোহিত বলিবেন—ওঁ বৃতোঽস্মি। অতঃপর যজমান কৃতাঞ্জলি-

পূর্ব্বক "ওঁ যথাবিহিতং কর্ম্ম কুরু" এই মন্ত্র বলিলে পুরোহিত বলিবেন—ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।

অনন্তর পুরোহিত আচমন করিয়া বিষ্ণুস্মরণ করিবেন।

শেষে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া তাহা পূজাস্থানে প্রোক্ষণ পূর্ব্বক ঘটস্থাপন করিতে হয়। স্থাপিত ঘট "ফট্" মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কুম্ভায় নমঃ" এই মন্ত্র বলিয়া ঘটে গন্ধপুষ্প অর্পণ করিয়া 'ওঁ' উচ্চারণ পূর্ব্বক ভূমি প্রভৃতি প্রত্যেকটি জিনিষ স্পর্শ করিয়া সেই সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়।

ঘটস্থাপন

শিব ও নারায়ণ পূজাদিতে ঘটস্থাপনার আবশ্যক না থাকিলেও প্রতিমা পূজাদি কার্য্যে ঘটস্থাপনার প্রয়োজন আছে।

পঞ্চগুড়ি দিয়া অষ্টদলপদ্ম মণ্ডল আঁকিয়া তাহার উপর মৃত্তিকা ও পঞ্চশস্য (ধান্য, মাষকলাই, তিল, মুগকলাই, যব) দিয়া তদুপরি জলপূর্ণ ঘট বসাইবেন। ঘটের মুখে পঞ্চপল্লব (আম্র, অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, যজ্ঞোডুম্বর) অভাবে কেবল আম্রশাখা দিবেন ও তাহার উপর একসরা আতপ চাউল, সশীষ ডাব, সিন্দূর ও পুষ্প দিবেন। ঘটের বক্ষঃস্থলে সিন্দূর দিয়া পুত্তলিকা আঁকিবেন এবং দধি ও আতপচাউল দিবেন। গলায় সূতা বাঁধিবেন ও বস্ত্র (অভাবে গামছা) দ্বারা আচ্ছাদন করিবেন।

ঘটমধ্যে নবরত্ন বা পঞ্চরত্ন প্রদান করিতে হয়। তদভাবে কেবল সুবর্ণ প্রদান করিলেও চলিতে পারে।

বিস্তারে ষট্‌ত্রিংশৎ (৩৬) অঙ্গুলি, উচ্চে ষোড়শ (১৬) অঙ্গুলি, কণ্ঠ চারি অঙ্গুলি, মুখের বিস্তার ছয় অঙ্গুলি এবং তলদেশ পঞ্চাঙ্গুলি পরিমিত, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য, মৃত্তিকা, পাষাণ বা কাচনির্ম্মিত ঘট স্থাপন করিবেন। দেবতার প্রীতির জন্য ঘট নির্ম্মাণে বিত্ত-শঠতা করিবে না—অর্থাৎ অবস্থানুযায়ী ঘট প্রস্তুত করাইয়া স্থাপন করা কর্ত্তব্য। ঘট সুদৃশ্য ও অক্ষত হওয়া আবশ্যক।

স্বর্ণনির্ম্মিত ঘট ভোগপ্রদ, রজতনির্ম্মিত ঘট মোক্ষপ্রদ, প্রীতিকর কার্য্যে

তাম্রনির্ম্মিত, পুষ্টিবর্দ্ধনে কাংস্যনির্ম্মিত, বশীকরণে কাচনির্ম্মিত ও স্তম্ভন কার্য্যে পাষাণনির্ম্মিত ঘট প্রশস্ত। পরিস্কৃত ও সুদৃশ্য মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘট সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত।

সামবেদি-ঘটস্থাপন

ভূমিতে হাত দিয়া পাঠ করিবেন—ওঁ মহি, ত্রীণামবরস্তু দ্যুক্ষ্যং মিত্রস্যার্য্যম্ণঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য।" (মন্ত্রান্তর—ওঁ ভূমিরন্তরিক্ষং দ্যৌ র্দ্বাভূতায়াঃ)।

ধান্য স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন—ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণ-মপূপবন্তমুক্থিনং। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ॥

উভয় হস্তদ্বারা ঘটধারণ করত পাঠ করিবেন—ওঁ আবিশন্ কলশং সুতো বিশ্বা অর্ষন্নভিশ্রিয়ঃ। ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে।

জল স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন—ওঁ আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতং। মধ্বা রজাংসি সুক্রতু॥

পল্লব ধরিয়া পাঠ করিবেন—ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ, উর্জ্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা, নুত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ।

ফল ধারণ করিয়া পাঠ করিবেন—ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে যৎপার্য্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃষাতা শ্রবসশ্চকান আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ।

বস্ত্র স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন—ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আ গাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।

পুষ্প স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন—ওঁ পবমান ব্যশ্নুহি রশ্মিভির্ব্বাজসা তমঃ। দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্।

সিন্দুর স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন—ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণম্। হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্ণতে।

স্থিরীকরণ (ঘট ধারণ করিয়া পাঠ করিবেন,)—ওঁ ত্বাবতঃ পুরূবসো বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ। স্মসি স্থাতর্হরীণাম্। ওঁ স্থাং স্থীং স্থিরো ভব।

কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক পাঠ করিবেন—ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেবসমন্বিতম্।

ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেব গণৈঃ সহ। (স্ত্রী দেবতার নিমিত্ত ঘট স্থাপনস্থলে—"তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ" বলিতে হইবে।)

ঋগ্বেদি-ঘটস্থাপন

ভূমি স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন,—ওঁ উর্ব্বী সদ্মনী বৃহতী ঋতেন হুবে দেবানামবসা জনিত্রী। দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ।

ধান্য স্পর্শ করিয়া—ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ।

ঘটে হস্ত দিয়া—ওঁ এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম, কুরুশ্রবণ দদতো মঘানি। দান ইদ্ বো মঘবানঃ সো অস্ত্বয়ঞ্চ সোমো হৃদি যং বিভর্ম্মি।

জল স্পর্শ করিয়া—ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি। বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনীস্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি। বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ।

ফল ধারণ করিয়া—ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতি-প্রসূতা-স্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ। (সিন্দুরমন্ত্র, বস্ত্রমন্ত্র, পুষ্পমন্ত্র যজুর্ব্বেদীয় ঘটস্থাপনায় দ্রষ্টব্য।)

স্থিরীকরণ,—ওঁ স্থিরো ভব বিড্বঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্! পৃথুর্ভব সুষদ-স্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ। পরে "সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন।

যজুর্ব্বেদি-ঘটস্থাপন

ভূমি স্পর্শ করিয়া—ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ, পৃথিবীং দৃংহ, পৃথিবীং মা হিংসীঃ।

ধান্য স্পর্শ করিয়া—ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞং। ধিনুহি যজ্ঞপতিং, ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্।

ঘট স্পর্শ করিয়া,—ওঁ আ জিঘ্র কলশং মহ্যা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ। পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব সা নঃ সহস্রং ধুক্ষ্বোরুধারা পয়স্বতী পুনর্ম্মা বিশতাদ্রয়িঃ॥

জল স্পর্শ করিয়া—ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনীস্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি, বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ।

পল্লব স্পর্শ করিয়া,—ওঁ ধন্বনাগা ধন্বনাজিং জয়েম, ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি, ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম॥ মন্ত্রান্তর—"অশ্বত্থে বো নিষদনং পর্ণে বো বসতিষ্কৃতা। গোভাজ ইৎ কিলাসথ যৎ সনবথ পূরুষম্।"

ফল স্পর্শ করিয়া—ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ, বৃহস্পতি-প্রসূতা-স্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ।

সিন্দূর স্পর্শ করিয়া—ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ॥

পুষ্প স্পর্শ করিয়া—ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা-বহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুং ম ইষাণ সর্ব্বলোকং ম ইষাণ।

বস্ত্র ধারণ করিয়া—ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ॥

স্থিরীকরণ—ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেব গণৈঃ সহঃ॥ ওঁ স্থাং স্থীং স্থিরো ভব, বিড়ঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্। পৃথুর্ভব সুষদ-স্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ॥

লক্ষ্মীপূজা

ত্র্যহস্পর্শ, সংক্রান্তি, নন্দা, অষ্টমী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী ভিন্ন তিথিতে শুক্লপক্ষে বৃহস্পতিবারে, অভাবে রবি ও সোমবারে লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে। কিন্তু এতদ্দেশে বহুস্থানে কেবল বৃহস্পতিবারেই লক্ষ্মীপূজা প্রচলিত।

পবিত্রচিত্তে আসনে উপবেশনপূর্ব্বক আচমন করিয়া স্বস্তিবাচন করিবে, যথা—ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীলক্ষ্মীপূজাকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু ইত্যাদি পাঠ করিয়া স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিবে, পরে সঙ্কল্প করিবে, যথা—বিষ্ণুরোঁ তৎ-সদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীলক্ষ্মীপ্রীতিকামো লক্ষ্মীপূজামহং করিষ্যে। (পরার্থে করিষ্যামি)।

সংকল্পসূক্তপাঠাদি পূর্ব্বক গণেশাদি পূজা ও "শ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ"—ইত্যাদিক্রমে করাঙ্গন্যাসাদি করিয়া কূর্ম্মমুদ্রাযোগে সচন্দন পুষ্প লইয়া লক্ষ্মী দেবীর ধ্যান করিবেন। যথা—

ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ-সৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ।
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্ ॥
গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতাম্।
রৌক্মপদ্ম-ব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু ॥

এই ধ্যান পাঠ করিয়া পুষ্পটী নিজের মস্তকে দিয়া, মানসোপচারে অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় করাঙ্গন্যাস করিতে হইবে; অতঃপর পুনর্ব্বার কূর্ম্মমুদ্রায় সচন্দন পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় ধ্যান মন্ত্র পাঠান্তে পুষ্পটী নারায়ণচক্রোপরি প্রদান করিয়া "এতৎ পাদ্যং শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ"—এই ক্রমে দশোপচারে পূজা করিবে এবং লক্ষ্মীদেবীকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া তাঁহার গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ ও প্রণাম করিবে।

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র—ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্ত্বৎ-প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্ত্বদর্চ্চনাৎ ॥

গায়ত্রী—ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ বিদ্মহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

প্রণামমন্ত্র—ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে ॥

তৎপরে নারায়ণ, কুবের, ইন্দ্রের ও পেচকের পূজা করিবে।

কুবেরের ধ্যান—কুবেরং ধনদং খর্ব্বং দ্বিভুজং পীতবাসসম্।
প্রসন্নবদনং দেবং যক্ষ গুহ্যকসেবিতম্ ॥

প্রণাম—ওঁ ধনদায় নমস্তুভ্যং নিধিপদ্মাধিপায় চ।
ভবন্তু ত্বৎপ্রসাদান্মে ধনধান্যাদিসম্পদঃ ॥

গঙ্গা পূজাপদ্ধতি

কৃত্যনিত্যক্রিয় সাধক শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্ব্বক আচমন করত স্বশাখোক্ত-

স্বস্তিবাচন করিয়া "সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে গণেশ, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও বিষ্ণুকে গন্ধপুষ্প প্রদানপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিতে হয়। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্ব্বপাপক্ষয়পূর্ব্বক-শ্রীগঙ্গাপ্রীতিকামো গণপত্যাদি-নানাদেবতা-পূজাপূর্ব্বক-শ্রীগঙ্গাদেবীপূজনমহং করিষ্যে।" (পরার্থে করিষ্যামি)।

এইরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্বশাখোক্তসূক্ত পাঠ করিয়া পূজা আরম্ভ করিতে হয়। প্রতিমায় পূজা করিতে হইলে মূলমন্ত্রে চক্ষুর্দ্দান্ ও ঘটস্থাপন করিতে হয়। পরে আসনশোধন ও সামান্যার্ঘ্য স্থাপনপূর্ব্বক ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করত গুরুপংক্তি নমস্কার করিয়া, মাতৃকান্যাসাদি করিবেন। পরে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, মৎস্যাদি দশাবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, যমুনা, নারায়ণ, লক্ষ্মী, ভাস্কর, ভগীরথ, নাগরাজ ও হিমালয়ের পূজা করিয়া, "গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" এই ক্রমে করন্যাস ও "গাং হৃদয়ায় নমঃ" এই ক্রমে অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রাযোগে পুষ্প গ্রহণ করত দেবীর ধ্যান করিবে; যথা—

"ওঁ সুরূপীং চারুনেত্রাঞ্চ চন্দ্রাযুতসমপ্রভাম্। চামরৈর্বীজ্যমানাস্তু শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাম্। সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্রনিজান্তরাম্। সুধাপ্লাবিতভূপৃষ্ঠামার্দ্রগন্ধানুলেপনাম্। ত্রৈলোক্যনমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্টুতাম্।"

এইরূপ ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্পটী স্বীয় মস্তকে দিয়া, মানসোপচারে পূজা করত পীঠন্যাস করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপনপূর্ব্বক পুনরায় করন্যাসাদি করত ধ্যান করিয়া প্রতিমাতে পুষ্প প্রদানপূর্ব্বক আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করিয়া (সাক্ষাৎ গঙ্গার পূজা করিতে হইলে আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয় না।) "ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ, বিশ্বমুখ্যায়ৈ, শিবামৃতায়ৈ শান্তিপ্রদায়িন্যৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ" এই মন্ত্রে যথাশক্তি পূজা করিবেন। পরে প্রাণায়াম করিয়া—"ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ বিশ্বমুখ্যায়ৈ শিবামৃতায়ৈ" ইত্যাদি মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করত নিম্নমন্ত্রে প্রণাম করিবেন। যথা—

"ওঁ সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥

অতঃপর যথাশক্তি বলিদান ও হোমাদি করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

মনসাদেবী পূজাপদ্ধতি

গৃহাঙ্গনে বেদিকোপরি প্রতিমা স্থাপন করিয়া সাধক নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক "সূর্য্যঃ সোমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত সঙ্কল্প করিবেন। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা উরগাদিভয়োপশমনপূর্ব্বকশ্রীমনসাদেবীপ্রীতিকামো গণপত্যাদি-নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকানন্তাদ্যষ্টনাগসহিতশ্রীমনসাদেবীপূজনমহং করিষ্যে।" (পরার্থে করিষ্যামি)।

এইরূপ সংকল্প করিয়া স্বশাখোক্ত সূক্ত পাঠ করিতে হয়। "ওঁ ইদং নেত্রত্রয়ং দিব্যং চন্দ্রসূর্য্যানলপ্রভম্। তারাকারময়ং দেবি পশ্য ত্বং ভুবনত্রয়ম্॥" ইহা পাঠ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অঞ্জন দ্বারা দেবীর চক্ষুর্দান করিতে হয়। অতঃপর স্বীয় বেদানুসারে ঘটস্থাপনপূর্ব্বক আসন-শোধন ও সামান্যার্ঘ্য স্থাপনাদি করিয়া গণেশাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্পাল, মৎস্যাদি-দশাবতার প্রভৃতির পূজা করিয়া কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া মনসাদেবীর ধ্যান করিতে হয়। যথা—

"ওঁ দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদান্যাং, হংসারূঢ়া-মুদারাম-রুণিতবসনাং সর্ব্বদাং সর্ব্বদৈব। স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈর্নাগ-রত্নৈরনেকৈ-র্ব্বন্দেহহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাম্।"

এই প্রকার ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্পটী স্ব-মস্তকে প্রদান করিয়া মানসোপচারে পূজাপূর্ব্বক বিশেষার্ঘ্য স্থাপনানন্তর পীঠন্যাসক্রমে পীঠপূজা করিতে হইবে। অনন্তর পুনর্ব্বার করন্যাসাঙ্গন্যাসপূর্ব্বক পুনরপি পূর্ব্ববৎ ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্পটী ঘটে বা প্রতিমায় প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক আবাহন করিতে হইবে। যথা,—

"ওঁ আস্তিকস্য মুনের্ম্মাতা জগদানন্দকারিণি। এহ্যেহি মনসাদেবি নাগমাতর্নমোঽস্তু তে॥ ওঁ আগচ্ছ বরদে দেবি, সর্ব্বকল্যাণকারিণি। স্নুহীশাখাং সমারুহ্য তিষ্ঠ পূজাং করোম্যহম্॥ ওঁ ভগবতি মনসাদেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিহিতা ভব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।"

এই প্রকারে আবাহন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক "ওঁ মনসাদেব্যৈ নমঃ"— এই মন্ত্র বলিয়া যথাসম্ভব উপচারে পূজা করিতে হইবে। স্নান করাইবার সময় "ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিতাং দেবীং নাগাভরণভূষিতাম্। স্নাপয়ামি মহাভাগাং পুত্রায়ুর্ধনবৃদ্ধয়ে॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মানসাদেবীকে দুগ্ধদ্বারা স্নান করাইয়া পুনরায় চন্দনমিশ্রিত জল দ্বাবা স্নান করাইতে হয়। যথা,—"ওঁ গন্ধচন্দনমিশ্রেণ তোয়েন নাগমাতরম্। স্নাপয়ামি মহাভাগাং সর্ব্বসম্পত্তিহেতবে।"

অনন্তর পাদ্যাদি দ্বারা অষ্টনাগগণের পূজা করিতে হয়। যথা,—"ওঁ অনন্তনাগ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদিক্রমে আবাহন করিয়া "ওঁ অনন্তায় নাগায় নমঃ" এই বলিয়া পূজা করিতে হয়। এই ক্রমে,—বাসুকয়ে নাগায়, পদ্মায় নাগায়, মহাপদ্মায় নাগায়, তক্ষকায় নাগায়, কুলীরায় নাগায়, কর্কোটকায় নাগায়, শঙ্খায় নাগায়" বলিয়া প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন পূজা করিতে হয়। আবাহনও প্রত্যেকের স্বতন্ত্র করিতে হইবে। অতঃপর মনসাদেবীকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া প্রণাম করিতে হয়। প্রণাম মন্ত্র, যথা—

"ওঁ খযোনিসম্ভবে মাতর্ম্মহেশ্বরসুতে শুভে।
পদ্মালয়ে নমস্তুভ্যং রক্ষ মাং বৃজিনার্ণবাৎ॥
ওঁ আস্তিকস্য মুনের্ম্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসাদেবি নমোঽস্তু তে॥

অনন্তর যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণপূর্ব্বক বলিদান হোম ও দক্ষিণাদি করিয়া সংহারমুদ্রা দ্বারা "মনসাদেবি ক্ষমস্ব" এই বলিয়া বিসর্জ্জন করিয়া শান্তি আশীর্ব্বাদাদি করিতে হয়।

সরস্বতী-পূজাপদ্ধতি

প্রথমে নিত্যক্রিয়াদি সমাপনপূর্ব্বক শুদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া স্বশাখোক্ত স্বস্তিবাচনকরত "সূর্য্যঃ সোমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিতে হয়। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা প্রভৃতবিদ্যালাভকামঃ শ্রীসরস্বতীপ্রীতিকামো বা গণপত্যাদি-নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং মস্যাধারলেখনীসহিতশ্রীসরস্বতী-পূজনকর্ম্মাহং করিষ্যে।" (পরার্থে করিষ্যামি)

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক সূক্ত পাঠ করিয়া (প্রতিমাপক্ষে মূলমন্ত্রে চক্ষুর্দ্দান করিবে) ঘটস্থাপন করিতে হয়। অতঃপর সমান্যার্ঘ্য স্থাপন, আসন-শুদ্ধ্যাদি ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক গণেশাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, মৎস্যাদি দশাবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, মহাদেব, দুর্গা, মনসাদেবী, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি দেবতাগণের অর্চ্চনা করিতে হয়।

অনন্তর প্রতিমাস্থলে—গুরুপংক্তি নমস্কার, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস ও প্রাণায়ামাদি করিয়া "সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে করাঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রাযোগে সচন্দন পুষ্প লইয়া দেবীর ধ্যান করিতে হয়, যথা—

"ওঁ তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ,
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ,
সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ।"

অতঃপর হস্তস্থিত পুষ্প নিজ মস্তকে দিয়া মানসোপচারে অর্চ্চনা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপনপূর্ব্বক পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। অনন্তর "ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ"—এই মন্ত্র বলিয়া যথাশক্ত্যুপচারে দেবীর অর্চ্চনা করিতে হয়।

তদনন্তর লক্ষ্মী, নারায়ণ এবং মস্যাধার ও লেখনীর পূজা করিতে হয়। অতঃপর দেবীকে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয়। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদবেদাঙ্গবেদান্তবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ ॥
এষ সচন্দন-পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ ঐঁ সরস্বত্যৈ নমঃ।"

অতঃপর কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিতে হয়। যথা,—"ওঁ যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। ত্বাং পরিত্যজ্য সংতিষ্ঠেৎ তথা ভব বরপ্রদা ॥ ওঁ বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ। ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ ॥ ওঁ লক্ষ্মীর্মেধা ধরা তুষ্টির্গৌরী পুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ। এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্মাং সরস্বতী ॥ অতঃপর দেবীকে প্রণাম করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে ॥"

অনন্তর হোম করিয়া দক্ষিণা দান ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিয়া বিসর্জ্জন করিতে হয়।

সূর্য্যপূজা

মাঘমাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে প্রাতঃকালে কর্ত্তা স্নানের ইতি-কর্ত্তব্যতা সম্পাদন করিয়া সাতটী বদরীপত্র (কুলপাতা) ও সাতটী অর্কপত্র (আকন্দপত্র) মস্তকে লইয়া—"ওঁ যদ্‌যদ্‌জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু। তন্মে রোকঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী ॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিতে হয়। পরে সপ্ত অর্কপত্র ও সপ্ত বদরীপত্র, ফল, দূর্ব্বা, তণ্ডুল, পুষ্প ইত্যাদি দ্বারা অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া এই মন্ত্রে সঙ্কল্প করিতে হয়। যথা— "বিষ্ণুরোঁ অদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীসূর্য্যপ্রীতিকামঃ সূর্য্যায়ার্ঘ্যমহং দদে" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া "ওঁ অর্কপত্রসমাযুক্তং বদরীফলসমন্বিতম্। অরুণোদয়বেলায়াং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর ॥ ওঁ নমো বিবস্বতে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া 'ওঁ জননী সর্ব্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে। সপ্তব্যাহৃতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে ॥" এই মন্ত্র উচ্চারণ

করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক প্রণাম করিতে হয়। মন্ত্র যথা—"ওঁ সপ্তসপ্তিবহ প্রীত সপ্তলোকপ্রদীপন। সপ্তম্যাং হি নমস্তুভ্যং নমোঽনন্তায় বেধসে॥"

অনন্তর স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিতে হয়। যথা—"বিষ্ণুরোঁ অদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা আরোগ্যকামঃ (শ্রীসূর্য্য-প্রীতিকামো বা) গণপত্যাদিদেবতাপূজাপূর্ব্বকশ্রীসূর্য্যপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে।" (পরার্থে করিষ্যামি)।

অনন্তর সূক্ত পাঠ করিয়া গণপত্যাদি দেবতা পূজাপূর্ব্বক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বাস্তুপুরুষ, গঙ্গা, যমুনা, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতীর পূজা করিয়া—"ওঁ" মন্ত্রে প্রাণায়াম করত গুরুপঙ্‌ক্তি প্রণাম করিয়া যথাশক্তি ন্যাসাদি করিয়া "সাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক ধ্যান করিবেন। "ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং, ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্ম্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥" এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া নিজমস্তকে পুষ্প প্রদান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত বিশেষার্ঘ্য স্থাপনপূর্ব্বক পুনরপি ধ্যান করিয়া ঘটে পুষ্প প্রদান করিতে হয়।

অনন্তর 'ওঁ হ্রীং সূর্য্য ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক—আবাহন করতঃ "ওঁ হ্রীং সূর্য্যায় নমঃ" মন্ত্রে যথাশক্তি পূজা করিয়া মূলমন্ত্র জপ্ করত জপ সমর্পণ করিয়া "ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥" এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হয়।

গন্ধেশ্বরী পূজা

বৈশাখমাসের পূর্ণিমাতিথিতে বাণিজ্যবৃদ্ধি কামনায় এই পূজা করিতে হয়। কর্ত্তা স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবেন—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য বৈশাখে মাসি শুক্লে পক্ষে পৌর্ণমাস্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ বাণিজ্যবৃদ্ধিকামঃ শ্রীদুর্গাপূজা-কর্ম্মাহং করিষ্যে" এই রূপে সঙ্কল্প পূর্ব্বক সূক্ত পাঠ করিয়া ঘটস্থাপনপূর্ব্বক গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, মৎস্যাদি

দশাবতার প্রভৃতি দেবতার পূজা ও যথাশক্তি ন্যাসাদি শেষ করত "হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদিরূপে করন্যাসাদি করিয়া পরবর্ত্তী মন্ত্রে ধ্যান করিতে হয় "ওঁ সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রেক্ষা চতুর্ভির্ভুজৈঃ, শঙ্খং চক্র-ধনুঃশরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা। আমুক্তাঙ্গদহার-কঙ্কণ রণৎ-কাঞ্চীকণন্নূপুরা, দুর্গা দুর্গতি-হারিণী ভবতু মে রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা॥" এইরূপে ধ্যান করিয়া "ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে যথাশক্তি পূজা করত জপ সমাপনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি করিয়া দক্ষিণান্ত করিতে হয়।

শীতলাপূজা

নিত্যকর্ম্ম শেষ করিয়া কর্ত্তাকে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিতে হয়। "বিষ্ণুরোঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বিস্ফোটকাদিরোগোপশমন-পূর্ব্বকশ্রীশীতলা-প্রীতিকামো গণ-পত্যাদিদেবতা-পূজাপূর্ব্বক-শ্রীশীতলা-পূজনমহং করিষ্যে" (পরার্থে করিষ্যামি)। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্ব স্ব বেদোক্ত সূক্ত পাঠপূর্ব্বক ঘটস্থাপন করিবে। চক্ষুর্দ্দান মন্ত্র যথা—"ওঁ ইদং নেত্রত্রয়ং দিব্যং বহ্নিভানুসমপ্রভম্। তারাকারময়ং দেবি পশ্য ত্বং ভুবনত্রয়ম্।" পরে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, মৎস্যাদি দশাবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতাগণের পূজা করিয়া "শাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদিরূপে করন্যাস, অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রাযোগে পুষ্পগ্রহণ করত ধ্যান করিতে হয় —"ওঁ শ্বেতাঙ্গীং রাসভস্থাং করযুগবিলসন্মার্জ্জনী-পূর্ণকুম্ভাং, মার্জ্জন্যা পূর্ণ-কুম্ভাদমৃতময়জলং তাপশান্ত্যৈ ক্ষিপন্তীম্। দিগ্বস্ত্রাং মূর্দ্ধ্নি শূর্পাং কনকমণিগণৈ-র্ভূষিতাঙ্গীং ত্রিনেত্রাং, বিস্ফোটাদ্যুগ্রতাপ-প্রশমনকরীং শীতলাং তাং ভজামি!" এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া পুনঃ ধ্যান করত ঘটে পুষ্প প্রদান করিতে হয়। অনন্তর "ওঁ হ্রীং শ্রীশীতলে দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদিরূপে আবাহন করিয়া প্রতিমাপক্ষে "আং হ্রীং" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করত "শ্রীঁ" এতদ্‌রজতাসনং ওঁ হ্রীং শীতলায়ৈ

দেব্যৈ নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে শীতলার পূজা করিয়া—"এতৎ পাদ্যং ওঁ ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ" ইত্যাদিরূপে ঘণ্টাকর্ণের পূজাপূর্ব্বক প্রণাম করিতে হয়। "ওঁ ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্ব্বব্যাধিবিনাশন। বিস্ফোটকভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল ॥" তৎপরে যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণপূর্ব্বক বলিদান ও হোম শেষ করিয়া (স্তবপাঠ করিয়া) প্রণাম করিতে হয়। যথা—ওঁ শীতলে ত্বং জগন্মাতা শীতলে ত্বং জগৎপিতা। শীতলে ত্বং জগদ্ধাত্রী শীতলায়ৈ নমো নমঃ ॥" অনন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিতে হয়।

প্রতিমাপূজা (সংক্ষেপে)

প্রতিমা পূজাকালে বিশেষরূপে ন্যাসাদি করিবার আবশ্যক হয়।

মাতৃকান্যাস

অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রী ছন্দো মাতৃকা-সরস্বতীদেবতা হলো বীজানি, স্বরাঃ শক্তয়ো, মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ বলিয়া শির স্পর্শ করিতে হয়, ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ বলিয়া মুখ স্পর্শ করিতে হয়, ওঁ মাতৃকা-সরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া হৃদয় স্পর্শ করিতে হয়, ওঁ হল্‌ভ্যো বীজেভ্যো নমঃ বলিয়া গুহ্যদেশ স্পর্শ করিতে হয়, ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ বলিয়া পদদ্বয় স্পর্শ করিতে হয়। অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ বলিয়া উভয় তর্জ্জনী দ্বারা উভয় অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিতে হয়, ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা বলিয়া উভয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উভয় তর্জ্জনী স্পর্শ করিতে হয়, উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্‌ বলিয়া দুই হস্তের দুই অঙ্গুষ্ঠদ্বারা মধ্যমা স্পর্শ করিতে হয়, এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং বলিয়া দুই হস্তেরই অঙ্গুষ্ঠদ্বারা অনামিকা স্পর্শ করিতে হয়, ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌ বলিয়া দুই হস্তেরই অঙ্গুষ্ঠদ্বারা কনিষ্ঠা স্পর্শ করিতে হয়, অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্‌ বলিয়া উভয় হস্তের করতলে করতলে এবং করপৃষ্ঠে করপৃষ্ঠে স্পর্শ করিয়া তলাঘাত করিতে হয়

অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ বলিয়া হৃদয় স্পর্শ করিতে হয়, ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা বলিয়া মস্তক স্পর্শ করিতে হয়, উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট বলিয়া শিখা স্পর্শ করিতে হয়, এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং বলিয়া বাহুমূলদ্বয় স্পর্শ করিতে হয়, ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট বলিয়া নেত্রত্রয় স্পর্শ করিতে হয়, অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ বলিয়া উভয় হস্তের করতলে করতলে এবং করপৃষ্ঠে করপৃষ্ঠে স্পর্শ করিয়া তলাঘাত করিতে হয়।

অনন্তর নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয় :—

ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্ত-মুখদোঃ-পন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং,
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধ-চন্দ্রশকলা-মাপীন-তুঙ্গস্তনীম্।
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্য-কলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-
র্বিভ্রাণাং বিশদ-প্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতা-মাশ্রয়ে॥

অতঃপর অং নমঃ বলিয়া পুষ্পদ্বারা ললাট স্পর্শ, আং নমঃ বলিয়া মুখকুহর স্পর্শ, ইং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ চক্ষু স্পর্শ, ঈং নমঃ বলিয়া বাম চক্ষু স্পর্শ, উং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ, ঊং নমঃ বলিয়া বাম কর্ণ স্পর্শ, ঋং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ নাসা স্পর্শ, ৠং নমঃ বলিয়া বাম নাসা স্পর্শ, ঌং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ গণ্ডদেশ স্পর্শ, ৡং নমঃ বলিয়া বাম গণ্ডদেশ স্পর্শ, এং নমঃ বলিয়া ওষ্ঠদেশ স্পর্শ, ঐং নমঃ বলিয়া অধরদেশ স্পর্শ, ওং নমঃ বলিয়া ঊর্দ্ধদিকের দন্তপঙ্‌ক্তি স্পর্শ, ঔং নমঃ বলিয়া নিম্নদিকের দন্তপঙ্‌ক্তির স্পর্শ, অং নমঃ বলিয়া শিরোদেশ স্পর্শ, অঃ নমঃ বলিয়া বদনমণ্ডল স্পর্শ, কং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ, খং নমঃ বলিয়া কনুই স্পর্শ, গং নমঃ বলিয়া কব্জি বা মণিবন্ধ স্পর্শ, ঘং নমঃ বলিয়া অঙ্গুলীর মূলদেশ স্পর্শ, ঙং নমঃ বলিয়া অঙ্গুলীর অগ্রভাগ স্পর্শ, চং নমঃ বলিয়া বাম বাহুমূল স্পর্শ, ছং নমঃ বলিয়া কনুই স্পর্শ, জং নমঃ বলিয়া কব্জি বা মণিবন্ধ স্পর্শ, ঝং নমঃ বলিয়া অঙ্গুলীর মূলদেশ স্পর্শ, ঞং নমঃ বলিয়া অঙ্গুলীর অগ্রভাগ স্পর্শ, টং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ উরুর মূলদেশ স্পর্শ, ঠং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ জানুদেশ স্পর্শ, ডং

নমঃ বলিয়া দক্ষিণ গুলফ স্পর্শ, ঢং নমঃ বলিয়া দক্ষিণপদের অঙ্গুলীমূলদেশ স্পর্শ, ণং নমঃ বলিয়া অঙ্গুল্যগ্রভাগ স্পর্শ, তং নমঃ বলিয়া বাম উরুমূল স্পর্শ, থং নমঃ বলিয়া বাম জানুদেশ স্পর্শ, দং নমঃ বলিয়া বাম গুলফ স্পর্শ, ধং নমঃ বলিয়া বামপদের অঙ্গুলীমূল স্পর্শ, নং নমঃ বলিয়া অঙ্গুল্যগ্রভাগ স্পর্শ, পং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ পার্শ্বদেশ স্পর্শ, ফং নমঃ বলিয়া বামপার্শ্বদেশ স্পর্শ, বং নমঃ বলিয়া পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ, ভং নমঃ বলিয়া নাভিদেশ স্পর্শ, মং নমঃ বলিয়া উদর স্পর্শ, যং নমঃ বলিয়া বক্ষঃস্থল বা হৃদয় স্পর্শ, রং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ, লং নমঃ বলিয়া ককুদ অর্থাৎ ঘাড় স্পর্শ, বং নমঃ বলিয়া বাম স্কন্ধ স্পর্শ, শং নমঃ বলিয়া হৃদয় বা বক্ষঃস্থল হইতে দক্ষিণ হস্তের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত স্পর্শ, ষং নমঃ বলিয়া হৃদয় হইতে বাম হস্তের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত স্পর্শ, সং নমঃ বলিয়া হৃদয় হইতে দক্ষিণ পাদদেশের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত, স্পর্শ, হং নমঃ বলিয়া হৃদয় হইতে বাম পাদদেশের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত স্পর্শ, লং নমঃ বলিয়া হৃদয় হইতে উদর পর্য্যন্ত এবং ক্ষং নমঃ বলিয়া হৃদয় হইতে বদনমণ্ডল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে হয়।

প্রাণায়াম

পূরক, কুম্ভক, রেচক এই তিন প্রকার প্রক্রিয়া করার নামই প্রাণায়াম। প্রথমে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা টিপিয়া বামহস্তে বীজমন্ত্র ৪ বার জপ করিতে হয়। অতঃপর দক্ষিণ নাসিকা সেই প্রকার টিপিয়া রাখিয়াই অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসিকাও টিপিয়া ধরিয়া ১৬ বার বীজমন্ত্র জপ করিতে হয়। তৎপরে দক্ষিণ নাসিকা ছাড়িয়া দিয়া ৮ বার বীজমন্ত্র জপ করিতে হয়।

বীজমন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার প্রাণায়াম করিতে হয়।

পীঠন্যাস

একটি পুষ্প হস্তে লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে নিম্নোক্ত স্থানসমুদায় স্পর্শ করিবে।

হৃদয়ে হস্তস্থাপন করিয়া ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ রত্নদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায়

নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ রত্নবেদিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ। দক্ষিণ বাহুমূলে হস্তস্থাপন করিয়া ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, বাম বাহুমূলে হস্তস্থাপন করিয়া ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, বাম উরুমূলে হস্ত স্থাপন করিয়া ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, দক্ষিণ উরুমূলে হস্ত স্থাপন করিয়া ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, মুখে হস্তস্থাপন করিয়া ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, বামপার্শ্বে হস্তস্থাপন করিয়া ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, নাভিদেশে হস্তস্থাপন করিয়া ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, দক্ষিণ পার্শ্বে হস্ত স্থাপন করিয়া ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, হৃদয়ে হস্ত স্থাপন করিয়া ওঁ শেষায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, মং বহ্নি-মণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, সং সত্ত্বায় নমঃ, রং রজসে নমঃ, তং তমসে নমঃ, আং আত্মনে নমঃ, অং অন্তরাত্মনে নমঃ, পং পরমাত্মনে নমঃ, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।

অনন্তর প্রদক্ষিণানুসারে হৃৎপদ্মের পূর্ব্বাদি অষ্টকেশরে এবং মধ্যে (তত্তদ্দেবতার) অষ্টপীঠশক্তি ও পীঠমনু ন্যাস করিতে হয়। দুর্গাপক্ষে মন্ত্র যথা—আং প্রভায়ৈ, ঈং মায়ায়ৈ, উং জয়ায়ৈ, এং সূক্ষ্মায়ৈ, ঐং বিশুদ্ধায়ৈ, ওঁ নন্দিন্যৈ, ঔং সুপ্রভায়ৈ, অং বিজয়ায়ৈ, অঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ৈ নমঃ। মধ্যে—ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ। অন্যান্য দেবতার পীঠশক্তি ও পীঠমনু জানা না থাকিলে হৃদয়ের মধ্যস্থল স্পর্শ করিয়া ওঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ, ও পীঠমনুভ্যো নমঃ বলিতে হয়।

ঋষ্যাদি ন্যাস

মস্তকে ঋষি, মুখে ছন্দঃ, হৃদয়ে দেবতা, গুহ্যদেশে বীজ, পাদদ্বয়ে শক্তি ও সর্ব্বাঙ্গে কীলক ন্যাস করিবে। যে দেবতার পূজায় যে ঋষি যে ছন্দ সেই সকল নামাদি উচ্চারণ করিয়া উক্তস্থান সকল স্পর্শ করিতে হয়। এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ দুর্গাপূজার বিধি লিখিত হইল। যথা—অস্য দশাক্ষরজয়দুর্গামন্ত্রস্য নারদঋষি র্গায়ত্রীছন্দ শ্রীদুর্গাদেবতা মম সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং দুর্গাপূজনে বিনিয়োগঃ। শিরসি ওঁ নারদর্ষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ওঁ প্রণবায় বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ ওঁ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে ওঁ অব্যক্তকীলকায় নমঃ।

করন্যাস

আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া দুই হাতেরই তর্জ্জনী দিয়া অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিবে। ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা এই মন্ত্র বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তর্জ্জনী স্পর্শ করিবে। ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্ এই মন্ত্র বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মধ্যমা স্পর্শ করিবে। ঐং অনামিকাভ্যাং হুং এই মন্ত্র বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অনামিকা স্পর্শ করিবে। ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ এই মন্ত্র বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কনিষ্ঠা স্পর্শ করিবে। অঃ অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্র বলিয়া দুই হাত ঘুরাইয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দিয়া বাম হস্তের করতলে আঘাত করিবে।

অঙ্গন্যাস

তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিয়া 'আং হৃদয়ায় নমঃ' এই মন্ত্র বলিতে হয়। মস্তক স্পর্শ করিয়া 'ঈং শিরসে স্বাহা' এই মন্ত্র বলিতে হয়। শিখা স্পর্শ করিয়া 'ঊং শিখায়ৈ—বষট্' এই মন্ত্র বলিবে, দুই হাতে অর্থাৎ বাঁ হাত নীচে ও ডান হাত উপরে রাখিয়া ও আপনাকে জড়াইয়া ধরিয়া 'ঐং কবচায় হুং' এই মন্ত্র বলিতে হয়। বাঁহাত চিৎ করিয়া ও তাহার উপর ডান হাতটিও চিৎ করিয়া রাখিয়া ডান হাতের তর্জ্জনী দ্বারা দক্ষিণ চক্ষু মধ্যমা দ্বারা কপাল ও অনামিকা দ্বারা বামচক্ষু স্পর্শ করিয়া ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ এই মন্ত্র বলিতে হয়। 'অঃ অস্ত্রায় ফট্' এই মন্ত্র বলিয়া দুইটি হাতই ঘুরাইয়া দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা বাম হস্তের তলদেশে আঘাত করিতে হয়।

ব্যাপকন্যাস

ওঁ বা মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পাদ পর্য্যন্ত এবং পা হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত দুই হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক গাত্রের অতি সন্নিকট স্থান দিয়া সঞ্চালন করাকে ব্যাপকন্যাস বলে। ব্যাপকন্যাস নবধা বা সপ্তধা করিবে, মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত এবং পা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এইরূপে ন্যাস করিবে।

মানস-পূজা

পরে কূর্ম্মমুদ্রা (বাম করতল উর্দ্ধমুখ করিয়া তাহার অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যস্থানে দক্ষিণ করতল অধোমুখ করিয়া তাহার মধ্যমা ও অনামিকা সঙ্কুচিত করিবে, পরে দক্ষিণ তর্জ্জনীর অগ্রভাগে বাম অঙ্গুষ্ঠ এবং দক্ষিণ কনিষ্ঠাদ্বারা বামতর্জ্জনীর অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া বামহস্তের মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা দক্ষিণ কনিষ্ঠার মূলদেশস্পর্শ করাকে কূর্ম্মমুদ্রা বলে) পুষ্প লইয়া ধ্যান মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই পুষ্প নিজ মস্তকে রাখিয়া বক্ষঃস্থলে চিৎভাবে বামহস্তের উপর দক্ষিণহস্ত রাখিয়া বাক্য মন ও হৃদয়দ্বারা মানসপূজা করিবে। [মানস পূজা—আসন—হৃৎপদ্ম। শিরস্থ অধোমুখ সহস্রদলপদ্ম হইতে গলিত যে অমৃত, তাহা পাদ্য। অর্ঘ্য—মন। আচমনীয়—উক্ত অমৃত। স্নানীয় জল—উক্ত অমৃত। বস্ত্র—দেহস্থ আকাশতত্ত্ব। গন্ধ—ক্ষিতিতত্ত্ব। পুষ্প—চিত্ত (বুদ্ধি)। ধূপ—প্রাণবায়ু। দীপ—তেজস্তত্ত্ব। নৈবেদ্য—হৃদয়ের কল্পিত সুধা-সমুদ্র। বাদ্য—অনাহতধ্বনি (বক্ষঃস্থলের শব্দ)। চামর—বয়ুতত্ত্ব। ছত্র—শিরস্থ সহস্রদল পদ্ম। গীত—শব্দতত্ত্ব। নৃত্য—ইন্দ্রিয়কর্ম্ম। অর্থাৎ দেহের মধ্যেই পূজার উপকরণ সব আছে, সেই সব মনে মনে চিন্তা করিবে।]

শালগ্রাম শিলার অনেক প্রকার নাম আছে, যথা—লক্ষ্মীজনার্দ্দন, শ্রীধর, রঘুনাথ, দামোদর প্রভৃতি; যে শালগ্রামের যা নাম, পূজার সময় সেই নাম উচ্চারণ করিতে হয়।

বিশেষার্ঘ্যস্থাপন

স্ববামে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া উক্ত মণ্ডলে এতে গন্ধেপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। তৎপরে "অঃ ফট্" এই মন্ত্রে শঙ্খ ধুইয়া ত্রিপদিকাযুক্ত শঙ্খ ঐ মণ্ডলের উপর স্থাপন করিবে। পরে "নমঃ" এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দূর্ব্বা ও আতপতণ্ডুল দিয়া অর্ঘ্য সাজাইয়া শঙ্খের অগ্রে দিবে। তন্ত্রোক্ত পূজায় বিলোম-মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ

পূর্ব্বক শঙ্খে জল দিবে। যথা—ক্ষং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং, নং ধং দং থং তং, ণং ঢং ডং ঠং টং, ঞং ঝং জং ছং চং, ঙং ঘং গং খং কং, অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৯ং ৯ং ঋং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং, এবং মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত তিনবার জল দিবে। পরে আধারে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, শঙ্খে অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, জলে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ-কলাত্মনে নমঃ বলিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবে। পরে অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা শঙ্খের জল স্পর্শ করিয়া—ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিবে। অনন্তর দেবতাকে ঐ জলে আবাহন করিয়া "হুং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা ও "বষট্" মন্ত্রে গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। পরে "বৌষট্" মন্ত্রে সেই জল দেখিয়া অর্ঘ্যপাত্রের উপর অঙ্গন্যাস এবং গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা দেবতার পূজা পূর্ব্বক মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ মূলমন্ত্র আটবার জপ করিবে। পরে "বং" মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দেখাইবে। তদনন্তর অর্ঘ্যপাত্রস্থ কিঞ্চিৎ জল প্রোক্ষণীপাত্রে লইয়া সেই জল নিজ মস্তকে ও পূজার উপকরণাদিতে কিঞ্চিৎ ছড়াইয়া দিবে। অনন্তর গণেশাদি পঞ্চদেবতার, নবগ্রহের, দশদিক্‌পাল ও সর্ব্বদেবদেবীর পূজা করিয়া পীঠন্যাস ক্রমে পীঠদেবতাদিগের পূজা করিবে। পরে পূর্ব্বোক্ত কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই পুষ্প ঘটে বা দেবতার মস্তকে দিবে।

আবাহন

গণেশ, দুর্গা, বায়ু, আকাশ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ব্যাহৃতিদ্বারা আবাহন করিবে। ব্যাহৃতি—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ অমুকদেব (আবাহনী মুদ্রা দ্বারা) ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, (স্থাপনীমুদ্রা দ্বারা) ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, (সন্নিধাপনীমুদ্রা দ্বারা) ইহ সন্নিধেহি, (সংরোধিনীমুদ্রা দ্বারা) ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, (সম্মুখীকরণী মুদ্রাদ্বারা) অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, (কৃতাঞ্জলিপুটে) মম পূজাং গৃহাণ। এই স্থলে আবাহনের বিশেষমন্ত্র যাহা আছে তাহাও পাঠ করিতে হয়।

চক্ষুর্দ্দান

ঘৃতদ্বারা বিল্বপত্রে কাজল প্রস্তুত করিয়া বিল্বপত্রের বোঁটা দ্বারা সেই কাজল

দিয়া মূলমন্ত্র বা গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক চক্ষুর্দ্দান করিবে। অগ্রে দক্ষিণ পরে বাম-নেত্রে কিন্তু ত্রিনেত্র দেবতা হইলে অগ্রে উর্দ্ধনেত্রে পরে দক্ষিণ এবং বামনেত্রে, স্ত্রীদেবতা হইলে অগ্রে বামচক্ষুঃ পরে দক্ষিণ চক্ষুঃ দান করিতে হয়।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা

(লেলিহামুদ্রা দ্বারা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়) শিব ও শক্তির ব্রহ্মরন্ধ্র বা গণ্ডদ্বয় বিষ্ণুর হৃদয় অন্য দেবতার চরণস্পর্শ করিয়া ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হংসঃ অমুকদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। আং হ্রীং······ অমুকদেবতায়াঃ জীব ইহ স্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং······অমুকদেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। ওঁ আং হ্রীং······অমুকদেবতায়াঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। হৃদয় স্পর্শ করিয়া ওঁ মনোজ্যোতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোতু। অরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বেদেবাস ইহ মাদয়ন্তামোং প্রতিষ্ঠ। অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্যৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্যৈ দেবত্বসিদ্ধয়ে স্বাহা (পুং দেবতা হইলে অস্যৈ স্থলে অস্মৈ বলিবে)। পরে মূলমন্ত্র দশবার জপ করিয়া প্রতিমার অঙ্গে 'আং হৃদয়ায় নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিবে। পরে যথাশক্ত্যুপচারে পূজা করিবে।

অধিবাস

প্রথমে দক্ষিণহস্তে কোশাস্থিত জলে ত্রিপত্র ও হরীতকী ধারণপূর্ব্বক তাহার উপর বামহস্ত নিম্নমুখে রাখিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে সঙ্কল্প করিতে হয়। যথা— বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ (বা দাসস্য ইত্যাদি) অমুকদেবতা-(দেবতার নাম) প্রীতিকামঃ সঙ্কল্পিত অমুকদেবতা- (দেবতার নাম) পূজাঙ্গভূতং শ্রীঅমুক-(দেবতার নাম) দেবতায়াঃ অধিবাসনকর্ম্মাহং করিষ্যামি। তৎপরে বরণডালাস্থিত মহী প্রভৃতি (মহী অর্থাৎ গঙ্গামৃত্তিকা), গন্ধ, শিলা অর্থাৎ নুড়ি, ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক অর্থাৎ পিটুলি দ্বারা নির্ম্মিত দ্রব্যবিশেষ,

সিন্দুর, শঙ্খ, কজ্জল, রোচনা অর্থাৎ বাটা হলুদ, সিদ্ধার্থ অর্থাৎ সাদা সরিষা, কাঞ্চন, রৌপ্য, তাম্র, চামর, দর্পণ, দীপ, প্রশস্তিপাত্র (অর্থাৎ বরুণ-ডালাস্থিত সর্ব্বদ্রব্য) দ্রব্য স্পর্শ করিয়া মূলমন্ত্র বা গায়ত্রী জপ করিতে হইবে এবং ক্রমান্বয়ে এক একটি দ্রব্য হস্তে লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যপাঠ করিয়া ঘটে প্রতিমায় ও ভূমিতে স্পর্শ করাইয়া পুনরায় বরণডালাতেই রাখিতে হইবে। বাক্যপাঠ—ওঁ অনয়া মহ্যা অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু (পুরুষ দেবতা হইলে 'অস্যাঃ' না বলিয়া 'অস্য' বলিতে হইবে), অনেন গন্ধেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনয়া শিলয়া অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন ধান্যেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনয়া দূর্ব্বয়া অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন পুষ্পেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন ফলেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন দধ্না অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন ঘৃতেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন স্বস্তিকেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন সিন্দূরেণ অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন শঙ্খেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন কজ্জলেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনয়া রোচনয়া অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন সিদ্ধার্থেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন কাঞ্চনেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন রৌপ্যেণ অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন তাম্রেণ অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন চামরেণ অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন দর্পণেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন দীপেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন প্রশস্তিপাত্রেণ অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু। অনন্তর আইভাড় প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য নিম্নলিখিত বাক্যপাঠ করিয়া ঘটে ও প্রতিমায় স্পর্শ করাইয়া যথাস্থানে রাখিতে হইবে। (আইভাঁড়) অনেন মাঙ্গল্যদ্রব্যেণ অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, (শ্রী) অনেন মাঙ্গল্যদ্রব্যেণ অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, ৫ বা ৭ গাছা দূর্ব্বাসমন্বিত-হরিদ্রামিশ্রিত সূত্র অনেন মাঙ্গল্য-সূত্রেণ অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু। অনন্তর স্ত্রীদেবতার বামহস্তের এবং পুরুষ দেবতা হইলে দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে ঐ সূতা বাঁধিয়া দিতে হইবে। অধিকন্তু স্ত্রীদেবতা হইলে তাঁহার কপালে সিন্দুরের ফোঁটা দিতে হইবে।

অনন্তর যে দেবদেবীর অধিবাস হইতেছে তাঁহার ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হয়। অবশেষে নিবেদনীয় অন্য দ্রব্য সকল উৎসর্গ করিতে হয়। দুর্গা-

পূজাদি বিশেষ বিশেষ পূজায় পূর্ব্বদিনে অধিবাস করিতে হয়। সংক্ষেপে পূজায় সত্বই করা হইয়া থাকে।

আবরণ পূজা

দেবতার পূজাপূর্ব্বক আবরণ বা অঙ্গপূজা করিতে হয়। প্রত্যেক দেবতারই আবরণপূজা বিভিন্ন প্রকারে হইয়া থাকে। যদি তাহা জানা না থাকে, তাহা হইলে "ওঁ আবরণদেবতাভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা করিলেও চলিবে। পরে দেবতার পরিবারগণের পূজা করিবে।

সংক্ষেপ হোম-পদ্ধতি

(যজুর্ব্বেদী)

হোতা পূর্ব্বাভিমুখে আচমনপূর্ব্বক বালুকাদি দ্বারা সুপরিষ্কৃত স্থানে সপ্তবিংশতি অঙ্গুল প্রমাণ চতুরস্র মণ্ডল রচনাপূর্ব্বক চারিদিকে ৩ আঙ্গুল বাদ দিয়া হস্ত পরিমাণ স্থণ্ডিল করিবে এবং পরে উহা গোময়দ্বারা তিনবার লেপন করিয়া কুশ দ্বারা স্থণ্ডিলের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত তিনটী রেখা করিবে। ঐ রেখা তিনটী দক্ষিণ দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিক্ পর্য্যন্ত সমভাগে করিতে হইবে। দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে উল্লিখিত রেখা হইতে ধূলি লইয়া ঈশান কোণে ফেলিয়া দিবে। পরে স্থণ্ডিল জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া নিজের দক্ষিণ দিকস্থিত কাংস্যপাত্রস্থ বা নূতন শরাবস্থ অগ্নি হইতে জলদগ্নি গ্রহণ করিয়া ওঁ ক্রব্যাদ-মগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ। এই মন্ত্র উচ্চারণ করত দক্ষিণ পশ্চিমকোণে ফেলিয়া দিবে। পরে অপর অগ্নি গ্রহণ পূর্ব্বক ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নিজের অভিমুখে স্থণ্ডিল মধ্যে বহ্নিস্থাপন করিবে। পরে প্রজ্বলিত অগ্নির প্রতি কৃতাঞ্জলি হইয়া মন্ত্রপাঠ করিবে; যথা—ওঁ সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপোমহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। অনন্তর অগ্নির দক্ষিণদিকে যজ্ঞিয় কাষ্ঠ নির্ম্মিত পীঠে পূর্ব্বাগ্রে কুশ পাতিয়া

ব্রহ্মার আসন কল্পনা করিবে। অনন্তর পূর্ব্ববৃত ব্রহ্মা অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে অবস্থানপূর্ব্বক ওঁ অহে দৈধিষব্যোদতস্তিষ্ঠান্যস্য সদনে সীদ যোঽস্মৎ পাকতরঃ। এই মন্ত্র পাঠান্তে ব্রহ্মাসন দর্শন করিবে, পরে সেই ব্রহ্মাসন হইতে একটী কুশ বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক ওঁ নিরস্তঃ পাপ্মা সহ তেন বয়ং দ্বিষ্মঃ। এই মন্ত্র পাঠান্তে ঐ কুশটী দক্ষিণ পশ্চিমকোণে ফেলিয়া দিবে। পরে ওঁ ইদমহং বৃহস্পতেঃ সদনে সীদামি প্রসূতো দেবেন সবিত্রা তদগ্নয়ে প্রব্রবীমি তদ্ বায়বে তৎ পৃথিব্যৈ। এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অগ্নির অভিমুখে উপবেশন করিবে। কুশময় ব্রহ্মপক্ষে হোতাই উক্ত মন্ত্রসমূহ পাঠ করিবেন।

অনন্তর অগ্নির উত্তর দিকে আস্তরণের জন্য কতকটা স্থান বাদ দিয়া পূর্ব্বাগ্র-কুশের দ্বারা দুইটী আসন কল্পনা করিয়া বামহস্তে চমস (চামচের মত) গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ হস্তধৃত পাত্রস্থ জলের দ্বারা উহা পূরণপূর্ব্বক প্রথমে পশ্চিমাসনে রাখিয়া স্পর্শ করিয়া পূর্ব্বাসনে স্থাপন করিবে। পরে কুশাস্তরণ করিবে, যথা—অগ্নির পূর্ব্বদিকে ঈশানকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত, দক্ষিণে ব্রহ্মাসন হইতে অগ্নি পর্য্যন্ত, পশ্চিমে নৈর্ঋত কোণ হইতে বায়ু কোণ পর্য্যন্ত এবং উত্তরে অগ্নি হইতে প্রণীতা পর্য্যন্ত পূর্ব্বাগ্রে একসারি করিয়া কুশ পাতন করিবে।

অনন্তর অগ্রভাগ হইতে প্রাদেশ প্রমাণ (অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী প্রসারণ করিয়া সেই মাপে) কুশপত্র (পবিত্র) ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ। এই মন্ত্রে নখ ব্যতিরেকে কুশের দ্বারা ছেদন করিয়া ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতে স্থঃ, এই মন্ত্রে জলদ্বারা অভ্যুক্ষণপূর্ব্বক প্রোক্ষণীপাত্রে উত্তরাগ্রে রাখিবে। পরে তাহাতে প্রণীতোদক ঢালিয়া বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পবিত্রাগ্র এবং দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পবিত্রের মূল ধরিয়া ঐ পবিত্রের মধ্যভাগের দ্বারা প্রোক্ষণীপাত্রের জল তিনবার উত্তোলনপূর্ব্বক ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া পবিত্র প্রোক্ষণীপাত্রে রাখিবে। পরে দক্ষিণহস্তের দ্বারা প্রোক্ষণীপাত্র উত্তোলন করিয়া বামহস্তে গ্রহণপূর্ব্বক তাহার কিঞ্চিৎ জল দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিদ্বারা ফেলিয়া দিবে। পরে প্রণীতাপাত্রস্থ জল দ্বারা উহা প্রোক্ষণ করিবে। তৎপরে প্রোক্ষণী-

পাত্রস্থ জলদ্বারা সকল দ্রব্যকে এক একবার প্রোক্ষণ করিয়া প্রণীতা ও অগ্নির মধ্যভাগে প্রোক্ষণীপাত্র রাখিয়া দিবে। অনন্তর আজ্যস্থালীতে ঘৃত ঢালিয়া অগ্নিতে গালাইয়া একখণ্ড জলন্ত কাষ্ঠ ঘৃতের উপর চতুর্দ্দিকে ঘুরাইবে। তদনন্তর দক্ষিণহস্তে স্রুব গ্রহণ করিয়া প্রাগগ্রে অধোমুখে অগ্নিতে সামান্য গরম করিবে, পরে বামহস্তে উহা লইয়া সম্মার্জ্জন কুশ বটুকের অগ্রভাগ দ্বারা উহার উপরিভাগে মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত এবং মূলের দ্বারা অধোভাগে অগ্রভাগ হইতে মূল দেশ পর্য্যন্ত সম্মার্জ্জন করিয়া প্রণীতোদক দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবে, পরে উহা পুনরায় অগ্নিতে গরম করিয়া দক্ষিণাংশে রাখিবে। পরে পুনর্ব্বার ঘৃত উদ্বাসন করিয়া (উত্তোলন করিয়া) অগ্নির উত্তর ভাগে রাখিয়া পুনঃ অগ্নির পশ্চাৎ ভাগে রাখিবে। পরে ওঁ সবিতু স্ত্বা প্রসব উৎ পুণাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা, এই মন্ত্রে পূর্ব্বপবিত্রের অগ্রভাগ বামহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা এবং মূলদেশ দক্ষিণহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উত্তান হস্তে ধরিয়া উহার মধ্যভাগদ্বারা ঘৃত উত্তোলন পূর্ব্বক পবিত্র করিয়া উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে ঘৃত পাত্র অবলোকন করতঃ উহাতে কোন অপকৃষ্ট দ্রব্য থাকিলে তাহা ফেলিয়া দিয়া প্রোক্ষণীকেও পূর্ব্বমত পবিত্র দ্বারা পবিত্রীকৃত করিয়া উপযপন কুশগুলি দক্ষিণহস্তে গ্রহণ করিয়া বামহস্তে জড়াইয়া তিনটী ঘৃতাক্ত সমিধ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়া দক্ষিণহস্তের গণ্ডূষে সপবিত্র প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জল গ্রহণপূর্ব্বক অগ্নির ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিক পর্য্যন্ত সেচন করিবে। সংস্রব ধারণার্থ পাত্র প্রণীতা ও অগ্নির মধ্যস্থানে রাখিবে। পরে স্রুব গ্রহণ করিয়া দক্ষিণজানু ভূমিতে পাতিত করিয়া ব্রহ্মাকে স্পর্শ করিয়া "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তর ভাগে পূর্ব্বাগ্র অবিচ্ছিন্ন ঘৃতধারা দিবে। পরে অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ ঘৃত "ইদং প্রজাপতয়ে" এই মন্ত্রে দেবতার উদ্দেশে সংস্রব পাত্রান্তরে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ বিধি সর্ব্বত্র জানিবে। "ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণ ভাগে পূর্ব্বাগ্র অবিচ্ছিন্ন ঘৃতধারা দিবে, পরে "ইদমিন্দ্রায়" এই মন্ত্রে দেবতোদ্দেশে দান করিবে। "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তরার্দ্ধ পূর্ব্বার্দ্ধে ঘৃত দিবে, "ইদমগ্নয়ে" এই মন্ত্রে দেবতোদ্দেশ।

"ওঁ সোমায় স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণার্দ্ধ পূর্ব্বার্দ্ধে ঘৃত দিবে, "ইদং সোমায়" এই মন্ত্রে দেবতোদ্দেশ। ইহা সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ কুশণ্ডিকা।

অতঃপর প্রকৃত কর্ম্ম করিবে, যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামঃ অমুকমন্ত্রেণ ইয়ৎসংখ্যক-সাজ্যামুক-সমিদ্ভিঃ (অথবা ইয়ৎসংখ্যকাজ্যাহুতিভিঃ) শ্রীদুর্গাদেবতাহোমমহং করিষ্যে, পরার্থে করিষ্যামি। এইরূপে সংকল্প করিয়া "অগ্নে ত্বং বরদনামাসি" এই প্রকারে অগ্নির নামকরণ করিয়া ওঁ পিঙ্গভ্রূ-শ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ-জঠরোরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষ-সূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ। এই মন্ত্রে ধ্যান করত ওঁ বরদনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ এইরূপে আবাহন পূর্ব্বক ওঁ বরদনামাগ্নয়ে নমঃ এইরূপে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। পরে ওঁ এতাভ্যঃ ইয়ৎসংখ্যক-সাজ্যামুকসমিদ্ভ্যো নমঃ, এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ, এতৎসম্প্রদানায় শ্রীমদ্-দুর্গাদেব্যৈ নমঃ, এইরূপে অর্চ্চনা করিয়া যথোক্ত মন্ত্রে হোম করিবে। ইদং শ্রীদুর্গাদেব্যৈ নমঃ এইরূপে দেবতোদ্দেশ করিবে।

অনন্তর উদীচ্য কর্ম্ম করিবে, যথা—ব্রহ্মা হোতাকে স্পর্শ করিয়া থাকিবেন। প্রথমে ঘৃতদ্বারা মহাব্যাহৃতি হোম করিবে, যথা—ওঁ ভূঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে—দেবতোদ্দেশ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ইদং বায়বে—দেবতোদ্দেশ। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ইদং সূর্য্যায়—দেবতোদ্দেশ। পরে প্রায়শ্চিত্ত হোম কবিবে, যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেতাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ হোমকর্ম্মণি যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় "ত্বন্নো অগ্নে" ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভির্মন্ত্রৈঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে। এইরূপে সংকল্প করিয়া—"ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি" এইরূপ অগ্নির নাম করিয়া "ওঁ বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি বলিয়া আবাহন করত "ওঁ বিধু-নামাগ্নয়ে নমঃ" এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অগ্নির পূজা করিবে। পরে ওঁ ত্বন্নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেড়ো অব যাসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বা দ্বেষাংসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা। ইদং মগ্নিবরুণাভ্যাং—ইতি দেবতোদ্দেশ। ওঁ সত্বন্নো অগ্নেঽবমো ভবোতী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ।

অব যক্ষ্ব নো বরুণং ররাণো ব্রীহি মৃড়ীকং সুহবো ন এধি স্বাহা। ইদমগ্নী-বরুণাভ্যাং—দেবতোদ্দেশ। ওঁ অয়াশ্চাগ্নেহস্যনভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিত্ত্ব ময়া অসি। অয়া নো যজ্ঞং বহা স্যয়া নো ধেহি ভেষজং স্বাহা। ইদমগ্নয়ে—দেবতোদ্দেশ। ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তঃ। তেভির্নো অদ্য সবিতোত বিষ্ণু র্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা। ইদং বরুণায় সবিত্রে বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো মরুদ্ভ্যঃ স্বর্কেভ্যঃ—দেবতোদ্দেশ। ওঁ উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়। অথা বয় মাদিত্যব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম স্বাহা। ইদং বরুণায়—দেবতোদ্দেশ। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে—দেবতোদ্দেশ। ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে—দেবতোদ্দেশ। অতঃপর ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা। ইদং সূর্য্যায়—দেবতোদ্দেশ। এইরূপে আদিত্যাদি নবগ্রহের হোম করিবে। ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ইদমিন্দ্রায়—দেবতোদ্দেশ। এইরূপে ইন্দ্রাদি দশদিকপালের হোম করিবে। অথবা—ওঁ সূর্য্যাদি-নবগ্রহেভ্যঃ স্বাহা। ইদং সূর্য্যাদিগ্রহেভ্যঃ—দেবতোদ্দেশ। ওঁ ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যঃ স্বাহা। ইদমিন্দ্রাদিদশদিক্-পালেভ্যঃ—দেবতোদ্দেশ। তৎপরে গ্রাম্য দেবতা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী ও বাস্তুর দেবতাগণের হোম করিতে হয়। তৎপরে "ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি" এইরূপে নাম করিয়া "ওঁ মৃড়নামাগ্নে ইহাগচ্ছ" ইত্যাদিরূপে আবাহন করতঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ এই মন্ত্রে অগ্নির পূজা করিবে। পরে ফল তাম্বুলাদি অগ্নিকে প্রদান করত পূর্ণাহুতি দিবে। যথা।—যজমানের সহিত উঠিয়া ঘৃতপূর্ণ স্রুব গ্রহণ করতঃ ওঁ মূর্দ্ধানং দিবো আরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানর মৃত আজাতমগ্নিম্। কবিং সম্রাজমিতিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা। এই মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিবে। পরে অগ্নির ঈশান কোণে দুগ্ধ ঢালিয়া স্রুবের দ্বারা হোমভস্ম গ্রহণপূর্ব্বক অনামিকা দ্বারা তিলক করিবে। ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং (ললাটে)। ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং (কণ্ঠে)। ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং (দক্ষিণ-স্কন্ধে)। ওঁ তন্মে অস্তু ত্র্যায়ুষং (হৃদয়ে)। পরে "ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ" বলিয়া অগ্নিকে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক "ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব" এই মন্ত্রে অগ্নিতে দধি

ও জল সেচন করিবে। পরে শান্তি করিবে। শান্তিমন্ত্র পরে লিখিত হইতেছে। তৎপরে ওঁ এতস্মৈ পূর্ণপাত্রায় নমঃ (অথবা পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ), এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎসম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ, এইরূপে অর্চ্চনা করিয়া বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি শ্রীঅমুকদেবতা-প্রীতিকামনয়া কৃতৈতদ্ধোম-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রং (পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং) শ্রীবিষ্ণু-দৈবতমহং অমুকগোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণায় (কুশব্রহ্মপক্ষে—যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রহ্মণায়) সম্প্রদদে। এইরূপে পূর্ণাপাত্র দক্ষিণা দান করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মের দক্ষিণা দান করিবে। (কুশব্রাহ্মণ পক্ষে) ওঁ ব্রহ্মন্ ক্ষমস্ব এই মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিয়া গ্রন্থিমোচন করিবে।

দক্ষিণা

উদাহরণ স্বরূপ দুর্গাদেবীর দক্ষিণার নিয়ম দেওয়া হইল।

প্রথমে পূজকের দক্ষিণা দিতে হয়। যজমান "ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ" বলিয়া রজতমুদ্রাদি অর্চ্চনা করিয়া বামহস্ত উপুড় করিয়া ধরিয়া এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা ত্রিপত্র সহ কোশার জলে হরীতকী ধরিয়া নিম্নোক্ত বাক্য বলিবে—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ শ্রীদুর্গাপ্রীতকামনয়া মৎসঙ্কল্পিত শ্রীদুর্গাপূজন-কর্ম্মণি কৃতৈতৎপূজনকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে (পূজকের গোত্র ও নাম) পূজকায় ব্রাহ্মণায় তুভ্যং সম্প্রদদে, বলিয়া জলের ছিটা দিয়া পূজকের হস্তে দিতে হয়। অতঃপর পুরোহিত সেই দক্ষিণা লইয়া "ওঁ স্বস্তি" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। তাহার পর মূল দক্ষিণার অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় বলিবেন—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ...... ...শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতদ্দুর্গাপূজন-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং শ্রীদুর্গায়ৈ তুভ্যং সম্প্রদদে, এই বলিয়া জলের ছিটা দিতে হয়। পূজক ঐ দক্ষিণা ঘটে স্পর্শ করাইয়া লইবেন। অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।

সায়ং আরতি

সন্ধ্যার পর চারি দণ্ডের ভিতরেই দেবতার আরতি সম্পন্ন করিয়া শীতল দিতে হয়।

বিসর্জ্জন

পরদিন সকালে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া দইকড়্মা (সংস্কৃত নাম দধিকড়ম্ব) নিবেদন করিতে হয়। দইকড়মা দানের মন্ত্র—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ দধিকড়ম্বায় নমঃ, ইদং দধিকড়ম্বং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। তাহার পর আরতি করিয়া "ওঁ দুর্গে দেবি ক্ষমস্ব" পাঠ করিয়া ঘটে জলের ছিটা দিয়া ঘট ও প্রতিমা সামান্য নাড়াইয়া দিবে। অতঃপর সংহার মুদ্রায় একটী নির্ম্মাল্য অর্থাৎ নিবেদিত পুষ্প গ্রহণ করিয়া আঘ্রাণপূর্ব্বক (সেই সময় মনে করিতে হইবে যেন তেজঃস্বরূপিণী দেবী হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছেন) হস্ত ধৌত করিয়া কুণ্ডহাড়ীর উপর হইতে দর্পণ হস্তে লইয়া দেবীর মুখের দিকে ধরিয়া তাঁহার প্রতিবিম্ব লইয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন—

ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি।
ব্রহ্মযোনি-সমুৎপন্নে গচ্ছ দেবি মমান্তরম্॥
ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরি।
সংবৎসরে ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ॥

দ্রষ্টব্য।—পুরুষ দেবতা হইলে উপর্য্যুক্ত মন্ত্রের মাত্র শেষের দুই লাইন বলিতে হইবে এবং 'পরমেশ্বরি' স্থানে 'পরমেশ্বর' বলিতে হইবে।

অনন্তর ঘণ্টাবাদ্যাদি সহ দর্পণটী হলুদজলে ডুবাইয়া দেবতার পায়ের নিকট রাখিতে হইবে, যাহাতে দেবতার পাদপদ্ম উহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। অতঃপর ঈশান-কোণে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া "ওঁ নির্ম্মাল্যধারিণ্যৈ নমঃ" বলিয়া ঐ মণ্ডলের উপর নির্ম্মাল্য বা নিবেদিত পুষ্প স্থাপন করিবে, তাহার পর বাদ্যাদি সহকারে ঘট এবং প্রতিমাকে যথাসময়ে নদী, প্রশস্ত পুষ্করিণী প্রভৃতিতে নিক্ষেপ

করিবে, কিন্তু ঘটটীকে জলে পূর্ণ করিয়া পুনরায় গৃহে ফিরাইয়া আনিতে হয়। শেষে ঐ ঘটের জল দ্বারা পুরোহিত শান্তি দিবেন।

শান্তি

যজমান স্বজনগণসহ পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিলে পূজক পশ্চিমাভিমুখে দাঁড়াইয়া কুশ বা আম্র পল্লবাদি দ্বারা ঘটের জল সকলের মাথায় ছিটাইয়া দিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন—

কয়া নশ্চিত্র ইতি ঋক্‌ত্রয়স্য বামদেব ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শান্তি-কর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ কয়া নশ্চিত্র আ ভুব,-দূতী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা॥ ওঁ কস্থা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎস-দন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু॥ ওঁ অভী যুণঃ সখীনা, মবিতা জরিতৄণাং। শতং ভবাস্যূতয়ে॥ (ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদী পক্ষে—ভবাস্যূতিভিঃ বলিবে)। এই মন্ত্র তিনটী তিনবার পাঠ করিয়া (ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদের এই মন্ত্র সাম নহে, তজ্জন্য তত্তদ্‌বেদীরা একবার পাঠ করিয়া) ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্র ইত্যাদি মন্ত্রও তিনবার (ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদী একবার) উচ্চারণ করিবে। স্বস্তি ন ইন্দ্র ইত্যাদি মন্ত্রের পূর্ব্বে যজুর্ব্বেদীয় বিশেষ মন্ত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ওঁ দ্যৌঃ শান্তি-রন্তরিক্ষং শান্তিঃ, পৃথিবী শান্তি-রাপঃ শান্তি-রোষধয়ঃ শান্তিঃ। ধনস্পতয়ঃ শান্তি-র্বিশ্বে দেবাঃ শান্তি-র্ব্রহ্ম শান্তিঃ, সর্ব্বং শান্তিঃ, শান্তিরেব শান্তিঃ, সা মা শান্তিরেধি॥

সর্ব্বসাধারণের জন্য—ওঁ সর্ব্বরোগশান্তিঃ। ওঁ সর্ব্বাপচ্ছান্তিঃ। ওঁ যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

এই প্রকারে শান্তিজল লইয়া প্রণাম ও আশীর্ব্বাদাদি করিয়া মিষ্টান্ন খাইতে হয়।

সূর্য্যার্ঘ্য

দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ কামনায় সূর্য্যার্ঘ্য দিবার বিধান

আছে। সূর্য্যার্ঘ্য শুক্লপক্ষে সপ্তমী তিথিতে ও রবিবারে দিবার প্রশস্ত সময়। পূর্ব্বদিনে নিরামিষ ভোজন করিতে হয় এবং কর্ম্মের দিনে প্রাতঃস্নানাদি ও প্রাতঃ সন্ধ্যাদি ক্রিয়া শেষ করিয়া গন্ধাদি ও নারায়ণাদির অর্চ্চনাপূর্ব্বক "ওঁ সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে সঙ্কল্প করিতে হয়। যথা—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ শ্রীঅমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (অমুক-গোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ দাসস্য বা) গোচরবিলগ্নাদি-যথাস্থানাবস্থিতাবলোকক-রব্যাদি-নবগ্রহ-সংসূচিত-সংসূচ্যমান সংসূচয়িষ্যমাণ-সর্ব্বারিষ্টপ্রশমনপূর্ব্বকং জীব-বদেতৎ-স্থূলশরীরাবিরোধেন সর্ব্বরোগাণাং ঝটিতিপ্রশমনকামঃ ওঁ হংসায় নমঃ ইত্যাদি সপ্ততিসংখ্যকমন্ত্রৈঃ শ্রীসূর্য্যার্ঘ্যদানমহং করিষ্যে (অপরের নিমিত্ত হইলে 'করিষ্যামি' বলিতে হইবে)। তৎপরে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে।

যে স্থলে সূর্য্যের দর্শন হয় এরূপ স্থলে পূর্ব্বাভিমুখে বসিয়া অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিয়া পদ্মের পূর্ব্বদলে বর্ত্তুলাকার রক্তবর্ণ সূর্য্যের আকৃতি অঙ্কন করিবে, এবং অগ্নিকোণে রবি, দক্ষিণে বিবস্বান্, নৈর্ঋতে ভগ, পশ্চিমে বরুণ, বায়ুকোণে মিত্র, উত্তরে আদিত্য, ঈশানকোণে বিষ্ণু এবং মধ্যে ভাস্করমূর্ত্তি অঙ্কনপূর্ব্বক ইহাদিগকে পুষ্পতণ্ডুল দ্বারা আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে। পরে সূর্য্যকে আবাহন করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া পূর্ব্বাদিক্রমে দীপ্তা, সূক্ষ্মা, জয়া, ভদ্রা, বিভূতি, বিমলা, অমোঘা ও বিদ্যুতা ইঁহাদিগকে পূজা করিয়া মধ্যে ছায়াকে পূজা করিবে। অথবা—

প্রাঙ্গণে চতুর্দ্দিকে ও ঊর্দ্ধে একহস্ত পরিমিত একটি খাত করিয়া তাহার কিয়দংশ জল দিয়া পূর্ণ করিবে। খাতটি এমন জায়গায় করিতে হইবে যেন সেই খাতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে। অনন্তর জলশুদ্ধি হইতে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা পর্য্যন্ত সমাপনান্তে ঐ খাতস্থিত জলে ষোড়শোপচারে সূর্য্যের পূজা করিতে হইবে।

পরে পঞ্চোপচারে কিংবা কেবল গন্ধপুষ্প দ্বারা পশ্চাল্লিখিত হংসাদির প্রত্যেকের নামে পূজা করিবে।

অনন্তর তাম্রপাত্রে অর্ঘ্য সাজাইয়া তাহাকে অর্চ্চনা করিতে হইবে। অর্চ্চনার

সময় নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করিতে হইবে "এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ হংসায় নমঃ" ইত্যাদিরূপে প্রত্যেকবার এক একটির নাম বলিতে হইবে। অনন্তর মস্তকের নিকট অর্ঘ্য পাত্রটি দুই হস্তে ধারণ করিয়া এবং উক্ত মণ্ডল বা খাত প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে হাঁটু পাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক সূর্য্যের দিকে চাহিয়া নিম্ন-লিখিত মন্ত্র বলিবে—"ইদমর্ঘ্যং (যজুর্ব্বেদী পক্ষে এষোঽর্ঘ্যঃ) ওঁ নমোবিবস্বতে ব্রহ্মন্" ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া "ওঁ হংসায় নমঃ" বলিয়া পূর্ব্বোক্ত মণ্ডলে বা খাতে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর "ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং" ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যকে প্রণাম করিবে। পরে পুনরায় অর্ঘ্য সাজাইয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে নিম্নোক্ত দ্বিতীয় নামের অর্চ্চনা, প্রদক্ষিণ, অর্ঘ্যপ্রদান ও প্রণাম করিবে। এই প্রকারে ৭০টী অর্ঘ্য প্রদান করিতে হইবে। অর্ঘ্য দিবার সময় করবী, জবা ইত্যাদি লালবর্ণের পুষ্প, দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল, রক্তচন্দন ও জল দিবে। যে সকল নামে অর্ঘ্য দিতে হয় সেই সকল হংসাদি ৭০টির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) ওঁ হংসায় নমঃ, (২) ওঁ ভানবে নমঃ, (৩) ওঁ সহস্রাংশবে নমঃ, (৪) ওঁ তপনায় নমঃ, (৫) ওঁ তাপনায় নমঃ, (৬) ওঁ রবয়ে নমঃ, (৭) ওঁ বিকর্ত্তনায় নমঃ, (৮) ওঁ বিবস্বতে নমঃ, (৯) ওঁ বিশ্বকর্ম্মণে নমঃ, (১০) ওঁ বিভাবসবে নমঃ, (১১) ওঁ বিশ্বমুখায় নমঃ, (১২) ওঁ বিশ্বকর্ত্রে নমঃ, (১৩) ওঁ মার্ত্তণ্ডায় নমঃ, (১৪) ওঁ মিহিরায় নমঃ, (১৫) ওঁ অংশুমতে নমঃ, (১৬) ওঁ আদিত্যায় নমঃ, (১৭) ওঁ উষ্ণগবে নমঃ, (১৮) ওঁ সূর্য্যায় নমঃ, (১৯) ওঁ অর্যম্ণে নমঃ, (২০) ওঁ ব্রধ্নায় নমঃ, (২১) ওঁ দিবাকরায় নমঃ, (২২) ওঁ দ্বাদশাত্মনে নমঃ, (২৩) ওঁ সপ্তহয়ায় নমঃ, (২৪) ওঁ ভাস্করায় নমঃ, (২৫) ওঁ অহস্করায় নমঃ, (২৬) ওঁ খগায় নমঃ, (২৭) ওঁ সূরায় নমঃ, (২৮) ওঁ প্রভাকরায় নমঃ, (২৯) ওঁ শ্রীমতে নমঃ, (৩০) ওঁ লোকচক্ষুষে নমঃ, (৩১) ওঁ গ্রহেশ্বরায় নমঃ, (৩২) ওঁ ত্রিলোকেশায় নমঃ, (৩৩) ওঁ লোকসাক্ষিণে নমঃ, (৩৪) ওঁ তমোহরয়ে নমঃ, (৩৫) ওঁ শাশ্বতায় নমঃ, (৩৬) ওঁ শুচয়ে নমঃ, (৩৭) ওঁ গভস্তিহস্তায় নমঃ, (৩৮) ওঁ তীব্রাংশবে নমঃ, (৩৯) ওঁ তরণয়ে নমঃ, (৪০) ওঁ সুমহোহরণয়ে নমঃ, (৪১) ওঁ দ্যুমণয়ে নমঃ, (৪২) ওঁ হরিদশ্বায় নমঃ, (৪৩)

ওঁ অর্কায় নমঃ, (৪৪) ওঁ ভানুমতে নমঃ, (৪৫) ওঁ ভয়নাশায় নমঃ, (৪৬) ওঁ ছন্দোঽশ্বায় নমঃ, (৪৭) ওঁ বেদবেদ্যায় নমঃ, (৪৮) ওঁ ভাস্বতে নমঃ, (৪৯) ওঁ পূষ্ণে নমঃ, (৫০) ওঁ বৃষাকপয়ে নমঃ, (৫১) ওঁ একচক্ররথায় নমঃ, (৫২) ওঁ মিত্রায় নমঃ, (৫৩) ওঁ মান্দ্যহরায় নমঃ, (৫৪) ওঁ তমিস্রঘ্নে নমঃ, (৫৫) ওঁ দৈত্যঘ্নায় নমঃ, (৫৬) ওঁ পাপহর্ত্রে নমঃ, (৫৭) ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, (৫৮) ওঁ ধর্ম্মপ্রকাশকায় নমঃ, (৫৯) ওঁ হেলিকায় নমঃ, (৬০) ওঁ চিত্রভানবে নমঃ, (৬১) ওঁ কলিঘ্নায় নমঃ, (৬২) ওঁ তার্ক্ষ্যবাহনায় নমঃ, (৬৩) ওঁ দিক্‌পতয়ে নমঃ, (৬৪) ওঁ পদ্মিনীনাথায় নমঃ, (৬৫) ওঁ কুশেশয়করায় নমঃ, (৬৬) ওঁ হরয়ে নমঃ, (৬৭) ওঁ ঘর্ম্মরশ্ময়ে নমঃ, (৬৮) ও দুর্নিরীক্ষ্যায় নমঃ, (৬৯) ওঁ চণ্ডাংশবে নমঃ, (৭০) ওঁ কশ্যপাত্মজায় নমঃ।

উপর্য্যুক্ত ৭০টী নামে ৭০টী অর্ঘ্য প্রদান করার পর স্তবপাঠ, সাধ্যানুসারে মূলমন্ত্র জপ, জপসমর্পণ, দক্ষিণাদান, অচ্ছিদ্রাবধারণাদি ও বৈগুণ্য সমাধান করিতে হইবে। অতঃপর রোগীকে শান্তিজল প্রদান করিবে।

সূতিকাষষ্ঠী পূজা

(ষেটেরা পূজা)

পুত্রজননের ষষ্ঠদিবসে পিতা সন্ধ্যাবেলায় আচমনপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে বসিয়া স্বস্তিবাচন পাঠ করিয়া "সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীমতো মমাভিজাতনবকুমারস্য সংরক্ষণকামঃ (সর্ব্বারিষ্টপ্রশমনপূর্ব্বকদীর্ঘায়ুষ্ট্বকমো বা) বহির্বলিদানান্তরং গণেশষষ্ঠ্যাদিদেবতাপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যে। অতঃপর সংকল্পসূক্ত পাঠানন্তর বাহিরে সাতটী মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার উপর আস্তৃত কুশোপরি বটপত্রে মাষভক্তবলি দিবে। যথা—(ক্ষেত্রপালগণকে) "ওঁ ক্ষেত্রপালা ইহাগচ্ছ" ইত্যাদিরূপে আবাহন করিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্ব্বক "ওঁ ক্ষেত্রপালা নমো বোঽস্তু সর্ব্বশক্তিফলপ্রদাঃ। বালস্য বিঘ্ননাশায় প্রতিগৃহ্নন্ত্বিমং বলিম্ ॥" এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ক্ষেত্রপালেভ্যো নমঃ"। বলিয়া মাষভক্তবলি প্রদান করিবে।

অনন্তর পূর্ব্বাদি দিকস্থিত ভূতগণকে আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিরা "ওঁ পূর্ব্বাদি-দিগ্বিভাগেষু স্বস্থানপ্রতিবাসিনঃ। শান্তিং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে প্রতিগৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ পূর্ব্বাদিদিগ্বিভাগস্থভূতেভ্যো নমঃ" বলিয়া মাষভক্তবলি প্রদান করিবে। তারপর ভূতদৈত্যপিশাচগণকে আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিয়া "ওঁ ভূতদৈত্যপিশাচাদ্যা গন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসাঃ। শুভং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে মাম গৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতদৈত্যপিশাচাদিভ্যো নমঃ" বলিয়া প্রদান করিবে। অনন্তর মাতৃকাগণকে আবাহন ও পূজা করিয়া "ওঁ নানারূপধরাঃ সর্ব্বা মাতরো দেবযোনয়ঃ। স্বয়ং রক্ষন্তু মে পুত্রং তুষ্টা গৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ মাতৃভ্যো নমঃ" বলিয়া দিবে। অতঃপর আদিত্যাদি নবগ্রহকে আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিয়া "ওঁ আদিত্যাদিগ্রহা যে চ স্বস্থানপ্রতি-বাসিনঃ। শান্তিং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে মম গৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ" বলিয়া প্রদান করিবে। অনন্তর যোগিন্যাদিকে আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিয়া "ওঁ যোগিনী ডাকিনী চৈব মাতরো নিবসন্তি যাঃ। শান্তিং কুর্ব্বন্তু তাঃ সর্ব্বা মম গৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ যোগিন্যা-দিভ্যো নমঃ" বলিয়া দিবে। তৎপরে দিক্‌পালদিগকে আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিয়া "ওঁ দিক্‌পালাশ্চ তথেন্দ্রাদ্যাঃ স্বস্থানপ্রতিবাসিনঃ। শান্তিং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে মম গৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যো নমঃ" বলিয়া দিবে। অনন্তর দ্বারদেশে গমন করিয়া "ওঁ দ্বারপালেভ্যো নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া "ওঁ দ্বারপাল নমস্তুভ্যং সর্ব্বশান্তিফলপ্রদ (সর্ব্বোপ-দ্রবনাশন)। বালবিঘ্নবিনাশায় পূজাং গৃহ্ণ সুরোত্তম॥ ওঁ খড়্গপাণে নমস্তুভ্যং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন। ত্বৎপ্রসাদাদ্-বিঘ্নেন চিরং জীবতু বালকঃ" বলিয়া দিবে। অতঃপর ওঁ জন্তায় নমঃ বলিয়া পূজা করিয়া প্রণাম করিবে, যথা—ওঁ জন্তাসুর মহাবীর সর্ব্বশান্তি-ফলপ্রদ। রক্ষস্ব মম বালং ত্বং পূজাং গৃহ্ণ যথাসুখম্॥ তৎপরে সামান্যার্ঘ্য হইতে মাতৃকান্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া ঘটস্থাপনমন্ত্রে ঘটস্থাপন করিয়া "গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা করাঙ্গন্যাস সমাপনান্তে গণেশকে ধ্যান করিয়া "ওঁ গণেশ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া আবাহন-

পূর্ব্বক পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। তৎপরে গণেশকে প্রণাম করিবে "ওঁ সর্ব্ব-বিঘ্নহরোঽসি ত্বমেকদন্তো গজাননঃ। ষষ্ঠীগেহেঽর্চ্চিতঃ প্রীত্যা শিশুং দীর্ঘায়ুষং কুরু॥ লম্বোদর মহাভাগ সর্ব্বোপদ্রবনাশন। ত্বৎপ্রসাদাদ-বিঘ্নেন চিরং জীবতু বালকঃ॥" বলিয়া গণেশকে প্রণাম করিবে। অনন্তর ষষ্ঠীপূজা করিবে। প্রথমে যাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, যীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা করাঙ্গন্যাস করিয়া ষষ্ঠীদেবীর ধ্যান করিবে। যথা—"ওঁ দ্বিভুজাং হেম-গৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাম্। বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্রনিভাননাম্। পট্টবস্ত্র-পরীধানাং পীনোন্নতপয়োধরাম্। অঙ্কার্পিতসুতাং ষষ্ঠীমম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ" বলিয়া ধ্যান করিয়া মানসোপচার দ্বারা পূজা সমাপন করিয়া পীঠ দেবতার পূজা করিবে। যথা—আধারশক্ত্যাদিকে আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে, পরে জয়াদিগকে আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে। যথা—'ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ' বলিয়া গন্ধ ও পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। এই প্রকার 'ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ' ওঁ অজিতায়ৈ নমঃ' 'ওঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ, ওঁ কাল্যৈ নমঃ, ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ, 'ওঁ মঙ্গলায়ৈ নমঃ, 'ওঁ সিদ্ধায়ৈ নমঃ মধ্যে 'ওঁ লোহিতায়ৈ নমঃ', 'ওঁ মৃষোণায়ৈ নমঃ'। অনন্তর পূর্ব্ববৎ ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে। আবাহন মন্ত্র, যথা—ওঁ আয়াহি বরদে দেবি মহাষষ্ঠীতি বিশ্রুতে। শক্তিরূপেণ মে পুত্রং রক্ষ জাগরবাসরে॥ ষষ্ঠীদেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি বলিয়া আবাহনপূর্ব্বক "ওঁ ষষ্ঠ্যৈ নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর ওঁ গৌর্য্যাঃ পুত্রো যথা স্কন্দঃ শিশুঃ সংরক্ষিতস্ত্বয়া। তথা মমাপ্যয়ং বালো রক্ষ্যতাং ষষ্ঠি তে নমঃ॥ এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া স্তবপাঠ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। যথা—ওঁ জগন্মাতর্জগদ্ধাত্রী (জয় দেবি জগন্মাতঃ,) জগদানন্দকারিণি। প্রসীদ মম দেবেশি ষষ্ঠীদেবি নমোঽস্তু তে॥ ওঁ শক্তিস্ত্বং সর্ব্বদেবানাং লোকানাং হিতকারিণি। ত্বমিমং রক্ষ মে বালং মহাষষ্ঠি নমোঽস্তু তে॥ ওঁ ভূতদৈত্যপিশাচেষু ডাকিনীযোগিনীষু চ। মাতেব রক্ষ মে পুত্রং শ্বাপদে পন্নগেষু চ। ষষ্ঠীদেবি মহাভাগে ভক্তানামভয়প্রদে। বরদে ত্বৎপ্রসাদেন চিরং জীবতু বালকঃ। অস্মিংস্তু সূতিকাগারে দেবীভিঃ পরিবারিতে। রক্ষাং কুরু মহাভাগে সর্ব্বোপদ্রবনাশিনী॥ ওঁ আয়ুর্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি

দেহি মে ।। পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে ।। অতঃপর "ওঁ ত্রিশরণায়ৈ নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে । এই প্রকার বৃদ্ধমাতা, গৌরী, চকটপূতনা, পূজিতহারিণী, গোময় পুত্তলিকায় জাতহারিণী, ইঁহাদিগকে পূজা করিবে । অনন্তর জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা, স্বধা, ইঁহাদিগের পূজা করিবে । তৎপরে গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা ও কুলদেবতাকে পূজা করিবে । প্রত্যেকের পৃথক্ পূজায় অক্ষম হইলে "ওঁ গৌর্য্যাদি-ষোড়শমাতৃকাভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে । তৎপরে ওঁ জন্মদায়ৈ নমঃ বলিয়া জন্মদার পূজান্তে প্রণাম করিবে, মন্ত্র যথা—ওঁ যা জন্মদেতি বিখ্যাতা শুভদা ভুবি পূজিতা । করোতু সর্ব্বদা রক্ষাং বালস্য সূতিকাগৃহে ।। অনন্তর মার্কণ্ডেয়কে ধ্যান করিয়া পূজা করিবে । পুষ্পাঞ্জলি দিবার মন্ত্র—ওঁ মার্কণ্ডেয় মহাবাহো প্রার্থয়েঽহং কৃতাঞ্জলিঃ । চিরজীবী যথা ত্বং ভোস্তথা ভবতু মে সুতঃ ।। অনন্তর সপ্ত চিরজীবিগণের পূজা করিবে । (অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনূমান, বিভীষণ, কৃপ, পরশুরাম—এই সপ্ত চিরজীবী) । অতঃপর "ওঁ নারদাদিভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে, এই প্রকার গঙ্গায়ৈ নমঃ, দুর্গায়ৈ নমঃ, মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ, সরস্বত্যৈ নমঃ, অশ্বিন্যাদিনক্ষত্রেভ্যো নমঃ, বিষ্কুম্ভাদিযোগেভ্যো নমঃ, ববাদিকরণেভ্যো নমঃ, প্রতিপদাদি-তিথিভ্যো নমঃ, সূর্য্যাদিবারেভ্যো নমঃ, বলিয়া ইহাদিগের পূজা করিবে । অনন্তর স্কন্দকে আবাহনপূর্ব্বক পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া "ওঁ কার্ত্তিকেয় মহাবাহো (মহাভাগ) গৌরীহৃদয়নন্দন । বালং মে রক্ষ ভীতিভ্যঃ ষড়ানন নমোঽস্তু তে" বলিবে । অনন্তর শিবায়ৈ নমঃ, সম্ভূত্যৈ নমঃ, কীর্ত্ত্যৈ নমঃ, সন্তত্যৈ নমঃ, অনসূয়ায়ৈ নমঃ, ক্ষমায়ৈ নমঃ, এইরূপে পূজা করিবে, অথবা ওঁ ষট্কৃত্তিকাভ্যো নমঃ বলিয়া পূজা করিবে ।

তৎপরে মন্থানদণ্ডের পূজা করিবে । প্রণাম মন্ত্র—ওঁ মন্থান মন্দোরোঽসি ত্বং মথিতঃ সাগরস্ত্বয়া । তথা মমাপি পুত্রস্য মথ বিঘ্নং নমোঽস্তু তে ॥ তৎপরে বাসুদেবকে পাদ্যাদিদ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিবে, যথা—ওঁ বাসুদেব নমস্তে তু শঙ্খচক্রগদাধর । কুমারং রক্ষ ভীতিভ্যঃ শান্তিং কুরু নমোঽস্তু তে ॥ ত্রৈলোক্য-

পূজিত শ্রীমন্ দৈত্যচক্রবিমর্দ্দন। শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণ নমোঽস্তু তে। অনন্তর পুনর্ব্বার মাষভক্তবলি দিবে। মন্ত্র—ওঁ বলিং গৃহ্ণন্তু মে দেবা আদিত্যা বসবস্তথা। মরুতশ্চাশ্বিনৌ দেবাঃ সুপর্ণাঃ পন্নগা গ্রহাঃ॥ অসুরা যাতুধানাশ্চ রণস্থা দেবতাশ্চ যাঃ। দিবিষ্ঠা লোকপালাশ্চ যে চ বিঘ্নবিনায়কাঃ। সর্ব্বতঃ স্বস্তি কুর্ব্বন্তু দিব্যা মহর্ষয়স্তথা। সুতং কুর্ব্বন্তু মে রক্ষাং শান্তিং পুষ্টিং ধৃতিস্তথা॥ এষ মাষভক্তবলিঃ সর্ব্বেভ্যো নমঃ, বলিয়া মাষভক্তবলি প্রদান করিবে। পরে—ওঁ যে রৌদ্রা রৌদ্রকর্ম্মাণো রৌদ্রস্থাননিবাসিনঃ। সৌম্যাশ্চৈব তু যে কেচিৎ সৌম্য-স্থাননিবাসিনঃ। মাতরো রৌদ্ররূপাশ্চ গণানামধিপাশ্চ যে। বিঘ্নভূতাস্তথা চান্যে দিগ্বিদিক্ষু সমাশ্রিতাঃ। সর্ব্বে তে প্রীতমনসঃ প্রতিগৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্। সিদ্ধিং দিশন্তু মে পুত্রং ভয়েভ্যঃ পান্তু মে সদা॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতেভ্যো নমঃ। এই বলিয়া মাষভক্তবলি প্রদান করিবে। পরে বালককে বস্ত্রাবৃত ব্যজনের উপর রাখিয়া ষষ্ঠীর পদে সমর্পণ করিবে। মন্ত্র—ওঁ দেবানাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ ভক্তানাং ভক্তবৎ-সলে। মাতেব রক্ষ মে পুত্রং মহাষষ্ঠি নমোঽস্তু তে॥ জননী সর্ব্বভূতানাং বালানাঞ্চ বিশেষতঃ। নারায়ণীস্বরূপেণ সুতং মে রক্ষ সর্ব্বতঃ॥ জগদাদ্যে জগন্মাতর্জগদানন্দকারিণি। সমর্পিতো ময়া দেবি পাদয়োস্তব মে সুতঃ। নিজ-পুত্রবদেনং ত্বং কুরু দীর্ঘায়ুষং সদা। অয়ং মম কুলোৎপন্নো রক্ষার্থং পাদয়োস্তব। নীতো মহামহাভাগে চিরং জীবতু বালকঃ॥ এই বলিয়া পরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ মাহেশ্বরি শিবে নিত্যং শিবদে শিবনায়িকে। সুতং মে রক্ষ পদ্মাক্ষি শিবো ভবতু মে সুতঃ॥ অনন্তর সাদা সরিষা ছড়াইয়া "ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা বিঘ্নকারকাঃ॥ বিনায়কা বিঘ্নকরা মহোগ্রা যজ্ঞদ্বিষো যে পিশিতাশনা-শ্চ। সিদ্ধার্থকৈর্ব্বজ্র-সমানকল্পৈর্ময়া নিরস্তা বিদিশঃ প্রয়ান্তু।" এই মন্ত্র বলিয়া শিশুকে রক্ষা করিবে। তৎপরে দক্ষিণান্ত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাপন করিবে। অনন্তর ধনুঃকাণ্ড গৃহে রাখিয়া আচারবশতঃ বকুলপত্র দ্বারা হোম করিবে। তৎপরে বিষ্ণুর দ্বাদশ নাম কুঙ্কুম বা হরিদ্রাদ্বারা বস্ত্রে লিখিয়া বালক ও প্রসূতির শিরোদেশে রাখিবে। বিষ্ণুর

দ্বাদশ নাম, যথা—কেশব, অচ্যুত, গোবিন্দ, পদ্মনাভ ত্রিবিক্রম, বাসুদেব, হৃষীকেশ, পুণ্ডরীকাক্ষ, বামন, নরসিংহ, হয়গ্রীব ও নারায়ণ, এই কয়টী নাম হরিদ্রা বা কুঙ্কুম দ্বারা বস্ত্রে লিখিবে। এই দিনে ১২শ জন ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া মিষ্টান্নাদি দান করিতে হয়। সূতিকাগৃহে ছাগ, ছাগের খোঁটা, অস্ত্র, অগ্নি, জল, দোয়াত, কলম, প্রদীপ, লৌহ, ঘুনসি, আতমরা ফল ও তালপত্র প্রভৃতি রাখিতে হয়। নিজে পূজা না করিয়া পুরোহিত দ্বারা পূজা করাইলে পুরোহিতকে বস্ত্র দিতে হয়।

গ্রহ-বৈগুণ্যে দানদ্রব্য

যে সকল গ্রহ গোচরে অষ্টবর্গে দশাতে বা অন্তর্দ্দশাদিতে অশুভ হয়, তাহারা দানাদি দ্বারা শুভ হয়। অতএব দানবিধি নিম্নে দেওয়া হইল, যথা—

রবির দান

মাণিক্য (অভাবে মূল্য অন্ততঃ ১৲ টাকা), গোধূম, সবৎসধেনু, কুসুম্ভ-রঞ্জিতবস্ত্র, গুড়, স্বর্ণ, তাম্র, রক্তচন্দন, রক্তপদ্ম, সবস্ত্রভোজ্য এবং দক্ষিণার সহিত মন্ত্রদ্বারা দান করিবে।

চন্দ্রের দান

রজতপাত্রে তণ্ডুল, কর্পূর, মুক্তা, শুক্লবস্ত্র, রৌপ্য, যুগোপযুক্ত বৃষ (অভাবে মূল্য ৫ কাহন কড়ি বা ১।০ টাকা), ঘৃতপূর্ণ কুম্ভ, সবস্ত্রভোজ্য ও দক্ষিণার সহিত মন্ত্রদ্বারা দান করিবে।

মঙ্গলের দান

প্রবাল, গোধূম, মসূরকলাই, অরুণবর্ণ বৃষ (অভাবে মূল্য ৫ কাহন কড়ি বা ১।০ টাকা), গুড়, স্বর্ণ, রক্তবস্ত্র, করবীর পুষ্প, তাম্র, সবস্ত্রভোজ্য ও দক্ষিণার সহিত মন্ত্রদ্বারা দান করিবে।

বুধের দান

নীলবস্ত্র, স্বর্ণ, কাঁসা, মুগকলাই, ঘৃত, গৌরবর্ণ পুষ্প, দ্রাক্ষা, হস্তিদন্ত, সবস্ত্র-ভোজ্য ও দক্ষিণার সহিত মন্ত্রদ্বারা দান করিবে।

বৃহস্পতির দান

চিনি, দারুহরিদ্রা, ঘোড়া (অভাবে মূল্য ২৫ কাহন কড়ি বা ৬।০ টাকা), পীতধান্য, পীতবস্ত্র, পুষ্পরাগমণি (অভাবে মূল্য অন্ততঃ ১৲ টাকা), লবণ, স্বর্ণ সবস্ত্রভোজ্য ও দক্ষিণার সহিত মন্ত্রদ্বারা দান করিবে।

শুক্রের দান

বিচিত্রবস্ত্র, শ্বেতাশ্ব, ধেনু, বজ্র (হীরক, অভাবে মূল্য অন্ততঃ ১৲ টাকা), রৌপ্য, স্বর্ণ, উত্তম তণ্ডুল, ঘৃত, সুগন্ধযুক্তদ্রব্য, সবস্ত্রভোজ্য ও দক্ষিণার সহিত মন্ত্রদ্বারা দান করিবে !

শনির দান

মাষকলাই, তৈল, নীলকান্তমণি, (অভাবে মূল্য অন্ততঃ ১৲ টাকা), কৃষ্ণতিল, কুলত্থকলাই, মহিষ (অভাবে মূল্য ৮ কাহন কড়ি বা ২৲ টাকা), লৌহ সবস্ত্র-ভোজ্য ও দক্ষিণার সহিত মন্ত্রদ্বারা দান করিবে।

রাহুর দান

গোমেদ-রত্ন (অভাবে মূল্য অন্ততঃ ১৲ টাকা), ঘোড়া, নীলবস্ত্র, কম্বল, কৃষ্ণতিল, লৌহপাত্রে কৃষ্ণতিলের তৈল, সবস্ত্রভোজ্য ও দক্ষিণার সহিত মন্ত্রদ্বারা দান করিবে।

কেতুর দান

বৈদূর্য্যমণি (অভাবে মূল্য অন্ততঃ ১৲ টাকা), তিল, তিলতৈল, কম্বল, মৃগমদ, খড়্গ, সবস্ত্রভোজ্য ও দক্ষিণার সহিত মন্ত্রদ্বারা দান করিবে।

সকল দানই স্ব স্ব মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বস্ত্র সহিত উৎসর্গ করিয়া দান করিতে হয়। গ্রহসম্বন্ধীয় দান ও দক্ষিণা সকলই গ্রহবিপ্রকে দিতে হয়, অন্যথা নিষ্ফল হইবে। যদি অন্য কোন ব্রাহ্মণ জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ কিংবা লোভবশতঃ গ্রহণ করে, তবে সেই ব্রাহ্মণের ইহলোকে দারিদ্র্য ও মৃত্যুর পর চাণ্ডালযোনিতে জন্ম হয়।

নবগ্রহের মন্ত্রাদি

রবির

মন্ত্র—ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায়। জপসংখ্যা ৬০০০। দেবতা মাতঙ্গী। অধিদেবতা শিব। প্রত্যধিদেবতা বহ্নি। কাশ্যপগোত্র, ক্ষত্রিয়, কালিঙ্গ, দ্বাদশাঙ্গুল, দ্বিভুজ, মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, বর্ত্তুলাকৃতি রক্তবর্ণ, তাম্রমূর্ত্তি, পুষ্পাদি রক্তবর্ণ, ধূপ গুগ্‌গুলু, বলি গুড়মিশ্রিত অন্ন, সমিধ আকন্দ, দক্ষিণা ধেনুমূল্য ৮০। অবতার রামচন্দ্র, বাহন সপ্তাশ্ব।

চন্দ্রের

মন্ত্র—ওঁ ঐং ক্লীং সোমায়। জপসংখ্যা ১৫০০০। দেবতা কমলা। অধিদেবতা উমা। প্রত্যধিদেবতা জল। অত্রিগোত্র, বৈশ্য, সামুদ্র, দ্বিভুজ, হস্তপ্রমাণ, অগ্নিকোণে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, শ্বেতবর্ণ, পুষ্পাদি শ্বেতবর্ণ, স্ফাটিকমূর্ত্তি, ধূপ সরলকাষ্ঠ, বলি ঘৃতমিশ্রিত পায়স, সমিধ পলাশ, দক্ষিণা শঙ্খ। অবতার শ্রীকৃষ্ণ, শ্বেতপদ্মস্থ।

মঙ্গলের

মন্ত্র—ওঁ হূং শ্রীং মঙ্গলায়। জপসংখ্যা ৮০০০। দেবতা বগলামুখী। অধিদেবতা স্কন্দ। প্রত্যধিদেবতা ক্ষিতি। ভরদ্বাজগোত্র, ক্ষত্রিয়, আবন্ত্য, চতুর্ভুজ, চতুরঙ্গুল, দক্ষিণে লোহিতবর্ণ ত্রিকোণাকৃতি, পুষ্পাদি রক্তবর্ণ, রক্তচন্দনের মূর্ত্তি, চন্দন কুঙ্কুমানুলেপন, ধূপ দেবদারু, বলি সংযাবক (খিচুড়ি), সমিধ খদির, দক্ষিণা বৃষমূল্য ১।০। অবতার নৃসিংহ, বাহন মেষ।

বুধের

মন্ত্র—ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধায়। জপসংখ্যা ১৭০০০। দেবতা ত্রিপুরাসুন্দরী, অধিদেবতা নারায়ণ। প্রত্যধিদেবতা বিষ্ণু। অত্রিগোত্র, বৈশ্য, চতুর্ভুজ, দ্ব্যঙ্গুল, মাগধ, স্বর্ণমূর্ত্তি, ঈশানে পীতবর্ণ ধনুরাকৃতি, চন্দন সরলকাষ্ঠ, পুষ্পাদি পীতবর্ণ, ধূপ সঘৃত দেবদারুকাষ্ঠ, বলি দুগ্ধমিশ্রিত অন্ন, সমিধ অপামার্গ, দক্ষিণা স্বর্ণখণ্ড। অবতার বুদ্ধদেব, বাহন সিংহ।

বৃহস্পতির

মন্ত্র—ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং বৃহস্পতয়ে। জপসংখ্যা ১৯০০০। দেবতা তারা।

অধিদেবতা ব্রহ্মা। প্রত্যধিদেবতা ইন্দ্র। আঙ্গিরসগোত্র, সৈন্ধব, চতুর্ভুজ, দ্বিজ, ষড়ঙ্গুল, উত্তরে পীতবর্ণ পদ্মাকৃতি, স্বর্ণমূর্ত্তি, পুষ্পাদি পীতবর্ণ, চন্দন—গন্ধক কর্পূর অগুরু চন্দন, ধূপ দশাঙ্গ, বলি দধিমিশ্রিত অন্ন, সমিধ অশ্বত্থ, দক্ষিণা পীতবস্ত্রযুগ্ম। অবতার বামন, সরোজস্থ।

শুক্রের

মন্ত্র—ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায়। জপসংখ্যা ২১০০০। দেবতা ভুবনেশ্বরী। অধিদেবতা ইন্দ্র। প্রত্যধিদেবতা শচী। ভার্গবগোত্র, বিপ্র, চতুর্ভুজ ভোজকট, নাবাঙ্গুল, পূর্ব্বে শ্বেতবর্ণ চতুষ্কোণাকৃতি, রাজতমূর্ত্তি, পুষ্পাদি শ্বেতবর্ণ, ধূপ গুগ্‌গুলু, বলি ঘৃতমিশ্রিত অন্ন, সমিধ ঔডুম্বর, দক্ষিণা অশ্বমূল্য ৬।০। অবতার পরশুরাম, পদ্মস্থ।

শনির

মন্ত্র—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায়। জপসংখ্যা ১০০০০। দেবতা দক্ষিণাকালী। অধিদেবতা যম। প্রত্যধিদেবতা প্রজাপতি। কাশ্যপগোত্র, শূদ্র, সৌরাষ্ট্র, চতুর্ভুজ, চতুরঙ্গুল, পশ্চিমে কৃষ্ণবর্ণ সর্পাকৃতি, লৌহমূর্ত্তি, চন্দন কস্তুরী অনুলেপন, পুষ্পাদি কৃষ্ণবর্ণ, ধূপ কৃষ্ণাগুরু, বলি কৃষর (ভাজা তিলতণ্ডুল চূর্ণ), সমিধ শমী (শাঁই), দক্ষিণা কৃষ্ণা গাভীমূল্য ৫০। অবতার কূর্ম্ম, বাহন শকুনি।

রাহুর

মন্ত্র—ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে। জপসংখ্যা ১২০০০। দেবতা ছিন্নমস্তা, অধিদেবতা কাল। প্রত্যধিদেবতা সর্প। পৈঠীনসি গোত্র, শূদ্র, মলয়জ, চতুর্ভুজ, দ্বাদশাঙ্গুল, নৈঋর্তে কৃষ্ণবর্ণ মকরাকৃতি, সীসকমূর্ত্তি, শ্বেতচন্দন, পুষ্পাদি কৃষ্ণবর্ণ, ধূপ দারুচিনি, বলি ছাগমাংস, সমিধ দূর্ব্বা, দক্ষিণা লৌহ। অবতার বরাহ, বাহন সিংহ।

কেতুর

মন্ত্র—ওঁ হ্রীং ঐং কেতবে। জপসংখ্যা ১২০০০। দেবতা ধূমাবতী। অধিদেবতা চিত্রগুপ্ত। প্রত্যধিদেবতা ব্রহ্মা। জৈমিনিগোত্র, শূদ্র, কৌশদ্বীপী, দ্বিভুজ, ষড়ঙ্গুল, কাংস্যমূর্ত্তি, বায়ুকোণে ধূম্রবর্ণ খড়্গাকৃতি, পুষ্পাদি ধূম্রবর্ণ, চন্দন পদ্মকাষ্ঠ,

ধূপ মধুমিশ্রিত দারুচিনি, বলি চিত্রৌদন (ছাগীদুগ্ধ দ্বারা সিদ্ধ যব, শালিতণ্ডুল ও তিলতণ্ডুল ছাগকর্ণরক্তমিশ্রিত), সমিধ কুশ, দক্ষিণা ছাগমূল্য। অবতার মৎস্য।

গ্রহবৈগুণ্যে ধারণীয় রত্ন

সূর্য্যাদি গ্রহগণ বিরুদ্ধ হইলে নিম্নোক্ত রত্ন সকল ব্রাহ্মণ দ্বারা শোধন করাইয়া ধারণ করিলে গ্রহগণ কোপ পরিত্যাগ করিয়া তুষ্ট হন। সূর্য্যের মাণিক্য (চুণী), চন্দ্রের বৈদূর্য্যমণি (বিড়ালাক্ষি), মঙ্গলের প্রবাল, বুধের পদ্মরাগ (পোখ রাজ), বৃহস্পতির মুক্তা, শুক্রের হীরক, শনির ইন্দ্রনীল, রাহুর গোমেদ এবং কেতুর মরকত (পান্না)। মানব দেহে এই সকল রত্নধৃত হইলে দেহের অনেক ব্যাধি নষ্ট হয়। পাঠান্তরে সূর্য্যের বৈদূর্য্যমণি, চন্দ্রের নীলকান্ত।

গ্রহবিরুদ্ধে গ্রহদান, গ্রহরত্নদান ও ধারণ, গ্রহস্নান, নবগ্রহকবচধারণ, গ্রহযাগ, গ্রহপূজা, গ্রহহোম, গ্রহৌষধি, নবগ্রহিকা ইত্যাদি গ্রহশান্তি দ্বারা গ্রহগণ প্রসন্নতা লাভ করেন।

গ্রহবৈগুণ্যে ধারণীয় ধাতুদ্রব্য

সূর্য্যের তাম্র, চন্দ্রের শঙ্খ, মঙ্গলের প্রবাল, বুধের স্বর্ণ, বৃহস্পতির মুক্তা, শুক্রের মণি (হীরক), শনির সীসক, রাহুর লৌহ, কেতুর রাজপট্ট (রাখিয়াটা)।

গ্রহবৈগুণ্যে ধারণীয় ওষধি

সূর্য্য বিরুদ্ধ হইলে বিল্বমূল, চন্দ্রে ক্ষীরাইমূল, মঙ্গলে অনন্তমূল, বুধে বৃদ্ধদারকের মূল, বৃহস্পতিতে ব্রহ্মযষ্টির মূল, শুক্রে সিংহপুচ্ছের (রামবাসকের) মূল, শনিতে বেড়ালামূল, রাহুতে চন্দন, কেতুতে অশ্বগন্ধামূল ধারণীয়।

গ্রহবৈগুণ্যে স্নানদ্রব্য

শ্বেতসর্ষপ, লোধ্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুথা, ধনে, বেণামূল, প্রিয়ঙ্গু, বচ ও জটামাংসী এই সকল দ্রব্যমিশ্রিত জলদ্বারা স্নান করিলে বিরুদ্ধ গ্রহগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

পঞ্চগব্য পরিমাণ

গোময়ের দ্বিগুণ গোমূত্র, চতুর্গুণ ঘৃত, দধি এবং দুগ্ধ অষ্টগুণ করিবে। মতান্তরে সমানভাগে দিবার ব্যবস্থাও আছে।

সামবেদীয় পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র

গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ করিয়া দিবে। গোময়—ওঁ গাবশ্চিদ্‌ঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ। দুগ্ধ—ওঁ গব্যো যু ণো যথা পুরা-শ্বয়োত রথয়া। বরিবস্যা মহোনাম্‌। দধি—ওঁ দধিক্রাব্‌ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরৎ প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ। ঘৃত—ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামধিশ্রিয়োর্ব্বী, পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা, বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা। কুশোদক—ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং, পূষ্ণো হস্তাভ্যাং গৃহ্ণামি। পরে গায়ত্রী পাঠ দ্বারা সমস্ত একত্র মিশাইবে।

যজুর্ব্বেদীয় পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র

গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ। গোময়—ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্‌। দুগ্ধ—ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যম্‌। ভবা বাজস্য সংগথে। দধি—ওঁ দধিক্রাব্‌ণো ইত্যাদি। ঘৃত—ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধাম নামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি। কুশোদক—ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনো-র্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে। পরে গায়ত্রী পাঠ দ্বারা সমস্ত একত্র মিশাইবে। ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের কার্য্যে যজুর্ব্বেদের মন্ত্র পাঠ করিবে।

ঋগ্বেদীয় পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র

গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ। গোময়—ওঁ গাবশ্চিদ্‌ঘা ইত্যাদি। দুগ্ধ—ওঁ আপো অদ্যান্বচারিষং, রসেন সমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আ গহি, তং মা সংসৃজ বর্চ্চসা। দধি—ওঁ উদ্বধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ, সমগ্নিমিন্ধ্বং বহবঃ সনীড়াঃ। দধিক্রামগ্নিমুষসঞ্চ দেবীমিন্দ্রাবতোঽবসে নি হ্বয়ে বঃ। ঘৃত—ওঁ অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা, ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং মে আসন্‌। অর্কস্ত্রিধাতু রজসো বিমানোঽজস্রো ঘর্ম্মো হবিরস্মি নাম॥ কুশোদক—ওঁ যোগে যোগে তবস্তরং, বাজে বাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে। গায়ত্রী পাঠ দ্বারা সমস্ত একত্র মিশাইবে।

ব্রতমালা

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত

[পূজা পদ্ধতি সহ]

তত্রাদৌ পূর্ব্বাহ্নকালে স্বস্তি বাচয়িত্বা সূর্য্যঃ সোম ইতি পঠিত্বা সঙ্কল্পং কূর্য্যাৎ। বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য ভাদ্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে অষ্টম্যাং তিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বকশ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো গণেশাদিনানাদেবতা-পূজাপূর্ব্বক-শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতমহং করিষ্যে। পরার্থে করিষ্যামীতি বিশেষঃ। ততঃ সঙ্কল্পসূক্তং পঠেৎ। ততঃ অর্দ্ধরাত্রে পূজামণ্ডপং গত্বা আসনোপবিষ্টঃ সন্ সামান্যার্ঘ্যং জলশুদ্ধিং আসনশুদ্ধিঞ্চ কূর্য্যাৎ। ততো ভূতশুদ্ধ্যাদিকং কৃত্বা গণেশাদিদেবান্ সংপূজ্য। শ্রীকৃষ্ণং ধ্যায়েৎ। যথা—অতসীকুসুমপ্রখ্যং কৃষ্ণং কমললোচনং। শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যং ধৃতবাসং মনোহরং॥ পীতবস্ত্রপরীধানং বন-মালাবিরাজিতম্। শ্রীবৎসকৌস্তুভোরস্কং সর্ব্বাভরণভূষিতম্॥ নির্গুণং নিখিলাধারং জগদ্বীজং সনাতনম্। সুনন্দাদ্যৈঃ পরিবৃতং বন্দে কৃষ্ণং জগৎপতিম্॥ ইতি ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সম্পূজ্য বিশেষার্ঘ্যং কূর্য্যাৎ। ততঃ শ্রীকৃষ্ণং ষোড়শপচারৈঃ সংপূজ্য আবরণ-দেবতাপূজাং কূর্য্যাৎ। যথা—সুনন্দানন্দোপনন্দপ্রভৃতীন্ পার্ষদান্ সংপূজ্য বসুদেবদেবক্যক্রূরোদ্ধবাদিযাদবাংশ্চ ষষ্ঠীমার্কণ্ডেয়ৌ চ সমভ্যর্চ্চ্য নন্দং যশোদাং রোহিণীং বলদেবং শ্রীদামাদীংশ্চ গোপবালকান্ পূজয়েৎ। ততো দুর্গাং শিবং যমুনাং গঙ্গাং চ সংপূজ্য কথাং শৃণুয়াৎ।

অথ ব্রতকথা।—একদা শ্রীকুলাচার্য্যং বশিষ্ঠং মুনিসত্তমম্। রাজা দিলীপঃ পপ্রচ্ছ বিনয়াবনতঃ সুধীঃ॥ দিলীপ উবাচ॥ ভাদ্রে মাস্যসিতে পক্ষে যস্যাং জাতো জনার্দ্দনঃ। তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে। কথং বা ভগবান্ জাতঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ। দেবকীজঠরে জন্ম কিং কর্ত্তুং কেন হেতুনা॥ বশিষ্ঠ উবাচ। শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যস্মাজ্জাতো জনার্দ্দনঃ। পৃথিব্যাং

ত্রিদিবং ত্যক্ত্বা ভবতে কথয়াম্যহম্ ॥ পুরা বসুন্ধরা হ্যাসীৎ কংসাবাধনতৎপরা। স্বাধিকারপ্রমত্তেন কংসদূতেন তাড়িতা ॥ ক্রন্দিতা লজ্জিতা সাপি যযৌ ঘূর্ণিত-লোচনা। যত্র তিষ্ঠতি দেবেশ উমাকান্তো বৃষধ্বজঃ। কংসেন তাড়িতা দেব ইতি তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ। বাষ্পধারাং প্রবর্ষন্তীং বিবর্ণাং চাবমানিতাম্। ক্রন্দিতাং তাং সমালোক্য কোপেন স্ফুরিতাধরঃ। উময়া সহিতঃ সর্ব্বৈর্দ্দেববৃন্দৈরনু-দ্রুতঃ ॥ আজগাম মহাদেবো বিধাতুর্ভবনং রুষা। গত্বা চোবাচ ব্রহ্মাণং কংসধ্বংসনিমিত্তকম্ ॥ উপায়ঃ সৃজ্যতাং ব্রহ্মন্ ভবতা বিষ্ণুনা সহ। ঐশ্বরং তদ্বচঃ শ্রুত্বা গন্তুং প্রাক্রমদাত্মভূঃ। ক্ষীরোদে যত্র বৈকুণ্ঠঃ সুপ্তঃ স ভুজগোপরি ॥ হংসপৃষ্ঠে সমারুহ্য হরেরন্তিকমাযযৌ। তত্র গত্বা হরিং ধ্যাত্বা দেববৃন্দৈর্হরাদিভিঃ ॥ সংযুক্তঃ স্তৌতি তং বাগ্‌ভিরর্থ্যাভির্ব্বাগ্মিদাং বরং। নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে। জগৎপালনকর্ত্রে চ লক্ষ্মীকান্ত নমোঽস্তু তে। ইতি তেষাং স্তুতিং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ জনার্দ্দনঃ। সর্ব্বান্ ক্লিষ্টমুখান্ দৃষ্ট্বা ভবতামাগমঃ কথম্ ॥ ব্রহ্মোবাচ। শৃণু দেব জগন্নাথ যস্মাদস্মাকমাগমঃ। কথয়ামি সুরশ্রেষ্ঠ তদহং লোকতারণ। শূলপাণিবরোন্মত্তঃ কংসরাজো দুরাসদঃ ॥ বসুধা তাড়িতা তেন পদাঘাতেন মুষ্টিনা ॥ বরং দত্বা পুরাপ্যুগ্রো মায়য়া স প্রবঞ্চিতঃ। ভাগিনেয়ং বিনা রাজন্ শাস্তা ন ভবিতা তব ॥ তস্মাদ্‌গচ্ছ সুরশ্রেষ্ঠ কংসং হন্তুং দুরাসদম্। দেবকীজঠরে জন্ম লব্ধ্বা গত্বা চ গোকুলম্ ॥ ব্রহ্মণা প্রেরিতো দেবঃ প্রত্যুবাচ পশোঃ পতিম্। পার্ব্বতীং দেহি দেবেশ অম্বং স্থিত্বা গমিষ্যতি। উময়া রময়া সার্দ্ধং শঙ্খচক্রগদাধরঃ। উদিশ্য মথুরাঞ্চক্রে প্রয়াণং কংসনাশ-নম্ ॥ দেবকীজঠরে জন্ম লেভে তত্র গদাধরঃ। যশোদাকুক্ষিমধ্যস্থা শর্ব্বাণী মৃগলোচনা। নবমাসাংশ্চ বিশ্রম্য কুক্ষৌ নবদিনাধিকান্ ॥ ভদ্রে মাস্যসিতে পক্ষে অষ্টমীসংজ্ঞিতে তিথৌ। রোহিণীতারকাযুক্তা রজনী ঘনঘোরিতা ॥ ধূমযোনৌ তড়িদ্যুক্তে বারি বর্ষতি শোভনে। বৈষ্ণবীমায়য়া নিদ্রাং গতাঃ সর্ব্বে চ রক্ষকাঃ ॥ অত্রান্তরে নিশার্দ্ধে তু রোহিণীসংযুতে তিথৌ। তস্যাং জাতো জগন্নাথঃ কংসারির্ব্বসুদেবজঃ ॥ বৈরাটে নন্দপত্নী চ যশোদাঽজীজনৎ সুতাম্ ॥ পুত্রং চতুর্ভুজং শ্যামং শঙ্খাদ্যায়ুধসংযুতম্ ॥ পঙ্কজাক্ষং পদ্মনাভং প্রসন্নকমলে-

ক্ষণম্। রম্যং চতুর্ভুজং শান্তং শঙ্খচক্রগদাধরম্। তদা ক্রন্দিতুমারেভে দৃষ্ট্বা চানকদুন্দুভিঃ॥ কংসরাজভয়াৎ ত্রাহীত্যুবাচ দেবকী তদা। অভূদাকাশবাণী চ তত্রৈব সময়েঽপি চ। বৈরাটং গচ্ছ বিপ্রেন্দ্র যত্র নন্দো বিবর্দ্ধতে। সুতং দত্ত্বা যশোদায়ৈ সুতাং তস্যাঃ সমানয়॥ তাং দৃষ্ট্বা কংসরাজোঽপি সভয়ং চ হনিষ্যতি॥ তস্য বাক্যং সমাকর্ণ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠোঽতিদুঃখিতঃ। অঙ্কে কুমারমাদায় বৈরাটাভিমুখং যযৌ। যমুনা জলসম্পূর্ণা তৎপথে মধ্যবর্ত্তিনী। অতিস্রোতা মহাবীর্য্যা সুতীক্ষ্ণা ভয়কারিণী। তাং দৃষ্ট্বা তত্তটে স্থিত্বা কুমারমবলোকয়ন্। বসুদেবোঽতিদুঃখার্ত্তো বিলোলচেতনোঽভবৎ॥ কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি বিধিনাত্রাপি বঞ্চিতঃ। কথমদ্য গমিষ্যামি বৈরাটে নন্দমন্দিরম্॥ হরিণা তত্র সানন্দং মায়য়া বঞ্চিতঃ পিতা। ক্ষণমাত্রং তটে স্থিত্বা যমুনামবলোকয়ন্। তেন দৃষ্ট্বা ততঃ সাপি ক্ষীণা জানুবহাঽভবৎ। শিবারূপেণ গচ্ছন্তী দেবী তু যমুনাজলে। তাং দৃষ্ট্বা হৃষ্টচিত্তঃ সন্নবলম্ব্য সরিজ্জলে। মায়াং কৃত্বা জগন্নাথঃ পিতুরঙ্কাজ্জলেঽপতৎ। তং সুতং পতিতং দৃষ্ট্বা সূর্য্যজাজীবনে দ্বিজঃ। তদা ক্রন্দিতুমারেভে ভালে স বাহনং করম্। বিধিনা বৈরিণা হ্যত্র দুঃখিতোঽহং প্রবঞ্চিতঃ। ত্রাহি মাং জগতাং নাথ পুত্রং দেহি সুরোত্তম। জনকং ক্রন্দিতং দৃষ্ট্বা কংসারিঃ কৃপয়ান্বিতঃ। জলক্রীড়াং সমাচর্য্য পিতুরঙ্কেঽবসৎ পুনঃ। তদা তেন দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ গতবান্ নন্দমন্দিরম্। সুতং দত্ত্বা যশোদায়ৈ সুতাং তস্যাঃ সমানয়ৎ॥ সুতামঙ্কে কথমপি গৃহীত্বানকদুন্দুভিঃ। নিজাগারং স্বয়ং প্রাপ্য পুনঃ প্রত্যর্পিতা সুতা। দেবকী চ প্রসূতেতি বার্ত্তা প্রাপ্তা সুরারিণা। আনেতুং প্রেষিতো দূতঃ সুতং দুহিতরং তু বা। আগত্য কংসদূতোঽসৌ সুতাং নেতুং প্রচক্রমে। বলাদঙ্কাৎ সমাকৃষ্য দেবকীবসুদেবয়োঃ। কংসদূতো গৃহীত্বা তাং কংসায়াদর্শয়ৎ পুনঃ। তাং দৃষ্ট্বা কংসরাজোঽপি সভয়োঽভূদ্দুরাসদঃ॥ তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং। দৃষ্ট্বা কংসো বিহস্যন্তীং বিদ্যুৎস্ফুরিতলোচনাম্। আদিদেশাসুরশ্রেষ্ঠো বধং নীত্বা শিলোপরি। আজ্ঞাং লব্ধ্বাঽসুরাস্তস্য নিষ্পেষ্টুং তাং প্রবর্ত্তিতাঃ। বিদ্যুদ্রূপধরা গৌরী জগাম শঙ্করান্তিকম্। অন্তরীক্ষে ক্ষণং স্থিত্বা সুরারিং প্রাহ পার্ব্বতী॥ হন্তুং ত্বাং গোকুলে জাতঃ কেশবঃ সুরপালকঃ।

তত্র তিষ্ঠন্ জগন্নাথঃ কংসারিঃ সুরকৃত্যকৃৎ। ক্রীড়িত্বা বালভাবেন কংসধ্বংসমনা হি সঃ॥ প্রাপ্তমাত্রেণ তং কংসং জঘান জগদীশ্বরঃ। এতত্তে কথিতং রাজন্ বিষ্ণোর্জ্জন্মদিনব্রতম্। য ইদং কুরুতে ভক্ত্যা যা চ নারী হরেব্র্বতম্। প্রাপ্নোত্যৈশ্বর্য্যমতুলমিহ লোকে যথোচিতম্। অন্তকালে হরেঃ স্থানং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণে বশিষ্ঠদিলীপসংবাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতকথা সমাপ্তা।

সমাপনমন্ত্রঃ—ওঁ ভূতায় ভূতেশ্বরায় ভূতপতয়ে ভূতসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ পারণমন্ত্রঃ—ওঁ সর্ব্বায় সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্বপতয়ে সর্ব্বসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

শিবরাত্রি ব্রতকথা

(পূজাপদ্ধতি ১১৬ পৃষ্ঠা দেখ)

পুরা কৈলাসশিখরে সর্ব্বরত্নবিভূষিতে। দেবদানবগন্ধর্ব্ব-সিদ্ধচারণসেবিতে। অপ্সরোভিঃ পরিবৃতে নৃত্যন্তীভিরিতস্ততঃ। সর্ব্বর্ত্তুকুসুমাকীর্ণে সর্ব্বর্ত্তুফলশোভিতে॥ স্থিরচ্ছায়াদ্রুমাকীর্ণে সন্তানকবনাবৃতে। পারিজাতপ্রসূনোত্থ-গন্ধামোদিতদিঙ্মুখে। আকাশগঙ্গাসলিলতরঙ্গগণনাদিতে। ত্রৈগুণ্যললিতৈশ্চারুমরুদ্ভিরুপবীজিতে। ব্রহ্মর্ষিবদনোদ্ভূত-বেদধ্বনিনিনাদিতে। উবাস সুচিরং প্রীতো ভবো গিরিজয়া সহ। সুখোষিতা কদাচিত্তু দেবী পপ্রচ্ছ শঙ্করম্॥ দেব্যুবাচ। কর্ম্মণা কেন ভগবন্ ব্রতেন তপসাপি বা। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং হেতুস্ত্বং পরিতুষ্যসি॥ ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ শঙ্করোঽব্রবীৎ॥ শ্রীভগবানুবাচ। ফাল্গুনে কৃষ্ণপক্ষস্য যা তিথিঃ স্যাচ্চতুর্দ্দশী। তস্যাং যা তামসী রাত্রিঃ সোচ্যতে শিবরাত্রিকা। তত্রোপবাসং কুর্ব্বাণঃ প্রসাদয়তি মাং ধ্রুবম্। ন স্নানেন ন বস্ত্রেণ ন ধূপেন ন চার্চ্চয়া। তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্যথা তত্রোপবাসতঃ। ত্রয়োদশ্যাং কৃতাহ্নিকো ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ। নিরামিষং হবিষ্যং বা সকৃদ্ ভুঞ্জীত নান্যথা॥ মন্নাম সংস্মরন্ রাত্রৌ শয়িতঃ স্থণ্ডিলে কুশে। রাত্রিশেষে সমুত্থায় কুর্য্যাদাবশ্যকং ততঃ। সন্ধ্যামুপাস্য বিধিবদ্ বিল্বপত্রাণ্যুপার্জ্জয়েৎ॥ ততো নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা

সন্ধ্যাঞ্চোপাস্য পশ্চিমাম্। নদ্যাদৌ স্থণ্ডিলে বাপি লিঙ্গে বা স্থাবরে চরে॥ বিল্বপত্রৈর্বিমৃজ্যাথ লিঙ্গপীঠং প্রযত্নতঃ। একতঃ সর্ব্বপুষ্পং স্যাদ্ বিল্বপত্রং তথৈকতঃ॥ মণিমুক্তাপ্রবালৈশ্চ স্বর্ণপুষ্পাদিভিস্তথা॥ ন তথা জায়তে প্রীতি-র্বিল্বপত্রৈর্যথা মম। দুগ্ধেন প্রথমং স্নানং দধ্না চৈব দ্বিতীয়কম্। তৃতীয়ে চ তথাজ্যেন চতুর্থে মধুনা তথা। পঞ্চরাত্রবিধানেন মূলমন্ত্রেণ চৈব হি। পূজয়েন্মাং সদা ভক্ত্যা নৃত্যগীতাদিভিস্তথা॥ অপরেহ্যুস্ততো বিপ্রান্ মম ভক্তান্ শুচিব্রতান্। ভোজয়িত্বা তথাভ্যর্চ্য পারণং স্বয়মাচরেৎ॥ এবমেতদ্ব্রতং দেবি মম প্রীতিকরং পরম্। যজ্ঞদানতপাংস্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্। এতদ্ব্রতপ্রভাবেণ গাণপত্যম-বাপ্নুয়াৎ। সপ্তদ্বীপেশ্বরঃ পৃথ্ব্যাং জায়তে কামচারবান্॥ তিথেরস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং বাচ্যমানং ময়া শৃণু। অস্তি বারাণসী নাম পুরী সর্ব্বগুণৈর্যুতা॥ ব্যাধস্তত্রাব-সদ্ঘোরঃ সর্ব্বদা প্রাণিহিংসকঃ। খর্ব্বঃ কৃষ্ণবপুঃ ক্রূরঃ পিঙ্গাক্ষঃ পিঙ্গকেশরঃ। বাগুরাপাশশল্যাদি-প্রপূরিতগৃহান্তরঃ। স একদা বনং গত্বা হত্বা চ বিবিধান্ পশূন্। মাংসভারং বহন্ গেহং স্বকীয়ং গন্তুমুদ্যতঃ। সোঽসমর্থস্তু তং ভারং বোঢ়ুং শ্রান্তো বনান্তরে। বিশ্রামহেতোঃ সুষ্বাপ মূলে বৈ কস্যচিত্তরোঃ॥ অথাস্তমগমৎ সূর্য্যো নিশাভূৎ সুভয়প্রদা। তত উত্থায় সোঽপশ্যন্ন কিঞ্চিত্তিমিরাবৃতম্। হস্তামর্ষবশাত্তত্র বৃক্ষে শ্রীফলসংজ্ঞকে। লতাপাশৈর্ব্বহুবিধৈ-র্মাংসভারং ববন্ধ সঃ॥ তমেব বৃক্ষঞ্চোত্তস্থৌ মূলে শ্বাপদভীষিতঃ। শীতার্ত্তশ্চ ক্ষুধার্ত্তশ্চ কম্পান্বিতকলেবরঃ॥ জজাগর তদা রাত্রৌ প্লুতো নীহারবারিণা। দৈবযোগাচ্চ তন্মূলে লিঙ্গং তিষ্ঠতি মামকম্। শিবরাত্রিতিথিঃ সা চ নিরাহারশ্চ লুব্ধকঃ। অথ তদ্দেহসংসর্গী হিমপাতো মমোপরি। যত্নে তদা বরারোহে ভগ্নপত্রচ্যুতিঃ ক্ষণাৎ। তস্য তেনৈব ভাবেন মম তোষোমহানভূৎ। তিথিমাহাত্ম্যতো দেবি বিল্বপত্রস্য চেশ্বরি॥ ন স্নানং ন তথা পূজা ন নৈবেদ্যাদিসম্ভবঃ॥ তথাপি তিথিমাহাত্ম্যাৎ তত্র মেঽর্চ্চা মহাফলা॥ অথ প্রভাতে বিমলে গতোঽসৌ নিজমন্দিরম্। কদাচিদায়ুষঃ শেষে যমদূতস্তমভ্যগাৎ॥ বদ্ধুকামস্তু তং দূতং পাশেন বিবিধেন চ। পুরুষো বারয়ামাস মদীয়ো মন্নিয়োগতঃ। অথোভয়োর্ব্যাধহেতোঃ কলহঃ সুমহানভূৎ। তথাহতো মদীয়েন দূতেন যমদূতকঃ॥ যমং সমানয়ামাস মৎপুরদ্বারমুজ্জ্বলম্।

দৃষ্ট্বা চ নন্দিনং তত্র সর্ব্বামকথয়ৎ কথাং। ব্যাধস্ত চ কুককর্ম্মত্বং যাবজ্জীবং তমব্রবীৎ। তচ্ছ্রুত্বা তস্য সর্ব্বজ্ঞো বচনং নন্দিকেশ্বরঃ। ব্যাধস্ত তদ্দিনে কর্ম্ম শ্রাবয়ামাস তং যমম্। এবমেব ন সন্দেহো যাবজ্জীবং দুরাত্মবান্॥ পাপমেবাকরোদ্ব্যাধো ধর্ম্মরাজস্তথাপ্যসৌ। শিবরাত্রিপ্রভাবেণ নীতঃ সর্ব্বেশ-সন্নিধিম্। ততোঽসৌ বিস্ময়াবিষ্টো বন্দিত্বা নন্দিনং যমঃ। দূতান্বিতো যযৌ গেহং স্বকীয়ং শিবভাবতঃ। এবমস্য প্রভাবং হি ব্রতস্য বরবর্ণিনি। অবোচং তব ভাবেন কিমন্যৎ কথয়ামি তে॥ তচ্ছ্রুত্বা ভগবদ্বাক্যং বিস্মিতা হিমশৈলজা। প্রশশংস তদৈবৈতৎ শিবরাত্রিব্রতং সদা॥ বান্ধবেভ্যোঽপকথয়দ্ ব্রতমেতৎ পতিব্রতা। তৈশ্চাপি কথিতং পৃথ্ব্যাং প্রকাশমুপপাদিতম্॥ ভূতেশ্বরাদিহ পরোঽস্তি ন পূজনীয়ো, নৈবাশ্বমেধসদৃশঃ ক্রতুরস্তি লোকে। গঙ্গাসমং ত্রিভুবনে ন চ তীর্থমস্তি, নাস্ত্যব্রতং হি শিবরাত্রিসমং তথাস্তি॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তা শিবরাত্রিব্রতকথা সমাপ্তা॥

সত্যনারায়ণব্রত

সন্ধ্যাসময়ে সায়ংকৃত্য, আচমন ও স্বস্তিবাচন সমাপনান্তে সঙ্কল্প করিবে, যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্ব্বাপচ্ছান্তি-সৌভাগ্য-বর্দ্ধন-মনোগতাভীষ্টসিদ্ধিপূর্ব্বক-শ্রীসত্য-দেবপ্রসাদলাভার্থং স্কন্দপুরাণীয়-রেবাখণ্ডোক্ত-সত্যদেব-পূজন-তৎকথাশ্রবণমহং করিষ্যে।" পরে স্বশাখোক্তসঙ্কল্পসূক্তপাঠ, সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, অঙ্গন্যাস ও করন্যাস এবং গণেশাদি পঞ্চদেবতা পূজাদি করিয়া সত্যনারায়ণদেবের ধ্যান করিবে। যথা,—

"ওঁ ধ্যায়েৎ সত্যং গুণাতীতং, গুণত্রয়সমন্বিতম্। লোকনাথং ত্রিলোকেশং পীতাম্বরধরং হরিম্॥ ইন্দীবরদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্। নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শ্রীবৎসপদভূষিতম্। গোবিন্দং গোকুলানন্দং জগতঃ পিতরং গুরুম্॥"

এইরূপ ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা করিয়া গন্ধপুষ্প-যোগে পীঠার্চ্চনা করিবে, যথা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এবং প্রকৃত্যৈ, কূর্ম্মায়,

অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, কল্পবৃক্ষায়, রত্নদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, রত্নসিংহাসনায়।

পরে বিশেষার্ঘস্থাপন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যানান্তে পুষ্পটী পূজাধারে দিয়া—"শ্রীভগবৎসত্যনারায়ণ দেব ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ। ওঁ আগচ্ছ ভগবন্ দেব সর্ব্বকামফলপ্রদ। মৎপূজন-সুসিদ্ধার্থং সান্নিধ্যমিহ কল্পয়॥' এইরূপে আবাহন করত ষোড়শোপচারে (অশক্ত হইলে দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে) "ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবে॥ পরে নৈবেদ্য * (কাঁচাসিন্নি) নিবেদন করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

ওঁ সপাদং গোধূমচূর্ণং দুগ্ধরম্ভাদিশর্করম্। সঘৃতৈকীকৃতং সর্ব্বং নৈবেদ্যং গৃহ্যতাং প্রভো। এতদ্ গোধূমচূর্ণ-দুগ্ধরম্ভা-শর্করাদ্যেকীকৃত-নৈবেদ্যং ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ। †

পরে বামকরে গ্রাসমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক দক্ষিণকরের অঙ্গুষ্ঠ, কনিষ্ঠা ও অনামিকাযোগে—"প্রাণায় স্বাহা", তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে—"অপানায় স্বাহা", মধ্যমা, অনামা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে—"সমানায় স্বাহা", তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে—"উদানায় স্বাহা", অঙ্গুলি-পঞ্চকযোগে—"ব্যানায় স্বাহা" বলিতে হয়। তৎপরে পানার্থোদক, পুনরাচমনীয়, তাম্বূল ইত্যাদি দিয়া যথাশক্তি জপান্তে "গুহ্যাতিগুহ্য"ইত্যাদি মন্ত্রে জলনিক্ষেপপাত্রে কিঞ্চিৎ জল দিয়া জপসমর্পণ করিবে। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে মণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে হয়; যথা—"ওঁ যানি যানি চ পাপানি সর্ব্বকালকৃতানি চ। তানি তানি বিনশ্যন্তু প্রদক্ষিণং পদে পদে।"

পরে পুষ্পাঞ্জলি লইয়া স্তব পাঠ করিবে। যথা—ওঁ যন্ময়া ভক্তিযোগেন পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্। নিবেদিতঞ্চ নৈবেদ্যং তদ্গৃহাণানুকম্পয়া॥ ত্বদীয়ং বস্তু

---

* দুগ্ধ, গুড়, রম্ভা ইত্যাদির সহিত ময়দা বা তণ্ডুলচূর্ণ মিশাইয়া নৈবেদ্য দিবে। ইহার নাম কাঁচা শিন্নি।

† তণ্ডুলচূর্ণ হইলে "সপাদং গোধূমচূর্ণং" স্থলে "সপাদং শালি-তণ্ডুলচূর্ণং" এবং "এতদ্ গোধূমচূর্ণং" স্থলে "শালিতণ্ডুলচূর্ণং" বলিবে।

গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে। গৃহাণ সুমুখো ভূত্বা প্রসীদ পুরুষোত্তম ॥ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন। যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে ॥ অমোঘং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং দৈত্যসূদনম্। হৃষীকেশং জগন্নাথং বাগীশং বরদায়কম্। সগুণঞ্চ গুণাতীতং গোবিন্দং গরুড়ধ্বজম্। জনার্দ্দনং জনানন্দং জানকীজীবনং হরিম্। প্রণমামি সদা দেবং পরং ভক্ত্যা জগৎপতিম্। দুর্গমে বিষমে ঘোরে শত্রুভিঃ পরিপীড়িতে। নিস্তারয়তু সর্ব্বেষু তথানিষ্টভয়েষু চ। নামান্যেতানি সংকীর্ত্ত্য ঈপ্সিতং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ সত্যনারায়ণং দেবং বন্দেঽহং কামদং প্রভুম্। লীলয়া বিততং বিশ্বং যেন তস্মৈ নমো নমঃ ॥" পরে পুষ্পাদি হস্তে লইয়া কথা শ্রবণ করিতে হয়। অনন্তর আরতি করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ ও দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়, সিরণী বিতরণাদি করিয়া সভক্তিতে প্রসাদ লইতে হয়।

শঙ্করাচার্য্যের সত্যনারায়ণ ব্রত-কথা

প্রথমে বন্দিনু দেব গৌরীর তনয়। বিঘ্ন বিনাশন নাম ভকত-সদয় ॥ হর-গৌরী বন্দিনু বিরিঞ্চি নারায়ণ। ব্যাসদেব বাল্মীকাদি বন্দি মুনিগণ ॥ প্রণমিহ সত্যপীর নিয়ৎ হাশিল। যাঁহার কৃপায় হয় ভুবনে অখিল ॥ সরস্বতী বন্দি শিবা সারদা ভবানী। সত্যপীর-উপাখ্যান অপূর্ব্ব কাহিনী ॥ শুন হে সকল লোক হ'য়ে এক চিত। যার যে পাইবে বর, মনের বাঞ্ছিত ॥ দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক ছিল মথুরায়। না জানে সুখের লেশ. দুঃখে কাল যায় ॥ এক দিন সেই দ্বিজ ভ্রমিয়া নগর। কিছু না পাইয়া ভিক্ষা, হইল কাতর ॥ বসিয়া বৃক্ষের তলে কাঁদে হেঁট-মাথা। কহিতে লাগিল—হায় পরম দেবতা ॥ এত দুঃখ লিখেছিলে কপালে আমার। এমত দুঃখিত নাহি পৃথিবীতে আর ॥ কান্দিতে কান্দিতে দ্বিজ হইল অস্থির। দেখিয়া দয়ার্দ্র বড় হৈল সত্যপীর ॥ দরশন দিল সেই ব্রাহ্মণের আগে। ধরিয়া ফকির বেশ কহে অনুরাগে ॥ কি লাগিয়া কান্দ কহ ব্রাহ্মণ-তনয়। দেখিয়া তোমার দুঃখ বড় দয়া হয় ॥ দ্বিজ বলে তোমারে কহিয়া কার্য্য কি বা। আপনারে নহ তুমি, মোরে কি করিবা ॥ হাসিয়া বলেন

পীর—শুন রে অজ্ঞান। আমি কি ফকির, তুমি করিয়াছ জ্ঞান ॥ যে হই পশ্চাৎ আমি দিব পরিচয়। কহ হে আপন কথা সত্য যে বা হয় ॥ দ্বিজ বলে—মাগিয়া যাবৎ কাল খাই। আজি না পাইনু ভিক্ষা, মিছামিছি যাই ॥ পীর বলে আজি হৈতে দুঃখ গেল দূর। অতুল সম্পদ্ হৈল, যাও নিজ পুর ॥ নিশ্চয় তোমারে কহি, আমি সত্যপীর। কলিযুগে পৃথিবীতে হয়েছি জাহির ॥ এই রূপ ভাবিয়া যে সির্নি দেয় মোরে। সেই কালে হইবেক সম্পদ্ সত্বরে ॥ দ্বিজ বলে নিত্য পূজি শালগ্রাম-শিলা। তথাপি না যায় দুঃখ, বিধি যা লিখিলা ॥ তথাপি ভরসা মাত্র আছে এক মনে। পরকালে নিস্তার করিবে নারায়ণে ॥ তাহা ঘুচাইয়া কেন পীরেরে ভজিব। যবন-আচার করি নরকে মজিব ॥ হাসিয়া কহেন পীর—শুন রে অজ্ঞান। যেই পীর, সেই ত জানিও নারায়ণ ॥ বেদ আর কোরান্ বুঝিয়া দেখ এক। জগতে নাহিক দুই শুন পরতেক ॥ বলিতে বলিতে সেই অখিলের নাথ। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে চারি হাত ॥ গলায় কৌস্তুভ মণি, শ্রীবৎস হৃদয়। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন মহাতেজোময় ॥ সেই রূপ দেখি দ্বিজ পড়িল ধরণী। করিল অনেক স্তব, গদ্গদ বাণী ॥ চিনিতে না পারি আমি, তুমি কোন্ জন। সহজে ভিক্ষুক আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥ দেখিতে দেখিতে পুনঃ হইল ফকির। পূর্ব্বের যেমত রূপ হইল জাহির ॥ সে রূপ ভাবনা বড় উৎকট দায়। এই রূপে কলিতে তৎকালে তাঁরে পায় ॥ দ্বিজ বলে যত কিছু, তুমি সে সকল। সার্থক জীবন মোর নয়ন সফল ॥ কিরূপ সিরিনি দিব, পূজার প্রকার। কহ কহ মহাপ্রভু, শুনি একবার ॥ বলিতে লাগিল প্রভু ব্রাহ্মণের তরে। গম কিংবা ধান্যাদির আটা স'য়া সেরে ॥ সওয়া ছড়া কলা করিবেক আয়োজন। সওয়া গুবাক আর পান সওয়া পণ ॥ স'য়া সের চিনি আর স'য়া সের ক্ষীর। যাহাতে সন্তুষ্ট হই আমি সত্যপীর ॥ চিনি আর ক্ষীর দিতে যার নাই শক্তি। দুগ্ধ আর গুড় দিয়া করিবেক ভক্তি ॥ সর্ব্বদ্রব্য জড় করি মধ্যেতে রাখিয়ে ॥ বসিবেক ভক্ত লোক চৌদিকে বেড়িয়ে ॥ গুণকথা আমার শুনিবে এক মনে। সাঙ্গ হৈলে মুজ্‌রা করিবে জনে জনে ॥ সত্যপীর বলিয়া কপালে দিবে হাত। ইথে হেলা করিলে সে অশেষ

উৎপাত ॥ সত্য-সত্যনারায়ণ বলি বার-বার। কর যোড় করিয়া করিবে নমস্কার ॥ প্রসাদ লইবে তবে যত জন তথা। বিরচিল শঙ্কর আচার্য্য এই কথা ॥

এতেক বলিয়া পীর হৈল অন্তর্দ্ধান। ঘরেতে চলিয়া গেল দ্বিজ ভাগ্যবান্ ॥ ব্রাহ্মণীকে সমাচার সকলি কহিল। সেই নিশি নিরাহারে অমনি রহিল ॥ দণ্ড দুই প্রভাতে ভ্রমিয়া ঘর কত ॥ পাইল অনেক দ্রব্য অপরূপ যত ॥ সিরিনি করিল দ্বিজ সে মত প্রকারে। অপূর্ব্ব সকল দ্রব্য লইয়া সত্বরে ॥ প্রসাদ লইল তবে কিছু কিছু সবে। অতুল সম্পদ্ হৈল পূজা-অনুভাবে ॥ দাস দাসী গো মহিষ কত ঘোড়া হাতী। ধন ধান্য জায়া পুত্র-আদি নানাজাতি ॥ পূজার প্রচার কৈল ব্রাহ্মণ প্রথমে। তার পর আর যত বলি ক্রমে ক্রমে ॥ কাষ্ঠ কাটিবারে যায় কাঠুরে সকল। ব্রাহ্মণের বাড়ী যায় খাইবারে জল ॥ দেখিয়া বিস্মিত বড় চাষার সমাজ। রাতারাতি ব্রাহ্মণ হইল মহারাজ। পাইল কাহার ধন, কিংবা কার বরে। ভক্তি করি জিজ্ঞাসিল ব্রাহ্মণ গোচরে ॥ কি হ'তে এমন ধন করিলে অতুল। আপন শকতি কিংবা কোনো জন মূল ॥ হেরি যে কাহারে পূজ লয়ে উপহার। অবশ্য কহিবে মোরে সব সমাচার ॥ কহিতে লাগিল তবে শুদ্ধমতি ধীর। যেমন প্রকারে বর দিল সত্যপীর ॥ সেই মত দ্বিজবর কহিল সমস্ত। শুনিয়া কাঠুরে সব হইল নিরস্ত। ভকতি করিয়া কহে শুনহ ঠাকুর। আমা সবাকার যদি দুঃখ যায় দূর ॥ এমত প্রকারে সিনি দিব ঘরে ঘরে। এত বলি সবে গেল বনের ভিতরে ॥ কাটিয়া বেচিল কাষ্ঠ, পাইল অনেক। জানিল কাঠুরে পীর বড় পরেতক ॥ দিন দুই তিন মধ্যে দুঃখ গেল দূর। পীরের প্রতাপে হৈল বিভব প্রচুর ॥ সদানন্দ নামে সাধু লয়ে টাকা-কড়ি। কাষ্ঠ কিনিবারে যায় কাঠুরের বাড়ী ॥ দেখিয়া বিস্ময় বড় হইল সাধুর। আগে গিয়া জিজ্ঞাসিল বচন মধুর ॥ শুনিয়া বিনয়-বাক্যে কহে বিবরণ। সাধুর ভকতি বড় বাড়িল তখন ॥ সকল আছয়ে মোর পুত্র আদি ধন। এক দুঃখ অনলেতে সদা পোড়ে মন ॥ কন্যা যদি একটি আমায় দেন তিনি। এমত প্রকারে আমি করিব সিরিনি ॥ এতেক বলিয়া গেল আপনার ঘর। এক কন্যা

জনমিল কত দিনান্তর ॥ শুভক্ষণে দেখে সাধু কন্যার বদন। ফকির বৈষ্ণবে কত বিলাইল ধন ॥ যথাকালে বিয়া দিল ভাল বর আনি। পাসরিল পূর্ব্ব কথা করিতে সিরিনি ॥ জামাতা লইয়া যায় করিতে ব্যাপার। সাত নায় নানা দ্রব্য পুরিয়া অপার ॥ দক্ষিণ পাটনে রাজা নাম কলানিধি। সেই দেশে স'দাগরে মিলাইল বিধি ॥ রাজা সম্ভাষিতে গেল নানা উপহারে। শ্বশুর জামাতা দুইজন একেবারে ॥ সিরোপা পাইয়া রহে চাপিয়া সে তরী। প্রমাদ ঘটান পীর অতি কোপ করি ॥ সেই ত রাজার দ্রব্য ভাণ্ডারে যতেক। মুকুতা প্রবাল স্বর্ণ বর্ণিব কতেক ॥ পীরের আদেশে মত চেলাগণ আসি। প্রবেশিয়া রাজপুরী ঘোরতর নিশি ॥ যতেক রাজার দ্রব্য বহিয়া বহিয়া। রাখিল সাধুর নায় সমস্ত পুরিয়া ॥ প্রভাতে উঠিয়া শূন্য দেখিয়া ভাণ্ডার। কোটাল বিকল বড়, লাগি চমৎকার ॥ চৌদিকে বেড়ায চোর চাহিয়া নগর। ঘাটে উত্তরিল গিয়া যথা স'দাগর। নৌকায় দেখিল দ্রব্য সেই ত সকল। সাধুরে বান্ধিল দিয়া লোহার শিকল ॥ ডাকু দাগাবাজ বেটা মিছা স'দাগর। এত বলি লয়ে গেল রাজার গোচর ॥ সাধু কহে—কেহ মোরা কিছুই না জানি। কার দ্রব্য কে বা লয়ে রাখিল তরণী ॥ পুণ্যবান্ রাজা শুন নিবেদন মোর। পরীক্ষা করুন, আমি যদি হই চোর ॥ রাজা বলে—ডাকু চোর বড় দাগাবাজ। কদাচ না শুনি যে সাধুর হেন কাজ ॥ হাতে লোতে ধরিয়াছি তবু "শুন কথা"। মশানেতে দেহ বলি, কাটি লয়ে মাথা ॥ সত্যপীর ঠাকুর সে দিলেন বিবোধ। পাত্র বলে বন্দী রাখ, না করহ বধ ॥ শ্বশুর জামাতা লয়ে রাখ কারাগারে। নৌকার যতেক দ্রব্য আনহ ভাণ্ডারে ॥ কি কহিব সাধুর দুঃখের সীমা নাই। মাগিয়া উদর পূরে শ্বশুর জামাই ॥ শঙ্কর আচার্য্য ইহা করিল রচন। এমত জানিহ ভাই ব্যাসের বচন ॥

হইল অনেক কাল, অন্ন নাহি জোড়ে। দুঃখরূপ অনলেতে সদা মন পোড়ে ॥ হেথায় রমণী তার আর তার সুতা। পতির বিলম্ব দেখি মহাদুঃখ-যুতা ॥ সেই ত সাধুর কন্যা দ্বিজের বাড়ীতে। দৈবযোগে এক দিন গেল বেড়াইতে ॥ সিরিনি করিতে তথা দেখিয়া জিজ্ঞাসে। কাহার করহ পূজা কোন্ অভিলাষে ॥ ব্রাহ্মণী কহিল তারে সকলি নিশ্চয়। সত্যপীর সেবিলে সকল কার্য্য হয় ॥ সাধুর তনয়া

বলে মোর এই কাম। পতি সহ পিতা মোর আসুন স্বধাম।। এমত প্রকারে আমি করিব সিরিনি। ইশাদ ইহার তুমি থাক ঠাকুরাণী।। এতেক বলিয়া গেল আপনার ঘর। দয়ালু হইল পীর কৃপার সাগর।। শ্বশুর জামাতা বন্দী যথায় পাটান। সেথায় রাজারে গিয়া কহেন স্বপন।। মাথায় বেষ্টিত কালা দিব্য দীপ্ত পাক। ছাগলের ছড়া ছড়ি গুদড়ি পোষাক।। হাতেতে জৈতুন মালা জপিতে জপিতে। সাত শত আউল্যে যোগান তাঁর সাথে।। পরিচয় দিল মোর নাম সত্যপীর। কলিযুগে পৃথিবীতে হয়েছি জাহির।। ঘৃণা না করিও রাজা দেখিয়া এ বেশ। বিরিঞ্চি মাধব আমি সাক্ষাৎ মহেশ।। আমার সেবক বটে সাধু সদানন্দ। নাহি করে ডাকা চুরি, নাহি করে মন্দ। বান্ধিয়া রাখিলে তারে, লয়ে যত ধন। দুঃখ পায় তারা, করে আমার স্মরণ।। শ্বশুর জামাতা তারা যত দুঃখ পায়। কি কহিব শেল যেন ফোটে মোর গায়। নিশা পোহাইলে সেই সাধু দোঁহাকারে। খালাশ্ করিয়া পূজ বস্ত্র-অলঙ্কারে।। এক গুণ লইয়াছ, দশ গুণ দিবে। তবে সে আমার ঠাঁই নিস্তার পাইবে।। রাজ্যের সহিত নৈলে বিনাশ নিশ্চয়। বুঝিয়া করহ কার্য্য যেবা মনে লয়।। প্রভাতে চেতনা পেয়ে সেই মহারাজ। বাহিরে দিলেন বার লইয়া সমাজ।। পাত্র মিত্র সবে শুনে স্বপনের কথা। জানিল সকল গুণ, সফল দেবতা।। আদেশ পাইয়া তবে কোটাল সত্বরে। খালাশ করিয়া আনে দুই স'দাগরে। বস্ত্র অলঙ্কার রাজা বহুমূল্য দিল। যোড় হাত করি তবে বিনয় করিল।। দশগুণ ধন পেয়ে নায়ে দিল ভরা। যাইতে সাধুর দেশে বড় হৈল ত্বরা।। বিবিধ বাজনা বাজে জয়-কোলাহল। না জানে পীরের পাকে হইল কুশল।। সত্যপীর ঠাকুর বুঝিতে তার মন। ফকিরের বেশে ঘাটে দিল দরশন।। ডাক দিয়া কহে ওহে শুন সদাগর। কি ধন লইয়া যাও নৌকার উপর।। কিছু যদি দিয়ে যাও, তুষ্ট হয়ে যাই। সতত করিব দো'য়া, শুন সাধু ভাই।। ফকির নহি ত আমি সত্যপীর হই। খালাশ্ করিনু তোরে নৃপতিরে কই।। সাধু বলে—বস্ত্র বিনে ছেঁড়া কানি পর। পীর যদি হও তুমি, দুঃখে কেন মর।। কড়ার ভিখারী তুমি, কড়া লয়ে যাহ। নহে ত ডাকিয়া মর, ওই খানে রহ।। তুষ আর অঙ্গার আছয়ে মোর নায়। কিছু যদি থাকে

কার্য্য, দিব সর্ব্বদায় ॥ এ কথা শুনিয়া কিছু না দিল উত্তর। বসিয়া রহিল তথা দেব গদাধর ॥ বাহিয়া চলিল সাধু পরম আনন্দ। না চিনিল ঠাকুরেরে, চক্ষু থেকে অন্ধ ॥ কত দূর গিয়া দেখে সাধুর জামাই। তুষাঙ্গার বিনা নায়ে আর কিছু নাই ॥ সাত নায় যত ধন, সকলি অমনি। কান্দে দুই সদাগর শিরে কর হানি ॥ কোন্ দেব শাপ দিল, এ কি পরমাদ। দেশেতে যাইতে আর নাহি করি সাধ ॥ ঝাঁপ দিব আজ জলে, যাউক পরাণ। কোন্ মহাজন সহে এত অপমান ॥ কাহার শরণ লব, কে বা দিবে বর। এইরূপ কান্দে সাধু হইয়া কাতর ॥ জামাতা কহিল তবে শ্বশুরে সান্ত্বিয়া। ইহার কারণ এক শুন মন দিয়া ॥ ঐ যে ফকিরে দেখে করিয়াছ হেলা। আর কারো কর্ম্ম নহে, তাঁর এই খেলা ॥ সেই থান্‌কার পীর, কভু নহে আন। চরণে শরণ লহ, হইবে বিধান ॥ এ কথা শুনিয়া সাধু ফিরাইল তরী। পুনঃ গেল সেই ঘাটে অতি ত্বরা করি ॥ দেখে সে ফকির আছে ঘাটেতে বসিয়া। দুই জনে বলে তাঁর চরণ ধরিয়া ॥ ক্ষম অপরাধ প্রভু, মোরে কর দয়া। কাতর দেখিয়া দেহ চরণের ছায়া ॥ চিনিতে না পারি আমি, তুমি কোন্ জন। পূজিব তোমার পদ করিলাম পণ ॥ হাসিয়া কহেন পীর— নায়ে গিয়া চড়। গরিব ফকির আমি, পায়ে কেন পড় ॥ কড়ার ভিখারী আমি, কড়া পাইলে যাই। শাপ বর দিবার কি শক্তি আছে ভাই ॥ কান্দিতে কান্দিতে পুনঃ কহে স'দাগর। কপট ত্যজিয়া দয়া কর গুণাকর ॥ যদি প্রভু পরিচয় না দিবে আপনি। গলায় মারিয়া ছুরি মরিব এখনি ॥ কহিতে লাগিল পীর তবে সত্যবাণী। সত্যপীর মোর নাম, শুন ফরমানি ॥ কন্যা যে দিলাম তাহা পাসরিলে শেষে। মানিয়া না দিলে সির্নি, আসিলা বিদেশে ॥ তেকারণে পাটনে রাখিনু বন্দী করি। পাইলে অনেক দুঃখ লুট গেল তরী ॥ তোমার নন্দিনী ঘরে সিরনি মানিল। কাতরা দেখিয়া তারে দয়া উপজিল ॥ স্বপনে কহিনু আমি নৃপতির পাশ। তেকারণে দেশে যাও হইয়া খালাশ ॥ সাধু বলে—এ কথা সকলি সত্য বটে। সিরিনি না দিয়া এত পরমাদ ঘটে ॥ সত্যপীর ঠাকুর হইল গুণধাম। নৌকায় চড়িল সাধু করিয়া প্রণাম ॥ সকলি

হইল রত্ন পূর্ব্বমত নায়।। জাহির হইল পীর, সাধু তরী বায়॥ বিবিধ বাজনা বাজে, জয় পুরে ঠাটে। দেশে উত্তরিল গিয়া আপনার ঘাটে॥ বাটীতে কহিতে দূত গেল রড়ারড়ি। সাধুর রমণী শুনি আনন্দিত বড়ি॥ দশজন ভক্তে ডাকি পুরমাঝে আনি। নিয়মিত সর্ব্বদ্রব্যে করিল সিরিনি॥ সাধুর তনয়া সেই সিরিনি খাইতে। থু থু করি ফেলি দিল ঘৃণায় মহীতে॥ সিরিনি ফেলিল দেখি পীর পয়গম্বর। হইল বড়ই ক্রুদ্ধ কাঁপে কলেবর॥ আমার সিরিনি ফেলে, এতেক যোগ্যতা। দেখিব আসিয়া রাখে কেমন দেবতা॥ নৌকার উপরে ছিল সাধুর জামাই। সে গেল অমনি তল, আর দেখা নাই॥ কান্দে সাধু স'দাগর শিরে কর হানি। ইহার কারণ আমি কিছুই না জানি॥ কোন্ দেব শাপ দিল, এ কি পরমাদ। হায় হায় আচম্বিতে কে সাধিল বাদ॥ জামাতা দুঃখের ভাগী, প্রাণের সমান। তাহা বিনা মোর মনে আর নাহি আন॥ সাধুর তনয়া কান্দে আর তার মা। ক্ষিতি লোটাইয়া কান্দে, বুকে মারে ঘা॥ পতির সহিত রামা যায় ডুবিবারে। জননী যতনে তারে রাখিবারে নারে॥ শরীর ছাড়িব আমি, নিবেদিল মায়। অগ্নিকুণ্ড করি দেহ, প্রবেশিব তায়॥ কাষ্ঠ আনি কুণ্ড-সজ্জা করিল সকল। সত্যপীর ঠাকুর সে হইল বিকল॥ ক্রোধ করি সাধুপুত্রে লুকাইনু জলে। তেকারণে সাধুসুতা প্রবেশে অনলে॥ হেন ভাবি সত্যপীর ব্রাহ্মণের বেশে। আসি উত্তরিল সেই স'দাগর-পাশে॥ তোমার জামাতা তল গেল যে কারণ। আমি তাহা ভাল জানি, শুন বিবরণ॥ তোমার নন্দিনী ঘরে সিরনি খাইতে। থু থু করি ফেলি দিল ঘৃণায় মহীতে॥ সেই অপরাধে পীর ডুবাইল না। পুনরপি গিয়া তাহা কুড়াইয়া খা॥ তল হ'তে পাইবেক পতি ধন তরী॥ এত বলি চলি গেল দ্বিজরূপী হরি॥ সাধুর নন্দিনী তবে এ কথা শুনিয়া। যেখানে ফেলিয়াছিল, খাইল চাটিয়া॥ তাহার মিশালে মাটি জিভে কত লাগে। পরম যতনে খায় পতি-অনুরাগে॥ হেথায় ভাসিয়া ওঠে সাধুর জামাই। সকলি তেমনি আছে, কিছু নড়ে নাই॥ আশ্চর্য্য সবার মনে লাগে বড় ধন্ধ। শুভক্ষণে ঘরে গেল সাধু সদানন্দ॥ নৌকার যতেক দ্রব্য ভাণ্ডারে পূরিল। দরিদ্র দ্বিজের তরে কিছু কিছু দিল॥ নগরের লোক যত পুর-মাঝে আনি। স'য়া সের সোণা

দিয়া করিল সিরিনি ॥ স্বপনে কহেন পীর—শুন স'দাগর ।• স'য়া সের সোণা দিয়া করিলে আদর। স'য়া সের আটা আর যাহা নিয়মিত। তাহা দিয়া কর সির্নি হয়ে হৃষ্টচিত। স্বপনে এমন দেখি সাধু ভাগ্যবান্। পরদিন কৈল তাহা যেমতি বিধান ॥ যত ভক্তজনে ডাকি পুর-মাঝে আনি। নিয়মিত দ্রব্য দিয়া করিল সিরিনি ॥ প্রসাদ লইল তবে যত জন তথা। বিরচিল শঙ্কর আচার্য্য এই কথা।

অতএব শুন লোক, না করিও হেলা। কে বুঝিতে পারে সেই দেবতার খেলা ॥ স্বামীর দৌর্ভাগ্য যায় রমণী-মণ্ডলে। সে হয় প্রাণের সমা এ কথা শুনিলে ॥ এ কথা শুনিতে যে বা পাশ-কথা পাড়ে। মনোদুঃখ অবিরাম, তার লক্ষ্মী ছাড়ে ॥ রোঝায় কি করে, যায় কামড়ায় সাপে। সত্যপীর রুষিলে রাখিবে কার বাপে ॥ মৃতবৎসা দোষ ঘুচে, আর কাকবন্ধ্যা। দুর্জ্জনের দুঃখ বাড়ে সত্যপীরে নিন্দা ॥ সত্যপীর কিছু নহে যেই জন বলে। শমন-শিকল তার লাগে পায় গলে ॥ সিরিনি মানয়ে যে বা হয়ে দুই-মনা। কদাপি না সিদ্ধ হয় তাহার কামনা ॥ শঙ্কর আচার্য্য ইহা করিল রচন। শুনিলে আপদ খণ্ডে পায় বহু ধন ॥ আমেন্ আমেন্ বল হয়ে হৃষ্টচিত। এতদূরে সাঙ্গ সত্যনারায়ণ-গীত ॥

ইতি সত্যনারায়ণ ব্রতকথা সমাপ্তা।

সুবচনী-ব্রত

পূজাবিধি।—স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক "সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিতে হয়। যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী দাসী বা সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বক-মনোঽভীষ্টসিদ্ধি-কামা গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক (শুভসূচনী) শুভচণ্ডী দুর্গাপূজাতৎকথা-শ্রবণমহং করিষ্যে"। এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া ন্যাসাদিপূর্ব্বক গণেশাদিদেবতা-গণকে পূজা করত (শুভসূচনী) শুভচণ্ডীদেবীর ধ্যান করিতে হয়। মন্ত্র, যথা—"ওঁ রক্তাঙ্গী চ চতুর্ম্মুখী ত্রিনয়না রক্তাম্বরালঙ্কৃতা। পীনোত্তুঙ্গকুচা দুকূল-বসনা হংসাধিরূঢ়া পরা। ব্রহ্মানন্দময়ী কমণ্ডলুকরাভীতিপ্রদানোৎসুকা, ধ্যেয়া

সা শুভকারিণী ত্রিজগতাং সর্ব্বাপদুদ্ধারিণী ॥” এই প্রকার ধ্যান করিয়া ওঁ শুভসূচনী (শুভচণ্ডী) দেব্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হয়। অতঃপর হংসপ্রভৃতির পূজা করিয়া কথা শ্রবণপূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়।

ব্রতকথা

বন্দ মাতা সুবচনী, পুরাণে মহিমা শুনি, পতিতপাবনী পুরাতনী। বলি আমি আমি করপুটে, অধিষ্ঠান হও ঘটে, শুন আপনার ব্রতবাণী ॥ প্রণমিয়া দেবগুরু বিপ্রের চরণে। সুবচনী মাতা বন্দ আনন্দিত মনে ॥ প্রজা ল’য়ে রাজ্য করে কলিঙ্গ ঈশ্বর। সেই দেশে অনাথা ব্রাহ্মণী করে ঘর ॥ সবে মাত্র এক পুত্র পড়ে পাঠশালে। ভিক্ষা মেগে যজ্ঞসূত্র দিল যথাকালে ॥ পাঠশালে পড়ে সবে নানা দ্রব্য খায়। দ্বিজপুত্র দুঃখী সবাকার পানে চায় ॥ মনে করে ত্বরা ক’রি আজি ঘরে যাব। পরিপূর্ণ ক’রে মৎস্য মাংস অন্ন খাব ॥ ঘরে গিয়া পুত্র জননীর কাছে বলে। উত্তম সুখাদ্য খায় বালক সকলে ॥ ব্রাহ্মণীর পুত্র ইহা কয় হেসে হেসে। পরম আনন্দে জননীর কোলে ব’সে ॥ অন্যের বালক মাগো নানা দ্রব্য খায়। মৎস্য আদি পক্ষিমাংস খেতে সাধ যায় ॥ ব্রাহ্মণী বলেন বাছা আমি কোথা পাব। তনয় বলেন কাল আমি এনে দিব ।। উঠিয়া প্রভাতে তবে দ্বিজের তনয়। নগর ভ্রমণ করে ত্যজিয়া আলয় ॥ হংসশালে নৃপতির আছে যত হাঁস। দিবারাত্র রক্ষক আছয়ে বারোমাস ॥ চরে সব হংস সন্ধ্যাকালে যায় ঘরে। পাছু ছিল খোঁড়া হাঁস দ্বিজপুত্র ধরে ॥ আছাড়িয়া মেরে জননীর কাছে দিল। রন্ধন করিয়ে মাংস গোপনে খাইল ॥ প্রাতঃকালে দেখে পালে খোঁড়া হাঁস নাই। রাজার শাসনে দূত চলে ধাওয়া ধাই ॥ রাজা বলে আজি খোড়া হাঁস খুজে আন। খোড়া হাঁস না পাইলে বধিব পরাণ ॥ ভয়ে ব্যগ্র হ’য়ে খুজে যত হংসচর। ঘাট বাট মহারণ্য সবাকার ঘর ॥ হংসের সন্ধান কোন মতে নাহি পায়। ব্রাহ্মণীর বাটীর নিকট দিয়া যায় ॥ সেই হংস পাখা দেখে বিপ্র ভস্মকুণ্ডে। দ্বিজপুত্রে ধরে সবে বজ্র পাড়ে মুণ্ডে ॥ ব্রাহ্মণীরে যথোচিত তিরস্কার করে। তার পুত্রে ধরে দিল রাজার গোচরে ॥ ব্রাহ্মণ দেখিয়া কলিঙ্গের

অধিকারী। ক্রোধে পরিপূর্ণ কহে আস্ফালন করি ॥ রাজা বলে বেটা তোর এত অহঙ্কার। হংস মেরে খাইয়াছ পাবে ফল তার ॥ আজ্ঞা দিল রাজা দ্বিজে রাখ বন্দিশালে। বক্ষেতে পাথর দাও ফেলে ভূমিতলে ॥ বন্দিশালে রাখে দূত নৃপ আজ্ঞা পেয়ে। ব্রাহ্মণীরে সমাচার সবে দিল গিয়ে ॥ শুনিয়া আছাড় খায় কেশ নাহি বান্ধে। তারিণী ব্রহ্মাণী বলে দ্বিজমাতা কান্দে ॥ ভয়ে দ্বিজ-মাতা কান্দে, কেশপাশ নাহি বান্ধে, অচেতনে পড়ে ভূমিতলে। করে হাহাকার রব, শুনি ধেয়ে এল সব, আহা! আহা ! উঠ বলি তোলে ॥ ব্রাহ্মণের নহে ধর্ম্ম, করেছ কুৎসিত কর্ম্ম, হোক ব্রাহ্মণের ছেলে বটে। সাম্য হো'ক নৃপক্রোধ, সবে গিয়া উপরোধ, রাজাকে করিব করপুটে ॥ কেহ কহে উপদেশ, কহি শুন সবিশেষ, কান্দিলে না হবে কিছু আর। কা হতে কিছু না হয়, শাস্ত্রেতে এমন কয়, ভাল মন্দ কর্ম্ম দেবতার ॥ আর কেহ নাহি যার, সুবচনী মাতা তার, এক ভাবে পদ ভাব তাঁর। ভেবে হারা মরা পায়, এবা কোন বড় দায়, তব পুত্রে করিবেন উদ্ধার ॥ সেই গ্রামে এক ঘরে, সুবচনী পূজা করে, তথা যায় এয়ো নারীগণ। শুনিয়া পূজার কথা, ব্রাহ্মণী গেলেন তথা, একভাবে করয়ে মানন ॥ আমার পুত্র রাজদ্বারে, উদ্ধারিয়া এলে ঘরে, সুবচনী মায়েরে পূজিব। সবে বল সিদ্ধ হোক, মায়ের মহিমা রৌক, মিথ্যা হ'লে পরাণ ত্যজিব ॥ ব্রাহ্মণী কাতর দেখি, সকলে সজল আঁখি, করপুটে করিছে মানন। উর মাতা নিজ গুণে, মুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণে, নিজ পূজা করহ গ্রহণ ॥ দেবী শুনিলেন কাণে, রাজা শুয়ে যেই স্থানে, মহানিশি কাছে ছয় রাণী। উদ্ধারিতে দ্বিজবরে, দেবী গিয়ে সেই ঘরে, রাজারে কহিছে স্বপ্নবাণী ॥ শোন্ রাজা তোরে কই, কার মন্দকারী নই, এলাম হিতকথা কহিবারে। মেরেছে যে খোঁড়া হাঁস, সে আমার ব্রতদাস, বন্দিশালে রেখেছ তাহারে ॥ আমি তার অপমানে, ব্যথা পাই বড় মনে, দেখ তোর সর্ব্বনাশ হয়। হবে রক্ত অগ্নিবৃষ্টি, নষ্ট হবে সব সৃষ্টি, পুরী সব হবে ভস্মময় ॥ যদি বল খোঁড়া হাঁস, ব্রাহ্মণ ক'রেছে নাশ, সে কেবল লোকের লাগান। কালি প্রাতঃকাল হ'লে, তুমি গিয়া হংসশালে, খোঁড়াকে দেখিবে বিদ্যমান ॥ দ্বিজপুত্রে ক'রে মুক্ত, তবে তায় উপযুক্ত, ঐ রাজ্য দিয়া কর মান।

মোর কথা সত্য জ্ঞানে, মিথ্যা না ভাবিহ মনে, শকুন্তলা কন্যা দিবে দান ॥ তবে রাজ্য রক্ষা হবে, দেশে দেশে কীর্ত্তি রবে, এত বলি দেবী অন্তর্ধান। এসব দেবীর রঙ্গ, নৃপতির নিদ্রাভঙ্গ, ভয় পেয়ে রাণীরে জাগান ॥ উঠ উঠ উঠ রাণী, শুনহ স্বপ্নের বাণী, স্বপ্ন দেখি পরাণ বিকল। নিদ্রাবশে যে দেখিনু, বুঝি সব হারাইনু, রাজ্য ধন পুত্রাদি সকল ॥ কারাগারে দ্বিজসুতে, ক্লেশ দিনু বিধিমতে, দেবীর সে বরপুত্র হয়। সেই অধর্ম্মের ফলে, রাজ্য পুত্রাদি সকলে, বুঝি সুবচনী করে ক্ষয় ॥ শুনিয়া স্বপ্নের কথা, রাণী মনে পায় ব্যথা, অতিশয় চঞ্চলা হইল। ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে, ক্ষণেক রাজার পার্শ্বে, উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিল ॥ বলিতে কহিতে নিশা, পোহাইয়া হ'ল উষা, উঠি রাজা হংসশালে যান। নৃপতির কাছে কাছে, মৃত খোঁড়াহাঁস নাচে, দেবী বরে পেয়ে প্রাণ দান ॥ দেখে রাজার হৈল বোধ, নৃপতির গেল ক্রোধ, বৈসে এসে বাহির দালানে। উদ্বেগ উঠিছে মনে, পাত্র মিত্র বন্ধুগণে, ত্বরা করে ডাকাইয়া আনে ॥ বন্দিশালে আছে বিপ্র, মুক্ত করে আন ক্ষিপ্র, তাহারে অর্পিব মম রাজ্য। তাহার আশ্রয় লব, শকুন্তলা কন্যা দিব, আজি সমর্পিব শুভকার্য্য ॥ নৃপ-আজ্ঞা পাবা মাত্র, নৃপতির পাত্রমিত্র, বিপ্রপুত্রে মুক্ত করি' আনে। দিব্যবস্ত্র পরাইয়া, নানা আভরণ দিয়া, আপনারে ধন্য করি মানে ॥ নৃপ দ্বিজের নিকটে, দাণ্ডাইয়া করপুটে, স্তুতি করে বিবিধ প্রকারে। হয়ে মোরে অবতংশ, রক্ষা কর মোর বংশ, সবান্ধব শরণাগতেরে। চিনিতে নারিলাম তোমা, অপরাধ কর ক্ষমা, যত দুঃখ তোমারে দিলাম। দিয়া কন্যা রাজ্যদান, রাখিব তোমার মান, আজি হইতে আশ্রয় নিলাম ॥ পরে রত্নসিংহাসনে, বসাইয়া সে ব্রাহ্মণে, নিজ হস্তে চরণ ধুয়ায়। দূত গিয়া ত্বরা করে, পুরোহিত ব্রাহ্মণেরে সেই ক্ষণে সভায় আনায় ॥ জ্যোতিষ শাস্ত্রের মত, দিন করি আনন্দিত, শুভ লগ্ন করিলেন স্থির। তবে কলিঙ্গ-ঈশ্বর, নিজ রাজ্যে করে ঘর, শোভা করে সভার মন্দির ॥ দেখে দিন শুভক্ষণে, স্ত্রীগণে ডাকিয়া আনে, তৈল হরিদ্রা দিতে গায়। বসন ভূষণ পরি, নানা বর্ণে বেশ ধরি, সীমন্তিনী সারি সারি যায় ॥ শুনি বিবাহের রব, বাদ্যকর যত সব, রাজার রাজ্যেতে বাস ছিল। যন্ত্র সুমিলন করি, সবে বেশ ভূষা পরি, রাজার পুরীতে প্রবেশিল ॥ এককালে

বাদ্যধ্বনি, সবে চমকিত শুনি, ক্ষিতিতে বৈসেছে লোক যত ॥ বাজিতেছে জগঝম্প, শব্দে হয় ভূমিকম্প, শুনি রাণী হৈল আনন্দিত ॥ এয়ো সব হ'ল জড় অন্তরে আহ্লাদ বড়, যত নারী হরিদ্রা মাথায়। শঙ্খরব হুলাহুলি, সব সীমন্তিনী মিলি, সরোবরে স্নান হেতু যায়। ঘটেতে পূরিয়া বারি, লইল মস্তকোপরি, রাজরাণী অঞ্চলে লুটায়ে। প্রবেশে নিজ মন্দিরে, ঘটেরে প্রণাম করে, রত্ন দীপ বাসরে জ্বালিয়ে ॥ জিজ্ঞাসয়ে রাজরাণী, শুন সব সীমন্তিনী, হাই আমলা বাটিবেক কে। স্বামী ধরিবেক ছাতা, নাহি পাবে কোন ব্যথা, পতির প্রেয়সী হবে সে ॥ কাছে ছিল বিপ্রসুতা, বড় রূপগুণযুতা, পতির প্রেয়সী সেই ধ্বনি। তাহারে আদেশ করি, সঙ্গে বহু সহচরী, হাই আমলা বাটাইল রাণী ॥ ব্রাহ্মণীর পুত্র লয়ে মঙ্গলাচার করিয়ে, করাইল স্নান অধিবাস। সন্ধ্যায় লইয়া বরে, তারা স্ত্রী-আচার করে, নানা মতে করে পরিহাস ॥ ছান্‌লায় দোঁহে লয়ে, পুরোহিত ডাকাইয়ে, শুভকর্ম্ম করে আরম্ভন। দু'হাত একত্রে লয়ে, বান্ধে পুষ্পমাল্য দিয়ে, রাজরাণী আনন্দে মগন ॥ তবে জলধারা দিয়ে, বর কন্যা গৃহে লয়ে, বাসর ঘরে করে জাগরণ। সব সখীগণ সঙ্গে, নানা মত খেলা রঙ্গে, প্রাতঃকালে উঠে দুই জন ॥ ব্রাহ্মণীর পুত্র কয়, বিলম্ব উচিত নয়, বিদায় করহ ত্বরা করি। মঙ্গল আসনোপরে, বসাইল কন্যা বরে, রূপ হেরে যত নরনারী ॥ রাজ কন্যা বৈসে বামে, রতি যেন শোভা কামে, নারায়ণে শোভে সিন্ধুসুতা। শচী যেন আখণ্ডলে, হৈমবতী হরকোলে, বশিষ্ঠেতে অরুন্ধতী যথা ॥ ধান্যদূর্ব্বা দিয়ে শিরে, সবে আশীর্ব্বাদ করে, হাতে হাতে কন্যা সঁপে রাণী। ধরি জামাতার হাতে, শকুন্তলার হস্ত তাতে, দিয়া কহে সুমধুর বাণী ॥ মনে না করিবে রোষ, ক্ষমা কর সব দোষ, শকুন্তলা ল'য়ে কর ঘর। কন্যার বিদায় কালে, রাণী ভাসে অশ্রুজলে, আজি হৈতে বাছা হৈল পর ॥ করে হাহাকার ধ্বনি, সকাতরে কান্দে রাণী, ধূলায় ধূসর হ'য়ে গায়। শুনিয়া ক্রন্দন বাণী, সকাতরে নৃপমণি, সভা মধ্যে কান্দে উভরায় ॥ নানা বাদ্য শব্দ উঠে, আগে পিছে লোক ছুটে, পদে পদ নাহি পায় পথ। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, ব্রাহ্মণীর পুত্র আইল, ধনে-পরিপূর্ণ সঙ্গে রথ ॥ ধেয়ে গিয়া কয় লোক, ঠাকুরাণী ত্যজ শোক, দেখ সে

তোমার মন ভাল। বন্দি পুত্র কারাগারে, বিবাহ করিয়া ঘরে, রাজার তনয়া লয়ে এলো ।। শুনে এই শুভবাণী, আনন্দিত ঠাকুরাণী, মনে করে এমন কি হবে। সুবচনী মাতা বুঝি, হাতে তুলে দিল নিধি, হারাধনে দুঃখিনী আজ পাবে ।। এতেক বলিয়া উঠে, বাদ্য শুনে সন্নিকটে, আনন্দ সাগরে যেন ভাসে। অঙ্গের অম্বর তার, সম্বরা হইল ভার, অমনি ধাইল এলোকেশে ।। পুত্র আসিয়া নিকটে, দণ্ডাইয়া করপুটে, জননীরে করিল প্রণাম। ব্রাহ্মণী বলেন এসো, অভাগিনীর কোলে বসো, দেবী পুরাইল মনস্কাম ।। তবে জলধারা দিয়ে, বর কন্যা গৃহে লয়ে, অঙ্গিনায় পূজে সুবচনী। চারি কোণা করি ঘর, কাটিল অঙ্গিনা' পর, আলিপনা দিলেন ব্রাহ্মণী ।। চিত্র বিচিত্র করি, যোড়া হাঁস সারি সারি, লিখি তায় আরোপিলা তাতে। আম্রশাখা পূর্ণ করি, দুগ্ধেতে গহ্বর পুরি, দিব্য শোভা পদ্মিনী পালাতে ।। সুবচনী পূজা সব, সাঙ্গপুরে শঙ্খরব, শুনে সবে দণ্ডবৎ হয়ে। এয়োরে করয়ে দান, নাডু রম্ভা গুয়া পান, তৈল সিন্দুর সবে দিয়ে ।। সীমন্তিনী সারি সারি, দাণ্ডাইল শোভা করি, ব্রাহ্মণী চরণে দিল জল। অঞ্চল লোটায়ে তাতে, দিল পুত্রবধূ মাথে, মনোবাঞ্ছা হইল সফল ।। প্রসাদীয় দ্রব্য যাহা, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তাহা, ব্রাহ্মণী আপনি বাঁটি দিল। একান্ত মনে সকলে, বিস্তার করি অঞ্চলে, ভক্তিভাবে সকলে লইল ।। দক্ষিণান্ত সমর্পিয়া, ঘটে বিসর্জ্জন দিয়া, পুরোহিত করিল গমন। তবে পুত্রবধূ লয়ে, পূর্ণ ঘট কক্ষে দিয়ে, গৃহ মধ্যে প্রবেশে তখন ।। ইতি সুবচনী ব্রতকথা সমাপ্তা।

বিপত্তারিণীব্রত

বিধি—এই ব্রত মুখ্যচান্দ্র আষাঢ়ের শুক্লা তৃতীয়া হইতে নবমী তিথির যে কোন তিথিতে শনি বা মঙ্গলবারে করিতে হয়। ব্রতপূর্ব্বদিনে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ, ত্রিসন্ধ্যা অবগাহন ও ব্রতদিনে উপবাস বিধেয়।

পূজাপ্রয়োগ—প্রাতঃকালে পুরোহিত স্বস্তিবাচনাদি পূর্ব্বক ব্রতকারিণীকে সঙ্কল্প করাইবেন। "বিষ্ণুর্ওঁমোঽদ্য আষাঢ়ে মাসি শুক্লে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী দাসী বা যাবদ্বিপন্নাশপূর্ব্বক-সমৃদ্ধা-বৈধব্যকামা

বিপত্তারিণীদুর্গাপ্রীতিকামা বা বিপত্তারিণীব্রতমহং করিষ্যে।" (পরার্থে করিষ্যামীতি বিশেষঃ) এইরূপে সঙ্কল্প করাইয়া সূক্ত পাঠ করিয়া সাধারণ ন্যাসাদি সম্পাদনপূর্ব্বক ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন।

"অস্য মন্ত্রস্য ভৈরবঋষিঃ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ শ্রীবিপত্তারিণী ভগবতী সঙ্কটা দেবতা মায়াবীজং শ্রীং শক্তিঃ ক্রীং কীলকং সর্ব্বাপদুদ্ধরণমহাসঙ্কটনাশনে বিনিয়োগঃ।" শিরসি "ভৈরবঋষয়ে নমঃ", মুখে "পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ", হৃদি "বিপত্তারিণ্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ" গুহ্যে "হ্রীং বীজায় নমঃ", পাদয়োঃ "শ্রীং শক্তয়ে নমঃ", সর্ব্বাঙ্গে ক্রীং কীলকায় নমঃ।" অনন্তর করাঙ্গন্যাস করিবেন, যথা—

ওঁ "অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, শ্রীং মধ্যমাভ্যাং বষট্‌, ক্রীঁ অনামিকাভ্যাং হুং, বিপত্তারিণ্যৈ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌, স্বাহা-করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্‌"। এইরূপেই অঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবেন।

ওঁ করালবদনাং ঘোরাং নানালঙ্কারভূষিতাম্‌, মুকুটাগ্র-লসচ্চন্দ্র-লেখাং দিগ্বসনান্বিতাম্‌। খড়্গাখর্পরমুক্তাঞ্চ মুণ্ডচর্ম্মবরান্বিতাম্‌। মুক্তাহারলতারাজৎ পীনোন্নতঘটস্তনীম্‌॥" এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজাপূর্ব্বক বিশেষার্ঘ্য স্থাপন ও পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানান্তে—ক্রীং বিপত্তারিণ্যৈ স্বাহা" মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপকরত জপ সমাপনপূর্ব্বক পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া—'ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়। পরে বিবিধ পিষ্টক ও সুপারি প্রভৃতি ত্রয়োদশ ফল উৎসর্গ করিবে।

অনন্তর "ওঁ সঙ্কটে ত্বং মহামায়ে ব্রতসূত্রমিদং তব। বধ্নামি বাহুমূলেঽহং বরং দেহি যথেপ্সিতম্‌॥" এই মন্ত্রে দক্ষিণহস্তে ত্রয়োদশ গ্রন্থিযুক্ত রক্তবর্ণ ডোর ধারণ করিয়া ভোজ্য উৎসর্গ করত কথা শ্রবণ করিবেন। পরেদক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন। তৎপরে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবেন।

ব্রতকথা

মার্কণ্ডেয় উবাচ। একদা নারদো যোগী পরানুগ্রহকাম্যয়া। পর্য্যটন সকলাল্লোঁকান্‌ কৈলাসং সমুপাগমৎ॥ শিবেন সহিতাং গৌরীং দৃষ্ট্বা দেবর্ষিসত্তমঃ। প্রণম্য দণ্ডবদ্‌ ভক্ত্যা পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমঃ॥ ব্রতেন কেন দেবেশ লভতে বাঞ্ছিতং

ফলম্। তদ্‌বদস্ব মহাদেব কৃপা ময়ি ভবেদ্ যদি ॥ মহাদেব উবাচ।—বিপত্তারিণীদুর্গায়া ব্রতং কুর্ব্বন্তি যাঃ স্ত্রিয়ঃ। তাসাং যাবদ্বিপন্নাশং কুরুতে ভবসুন্দরী। অবৈধব্যঞ্চ লভতে সর্ব্বত্র সসুখং বসেৎ ॥ নারদ উবাচ।—কেন বা তৎ কৃতং কর্ম্ম মর্ত্ত্যে কেন প্রকাশিতম্। এতন্মে বিস্তরাদ্ ব্রূহি পার্ব্বতী-প্রাণবল্লভ ॥ মহাদেব উবাচ। বিদর্ভাধিপতিঃ শ্রীমান্ রাজা সত্যপরাক্রমঃ। তস্য পত্নী গুণবতী সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতা॥ একদা চর্ম্মকারস্য পত্ন্যা সহ সুনির্জ্জনে। মিলিতা চ মহারাজ্ঞী মিথো বৈ মিত্রতা কৃতা ॥ নানাবিধানি দ্রব্যাণি রাজপত্নী দদৌ মুদা। চর্ম্মকারস্য পত্ন্যৈ সা নানাবিধফলানি চ ॥ একদা চর্ম্মকারস্য পত্নী রাজগৃহং যযৌ। রাজপত্নী সমাহূয় পরস্পরমভাষত ॥ রাজপত্ন্যুবাচ। কীদৃশঞ্চ গবাং মাংসং দ্রষ্টুমিচ্ছাম্যহং সখি। নয় ত্বং বহুযত্নেন গোপনং মম বেশ্মনি ॥ রাজপত্নীবচঃ শ্রুত্বা মাংসং বহুবিধং তথা। পাত্রস্থং বস্ত্রমাচ্ছাদ্য রাজবেশ্ম যযৌ মুদা ॥ দৃষ্ট্বা মাংসং রাজপত্নী গোপনং রক্ষিতং গৃহে। মাংসং দৃষ্ট্বা রাজভৃত্যো রাজ্ঞে সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ ॥ রাজা চ গৃহমাগত্য রাজপত্নীং জগাদ সঃ। চর্ম্মকারগৃহদ্রব্যং কিং গৃহে রক্ষিতং সতি ॥ সত্যবাক্যং বদস্বাদ্য সন্নিধৌ মম ভামিনি। নোচেত্ত্বাং প্রাপয়িষ্যামি ধর্ম্মরাজস্য সংক্ষয়ম্। ফলং বহুবিধং রাজন্ পুষ্পঞ্চ পরিরক্ষিতম্। এতদুক্ত্বা রাজপত্নী দুর্গাদেবীমপূজয়ৎ ॥ রাজপত্ন্যুবাচ।—বিপত্তারিণি দুর্গে ত্বং বিপন্নাং ত্রাহি মাং শিবে। ভক্তিভাবং ন জানামি বালাহহং দুষ্কৃতং কৃতম্। অদ্য রক্ষ মহামায়ে ঘোরদুষ্কৃতকর্ম্মণি। যাবজ্জীবাম্যহং দুর্গে ব্রতং তাবৎ কারোম্যহম্ ॥ দেব্যুবাচ। তুষ্টাস্মি তেহনয়া বাচা বরমেবং দদামি তে। যদ্‌গৃহে রক্ষিতং মাংসং ফলং বহুবিধং ভবেৎ। মহারাজায় দত্তং চেৎ প্রীতিস্তস্য ভবিষ্যতি ॥ ততো দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা গৃহমধ্যগতা সতী। দৃষ্ট্বা বহুবিধং রম্যং ফলং পুষ্পং প্রহৃষ্টধীঃ ॥ ফলং পুষ্পঞ্চ তৎসর্ব্বং দদৌ রাজ্ঞে মুদান্বিতা। রাজা দৃষ্ট্বা বহুবিধং ফলং সংহৃষ্টমানসঃ ॥ এবং গুণবতী রাজ্ঞী ব্রতং কৃত্বা সুদুর্ল্লভম্। ইহ ভোগান্ বরান্ ভুক্ত্বা অন্তে স্বর্গপুরম্ যযৌ ॥ নারদ উবাচ।— কিং বিধানং ব্রতস্যাস্য বদ মে শঙ্কর প্রভো ॥ মহাদেব উবাচ।—বিধানং তে প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব সুসমাহিতঃ ॥ আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়ায়াঃ পরং মুনে। পূর্ব্বং

দশম্যাস্তন্মধ্যে শনিভৌমদিনে তথা ।। ব্রতবাসরপূর্ব্বেদ্যুর্ভুক্ত্বা চৈকং নিরামিষম্। অতীতে যামিনীকালে স্নাত্বা সঙ্কল্পমাচরেৎ॥ ভূমৌ ঘটং সমারোপ্য সহকার-ফলান্বিতম্। নৈবেদ্যং বিবিধং দদ্যাৎ নানাবিধফলানি চ॥ পিষ্টকং বিবিধং রম্যং তণ্ডুলাদিবিনির্ম্মিতম্। পূগাদিফলসংযুক্তং তাম্বূলঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥ এবং বহুবিধং দ্রব্যং ত্রয়োদশমিতং পৃথক্। সর্ব্বাপত্তারিণীদেব্যৈ দত্ত্বা বিপ্রায় দাপয়েৎ।। সোপবীতং সুভোজ্যঞ্চ ব্রাহ্মণায় প্রদাপয়েৎ। কর্ম্মান্তে দক্ষিণাং দাদ্যাদন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ।। যা নারী ভক্তিভাবেন করোতি ব্রতমুত্তমম্। বিধবা ন ভবেৎ ক্বাপি পতিসৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ।। পুত্রপৌত্রসমাযুক্তা ভুক্ত্বা ভোগান্ মনোরমান্। অন্তে প্রাপ্নোতি সা নারী নক্ষত্রে চ পুনর্ব্বসৌ ।। বিপত্তারিণীদুর্গায়া ব্রতং কুর্ব্বন্তি যাঃ স্ত্রিয়ঃ। বিপন্ন সম্ভবেৎ ক্বাপি সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়ুঃ।। ত্রয়োদশগ্রন্থিযুক্তং সুরক্তঞ্চ সুডোরকম্। নারী বা পুরুষো বাপি বধ্নীয়াদ্দক্ষিণে করে।। ইতি বিপত্তারিণীব্রতকথা সমাপ্তা।

ত্রিবেদীয় পঞ্চামৃত শোধনমন্ত্র

যে যে বেদোক্ত পঞ্চগব্যশোধনে দধি দুগ্ধ প্রভৃতির শোধন মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে, পঞ্চামৃত শোধনেও তত্তন্মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। কুশোদক শোধনের মন্ত্রে শর্করা শোধন করিবে। মধুশোধনের মন্ত্র—ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমান্ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু ।।

গর্ভবতীর পঞ্চগব্য প্রাশন মন্ত্র

ওঁ গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং দেহি সরস্বতি।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবা বা ধত্তাং পুষ্করস্রজা ||
(সামবেদীয়—পুষ্করস্রজৌ)।

গর্ভবতীর পঞ্চামৃত প্রাশন মন্ত্র

ওঁ পিব পঞ্চামৃতং দেবি যতস্ত্বং গর্ভধারিণী।
দীর্ঘায়ুষং বংশধরং পুত্রং জনয় সুব্রতে।।

মুদ্রা-প্রকরণ

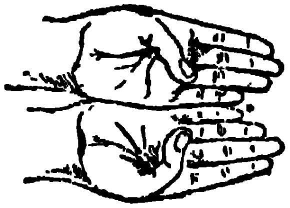

আবাহনীমুদ্রা—

দুই হস্তে অঞ্জলি করিয়া চিৎ করিয়া ধরিয়া অনামিকার মূলপর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্থাপন করিলে আবাহনীমুদ্রা হয়।

স্থাপনীমুদ্রা—

ঐরূপ হস্তদ্বয়কে অধোমুখ করিলে স্থাপনীমুদ্রা হয়।

সন্নিধাপনীমুদ্রা—

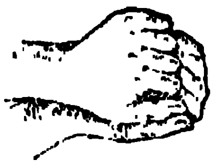

হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া এবং একত্র যোগ করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উন্নত রাখিলেই সন্নিধাপনীমুদ্রা হয়।

সংনিরোধনীমুদ্রা

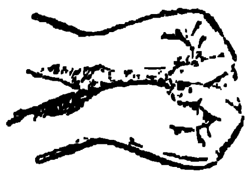

অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে ঐরূপ মধ্যে রাখিয়া হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিলে সংনিরোধনীমুদ্রা হয়।

সম্মুখীকরণীমুদ্রা—

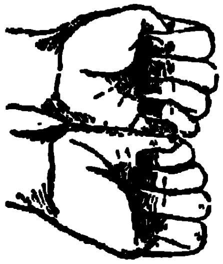

ঐরূপ মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বয়কে চিৎ করিলেই সম্মুখীকরণীমুদ্রা হয়।

সকলীকরণমুদ্রা—দেবতার অঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস (অঙ্গন্যাস) করাকে সকলীকরণ মুদ্রা কহে।

অঙ্কুশমুদ্রা—

দক্ষিণহস্তের মধ্যমাকে সরলভাবে রাখিয়া উহার মধ্যপর্ব্বে তর্জ্জনী সংযুক্ত করিয়া কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিলে অঙ্কুশমুদ্রা হয়।

অবগুণ্ঠনমুদ্রা—

দক্ষিণ ও বামহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তর্জ্জনী প্রসারণপূর্ব্বক অধোমুখে ঘুরাইলে অবগুণ্ঠন-মুদ্রা হয়।

মৎস্যমুদ্রা—

দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশে বামহস্তের তলদেশ স্থাপন করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে নাড়িতে থাকিলে মৎস্যমুদ্রা হয়।

ধেনুমুদ্রা—

বাম কনিষ্ঠায় দক্ষিণ অনামিকা, দক্ষিণ কনিষ্ঠায় বাম অনামিকা, বাম তর্জ্জনীতে দক্ষিণ মধ্যমা এবং দক্ষিণ তর্জ্জনীতে বাম মধ্যমা সংযুক্ত করিলে ধেনুমুদ্রা হয়।

প্রার্থনামুদ্রা—

দুই হস্তের সমস্ত অঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া এবং সম্মুখভাগে পরস্পর মিলিত করিয়া হৃদয়ের নিকট ধরিলে (অর্থাৎ হৃদয়ের নিকট যোড়হাত করিলে) প্রার্থনামুদ্রা হয়।

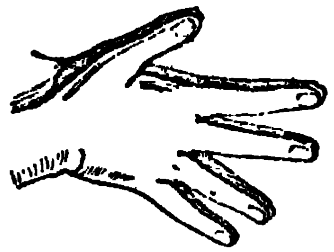

বরমুদ্রা—

দক্ষিণহস্তকে অধোদিকে প্রসারিত করিয়া ধরিলে বরমুদ্রা হয়।

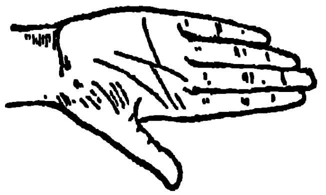

আকর্ষণীমুদ্রা—

দক্ষিণ ও বাম হস্তে অঙ্কুশমুদ্রা করিয়া মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাকে সরলভাবে রাখিলে এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে কনিষ্ঠা ও অনামিকার উপর স্থাপন করিলে আকর্ষণীমুদ্রা হয়।

পরমীকরণমুদ্রা—

দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ পরস্পর আঁকড়াইয়া অপর অঙ্গুলিগুলিকে প্রসারিত করিলে পরমীকরণমুদ্রা (মহামুদ্রা) হইবে।

কূর্ম্মমুদ্রা—

বামহস্তের তর্জ্জনীতে দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা সংযুক্ত করিবে, দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীতে বাম অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত করিবে, দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠটি উন্নত রাখিবে, বামহস্তের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাকে দক্ষিণহস্তের ক্রোড়ে সংযুক্ত করিবে, দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও অনামিকাকে বামহস্তের পিতৃতীর্থে (অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে) অধোমুখে যোগ করিবে এবং দক্ষিণ হস্তটি কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় করিলে কূর্ম্মমুদ্রা হইবে।

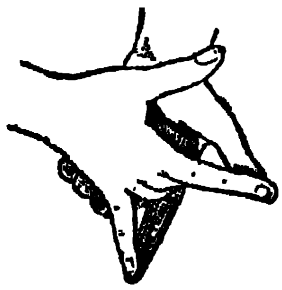

যোনিমুদ্রা—

দুই হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরস্পর আঁকড়াইয়া দুই তর্জ্জনীর দ্বারা দুই অনামিকাকে আঁকড়াইয়া ধরিবে, দুই অনামিকার অগ্রভাগে দুই মধ্যমা সম্মিলিত করিয়া প্রসারিত করতঃ ঐ মধ্যমাদ্বয়ের মূলপর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের অগ্রভাগ স্থাপন করিলে যোনিমুদ্রা হইবে।

লেলিহামুদ্রা—

দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকাকে সমভাবে অধোমুখ করিয়া অনামিকার উপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া কনিষ্ঠাকে সরল করিলে লেলিহামুদ্রা হইবে।

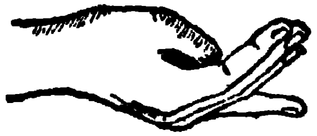

নারাচমুদ্রা—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা তর্জ্জনীর উর্দ্ধরেখা স্পর্শ করিয়া প্রসারিত করিবে এবং অন্য অঙ্গুলিগুলি আনত করিলে নারাচমুদ্রা হইবে।

তত্ত্বমুদ্রা—দক্ষিণহস্তের অনামিকার অগ্রভাগে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ যোগ করিলে তত্ত্বমুদ্রা হইবে।

গালিনীমুদ্রা—উভয়হস্তের কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ পরস্পর সংযুক্ত করিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকাকে মিলিত করিয়া কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিলে গালিনীমুদ্রা হইবে।

গ্রাসমুদ্রা—বামহস্তকে চিৎ করিয়া সমস্ত অঙ্গুলিগুলিকে কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিলে গ্রাসমুদ্রা হইবে।

সংহারমুদ্রা—

বামহস্তকে অধোমুখ করিয়া তদুপরি দক্ষিণ হস্তকে উর্দ্ধমুখে রাখিয়া বামহস্তের অঙ্গুলিগুলির মধ্যে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলিগুলি প্রবেশ করাইয়া একটি মোচড় দিয়া আবদ্ধ হস্তদ্বয় ঘুরাইয়া লইলে সংহারমুদ্রা হইবে।

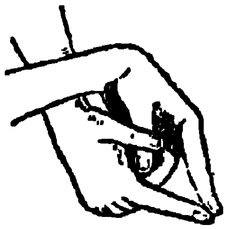

পঞ্চ প্রাণাহুতিমুদ্রা—(২৮০ পৃষ্ঠা ১২ পঙ্‌ক্তি দ্রষ্টব্য)।

সমাপ্ত